পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ

গবেষক

এ. সালাম

পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নং ১০৯

সেশন: ২০১৪-২০১৫

উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রশিদ আহমদ

সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

পিএইচ.ডি
অভিসন্দর্ভ

ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ

এ. সালাম
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯

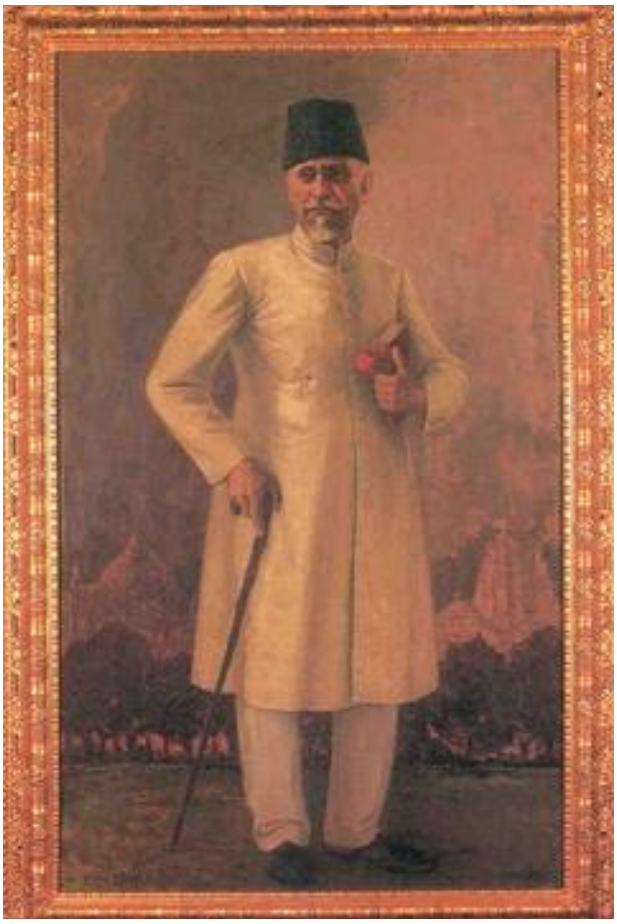

gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘

علم ایسا ایک رہبر ہے جو انسان کو بدلتی ہوئی ہوا میں چلنے پر عادی بنائے۔
জ্ঞান হলো এমন এক পথপ্রদর্শক যা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে
যথাযথভাবে চলতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলে।

میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں۔
কালোকে আমি সাদা বলতে পারবো না।

تاریخ عالم کی سب سے بڑی نا انصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کی ایوانوں میں ہوئی ہیں۔
পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধের ময়দানের পর অবিচারের ঘটনা বিচার অঙ্গনেই বেশি ঘটেছে।

محکومی اور غلامی کے لئے کیسے ہی خوش نام کیوں نہ رکھ لی جائیں لیکن وہ غلامی ہی ہے۔
পরাধীনতা ও দাসত্বকে যত ভাল নামই দেয়া হোক না কেন, তা দাসত্ব-ই বটে।

-মওলানা আযাদ

Department of Urdu
University of Dhaka
Dhaka- 1000, Bangladesh.
Phone: 9661900, Ext. 6160, 6161 (Office)
Fax: 880-2-8615583
E-Mail: dept.urdu@gmail.com
Web: /www.univdhaka.edu
www.urdu.edu.bd

উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০. বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯০০/ ৬১৬০, ৬১৬১(অফিস)
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-Mail: dept.urdu@gmail.com
Web: /www.univdhaka.edu
www.urdu.edu.bd

Ref-

Date: ১২/০৩/২০১৯ ইং

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে, এ. সালাম কর্তৃক "ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ" শীর্ষক মৌলিক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য লিখিত এবং উপস্থাপিত। অভিসন্দর্ভটি আমি আদ্যোপান্ত পড়ে এর প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধন এবং পরিমার্জন করে দিয়েছি।

আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশবিশেষ কোথাও কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়নি।

আমি তার জীবনে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

(ড. রশিদ আহমদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও
সহযোগী অধ্যাপক
উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ: ১২. ০৩. ২০১৯ খৃ:

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে, আমি এ. সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধীনে ২০১৪-২০১৫ ইংরেজি সেশনে পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে ভর্তি হয়ে "ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ" শীর্ষক মৌলিক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করছি। আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১০৯।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশবিশেষ কোথাও কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি বা প্রকাশের জন্য জমা দেইনি।

(এ. সালাম)
পিএইচ.ডি গবেষক
উর্দু বিভাগ
রেজিস্ট্রেশন নং ১০৯
সেশন: ২০১৪-২০১৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
তারিখঃ ১২. ০৩. ২০১৯ খ্রিঃ

ভূমিকা

অসংখ্য-অগণিত হামদ ও শোকর মহান আল্লাহর দরবারে; যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত করে পাঠিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি সহজলভ্য করেছেন। যার দয়া ছাড়া সৃষ্টির সকল কিছু অক্ষম; সেই মহামহিম-ই দিয়েছেন উদ্ভাবনী শক্তি এবং তার জন্যই সম্ভব হয়েছে আমাদের সমূহ গবেষণা ও উন্মোচন।

অফূরন্ত দরুদ ও সালাম পেশ করছি সেই প্রিয় রাসূলের সা. পবিত্র রূহে, যার রূহানী ফয়েয ও বরকতে অধমের দ্বারা এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একজন পরিচ্ছন্ন প্রগতিশীল আলেম এবং একজন সত্যের দিশারী ব্যক্তিত্ব। তার রয়েছে এক বিশাল জ্ঞান ভান্ডার ও পরিমিতিবোধ। উদ্ভাবনী শক্তিতে সমকালে তার তুলনীয় খুব কমই মিলতো। নেতৃত্ব দানের গুণাবলীতে তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। প্রজ্ঞায় তিনি অসাধারণ। ব্রিটিশ রাজ থেকে স্বাধীন ভারত অর্জন কম কথা নয়; আর এই তুমুল লড়াই-সংগ্রামে প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশ ও জাতিকে যিনি সময়ের সঠিক পথনির্দেশ করেছেন তিনি মওলানা আবুল কালাম আযাদ। একটি পুরোপুরি ধর্মীয় পরিবারে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে ওঠার পাশাপাশি জাগতিক বিষয়াবলীতেও এতো পাণ্ডিত্য অর্জন করার দৃষ্টান্ত মওলানাকে না জানলে অনুধাবন করা এক দুরূহ বিষয়।

মওলানা আযাদ ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ মুফাচ্ছিরে কুরআন, ফকিহ্, ইসলামি চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞ, মুক্তিযোদ্ধা, ভাষাবিদ, সাংবাদিক, কবি, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, বাগ্মী, সমাজচিন্তক, প্রবন্ধকার, বিজ্ঞ রাজনীতিক, সূক্ষ্ম কূটনীতিক ও জাতীয় নেতার আসনে সমাসীন।

মওলানার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা সামান্য লেখাপড়া জানার পর থেকেই। তারপর যখন উর্দু বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স করছিলাম তখন কোর্স হিসেবে মওলানা আবুল কালাম আযাদের অনেক লেখার মধ্যে ‘¸ev‡i LwZi◊ নামক সংকলনটি পড়ে সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। অত:পর এম.ফিল করার জন্য চিন্তা করতেই মনে হয়েছে; এই মহান ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করা যায়। এ নিয়ে পরামর্শ করলাম আমার মুরব্বীদের সাথে। বিশেষ করে উর্দু বিভাগের প্রফেসর ড. জীনাত আরা সিরাজী ম্যাডাম এবং বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ স্যারের সাথে। তাঁরা চিন্তা ভাবনা করে সায় দিলেন। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে সম্মত হলেন ড. জীনাত আরা সিরাজী ম্যাডাম। ২০১৪ সালে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করলাম।

কিন্তু মওলানা আযাদ ও তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করতে পেরেছি বলে তৃপ্ত হতে পারলাম না। ‘ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ’ শিরোনামে ২০১৪ সালেই পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তি হলাম। বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ স্যার পিএইচ.ডি কোর্সে আমার তত্ত্বাবধায়ক থাকতে সদয় সম্মতি দিলেন। শুরু হলো অসাধ্য সাধনের চেষ্টা.....

নি:সন্দেহে মওলানা আবুল কালাম আযাদ এক বিশাল ব্যক্তিত্ব; এক মহীরূহ, তাঁর জীবন ও কর্মের রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। কোন দিক নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এদিকে আমার তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. রশিদ আহমদ স্যার আমাকে তাগাদা দিচ্ছিলেন। অবশেষে স্থির করলাম; একদিক থেকে কাজ শুরু করলেই হলো। সেই যে শুরু।

দেশ বিদেশের অনেক পুস্তক ঘেঁটেছি। তথ্য-উপাত্ত নিতে গিয়ে কখনো আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছি বলে মনে হয় না। বিবেক ও শ্রম কাজে লাগিয়ে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করেছি এই মনীষীর জীবনী, কর্মকূশলতা ও উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা তুলে আনতে। কতটুকু পেরেছি আর কী পারিনি তা বিবেচনা করবেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ও বিজ্ঞজনেরা। কেননা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু বলেছেন:

'মওলানা আযাদ সম্পর্কে কলম ধরা সহজ বিষয় নয়।'

তবে বলে রাখা ভালো; মওলানা আবুল কালাম আযাদের বাড়ি ও কর্মক্ষেত্র আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। সুতরাং আমি সে দেশের বাসিন্দা হলে গবেষণায় একটু বেশিই ছন্দ পেতাম ও উপকৃত হতে পারতাম। তথাপি বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায় মওলানা আযাদ সম্পর্কে যে তথ্যাবলী জাতির সামনে তুলে দিতে পারলাম সে জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই।

এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকাস্থ ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ লাইব্রেরি, কলকাতা বিশ্বদ্যিালয় লাইব্রেরি, কলকাতা এশিয়াটি সোসাইটি লাইব্রেরি, পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি লাইব্রেরি, কলকাতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, মির্যা গালিব লাইব্রেরি দিল্লি, জাতীয় গ্রন্থাগার-ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি-ঢাকা, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি-ঢাকা, ঢাকা সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া লাইব্রেরি এবং আরো অনেকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ও ইন্টারনেট সোর্স ব্যবহার করেছি; তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিবার আমাকে এই গবেষণার জন্য সময় ও সুযোগ করে দেয়ায় তাদের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভিন্ন সময়ে এই গবেষণার ক্ষেত্রে যারা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন; তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হুসাইন স্যার, উর্দু বিভাগের প্রফেসর মরহুমা ড. কানিজ ই বাতুল ও ড. জিনাত আরা সিরাজী ম্যাডাম। তাঁদের সকলের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার এই অভিসন্দর্ভ আদ্যোপান্তো অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে পড়ে তার প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধন ও পরিমার্জনে এবং একে একটি উপযুক্ত গবেষণাকর্মে রূপদানে যিনি অনেক শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেই আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. রশিদ আহমদ স্যার-কে জানাই অন্তরের গভীর থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ। তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি।

অভিসন্দর্ভটি আমি নিম্নে লিখিত অধ্যায়সমূহে বিভক্ত করেছি।

c_g Aa¨vq: মওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবনকথা। এতে (অ) আবুল কালাম আযাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা, (ক) উর্দু সাংবাদিকতায় মওলানা আযাদ, (খ) ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা আযাদের অবদান ও (গ) গ্রন্থ রচনায় মাওলানা আযাদ বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

wØZxq Aa¨vq: ইসলামি আইন বিষয়ে গবেষণা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মওলানা আযাদের অবদান। এ অধ্যায়ের অধীনে (ক) পবিত্র কুরআনের তফসির ترجمان القرآن -এ ইসলামি আইনের উপর সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান, (খ) خلافت، معاشرت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر "খেলাফত, মু'আশারাত ও আমর বিল মা'রূফ" ইত্যাদি বিষয়ে ইজতেহাদ ও (গ) ইসলামি আইনের সময়োপযোগী সমাধানে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা বিষয়ক অনুচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে।

ZZxq Aa¨vq: আযাদের ভাবনায় জাতীয় উন্নতিতে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজের প্রভাব। এ অধ্যায়ে (ক) আল্লাহর পথে মওলানা আযাদ কর্তৃক মানুষকে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন, (খ) সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে কুরআনের পথনির্দেশ ও (গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামি ভাবধারা প্রচার সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

PZ_ Aa¨vq: মাওলানা আযাদের সমাজচিন্তা ও মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর অবদান। এই অধ্যায়ে (ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে মুসলমানের সহাবস্থানে ইসলামি বিধিবিধান বিষয়ে মওলানা আযাদের ইজতেহাদ প্রসূত মতামত, (খ) মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাদেরকে রাজনীতির মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা এবং (গ) ভারতভাগের ক্রান্তিকালে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসহায় মানবতার কল্যাণে মওলানা আযাদের অবদান সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

এছাড়াও এতে রয়েছে উপসংহার, বর্ষানুক্রমে ঘটনাপঞ্জির দর্পণে মওলানা আযাদ, মওলানা আযাদ বিষয়ে কয়েকটি কবিতা, গ্রন্থপঞ্জি এবং সবশেষে রয়েছে মওলানা আযাদ সম্পর্কিত কিছু দুর্লভ চিত্র।

বলে রাখা ভালো; গবেষণাপত্র একটি রসহীন বিষয় বলে এতে অনেক অপ্রিয় সত্যকথা স্থান পেয়েছে। পড়তে আনন্দ কম লাগলেও এটা তথ্য জানতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস রাখি। অনিচ্ছাকৃত যেকোনো ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তথ্যগত কোনো ভুল কারো দৃষ্টি গোচরীভূত হলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

এ. সালাম
পিএইচ.ডি গবেষক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।
তারিখঃ ১২. ০৩. ২০১৯ খ্রিঃ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: আবুল কালাম আযাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা :

অ. আবুল কালাম আযাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা / ১
ক. উর্দু সাংবাদিকতায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ / ১৯
খ. ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা আযাদের অবদান / ২৯
গ. গ্রন্থ রচনায় মওলানা আযাদ / ৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামি আইন বিষয়ে গবেষণা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মওলানা আযাদের অবদান :

ক. পবিত্র কুরআনের তফসির ترجمان القرآن -এ ইসলামি আইনের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান / ৮৮
খ. خلافت, معاشرت ও امر بالمعروف و نہی عن المنکر ইত্যাদি বিষয়ে ইজতেহাদ / ১২৮
গ. ইসলামি আইনের সময়োপযোগী সমাধানে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা / ১৩৫

তৃতীয় অধ্যায়: আযাদের ভাবনায় জাতীয় উন্নতিতে কুরআন - সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজের প্রভাব :

ক. আল্লাহর পথে মানুষকে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন / ১৩৯
খ. সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে কুরআনের পথনির্দেশ / ১৫৫
গ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করে ইসলামি ভাবধারা প্রচার / ১৫৯

চতুর্থ অধ্যায়: মওলানা আযাদের সমাজচিন্তা ও মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর অবদান :

অ. প্রারম্ভিকা / ১৬৩
ক. হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে মুসলমানের সহাবস্থানে ইসলামি বিধিবিধান বিষয়ে আযাদের ইজতেহাদ / ১৬৯
খ. মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাদেরকে রাজনীতির মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা /১৯১
গ. ভারতভাগের ক্রান্তিকালে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসহায় মানবতার কল্যাণে মওলানা আযাদ / ১৯৯

ক. উপসংহার : / ২০৭
খ. বর্ষাণুক্রমে ঘটনাপঞ্জির দর্পণে মওলানা আবুল কালাম আযাদ : / ২০৯
গ. মওলানা আযাদকে উৎসর্গিত কয়েকটি কবিতা : / ২১৩
ঘ. গ্রন্থপঞ্জি : / ২১৪
ঙ. মওলানা আযাদের স্মৃতি বিজড়িত কিছু ঐতিহাসিক চিত্র : / ২১৭

পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

শিরোনাম: ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ

TITLE: ISLAMIC LAW AND SOCIAL THOUGHTS OF MAULANA ABUL KALAM AZAD

মওলানা আবুল কালাম মহিউদ্দীন আহমদ আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও অসীম মনোবলের দরুন ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়া শাসকদের প্রায় দু'শ বছরের দুঃশাসনের অবসান ঘটে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশ থেকে ÔweªUk †L'vI Av‡›`vjbÓ সফল করে দেশকে স্বাধীন করতে যারা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, মওলানা আযাদ তাদের অন্যতম। তিনি বহু গুণের অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। আধুনিক উর্দু গদ্য সাহিত্যের তিনি যুগস্রষ্টা লেখক। আযাদ একই সাথে খ্যাতিমান আলেম, মুফাচ্ছিরে কুরআন, মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, বক্তা, ইসলামি আইনজ্ঞ, সমাজচিন্তক, বিজ্ঞ রাজনীতিক, সূক্ষ্ম কূটনীতিক ও স্বাধীন ভারতের অন্যতম স্থপতি।

এ খ্যাতিমান পুরুষ ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কা মুকাররমার ÔKv' IqvnÕ মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে পরিবারের সাথে কলকাতায় আসেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯০০ খৃস্টাব্দে তিনি প্রচলিত পাঠক্রম অনুযায়ী ফারসি শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৯০৩ সনে কওমী মাদরাসা শিক্ষা সিলেবাস অনুসারে তার শিক্ষা লাভ সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত প্রায় সব শিক্ষণীয় বিষয় আযাদ নিজ পিতার শিষ্যত্ব বরণের মাধ্যমে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেন। এরপর ব্যক্তিগত গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বহুভাষা ও বহু বিষয়ে পণ্ডিত। উর্দু, হিন্দি, আরবি সাহিত্য ছাড়াও ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় তার অপ্রতিহত দখল ছিল।

আযাদ এগার বছর বয়স হতেই উর্দু কবিতা রচনা করতে থাকেন। তার প্রথম জীবনের লেখা গাযালসমূহ ارمغان فروخ (আরমুগানে ফররুখ) বোম্বাই আর خدنگ نظر (খিদাঙ্গে নযর) লখ্নৌ-তে ছাপা হয়। نیرنگ عالم (নয়ারঙ্গে আলম)নামে একখানি 'কাব্যসংগ্রহ' তিনি নিজে প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি গদ্য রচনা শুরু করেন। তার প্রাথমিক প্রবন্ধগুলি কলকাতার احسن الاخبار (আহসানুল আখবার) ও تحفہ احمدیہ (তোহ্ফায়ে আহমদিয়া) এবং লাহোরের مخزن (মাখযান) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০ নভেম্বর, ১৯০৩ খৃস্টাব্দে পনের বছর বয়সে আযাদ কলকাতা হতে মাসিক পত্রিকা لسان الصدق (লিসানুস সিদ্‌ক) প্রকাশ করেন।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে আঞ্জুমানে হেমায়াতে ইসলামের (লাহোর) বার্ষিক সম্মেলনে মওলানা আযাদের বক্তৃতা সকলের প্রশংসা লাভ করে। আল্লামা শিবলী নু'মানী রহ. আযাদের মেধা ও মননশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিবলী নিজ সম্পাদিত الندوه (আন্ নদওয়া) পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব আযাদের হাতে অর্পণ করেন।

১৩ জুলাই, ১৯১২ সনে আযাদ নিজ সম্পাদনায় কলকাতা হতে সাপ্তাহিক পত্রিকা الہلال (আল হিলাল) প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম জনসাধারণকে স্বাধীনতা ও রাজনীতিতে স্বকীয় মত ও কর্মের স্বাধীনতার প্রতি আহবান করা। ১৬ নভেম্বর, ১৯১৪ সনে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে Avj-wnjvj এর যামানত জব্দ হওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩ নভেম্বর, ১৯১৫ সনে Avj-wnjv‡ji নামান্তর البلاغ (আল বালাগ) প্রকাশিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী সালতানাত মিত্রশক্তি তথা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার ফলে তদানীন্তন ভারতের ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের প্রতি আস্থাশীল ভারতীয় বিশিষ্ট রাজনীতিকদের প্রতি বিরূপ হয়ে নির্যাতন শুরু করে। তার ধারাবাহিকতায় বঙ্গ সরকার আযাদকে চারদিনের মধ্যে বাংলার বাহিরে চলে যেতে আদেশ জারি করেন। আযাদ ১৯১৬ সালের মার্চে বিহারের অন্তর্গত রাঁচীর মোরাবাদী নামক প্রত্যন্ত এলাকায় গমন করেন। সেখানে তিন বছর নয় মাস তাকে নজরবন্দী রাখা হয়। Avj evjvM পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়ে দু'বার রাঁচীতে ও তিনবার কলকাতায় আযাদের গৃহে তল্লাশি চলে এবং তাঁর সমাপ্ত ও সমাপ্তপ্রায় কতগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুলিশ নিয়ে যায়। নজরবন্দী থাকাকালীন আযাদ রাঁচীর জনগণকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন ও সেখানে একাধিক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১ লা জানুযারি, ১৯২০ সনে তিনি নজরবন্দী হতে মুক্তিলাভ করেন। তখন দেশে স্বাধীনতা অর্জন ও খেলাফত রক্ষার জন্য জোর আন্দোলন শুরু হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ খৃ: 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্স' এর সভাপতি হিসেবে তিনি خلافت اور جزيرة العرب (খেলাফত ও আরব উপদ্বীপ) প্রসঙ্গে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্য قول فيصل ev PovšÍ K_v হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করে। এ বক্তৃতাতেই প্রথম মুসলমানগণকে সরকারের সাথে অসহযোগের আহবান জানানো হয়। তারপর তিনি সর্বপ্রকারে এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং সাধারণভাবে প্রচার-প্রচেষ্টা ছাড়াও বিভিন্ন কনফারেন্সে বক্তৃতা করেন। আন্দোলনে গতি সঞ্চারের জন্য আযাদ নিজ তত্ত্বাবধানে پیغام (পয়গাম) নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ১০ ডিসেম্বর, ১৯২১ সনে আযাদকে গ্রেফতার করে একবছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। ৬ জানুযারি, ১৯২৩ সনে তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। সে সময় হতে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি আযাদ জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত হন। উর্দু সাংবাদিকতা ছাড়াও মওলানা আযাদ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাযকেরা, তারজুমানুল কুরআন, আল মারআতুল মুসলিমা, হালাতে সারমাদ, জামিউশ শাওয়াহিদ, কওলে ফয়সাল, মাসআলায়ে খেলাফত ও জাজিরাতুল আরব, গুবারে খাতির এবং ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম (ترجمان القرآن، تذكره، قول فيصل، جامع الشواہد، مسئلہ خلافت اور جزيرة العرب حالت سرمد، المرئة المسلمہ، غبار خاطر, ও India Wins Freedom)সহ বহু কালজয়ী গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ মোট চারবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন এবং ছয়বার কারাবরণ করেন। রাঁচীর নজরবন্দী হতে জুন, ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মোট বন্দীজীবন সুদীর্ঘ নয় বছর আট মাস তথা জীবনের প্রায় এক সপ্তমাংশ। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতার পর তিনি ভারত সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত উক্ত পদেই বহাল ছিলেন।
১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আযাদ দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন এবং দিল্লি জামে মসজিদের সম্মুখস্থ উদ্যানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দেশ ও জাতির জন্য মওলানা আযাদের এই অপরিসীম ভালোবাসা ও ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯৯২ সালে মওলানা আযাদকে (মরণোত্তর) ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'fviZiZ' পদকে ভূষিত করে। তদানীন্তন সদ্য স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন ও প্রসারে, বিশেষত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে মওলানার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁর জন্মদিন ১১ নভেম্বরকে ভারতের জাতীয় শিক্ষা দিবস পালন করে।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একদিকে যেমন ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মহান স্থপতি, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত, সুদক্ষ সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, ইসলামি আইনজ্ঞ, সমাজচিন্তক ও মহান সমাজসেবক তেমনি তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ উর্দু সাহিত্য সাধক। তিনি তার উর্দু সাংবাদিকতার মাধ্যমে পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথে আহবান করেন। তার ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে তিনি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তার স্বাধীনতার আওয়াজ পরাধীন জাতির জন্য স্বাধীনতা লাভের পথে এক যাদুকরী মন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পরমতসহিষ্ণু বা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক ছিলেন। জীবনের প্রথম থেকেই আযাদ (স্বাধীন) নাম ধারণ করে মানবতৈরী সকল শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে তিনি একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠেন। তার জাতীয়তাবাদ অখন্ড ভারতের জাতীয়তাবাদ। তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ অংশ পবিত্র আর অবশিষ্টাংশ নাপাক; এ জাতীয় মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা আযাদ বলেন:

> اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سر زمین کے باشندوں کا مذہب رہا، تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اس کے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے۔ جس طرح آج ایک ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتاہے کہ وہ ہندوستانی ہے ، اور ہندو مذہب کا پیرو ہے ، ٹھیک اسی طرح ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔

> অর্থাৎ ভারতে হিন্দুদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেমন কয়েক হাজার বছরের পুরনো তেমনি মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যও হাজার বছর ধরে লালিত। যেভাবে একজন হিন্দু গর্ব করে বলতে পারে যে, সে একজন হিন্দুস্তানী এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারী। তেমনি একজন মুসলমানও গর্ব করে বলতে পারে যে, সেও একজন হিন্দুস্তানী এবং ইসলাম ধর্মের একজন অনুসারী।

যে ভারতে মুসলমানগণ তাদের পিতৃভিটায় কোণায় কোণায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে সে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভেঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম দেয়া মানে ভারতে রয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু মুসলমানগণকে অধিক দুর্বল বানানো এবং তাদের অবস্থা আরো সংকটাপন্ন করে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ আরো বলেন:

> ‘ভারতীয় মুসলমানদের নিছক কল্যাণ যা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান নামক একটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারা বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ যুযুধান ভঙ্গীতে সামনা সামনি দণ্ডায়মান দু’টি রাষ্ট্রের কোনটিই নিজ নিজ সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা বরং পরিণামে কেবল উভয় দেশে সংখ্যালঘুরা অবহেলিত হয়ে পড়বে এবং তাদের উপর প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসামূলক আক্রমন ও মানবতা লংঘিত হবে’।

এ জন্য পাকিস্তান পরিকল্পনাকে তিনি ÔcivfZ g‡bvfv‡ei cZxKÔ এবং পুরো ভারতে মুসলমানদের স্বাধীকার বজায় রাখতে না পারার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি ও নিশ্চিতভাবে ভীরুতার নিদর্শন মনে করেন। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর আযাদ ইতিহাসের শিক্ষার উদাহরণ দেখিয়ে বলেন:

> ইসলাম তথা ধর্ম নিজেই তার দীর্ঘ ইতিহাসে সব মুসলমানকে একই রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আনতে পারেনি। পারলে পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য খন্ড খন্ড প্রায় অর্ধশত রাষ্ট্র না হয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র হতে পারতো।

আযাদ এক জায়গায় অতি গুরুত্বের সাথে বলেন:

> ‘একদিকে শুধু ধর্মীয় অভিন্নতা; অন্যদিকে ভৌগলিক, আর্থিক, ভাষা ও সংস্কৃতির মতো নানা দিক থেকে ভিন্ন মানুষদের একসূত্রে আবদ্ধ করতে পারা যাবে, একথা বলা জনগণের সঙ্গে প্রচন্ডতম প্রতারণার তুল্য’।

দূরদৃষ্টি সহকারে আযাদ যুক্তি উত্থাপন করে বলেন:

> দেশের আসল সমস্যা আর্থিক; সাম্প্রদায়িক নয়। পার্থক্য শ্রেণীভিত্তিক; সম্প্রদায় ভিত্তিক নয়।

তাই মওলানা তাঁর স্বজাতিকে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ত্যাগ করে শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দিকে আহবান করেছেন। তার মতে-

> ‘শুধু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সব ভেদাভেদ ভুলে একই জাতি ও রাষ্ট্র হতে পারবে কিনা বা টিকবে কিনা এ বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তার উক্ত সংশয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে দিয়ে সত্যে পরিণত হয়েছে।’

তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর তার সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত বলে তিনি মত দেন। কারণ তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ওপরে উঠে এক সত্যিকার দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, আদর্শবাদী ও মানবতাবাদী রাজনীতিবিদের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিত সংখ্যালঘু, আশ্রয়হীন, অত্যাচারিত ও বিপন্ন মানবতার পাশে দাড়িয়েছিলেন মানবতার দিশারী মওলানা আযাদ। তার রাজনীতি ছিল বরাবরই মানব কল্যাণে নিয়োজিত। খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদের মতে- শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. যেহেতু বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত, তার উপর অবতীর্ণ আল কুরআন বিশ্ব মানবতার জন্য পথ নির্দেশক, পুরো পৃথিবী যেহেতু মুসলমানের জন্য পাক-পবিত্র ও নামাযের উপযোগী ঘোষিত হয়েছে, সেহেতু এ পৃথিবীর কোনো অংশকে পাক আর অন্য অংশকে নাপাক মনে করা; পৃথিবীর কিছু অংশকে ভাগ করে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া সংকীর্ণ মনের পরিচয় ও নবীর শিক্ষাবিরোধী কর্ম। বরং পুরো ভারত জুড়েই মুসলমানদের আবাস ও পুরোটাতেই তাদের অধিকার এবং তা পিতৃ প্রদত্ত অধিকার। তার দাবি ত্যাগ করা হীনমন্যতার পরিচায়ক। দেশ বিভাজন ও ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হিন্দুদের মত মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়েছে।

পাকিস্তান অর্জনের প্রাথমিক উল্লাস একটু কমে আসতেই; সেই মুসলিম রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক জন্ম নেবার পূর্বেই তার জন্য আন্দোলনকারী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের একাংশের মনে তাদের একান্ত কাম্য সেই রাষ্ট্রে তাদেরই স্থান হচ্ছেনা দেখে যে হতাশা ও আত্মগ্লানি হয়েছিল তার বর্ণনা লীগের প্রথম সারির নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জামানের জবানীতে পাওয়া যায়। সাধারণ মুসলমানের কথা না বলাই ভাল।

এক দিকে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফার খান ও তার মত হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের ÔtbK‡oi g‡LÕ ফেলে দেয়া এবং অন্যদিকে ভারতে প্রায় চার কোটি মুসলমান রয়ে যাওয়ায় বিভাগপূর্ব দেশের মুসলমান সমাজ ও সংহতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। আর দ্বি-জাতি তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তা আজ ত্রিধাবিভক্ত। যারা নিজেদের বাপ-দাদার বাস্তুভিটা ছেড়ে তাদের আকাঙ্খিত দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের সেই সাধের দেশে যে কেবল আর্থিক পুনর্বাসন লাভের জন্যই অসীম কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল তা নয়, এর চেয়েও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নেও তাদের পীড়িত হতে হয়। এর ফলে নতুন করে আরেকবার প্রমাণিত হয় যে, তাদের জাতীয়তা আসলে এক ও অবিভাজ্য নয়। পাকিস্তানে 'মুহাজির' আর বাংলাদেশে 'বিহারী' নামে পরিচিত এরা মূলত নতুন রাজ্যে অবাঞ্চিত। মিলনের বদলে বিভেদকে বড় করে দেখার শিক্ষা ও অভ্যাসের পরিণতি তাই আজো ভোগ করতে হচ্ছে।

ভারতে হিন্দু-মুসলিম যুক্ত সাধনার ধারা এবং আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় যা ভারত তথা উপমহাদেশীয় জাতীয়তাবাদের অনুশীলন, তার অন্যতম নিষ্ঠাবান সাধক মওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবন, ইসলামি আইনচর্চা ও সমাজচিন্তার ইতিহাস তাই আজ সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মওলানা আযাদের متحده قوميت বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতবাদ, হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রয়াস, ধর্মীয় বাণীর সময়োপযোগী ব্যাখ্যা এবং পরমতসহিষ্ণুতার ভিত্তিতে উন্নত রাষ্ট্র গড়ার মন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাষ্ট্রে সকল নাগরিকের প্রয়োজনে অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস কেন্দ্রীক কিছু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকের পাশাপাশি থেকে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার নজির মওলানার মাঝে বিদ্যমান। যারা আগামী শতবর্ষ সম্পর্কে ভাবতে পারেন, আযাদ মূলতঃ তাদের অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ এক বহুমাত্রিক ও বিশ্বময়ী প্রতিভা। ÔBmjvwg AvBb I mgvRwPšÍvq gIjvbv Avej Kvjvg Avhv'Õ বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে তাঁর বিষয়ে জেনে অভিভূত হয়েছি এবং অভিসন্দর্ভ লিখার সময় এতদ্বিষয়ে তাঁর অবদান যথাযথ উপস্থাপনের চেষ্টাও করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় অভিসন্দর্ভটি আমি নিম্নে লিখিত অধ্যায়সমূহে বিভক্ত করেছি। যথা:

প্রথম অধ্যায়: মওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবনকথা। এতে মওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি ক) উর্দু সাংবাদিকতায় মওলানা আযাদের অবদান, খ) ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে আযাদের ভূমিকা এবং গ) গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মাওলানা আযাদ জাতিসেবায় যে প্রভূত অবদান রেখেছেন তা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামি আইন বিষয়ে গবেষণা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মওলানা আযাদের অবদান। এ অধ্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। তন্মধ্যে ক) পবিত্র কুরআনের তফসির ترجمان القرآن -এ ইসলামি আইনের উপর মওলানা আযাদ কর্তৃক সময়োপযোগী ব্যাখ্যা, খ) خلافت، معاشرت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر "খেলাফত, মু'আশারাত ও আমর বিল মা'রূফ" ইত্যাদি বিষয়ে ইজতেহাদ ও

গ) ইসলামি আইনের সময়োপযোগী সমাধানে মওলানা আযাদ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: আযাদের ভাবনায় জাতীয় উন্নতিতে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজের প্রভাব। এ অধ্যায়েও তিনটি অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। যেমন: ক) আল্লাহর পথে মওলানা আযাদ কর্তৃক মানুষকে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন, খ) সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে কুরআনের পথ নির্দেশ ও

গ) মওলানা আযাদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরী করে ইসলামি ভাবধারা প্রচার সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: মাওলানা আযাদের সমাজচিন্তা ও মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর অবদান। এ অধ্যায়টিও যথারীতি তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। যথা: ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে মুসলমানের সহাবস্থানে ইসলামি বিধিবিধানের উপর মওলানা আযাদের ইজতেহাদ প্রসূত মতামত, খ) মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য মওলানা আযাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাদেরকে রাজনীতির মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা এবং গ) ভারতভাগের ক্রান্তিকালে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসহায় মানবতার কল্যাণে মওলানা আযাদের অবদান সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

উপরোল্লেখিত অধ্যায় ও অনুচ্ছেদসমূহে ইসলামি আইন ও সমাজচিন্তায় মওলানা আযাদের অবদান সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। তার ইজতেহাদপ্রসূত মতামত জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সত্যপথের দিশা পেতে মওলানার গবেষণা ও লেখনি আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা।
আল কুরআনের বিশ্বনন্দিত ভাষ্যকার, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, ইমামুল হিন্দ ও মানবতাবাদী রাজনীতিক মওলানা আযাদের দূরদৃষ্টিপূর্ণ চিন্তাধারা তৎকালীন কিছু মুসলমানের নিকট অস্পষ্ট থাকলেও বর্তমানে তার দর্শন ও ভবিষ্যতবর্ণনা মূল্যবান বাণীর মর্যাদা লাভ করেছে। আযাদের

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায়, তাঁর কর্মস্পৃহা কর্মবিমুখ মানুষের পথের দিশা দেয়, তার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ আমাদের জীবনের আলোকবর্তিকা।

গান্ধীজির ভাষায়- 'মওলানা আযাদের জাতীয়তাবাদে নিষ্ঠা ইসলামে বিশ্বাসের মতোই প্রবল।' উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা আযাদ তাই যথার্থ এক আলোকদ্বীপ ও উজ্জ্বল নক্ষত্র। অতএব তাঁর উপর লিখিত আমার এই প্রয়াস জাতির উপকারে আসবে, এটাই আমার বিশ্বাস।

এ. সালাম
পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নং ১০৯
সেশন: ২০১৪-২০১৫
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

حمد لله رب العالمين ،الصلوة و السلام على
سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله و اصحابه
اجمعين

প্রথম অধ্যায়

আবুল কালাম আযাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

মওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একটি ইতিহাস এবং এক জীবন্ত কিংবদন্তীর নাম। সর্বযুগে কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যারা মানুষের কল্যাণে নেতৃত্ব দেন। নিজে একজন অনুকরণীয় মানুষ হয়ে অন্যকেও সংশোধনের অবিরাম চেষ্টা করেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সংস্কারমূলক কাজ করেন। সংস্কার ও উন্নয়নই তাদের ধ্যান ধারণা।

বিংশ শতাব্দীতে এমন এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন; মওলানা আবুল কালাম মহিউদ্দিন আহমাদ আযাদ এই মনীষীর নাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এক সূফীবাদী পীর পরিবারে; যারা সমাজ ও সংসার সম্পর্কে বিরাগী। আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন কাদেরিয়া এবং নকশবন্দীয়া তরিকার তৎকালীন সমাজের অন্যতম পীর স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। উত্তর প্রদেশ, মুম্বাই ও কলকাতায় তার লাখো ভক্ত-মুরিদ তাকে প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় জেনে তাঁকে আগলে রাখার জন্য প্রত্যয়ী ছিল। পবিত্র ভূমি আরব থেকে মওলানা খায়রুদ্দিন ১৮৯৮ সালে শুধু তার ভগ্ন পায়ের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারতে পদার্পন করলে মুরিদেরা অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে স্বদেশে থেকে যেতে আগ্রহী করে তোলেন। মওলানা খায়রুদ্দিন তার ছোট ছেলে আযাদকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাননি এই শঙ্কায় যে, পাছে তার সন্তান ভিন্ন মতাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়। এই পরিবারের রীতি ছিল পীর-মুরীদি করা। মওলানা খায়রুদ্দিন তার সন্তানদেরকে সেভাবেই গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু মওলানা আযাদ পরিবারের এই ধর্মীয় বেষ্টনী ভেদ করে জীবনের মহাসড়কে এসে উপস্থিত হন। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম স্থপতি হিসেবে স্থান করে নেন।

তার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও অসীম মনোবলের দরুন হিন্দুস্তানের বেনিয়া শাসকদের দু'শো বছরের অত্যাচারমূলক শাসনের অবসান ঘটে। হিন্দু-মুসলিমের মাঝে মিলনাত্মক চেতনা জাগ্রত করে এক দুর্বার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এ উপমহাদেশ থেকে 'ব্রিটিশ খেদাও' আন্দোলন সফল করে স্বদেশভূমিকে স্বাধীন করার জন্য যারা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন মওলানা আযাদ তাদের অগ্রসেনানী। পাশাপাশি তিনি আধুনিক উর্দু গদ্যের যুগস্রষ্টা লেখক।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত এক যাদুকরী উর্দু ভাষা প্রবর্তন করেন যাকে সমকালীন সাহিত্যিকগণ ÔAvej Kvjvgx D‘Õ বলে অভিহিত করেন।

আযাদ ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত আলেম, মুফাচ্ছিরে কুরআন, ইসলামি আইনজ্ঞ, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজচিন্তক, বিজ্ঞ রাজনীতিক, সূক্ষ্ম কূটনীতিক ও একজন জাতীয় নেতা।

জন্মকাল:

আযাদ ১৮৮৮ সালের ১১ই নভেম্বর পবিত্র নগরী মক্কা মুকার্‌রমার বাবুস্ সালাম সংলগ্ন কাদ্‌ওয়াহ মহল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম সূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১]
আযাদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন:
ভারত সরকার প্রকাশিত গ্রন্থ Ôgl jvbv Avej Kvjvg Avhv‘: wKZveZ ZvRwKiwÕ (যাকে প্রফেসর হুমায়ুন কবির ইংরেজিতে অনুবাদ করে *Maulana Abul Kalam Azad: A Memorial Volume* নামে প্রকাশ করেছেন); এতে আযাদের জন্ম তারিখ ১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর লেখা হয়েছে।
আর মওলানা আযাদও ১৯২৫ সালে ভারত সরকারের কাছে নিজের জন্য পাসপোর্টের যে আবেদন করেন; তাতে তিনি নিজের জন্মসাল ১৮৮৮ উল্লেখ করেছেন। দিন-তারিখ অবশ্য লেখা নেই।
কিন্তু প্রফেসর সাঈদা সাইদাইন হামিদ রচিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রকাশিত *India’s Maulana* গ্রন্থে আযাদের জন্মতারিখ ১৭ আগস্ট লিখেছেন।[২]
পাশাপাশি বিশিষ্ট আযাদ গবেষক মালেক রাম অবশ্য বিশেষ কিছু নিদর্শন পর্যালোচনা করে অনুমান করেন যে, আযাদ ১৩০৫ হিজরী সালের ১৪ জিলহজ্ব মোতাবেক ১৮৮৮ সালের ২২ আগস্ট রোজ বুধবার জন্মগ্রহণ করেছেন।
কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মওলানা আযাদের জন্মদিনকে স্মরণ করে প্রতিবছর ১১ ই নভেম্বর স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হয়। কেননা, তিনিই স্বাধীন ভারতে প্রথম উন্নয়নমুখী ও টেকসই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সুতরাং সকল মতকে ছাপিয়ে ১১ ই নভেম্বর মওলানা আযাদের জন্মদিন; এটা-ই প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা।

পিতা-মাতা:

আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন (১৮৩১-১৯০৮) শিকড়ের দিক থেকে আফগান জাতিভুক্ত একজন বাঙ্গালী মুসলিম; যিনি হেজায, মিশর ও সিরিয়ায় এক বিজ্ঞ আরবিবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশ, মুম্বাই ও কলকাতায় তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। মওলানা খায়রুদ্দিন ইরাক, সিরিয়া এবং তুরস্ক সফর করেন। তিনি ১৮৩১ সালে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৮ সালের ১৭ আগস্ট ৭৭ বছর বয়সে কলকাতায় ইন্তেকাল করেন। কলকাতার মানিকতলা কবরস্তানে তাঁর মাযার অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

আযাদের পিতৃভূমি দিল্লি। তার পিতৃ পুরুষেরা মোঘল সম্রাট বাবরের শাসনামলে মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানের হেরাত থেকে তৎকালীন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কসুর জেলায় এসে বাসিন্দা হন।[৩]

অত:পর কিছুদিন আগ্রাতে বাস করে দিল্লিতে এসে স্থায়ী হন। আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন দিল্লিতে থেকে তাঁর নানা মওলানা মুনাওয়ারুদ্দিন ছাড়াও মুফতি সদরুদ্দিন আজুরদাহ ও মওলানা রশিদুদ্দিন খানের নিকট অধ্যয়ন করেছেন।

মওলানা খায়রুদ্দিন সিপাহী বিপ্লবের পূর্বেই ১৮৫৫ সালে তাঁর নানা-মোঘল শাসনামলের শেষ রুকনুল মুহাদ্দিসীন মওলানা মুনাওয়ারুদ্দিনের সাথে হেজাযে হিজরত করার ইচ্ছায় দিল্লি থেকে রওনা হন। কিন্তু ভূপালের বেগম নওয়াব সিকান্দার জাহান বেগমের পীড়াপীড়িতে তিনি নানার সাথে ভূপালে রয়ে যান। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিপ্লবের পর তারা দ্বিতীয়বার হিজরতের চেষ্টা করে মুম্বাই পর্যন্ত গিয়ে পোঁছেন। কিন্তু মওলানা মুনাওয়ারুদ্দিনের মুরিদ ও শুভাকাঙ্খিদের অনুরোধে তিনি বিরত হন। অত:পর এখানেই ১৮৫৮-১৮৫৯ সালে মুনাওয়ারুদ্দিনের ইন্তেকাল হয়।

মুনাওয়ারুদ্দিনের পিতা লাহোরের প্রধান বিচারপতি এবং পাঞ্জাব গভর্নরের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তার পিতা শেখ সদরুদ্দিন ছিলেন হেরাতের বিখ্যাত সূফী। আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন যিনি নানার সাথে মুম্বাই গিয়েছিলেন তিনি সেখান থেকে ১৮৬০ সালে রওনা হয়ে মক্কায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি হারামাইনের শায়খদের নিকট দশ বছরের অধিক পড়াশোনা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। শায়খ আবদুল্লাহ সিরাজের সুপারিশে হেরেম শরিফে তিনি উসমানী পরিবারভূক্ত হয়ে জমি প্রাপ্ত হন ও হেরেমের পার্শ্বে কাদ্ওয়াহ্ মহল্লায় থাকতে আরম্ভ করেন। হেরেম শরিফে তিনি সহিহ বুখারি শরিফের দরস দিতেন।[৪]

সেখানে বসবাসকালীন ১৮৭০-৭১ সালে মদিনা মুনাওয়ারায় মদিনার গ্রান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ জাহের ওয়াতরির কন্যা আলেয়া বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৫]

সেখানে কয়েক বছর বসবাসের পরে তৎকালীন তুরস্কের সুলতান আবদুল মজিদ ফরমানরাবী মওলানা খায়রুদ্দিনকে পরিবারসহ তুর্কি রাজধানী ইস্তাম্বুলে ডেকে নেন। তিনি সেখানে ৩ বছর বসবাস করেন। এই সময়ে তুরস্ক থেকে আরবে যাতায়াতের নৌপথ ও মক্কাবাসীদের পানির প্রধান উৎস ôbn‡i hevq'wô সংস্কারের জন্য তুর্কী সুলতান মওলানা খায়রুদ্দিনকে দায়িত্ব দেন এবং তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করার ফলে এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সুলতান তাকে প্রথম শ্রেণির ôgwR'x c'Kô দ্বারা পুরস্কৃত করেন। তার লিখিত বহু আরবি কিতাব মিশরে প্রকাশিত হয়েছে। দশ খন্ডের একখানা আরবি কিতাবের জন্য মওলানা খায়রুদ্দিন আরব বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছেন।[৬]

আযাদের বংশ পরম্পরা এরূপ: দাদা মওলানা মুহাম্মদ হাদি (যিনি দিল্লিতে অত্যন্ত সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) ইবনে শাহ মুহাম্মদ আফজাল ইবনে মওলানা মুহাম্মদ হাসান ইবনে মুহাম্মদ মুহসিন। এভাবে বংশ পরম্পরা গিয়ে মোঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মওলানা জামালুদ্দিনের সাথে মিলিত হয়। যিনি শায়খ বাহ্লুল দেহলবী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

সম্রাট আকবরের দরবারী আলেম আবুল ফজল এবং ফয়জীর পিতা মোল্লা মোবারকের সহযোগিতায় আকবর কর্তৃক সঠিক ধর্ম ইসলাম বিবর্জিত নতুন ধর্ম ô'x‡b Gjvnxô প্রবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে শায়খ বাহ্‌লুল দেহলবী বিরোধিতা করেন এবং সম্রাটের রোষাণলে পড়তেও দ্বিধাবোধ করেননি। মওলানা জামালুদ্দিনের সন্তান শায়খ মুহাম্মদ রহ. মোজাদ্দেদে আলফে ছানী হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দির মুরিদ ছিলেন; তিনিও পিতার ন্যায় তার সমসাময়িক সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আনুগত্যের সালাম না দিয়ে বরং গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দীজীবন বরণ করেন।

আযাদের মাতা মোসাম্মৎ আলেয়া বেগম মদিনার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও প্রধান মুফতি শায়খ মুহাম্মদ জাহের ওয়াত্‌রির কন্যা। মদিনায় তার জন্ম এবং বিবাহের পরে ১৮৯৮ সালে তিনি স্বামী মওলানা খায়রুদ্দিনের সাথে কলকাতায় এসে গুণগ্রাহী ও শাগরিদদের অনুরোধে স্বামীর সাথে স্থায়ীভাবে থেকে যান। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ৫ নং আশরাফ মিস্ত্রী লেনে আযাদের পিতার আবাসস্থল। সেখানেই মওলানা খায়রুদ্দিন সপরিবারে বসবাস করতেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতার এই বাড়িতে আযাদের মাতা আলেয়া বেগম ইন্তেকাল করলে তাকেও কলকাতার মানিকতলা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এভাবে আযাদ পিতা-মাতার সাথে মক্কা থেকে কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করার কিছুদিনের মধ্যে মাতৃভাষা আরবির পাশাপাশি শুধু উর্দু নয়; ইংরেজি, বাংলা, ফারসি, ফরাসি এমনকি তুর্কি ভাষাও আয়ত্ব করেন।

নামকরণ:

মওলানা আবুল কালাম আযাদ এর একাধিক নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো:

- ঐতিহাসিক নাম: ফাইরোয বখ্‌ত (فیروز بخت)
  এই নামটি আযাদের পিতা রেখেছিলেন এবং এর মাধ্যমে আযাদের হিজরী জন্মসাল ১৩০৫ অনুমান করা যায়।
- পিতার দেয়া মূল নাম: মুহিউদ্দিন আহমদ
  মওলানা আযাদ লিখিত বিশ্ববিখ্যাত তফসির গ্রন্থ 'তারজুমানুল কুরআন'-এ লেখকের নাম হিসেবে মওলানা আযাদের নাম 'আবুল কালাম আহমদ' লেখা রয়েছে।
- উপনাম: আবুল কালাম
  ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা আযাদ জাতিকে জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং নিজের বাগ্মীতা প্রমাণ করেছিলেন; সে জন্য ভারতবাসী তাঁকে আবুল কালাম বা তুখোড় বক্তা নামে অভিহিত করে।
- উপাধি: আযাদ

আযাদ জন্মের পর চোখ খুলে দেখতে পান- তার পরিবার এক পীরতান্ত্রিক জালে আবদ্ধ। এখানে তার পিতার একমাত্র শাসন তাদের ভাগ্যের নিয়ামক। জগতের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বাড়ির চার দেয়ালই তাদের পৃথিবীর পরিধি। আযাদ ও তার বড় ভাই গোলাম ইয়াসিন আহ্-কে তাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন শুধু এই আশঙ্কায় তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিকটস্থ মাদরাসা-ই আলিয়া কলকাতায় পাঠাননি, যাতে পাছে তার সন্তান এখানে

Dhaka University Institutional Repository

জাগতিক লেখাপড়া করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ধর্মের নামে এ জাতীয় কুসংস্কার শিশু আযাদের কচি মনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। তিনি এ জাতীয় পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কারকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে এ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি এ কূপমণ্ডকতা থেকে মুক্ত, তা সকলকে বুঝানোর জন্য নিজে آزاد (স্বাধীন) নাম ধারণ করেন।

তিনি নিজে আপনজনকে এই চার দেয়ালের বাহিরে আহবান করেছেন কিন্তু তারা এতে শামিল হতে পারেন নি; বরং হতে চান নি। তাই মওলানা আক্ষেপ করে বলেন,

> ‘ধর্মীয় অনুভূতির শিকলে মানুষ বাঁধা থাকে; উক্ত শিকল ছেঁড়া যায়না;
> কেউ ছিড়তে চায়-ও না’।

এভাবে অতিরঞ্জনপূর্ণ ধর্মীয় আবহে চলতে চলতে আযাদ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতার বয়সী মানুষ তাকে পীরজাদা মনে করে তার সামনে নতজানু হয়ে তাকে কুর্নিশ করতেও দ্বিধা করেনা। তার প্রতি ভক্তির আতিশয্যে তারা তার খেদমতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। মুরিদেরা পারলে তাকে মাথায় তুলে রাখে। পীরের ছেলের সাথে যেন বেআদবি না হয় সেজন্য বৃদ্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত তাকে Avcwb বলে সম্বোধন করেন। এ কারণে আযাদের কৈশোরকালে অন্য শিশুরা যখন মাঠে খেলতে যায়, তাকে তখন এক বুড়ো মুন্সি সেজে চলতে হতো। এ জীবন তার কাছে বরাবরই অস্বাভাবিক মনে হয়। আযাদ এই বন্দীজীবন থেকে মুক্তি কামনা করতেন, চেষ্টা করতেন, এক পর্যায়ে তাকে পারতে হয়েছে। তিনি এই অন্ধত্ব, কূপমন্ডুকতা ও সমূহ কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেন স্বাভাবিক জীবনে। তিনি মনে করেন:

‘যে জীবন সকলের সে জীবন আযাদের।’

তিনি মানবরচিত ধর্মের গলিপথ ত্যাগ করে সোঁজাসুজি wmivZj g¯ÍwKg বা ইসলাম ধর্মের মহাসড়কে উপস্থিত হন। আযাদ এই সিরাতুল মুস্তাকিমকেই সত্যিকারের ধর্ম মনে করতেন। তার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকা Avj wnjv‡j তিনি এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। আযাদ লিখেন:

> الہلال کا مقصد اصلی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے اعمال و معتقدات میں صرف کتاب اللہ اور سنّت رسول اللہ پر عمل کر نے کی دعوت دیتا ہے۔[7]
>
> এর মর্মার্থ হলো: মুসলমানদের বিশ্বাস ও কর্মময় জীবনে কুরআন ও রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাতের অনুসারী বানানো ছাড়া Avj wnjv‡ji অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ধর্মের এই সোজা পথ ছেড়ে যারা অলিগলিতে ঘুরে, আযাদ তাদের থেকে বরাবরই আলাদা। কৈশোরেই যখন তাকে বুড়োর আসন গ্রহণ করতে হয়েছিল তার জন্য এটা ছিল এক বিব্রতকর পরিস্থিতি। তিনি যখন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারছিলেন না তখন তার অভিব্যক্তি হলো-

> ‘মানুষ যৌবনে পদার্পন করে, আর আযাদ ততদিনে পুরোদস্তুর এক মুন্সি।’

তবে এই সময়েও আযাদ মনোবল হারান নি; ঘাবরে যাননি, নিজেকে সামলে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়; আযাদ তার কৈশোরে কবিতা লিখতেন। সে যুগের রীতি অনুযায়ী কবিদের নামের প্রথম বর্ণ অনুসারে কবিতা ছাপা হতো। তাই আযাদ উক্ত নামের তালিকায় অগ্রে স্থান পেতে নিজের জন্য ÔAvhv'Õ নাম ধারণ করেন।
যাই হোক; পরবর্তীতে মওলানা আযাদ তার পিতৃপ্রদত্ত নাম ও অন্যান্য সকল নাম ছাপিয়ে জাতীয় জীবনে শুধু মওলানা আবুল কালাম আযাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শুধু উপমহাদেশ নয়; বিশ্ববাসী তাকে মওলানা আবুল কালাম আযাদ নামেই জানে।

ভাইবোন:

মওলানা খয়রুদ্দিনের পাঁচ সন্তান। দু' ছেলে ও তিন মেয়ে। আযাদ ভাইবোনের মধ্যে সবথেকে ছোট। আযাদের একমাত্র বড় ভাইয়ের নাম মওলানা আবু নসর গোলাম ইয়াসিন আহ্। তিনি ১৮৮৬ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযাদের দু'বছরের বড়। তিনি ভালো কবিতা লিখতেন; তার কাব্যনাম আহ্। মওলানা আবু নসর বড়ভাই হওয়ার পাশাপাশি আযাদের বড় ভায়রা-ও হতেন। কলকাতা নিবাসী মৌলবী আফতাব উদ্দিনের প্রথম কন্যা-কে বিবাহ করেন বড়ভাই আবু নসর আর দ্বিতীয় কন্যাকে আযাদ বিবাহ করেন। যৌবনের শুরুতে মাত্র বিশ বছর বয়সে আবু নসর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯০৬ সালে কলকাতায় ইন্তেকাল করলে সেখানেই সমাহিত হন।
আযাদের সবচেয়ে বড় বোন মোসাম্মৎ যয়নব বেগম বা খাদিজা বেগম। তিনি সকলের বড়। ১২৯১ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৪ সালের দিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের কন্‌স্টান্টিনোপলে তার জন্ম। কিশোরী অবস্থায় সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।
দ্বিতীয় বোন ফাতেমা বেগম আরজু ১৮৭৯/৮০ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মঈনুদ্দিন আরব নামক এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ এপ্রিল ৮৬ বছর বয়সে তিনি ভূপালে শ্বশুরালয়ে ইন্তেকাল করলে তাকে সেখানে সমাহিত করা হয়।
ভারতের লোকসভায় বারবার নির্বাচিত সদস্য এবং ১৯১৪ সালে বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় লোকসভার একমাত্র মুসলমান মন্ত্রী ও বর্তমানে মনিপুর রাজ্যের গভর্নর বেগম নাজমা হেপতুল্লাহ মওলানা আবুল কালাম আযাদের দ্বিতীয় বোন ফাতেমা বেগম আরজুর পৌত্রি।
মওলানা আযাদের তৃতীয় বোন হানিফা বেগম আবরু ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা নিবাসী আহমদ ইবরাহিম এর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয় এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় ওয়াজেদ আলী খানের সাথে। যিনি ভূপালের রাজ্য সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। হানিফা বেগম আবরু ১৯৪৩ সালের জুনে ৬১ বছর বয়সে ভূপালে ইন্তেকাল করলে সেখানেই সমাহিত হন।[৮]

শিক্ষা-দীক্ষা :

১৮৯২ সালে হেরেম শরিফে শায়খ আবদুল্লাহ মীর দাদের হাতে আযাদের পড়াশুনায় হাতেখড়ি। তখন আযাদ পাঁচ বছরের বালক। আরবি-ফারসি অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু। তিনি আপন খালার নিকট কুরআন শরিফ পড়েন। বড় বোন ফাতেমা বেগম আবরুর কাছে উর্দু এবং উর্দুতে লেখা পুস্তকাদি পড়েন। হাফেজ বুখারির পাঠ গ্রহণ এবং শায়খ হাসানের নিকট কিরাত

Dhaka University Institutional Repository

চর্চা করেন। মৌলবী মো. ইয়াকুবের নিকট তিনি সাহিত্য ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। মওলানা আযাদের ভাষ্যমতে; একই সময়ে মৌলবী মো. উমর, মো. ইবরাহিম ও মওলানা মো. নজিরুল হাসানের নিকটও পাঠ গ্রহণ করেন। মওলানা নজিরুল হাসান ইডেন হাসপাতাল রোডের রমযানিয়া মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। শামসুল উলামা মওলানা সা'আদাত হুসাইন থেকেও তিনি কিছুদিন হাদিস এবং উসূলে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। এই মনীষীও কলকাতা মাদরাসা-ই আলিয়ার সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন। মওলানা আযাদের কচি মনে মওলানা নজিরুল হাসান এবং মওলানা সা'আদাত হুসাইন এর বেশ প্রভাব পড়েছিল।

১৯০১ সালে প্রায় দু'মাস মওলানা মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব রামপুরির সুনানে তিরমিযি শরিফের দরসে আযাদ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও অধ্যয়ন করেছেন রসায়ন, দর্শন, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জোতির্বিদ্যার মতো কঠিন বিষয়।

১৯০৩ সালে আযাদ কওমী মাদরাসা শিক্ষা সিলেবাস অনুসারে শিক্ষা সমাপন করেন এবং পুরানো পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ তিনি নিজ পিতার নিকট থেকে আয়ত্ব করেন। শিক্ষা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আযাদ দেখলেন, তৎকালীন সমাজ ও জাতি ব্রিটিশের দাসত্বের জালে আবদ্ধ। এমনকি তিনি নিজেও এর শিকার। এই দাসত্ব থেকে আযাদ মুক্তির পথ খুঁজতে থাকেন। নিজে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তার জাতিকেও মুক্ত করার অদম্য চেষ্টার অংশ হিসেবে আযাদ প্রথমত: গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে জগত ও জীবন সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কেননা আযাদের বিশ্বাস মতে, কেবল শিক্ষিত মানুষ-ই প্রকৃত স্বাধীন।

প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্তির পর এ পর্যায়ে যুবক আযাদ সমকালীন শিক্ষাবিদ ও মুসলিম জাগরণী লেখক স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হয়ে অনুধাবন করেন যে, সত্যিকার শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করা ছাড়া প্রকৃত মুক্তি অসম্ভব। আর সেই মুক্তি অর্জন করতে হলে অবশ্যই তাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করতে হবে। অত:পর তজ্জন্য আযাদ তার ব্যক্তিগত গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে ইংরেজি, দর্শন, বিশ্ব ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানহ দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের উপকারী ও প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করে নিজের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেন। মওলানা আযাদ মিশরের আল আজহার বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেননি।[৯]

কাব্যচর্চা:

উর্দু কাব্যচর্চার প্রতি মাত্র এগারো বছর বয়সেই মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ খানের অনুপ্রেরণায় আযাদ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। খান সাহেব তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। তিনি যেহেতু কবি ছিলেন তাই কাব্যচর্চা নিয়ে আযাদের সাথে আলাপ করতে করতে আযাদের তীক্ষ্ণ মেধা সেদিকে ধাবিত হয়। এ সময়ে আযাদ বিভিন্ন কবি ও মনীষীদের রচনা অধ্যয়ন করেন। উর্দু কবিদের কবিতাচর্চার পর তিনি নিজে কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন। আযাদের উক্ত পংক্তিগুলো নিম্নরূপ:

ہوں نرم دل کہ دوست کے مانند رو دیا
دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت بیان کی
آزاد! یہ خودی کا نشیب و فراز دیکھ

Dhaka University Institutional Repository

پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی

অর্থ: নরম অন্তরের অধিকারী আমি, তাই বন্ধুর ন্যায় কেঁদে ফেললাম
যখন শত্রু তার বিপদের কথা বর্ণনা করল।
হে আযাদ! নিজের এ চমৎকার উত্থান-পতন দেখ,
ভূমিকে নিয়ে জিজ্ঞাসিলে আসমান নিয়ে জবাব দিলে।[১০]

কাব্যচর্চায় আমির মিনাই ও শাওক নিমবী আযাদের উস্তাদ। কবি দাগ দেহলবি থেকেও আযাদ তার কবিতার সংশোধনী নিয়েছেন। তিনি কাব্যাঙ্গনে খ্যাতি অর্জনের পর ১৮৯৯ সালে نیرنگ عالم (নয়ারঙ্গে আলম) নামে এক কবিতা সংকলন নিজে প্রকাশ করেন। এটা এক মাসিক সংকলন যা প্রায় আট মাস চালু ছিল। তার প্রাথমিক জীবনের গজলসমূহ ১৯০১ সালে ارمغان فروخ (AvigMv‡b diiæL) g¤vB I خدنگ نظر (wL‘v‡½ bhi) jL‡bŠ-†Z প্রকাশিত হয়। আযাদ প্রায় তিনশত কবিতা লিখেছেন।[১১]

আযাদ বেশির ভাগই লিখেছেন গযল। তাছাড়াও রয়েছে কিছু রুবায়ী এবং মুতাফাররেক রকমের কবিতা। মওলানা আযাদের জীবদ্দশায় কোনো কবিতা সংকলন প্রস্তুত হয়নি। বর্তমানেও কোনো সংকলনের খবর পাওয়া যায় না। আর তিনি যে সামান্য কবিতা রচনা করেন তা বিক্ষিপ্ত আকারে বিভিন্ন পুস্তকে ছড়িয়ে রয়েছে। আব্দুল ওয়াহেদ খানের সহযোগিতায় কলকাতা থেকে ১৮৯৯ সালে bqvi‡½ Avjg নামে যে মাসিক কাব্য সংকলন বা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন; তার মাধ্যমেই আযাদের কাব্যচর্চার শখ পূরণ হয়।

এ সময়ে আযাদ গদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তার প্রাথমিক প্রবন্ধসমূহ কলকাতার احسن الاخبار (আহসানুল আখবার) ও تحفہ احمدیہ (তোহ্ফায়ে আহমদিয়া) এবং লাহোরের مخزن (মাখযান)পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০২ সালের ৫ই জানুয়ারি আযাদ তার পিতার ফ-তোয়া সম্বলিত ও নিজ সম্পাদিত اعلان الحق (ই‘লানুল হক) নামক প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন।[১২]

অধ্যাপনা ও কর্মজীবন:

১৮৯৯ এর শুরুতে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আযাদের কর্মজীবন শুরু হয়। আযাদ তার শিক্ষা জীবনে নিজে পড়তেন পাশাপাশি অন্যকেও পড়াতেন। ১৯০৩ সালে যখন তিনি মাত্র পনের বছরের যুবক তখন তার পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন প্রায় পনেরজন শিক্ষার্থী একত্রিত করেন যাদেরকে মওলানা আযাদ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চতর দর্শন, গণিত, ভূগোল, ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। আর এভাবেই তার কর্মজীবনের সূচনা হয়।

সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা ও রাজনীতির প্রতি আযাদের সীমাহীন ঝোঁক ছিল। এর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আযাদ স্বীয় মেধার স্বাক্ষরও রেখেছেন। আযাদ যে বিষয়টাতে হাত দিতেন সেটার চূড়ায় আরোহন করে ছাড়তেন।

বিদেশ ভ্রমন:

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৪ সালে আযাদ তার জীবনে প্রথমবার মুসলিম বিশ্ব ভ্রমনের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক গমন করেন। আযাদের সাথে তার বড় ভাই মওলানা আবু নসর গোলাম ইয়াসিন আহ্ ছিলেন। ইরাকের বাগদাদ পৌঁছে আযাদ অসুস্থ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার ভাই অবশ্য ভ্রমন অব্যাহত রেখে মোসেল এবং সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছেন।[১৩]

বিশিষ্ট আযাদ গবেষক প্রখ্যাত লেখক মালেক রাম, রশিদুদ্দিন খান এবং প্রফেসর সাইদা সাইদাইন হামীদ এর মতে: মওলানা আযাদের এই ভ্রমন ১৯০৪ এর বদলে ১৯০৫ সালে হয়েছে। অর্থাৎ মওলানা আযাদ ১৯০৫ সালে এপ্রিল মাসের পরে মুসলিম বিশ্ব ভ্রমনের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক গমন করেন।

এই দুই মতামতের বিষয়ে সামঞ্জস্য হতে পারে এভাবে যে, মওলানা আযাদ ১৯০৪ সালের শেষ দিকে ভ্রমনে বের হয়ে ১৯০৫ সালের শুরু পর্যন্ত ভ্রমন অব্যাহত রাখেন বিধায় কেউ বলছেন ১৯০৪ সালের কথা। আবার কেউ বলছেন ১৯০৫ সালের কথা। যাই হোক, নি:সন্দেহে এই সময়ে আযাদ একটা সফর করেছেন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর থেকে লখনৌতে আল্লামা শিবলী নু'মানীর তত্ত্বাবধানে Avb bv' Iqvi সম্পাদকের দায়িত্ব পালন শুরু করে ১৯০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আযাদ লখনৌতে অবস্থান করেন। আযাদের বড় ভাই আবু নসর গোলাম ইয়াসিন আহ্ মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমনকালীন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দেশে ফেরার পর তা ক্রমশ: বাড়তে থাকে। ভাইয়ের প্রচন্ড অসুস্থতার খবর শুনে লখনৌ ছেড়ে আযাদ সরাসরি পরিবারের কাছে মুম্বাই পৌঁছেন। ১৯০৬ সালের শেষ দিকে মওলানা গোলাম ইয়াসিন উক্ত নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন; তাকে কলকাতায় দাফন করা হয়।

আযাদ কলকাতায় এলে বাবার ইচ্ছায় কিছুদিন তথায় পরিবারের সাথে অবস্থান করেন। কলকাতায় থাকাকালীন আযাদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনে এক নবচেতনার সূচনা হয়। বাংলার বিপ্লবী নেতা শ্রী শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী এবং স্যার অরবিন্দ ঘোষের সাথে আযাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাদের কর্মকাণ্ড কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেন। এভাবে আযাদের মনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষ ও শ্যামসুন্দরের অধীনে পরিচালিত কলকাতা কেন্দ্রীক বিপ্লবী দল তথা ¯‡'kx Av‡›'vjb-এ যোগ দেন। পাশাপাশি আল্লামা শিবলী নু'মানীর পরামর্শ ও প্রভাবে আযাদ ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মন্ত্র লাভ করেন। আযাদ মনস্থির করলেন যে, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য স্বাধীন ও নিজ সংবাদপত্র প্রয়োজন। এ চিন্তা মাথায় রেখেই আযাদ অমৃতসর থেকে ভূপাল ও মুম্বাই হয়ে পুনা গমন করেন। সেখানেই পিতার প্রচন্ড অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ১৯০৮ সালের ১৭ আগস্ট আযাদ কলকাতা এসে পৌঁছুবার কয়েক ঘণ্টার মাথায় পিতার ইন্তেকাল হয়। তাকে কলকাতার মানিকতলা কবরস্থানে আযাদের মায়ের পাশে দাফন করা হয়।[১৪]

১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মাথায় মওলানা আযাদ দ্বিতীয়বার বিশ্বভ্রমনে বের হন। ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, মিশর এবং ফ্রান্স ভ্রমন করেন। ইচ্ছা ছিল প্যারিস হয়ে লন্ডন যাওয়া কিন্তু বিশেষ অসুবিধার দরুণ তা আর হয়ে উঠেনি। এই সফরেই মধ্য এশিয়ার তুরস্কে কামাল পাশার আদর্শবাদী কিছু নিকটভাজন বিপ্লবী যুবকের সাথে আযাদের সাক্ষাত হয় এবং আযাদ তাদের থেকে বিপ্লবের পদ্ধতি এবং সফলতার মন্ত্র লাভ করেন।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশ্বযাত্রায় মওলানা আযাদ রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ করেন ও হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এক পর্যায়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য মুসলিম-হিন্দু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের বিকল্প নেই।

দাম্পত্য জীবন:

১৯০৭ সালে ১৯ বছর বয়সে আযাদ তার পিতার বন্ধুবর কলকাতা নিবাসী মৌলবী আফতাব উদ্দিনের পাঁচ কন্যার কনিষ্ঠ কন্যা যুলায়খা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৬]
মৌলবী আফতাব উদ্দিন আরব বংশোদ্ভুত বাগদাদের বাসিন্দা ছিলেন। আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিনের সাথে বাগদাদ থেকে মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে তার পীর মওলানা খায়রুদ্দিনের সাথে সাথে কলকাতায় এসে স্থায়ী হন এবং কলকাতার সার্ভে অফিসে চাকুরি লাভ করেন। তিনি নিজ দুই কন্যাকে মওলানা খায়রুদ্দিনের দুই পুত্রের সাথে বিবাহ দেন। যুলায়খার বড় বোন মওলানা গোলাম ইয়াসিন আহ্ এর সাথে বিবাহাধীনে ছিলেন। অত:পর মৌলবী আফতাব উদ্দিন স্নেহপ্রবণ হয়েই যুলায়খাকে মওলানা আযাদের সাথে বিবাহ দেন।[১৭]
যুলায়খা অত্যন্ত পতিভক্ত, ধার্মিক এবং ধৈর্য্যশীলা নারী ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি এবং উর্দু বেশ জানতেন। একজন সুগৃহিণীর সকল গুণাবলী তার মাঝে ছিল। মওলানা আযাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিকজীবন, সর্বত্র এই মহিয়সী নারী মওলানাকে ছায়ার মতো আঁকড়ে থাকতেন, সাহস যোগাতেন। এমনকি ভারতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির মাঝেও যুলায়খা মওলানাকে প্রবোধ দিতেন। মওলানার আর্থিক অবস্থা কোনোদিনই ভালো ছিলনা। এ জন্য যুলায়খা কোনো অভিযোগ করেননি। মওলানা আযাদের একান্ত এই প্রিয়জন নিরবেই সকল দু:খ-যাতনা হজম করেছেন। জাতির এই দরদীপ্রাণ ১৯৪৩ সালের ৯ এপ্রিল মওলানা আযাদ আহমদনগর দুর্গে রাজবন্দী থাকাকালীন কলকাতায় ইন্তেকাল করেন এবং মওলানার সাথে ৩৬ বছরের দাম্পত্য জীবনের বাঁধন ছেড়ে কলকাতার মানিকতলা কবরস্থানে সমাহিত হন।
১৯৪২ সালে যখন মওলানা আযাদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং এ যাচ্ছিলেন তখন স্ত্রীর সাথে মওলানার শেষ কথা হয়। অসুস্থ স্ত্রীকে ঘরে রেখে মওলানা সেদিন সরকারের হাতে গ্রেফতার হন। ফিরে এসে আর তার সাথে এ দুনিয়ায় দেখা হয়নি। তাঁর স্মৃতির বর্ণনা দিয়ে মওলানা আযাদ লিখেন:

> ہوڑہ اسٹیشن پر انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔میں بڑی مشکلوں سے اپنے ڈبے سے باہر نکلا اور کار میں سوار ہوا...جس وقت کار پل پر سے گزر رہی تھی، مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آنے لگا۔ تین سال پیچھے کا وہ دن یاد آیا جب میں ممبئی کے لئے روانہ ہو رہا تھا ۔ میری بیوی گھر کے دروازے تک مجھے رخصت کرنے آئی تھی۔ اب میں تین سال کے بعد واپس آ رہا تھا مگر وہ قبر کی آغوش میں تھیں اور میرا گھر خالی تھا۔ مجھے ورڈسؔ ورتھ کا یہ شعر یاد آیا۔
>
> مگر وہ اب قبر میں ہے اور ہائے
> میری دنیا کیسی بدل گئی ہے۔

Dhaka University Institutional Repository

میں نے اپنے ساتھیوں سے کار واپس کر نے کے لئے کہا کیونکہ گھر جانے سے پہلے میں ان کی قبر پر جانا چاہتا تھا۔ میں نے ان پرفاتحہ پڑھا۔[18]

যার মর্মার্থ হলোঃ হাওড়া রেল স্টেশনে অনেক লোক (আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য) জমায়েত হয়েছিল। আমি অনেক কষ্টে আমার কামরা থেকে বের হয়ে গাড়িতে চড়লাম। যখন হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল। যখন আমি তিন বছর আগে মুম্বাই এ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং এ যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বিদায় জানানোর জন্য বাড়ির গেট পর্যন্ত এসেছিল। আমি তিন বছর পর এখন বাড়িতে ফিরছি; আমার স্ত্রী কবরে। খাঁ খাঁ করছে বাড়ি। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি কবিতা আমার মনে পড়লোঃ

But She is in her grave, and, oh,
The difference to me!

অর্থঃ কিন্তু সে কবরে শুয়ে। হায়!
আর আমি রয়েছি কোথায়!

আমি আমার গাড়ির গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে বললাম। কেননা বাড়ি যাওয়ার আগে আমি আমার স্ত্রীর কবরটা জিয়ারত করতে চাই। অতএব আমি সেখানে গেলাম এবং তাঁর কবরের পাশে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ ফাতিহা পড়লাম।'

৩ বছর ২৪ দিন বন্দীজীবন অতিবাহিত করে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে আহমদনগর দুর্গ থেকে বাঁকুরা জেলে স্থানান্তরিত হয়ে ১৫ জুন সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৬ জুন কলকাতা এক্সপ্রেসে চড়ে বাড়ি পৌঁছেন।

সন্তানাদিঃ

মওলানা আযাদের একমাত্র ছেলে হুসাইন মাত্র চার বছর বয়সে কলকাতায় ইন্তেকাল করলে তাকে কলকাতার মানিকতলা কবরস্তানে মায়ের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।[১৯]

সাংবাদিকতাঃ

১৮৯৯ সালে কলকাতা থেকে আযাদ মাসিক এক কাব্যসংকলন বা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। যার মাধ্যমে আযাদের সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে প্রায় পনেরটি পত্রিকা বের করেন এবং এভাবে রাজনীতি ও জাতিসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন যা তার জীবনের উপকারি কর্মকান্ড ও প্রসিদ্ধির কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। আযাদের সাংবাদিকতা জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা ÔD‘ mvsewi‘KZvq gI jvbv Avej Kvjvg Avhv‘Ó অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থ রচনাঃ

উর্দু সাংবাদিকতা ছাড়াও মওলানা আযাদ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি একজন সুলেখক এবং ভালো গবেষক ছিলেন, এটা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত। তার লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

০১. ترجمان القرآن: (১৯৩১)
০২. ترجمان القرآن: (১৯৩৬)
০৩. باقيات ترجمان القرآن: (১৯৬১)
০৪. رسول رحمت: (১৯৮২)
০৫. غبار خاطر: (১৯৬৭)
০৬. ذكرىٰ : (১৯২৫)
০৭. تذكره: (১৯১৯)
০৮. India Wins Freedom: (১৯৫৮)

এ গ্রন্থসমূহ ছাড়াও মওলানা আযাদের রয়েছে আরো অনেক ছোট-বড় গ্রন্থ, যা এই অভিসন্দর্ভের ÔMš iPbvq gI jvbv Avhv`Õ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

রাজনীতি:

যুবক আযাদ প্রথম জীবনে জামালুদ্দিন আফগানী এবং আলীগড় কেন্দ্রিক চেতনার ধারক স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খানের প্যান ইসলাম তথা বিশ্বব্যাপি ইসলামি ভ্রাতৃত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই ধারণাকে শাণিত করার লক্ষ্যে আযাদ তার যৌবনে আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্ক ভ্রমন করেন। ইরাক ভ্রমণকালে তিনি কিছু সংগ্রামী যুবকের সাথে সাক্ষাত লাভ করেন যারা একটি সাংবিধানিক ইরান রাষ্ট্র গঠনের নিমিত্তে লড়াই করছিল। মিশর ভ্রমনকালে যুবক আযাদ শেখ মুহাম্মদ আব্দুহু এবং সাঈদ পাশাসহ অন্যান্য বিপ্লবী নেতা ও তাদের আরব কেন্দ্রিক বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এই ভ্রমন কালেই আযাদ কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে সেখানকার কিছু তুর্কী যুবকের বিপ্লবী উদ্দীপনা ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই ভ্রমন শেষে আযাদ দেশে ফিরেই কলকাতার দুজন বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্রী শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তীর সাথে সাক্ষাত করে তিনি এদের গঠিত বিপ্লবী দল ¯‡`kx Av‡›`vj‡bi সাথে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে সংঘবদ্ধ লড়াই শুরু করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় মূলত: আযাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার তাদের অপশাসন জিইয়ে রাখার মানসে ভারতে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদনীতি বাস্তবায়নের জন্য ১৯০৫ সালে e½f½ করে জাতিকে দু'টি ইউনিটে বিভক্ত করে তাদের ঐক্য-সংহতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। যুবক আযাদ ব্রিটিশের এই চক্রান্ত বুঝতে পেরে ফুঁসে উঠেন। তিনি এই চালবাজ ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য তখনই যোগ দেন অরবিন্দ ঘোষ ও শ্যামসুন্দরের অধীনে পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনে। অন্যদেরও এতে টানতে চেষ্টা করেন।

আযাদ তার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই প্রথমে বাংলা এবং বিহারে সীমাবদ্ধ রাখেন। অত:পর পুরো উত্তর ভারত এবং মুম্বাইতে তিনি তার তৎপরতা ছড়িয়ে দেন। সে সময়ে বিপ্লবীরা মুসলমানদের বিরোধী ছিল। তারা মনে করতো, ব্রিটিশ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মওলানা আযাদ উক্ত বিপ্লবী সহযোদ্ধাদেরকে মুসলমানদের প্রতি আস্থাশীল ও সহানুভূতিশীল বানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে সক্ষমও হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আযাদ ১৯০৪ সালের ১-৩ এপ্রিল মাত্র ১৬ বছর বয়সে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রফেসর সাইদা সাইদাইন হামীদ বলেন: এরপর ১৯০৫ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে আযাদ দ্বিতীয়বার যোগদান করে طلوع اسلام (ইসলামের শুভাগমন)বিষয়ের উপর জীবনের প্রথমবার জনসম্মুখে বক্তৃতা করেন।[২০]

বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা পোষণ ও তার বাস্তবায়নের চিন্তায় ১৯০৯-১৯১১ সাল পর্যন্ত সময়কাল অনায়াসেই কেটে যায়। মওলানা আযাদ এই সময়টাতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেন। আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানী, মুফতি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এবং আল্লামা রশিদ রেযার চিন্তাধারার মাধ্যমে আযাদ যথেষ্ট প্রভাবিত হন। এতোদিন মওলানা আযাদ প্যান ইসলাম ধারণা এবং স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খান এর মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও স্যার সাইয়্যেদের ইংরেজ তোষামোদ নীতির কারণে আযাদ অল্প সময়েই স্যার সাইয়্যেদ-এর আদর্শ ত্যাগ করে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে আরম্ভ করেন।

আযাদ এই সময়টাতে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। সৌন্দর্য্যপ্রীতি এবং ইশ্‌ক ও আশিকীর আবেগ আযাদকে এই সময়ে আকর্ষণ করে বলে মওলানা আযাদ তার রচিত গ্রন্থ 'Zvh‡Kiv'-এ উল্লেখ করেছেন।

১৯১২ সাল থেকে আযাদ সাংবাদিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। আযাদ মাতৃভূমির স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন; যাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ থাকে। আর এ জন্য নিজস্ব প্রেস ও পত্রিকা একান্ত জরুরি। তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশ ভ্রমনকালে মিশরে প্রকাশিত الهلال (আল হিলাল) ও المنار (আল মানার) এবং সিরিয়ায় বিভিন্ন উন্নত সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার আদলেই তিনি নিজ পত্রিকার স্বপ্ন দেখতেন। এর ব্যাখ্যাই তিনি Avj wnjvj নামে জাতির সামনে উপস্থাপন করেন।

১৯১২ সালের ১৩ জুলাই কলকাতার ৭/১ ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট থেকে উর্দু সাপ্তাহিক ÔAvj wnjvjÕ প্রকাশ করার মাধ্যমে আযাদ জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। এ যুগে আযাদ পথপ্রদর্শক ও সর্বজন স্বীকৃত এক গুরু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সময় তার শিক্ষা ছিল সাম্রাজ্যবাদের শাসন, জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের শিক্ষা। তিনি স্বজাতির প্রবৃদ্ধি, কল্যাণ এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে হুংকার হিসেবে Avj wnjvj‡K দাড় করান। এটি নিছক কোনো পত্রিকা নয়; এক বিপ্লবের নাম।

Avj wnjvj মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ তৈরি করেছিল। তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করেছিল। তাদের মধ্যে স্বকীয়তা ও সচেতনতা তৈরী করেছিল।

আলিগড় থেকে আলাদা হয়ে আল্লামা শিবলী متحده قوميت বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রচারক হয়ে ওঠেন। আর শিবলীর পরামর্শে আযাদও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করেন। এরই উত্তম প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি তার ভূবনখ্যাত রাজনৈতিক সাপ্তাহিক Avj wnjv‡j। অল্পদিনেই Avj wnjvj ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এর প্রচারসংখ্যা ২৫-২৬ হাজার ছাড়িয়ে যায়, যা সে যুগে এক অসামান্য সফলতা। আযাদ মুসলমানদেরকে নির্ভয়ে স্বদেশবাসীর সাথে মিলে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে তাগিদ দেন। তিনি লিখেন:

Dhaka University Institutional Repository

الہلال نے مسلمانوں کو تعداد کے بجائے ایمان پر اعتماد کر نے کی تلقین کی اور بے خوف ہو کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانے کی دعوت دی۔ اس سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں جن کا نتیجہ آج متحدہ خلافت وسوراج ہے۔[21]

মর্মার্থ হলো: আল হিলাল মুসলমানদেরকে সংখ্যার বদলে ঈমানের উপর ভরসা করার শিক্ষা দিয়েছে এবং নির্ভয়ে হিন্দুদের সাথে মিলনাত্মক ভাব রাখার আহবান জানিয়েছে। এর দ্বারা এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে; যার ফলাফল হচ্ছে আজকের সম্মিলিত খেলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলন।

স্বাধীনতার পক্ষে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লেখালেখির জন্য আযাদের সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা Avj wnjvj এবং Avj evjvM সরকার বন্ধ করে দেয়। ১৯১৬ সালে আযাদকে নজরবন্দী করা হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংবাদ প্রচার এবং ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পোষণের অপরাধে ১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের রাঁচির অন্তর্গত মোরাবাদী নামক গ্রামে মওলানা আযাদকে নজরবন্দী রাখা হয়। ৩ বছর ৯ মাস বন্দীজীবন পার করে তিনি ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারি মুক্তি লাভ করেন।

আযাদের এই বন্দীজীবনে মহাত্মা গান্ধী চম্পারণের চাষীদের মধ্যে কাজের সূত্রে বিহারে সফরকালে মওলানা আযাদের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সরকার তার সুযোগ না দেয়ায় আযাদ নজরবন্দী থেকে মুক্তি লাভের পর ১৯২০ সালের ১৮ জানুযারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। প্রথম সাক্ষাতেই একে অন্যের অসম বয়সী বন্ধু হন এবং স্বাধীকার আন্দোলনে একে অন্যের সহকর্মীতে পরিণত হন। শুরু হয় মওলানা আযাদের রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায়। যার শেষ ফল স্বাধীন ভারত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা আযাদের অবদান' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আযাদ:

মওলানা আযাদ ১৯৪৬ সালে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেননি। কিন্তু বন্ধুবর্গ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোদ্ধাদের অনুরোধে ১৯৪৭ সালের ১৫ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

আযাদ ১৯৪৬-১৯৫১ সালে সংবিধান রচিত হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

তিনি ভারতের সংবিধান তৈরির কাজে নিযুক্ত পরিষদের নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য হন। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সকল ভারতীয়ের জন্য সমতার নীতি বা গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্তকরণের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মওলানা আযাদ।

ভারত স্বাধীনতার পর ১৫ আগস্ট থেকে ভারত সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মওলানা আযাদ ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে ÔBwÛqvb KvDwÝj di KvjPvivj wi‡jkÝ-*ICCR*Õ নামক এক বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা করেন। ১৯৫০ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লির হায়দারাবাদ হাউজে এই প্রতিষ্ঠান তার যাত্রা শুরু করে। মওলানা আযাদ তার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির সকল পুস্তক জাতির হিতার্থে উক্ত ICCR –কে দান করেন।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ স্বাধীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যও মনোনীত হন। অবশিষ্ট আলোচনার জন্য 'ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা আযাদের অবদান' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শারীরিক গঠন ও একান্ত ব্যক্তিগত কিছু তথ্য:

১৯২৫ সালে মওলানা আযাদ পাসপোর্টের জন্য সরকারের কাছে ইংরেজিতে একটি আবেদনে তার যে বর্ণনার উল্লেখ করেন তা নিম্নরূপ:

নাম :	আবুল কালাম আহমেদ আযাদ
পিতা :	মৌলবী মোহাম্মদ খায়রুদ্দিন
বর্তমান ঠিকানা :	৪২, রিপন স্ট্রীট, কলকাতা
জন্মস্থান :	মক্কা
জন্মতারিখ:	১৮৮৮ সাল (দিন উল্লেখ নেই)
পিতার জন্মসাল এবং জন্মস্থান:	মার্চ ১৮৩১, দিল্লি
আযাদের পদবী :	মওলানা
বয়স :	৩৭
পেশা:	লেখক
বৈবাহিক অবস্থা:	বিবাহিত
উচ্চতা:	৫" ৬' বা ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি
চোখের বর্ণ:	কালো
চুলের বর্ণ:	কালো ও সাদা। [২৩]

স্বভাব :

মওলানা আযাদ বক্তা হিসেবে তুখোড় হলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন লাজুক ও রাশভারী স্বভাবের। তার পরিবার এবং পারিবারিক ভাল-মন্দের খবর অন্য কারো জানার কোনো সুযোগ ছিলনা। মওলানা রাজনীতিতে জড়িয়ে সাংবাদিকতা ছাড়তে বাধ্য হন। এভাবে তার সংসারের আয়ের এই একমাত্র উৎস বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বেশ আর্থিক কষ্টে ভোগেন। কিন্তু এই খবর তৃতীয় কাউকে তিনি জানতে দেননি।

মওলানার স্ত্রী যুলায়খা বেগমও অত্যন্ত অল্পেতুষ্ট এবং পতিভক্ত নেক মহিলা ছিলেন; যিনি এই নিদারুন আর্থিক কষ্টের মাঝেও স্বামীকে বিরক্ত না করে বরং সর্বদা মওলানাকে সহযোগিতা করেছেন এবং বারবার প্রবোধ দিতেন এই বলে যে, আমরা নিজেরা কষ্ট করে হলেও মানুষ ও মানবতার সেবায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়। এমনকি মওলানা একবার জেলে থাকাকালীন মওলানার স্ত্রী যুলায়খা বেগম এক পত্রে মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছিলেন:

Dhaka University Institutional Repository

'মওলানা যেন পরিবারের চিন্তা বেশি না করেন; আল্লাহ-ই এই পরিবারকে সকল বিপদে হেফাজত করবেন। তার বদলে আল্লাহ যদি মওলানা থেকে জাতির জন্য কোনো ত্যাগ কবুল করেন তাহলে তা হবে তাদের জন্য বড় প্রাপ্তি।'

মওলানা রাত ১০টায় ঘুমানোর অভ্যাস করেছিলেন এবং সাধারণত: রাত তিনটার দিকে জাগতেন। অন্তত: ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করতেন।
নাস্তা সারতে সারতে দৈনিক পত্রিকা পড়ে নিতেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানে ফোন, চিঠি বা অন্য কোনো যোগাযোগের প্রয়োজন হলে তা এই সময়েই সম্পন্ন করতেন।
চা পানের বেশ অভ্যাস ছিল। তিনি 'চায়না জেসমিন গ্রীন টি' ব্রান্ডের চা পান করতেন। জীবনের শেষ জেলখানা আহমদনগর জেলে মওলানার জন্য সুদূর কাশ্মীর থেকে এই ব্রান্ডের চা পাতা জোগাড় করতে ব্রিটিশ প্রশাসনের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।

চোস্ত পায়জামা আর পানজাবিতে মওলানা অভ্যস্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আচকান বা শেরওয়ানী পড়তেন। লম্বা এক শাহী টুপি মাথায় থাকতো। শেষ জীবনে চশমা ব্যবহার করেছেন।

মওলানা আযাদ মিতাহার পছন্দ করতেন। তিনি জ্ঞান গবেষণায় যত আগ্রহী ছিলেন; খাওয়া দাওয়ায় তত ছিলেন মিতাহারী। ভাল খাবার পছন্দ করতেন, তবে অবশ্যই তা আইটেমে কম হবে এবং পরিমাণেও অল্প। তার খাওয়ার মধ্যে একটা পরিমিতিবোধ লক্ষ্য করা যেতো। তিনি সিগারেট পান করতেন।

মওলানা কিছুটা ভ্রমনপ্রেমী ছিলেন। সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থান ও দেশ ভ্রমন করেছেন। সাধারণত: রোববার ছুটির দিনে দিল্লি বা দিল্লির বাইরে গিয়ে ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ দেখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

মওলানা একজন প্রচারবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। যেমন: মওলানার স্ত্রী বেগম আযাদও স্বামীর সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার এই মহান ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ মওলানা আযাদ জেলে থাকাকালীন একদল জনতা বেগম আযাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'বেগম আযাদ হাসপাতাল' করার জন্য ফাণ্ড করার প্রস্তাব করলে মওলানা আযাদ কিছুতেই রাজি হননি বরং বলেছিলেন:

'বেগম আযাদ আমার সহধর্মিনী বটে; কিন্তু তিনি দেশের জন্য এমন কোনো ত্যাগ করেননি যে, তাঁর নামে কোনো জনপ্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া যেতে পারে!'[২৪]

মওলানা আযাদ ঐ তহবিলের টাকা কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।
মওলানা আবুল কালাম আযাদ একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ ছিলেন। তার সাহিত্য জীবনকে সর্বদা রাজনৈতিক জীবন থেকে আলাদা রাখতেন। এমনকি তিনি সাহিত্য মজলিসে যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতেন না। পাছে উক্ত ব্যক্তি আযাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অন্যকিছু ভাবতে পারে সেই জন্য রাজনীতিকে মওলানা আযাদ সারাজীবন তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে আলাদা রেখেছেন। নিজের খুব কাছের জনকেও রাজনীতির ময়দানে আহবান করেননি। মওলানা সাহেব সময়ের খুব মূল্য দিতেন। তিনি মিনিট মেপে কাজ করতেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আত্মনিয়ন্ত্রণ করে চলতেন। তাঁর ব্যাপারে যে যাই বলুক না কেন; তিনি এর কোনো প্রতিবাদ করতেন না। কেননা, ১৯১৮ সালে তিনি ৩টি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তার অন্যতম হচ্ছে: তার প্রতি আক্রোসী হয়ে যে যাই লিখুক বা বলুক না কেন, তিনি এর কোনো জবাব দিবেন না এবং এসব ভেবে নিজ আত্মাকে কলুষিত করবেন না। [২৬]

স্বাধীন ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনে তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মওলানা আযাদ সম্পর্কে বলেন:

> '১৯২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে জাতীয় আন্দোলনে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথে যুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ইসলামের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপর কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। আরবি সাহিত্যে তাঁর রয়েছে গভীর পাণ্ডিত্য। তাঁর জাতীয়তাবাদে নিষ্ঠা ইসলামে বিশ্বাসের মতোই প্রবল। তিনি যে বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করছেন, এর এক গভীর তাৎপর্য রয়েছে, যা ভারতের রাজনীতির কোন ছাত্রেরই চোখ এড়াতে পারে না।'[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

০১. আবু সালমান, Bgvgj wn› (করাচি: মাকতাবায়ে উসলূব,১৯৬২), পৃ. ৩৩
০২. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÔm g l jvbv; 2q LÛ (নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ: ২৭৯
০৩. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvšÍ‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৮
০৪. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: g l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i(কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ ১৯-২৫
০৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvg wek‡Kvl-evsjv 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮৬), পৃ. ২৯৬
০৬. প্রফেসর মাহমুদ বেরেলবী, gLZvmvi Zvix‡L Av‘‡e D‘ (লাহোর: শায়খ গোলাম আলি এ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃ. ৪০৬-৪০৭
০৭. রশিদুদ্দিন খান, g l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ-wmqvmvZ-cqMvg (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩),পৃ. ২০৬
০৮. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: g l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ ১৪৩-১৪৫
০৯. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ৬
১০. আরশ মালসিয়ানী, Avej Kvjvg Avhv‘ (দিল্লি: ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ২১
১১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ: ৫৬
১২. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÔm g l jvbv; 2q LÛ(নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ: ২৭৯
১৩. মালেক রাম, KQ Avej Kvjvg Avhv‘ †K ev‡i †g (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১), পৃ. ৪৫
১৪. রশিদুদ্দিন খান, g l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩),পৃ: ১৫৫
১৫. রশিদুদ্দিন খান, g l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘ : kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
১৬. রশিদুদ্দিন খান, gv l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
১৭. শামসুল হক শায়দাই, gv l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘ : mvg cvi‡mvbvj wMøgc‡mm (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৫৯
১৮. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ৯৭
১৯. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvšÍ‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৯
২০. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÔm gv l jvbv; 2q LÛ(নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ: ২৭৯
২১. আনোয়ার আলি দেহলবি, D‘ mvnvdvZ (দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ১২৯
২২. রেজোয়ান কায়সার, †iwmmwUs K‡jvwbqwjRg GÛ KwgDbvj cwjwU · : g l jvbv Avhv‘ GÛ w‘ †gwKs Ae w‘ BwÛqvb †bkb (নয়াদিল্লি: মনোহর পাবলিশার এন্ড ডিস্ট্রিবিউটরস, ২০১১), পৃ. ৩২৫
২৩. শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, gv l jvbv Avej Kvjvg Avhv‘‡K cvm‡cvU Kv Lwdqv dvBj(নয়াদিল্লি: আনজুমানে তারাক্কী উর্দু, ১৯৮৭), পৃ. ১১৫-১১৬
২৪. আবুল ফজল, wbewPZ ceÜ msKjb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৫৭
২৫. মুহাম্মদ তোফায়েল, bKk: AvcweZx b¤i (লাহোর: এদারায়ে ফুরূগে উর্দু, ১৯৪৬), পৃ. ১৮৩৫- ১৮৫০
২৬. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, †giv AvKx‘v (করাচি: মাকতাবা মা-হাওল, ১৯৫৯), পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

২৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv', cv¸ ³, পৃঃ ২৬১

ক. অনুচ্ছেদ

উর্দু সাংবাদিকতায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ

মওলানা আযাদ সাংবাদিকতার মন-মগজ নিয়েই জন্মেছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সেই দেশের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ও পাক্ষিকসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অল্প বয়সেই বুঝে নিয়েছিলেন, চিন্তার প্রকাশ ও সাধারণ আলোচনা-সমালোচনার বাহন হিসেবে পত্রিকার কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তিত্ব তৈরির এটি এক অন্যতম মাধ্যম। স্বজাতির সেবা এবং ঘুমন্ত জাতির কানে স্বাধীনতার বাণী পৌঁছানোর জন্য সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মাতৃভূমির স্বাধীনতার ন্যায্য দাবি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জুলুম ও ফ্যাসিবাদী আচরণের খবরাখবর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বব্যাপি জনমত তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রই নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজগণ পৃথিবীব্যাপি আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে নৃশংসতা চালিয়েছিল তার মোকাবেলায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

অল্প বয়স থেকেই আযাদের মনে জাতির জন্য দরদ ছিল। জাতিকে স্বাধীনতা ও সঠিক দ্বীনের পথে আনার প্রচেষ্টা স্বরূপ সাংবাদিকতাকে উপযুক্ত মাধ্যম বানিয়েছিলেন। কিশোর অবস্থাতেই নিজের কবিতা ও গদ্যের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে স্থান করে নিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালে মাত্র এগারো বছর বয়সেই আযাদ নিজের নাম সম্পাদক রূপে দেখার জন্য কাব্য ও জেষ্ঠ্যদের রচনা সংকলন করে পত্রিকা আকারে نیرنگ عالم (নয়ারঙ্গে আলম) প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রায় আটমাস চালু ছিল। [১]

অত:পর এভাবে তিনি সাংবাদিকতার পথে অগ্রসর হন। এ স্বপ্নই তিনি বাল্যবয়সে দেখেছিলেন। যার বর্ণনা তিনি নিজেই এভাবে দিয়েছেন:

> سب سے بڑا مقام جو کسی انسان کے لئے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مضامین
> لکھے جائیں اور اس سے بلند تر مقام یہ ہے کہ کسی اخبار یا رسالے کے
> ایڈیٹر ہوں ـ [2]

Dhaka University Institutional Repository

এর মর্মার্থ হলোঃ মানুষের জন্য বড় সৌভাগ্য হলো লেখালেখি করতে পারা;
তার চেয়েও বড় সম্মানের কাজ কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া।

আযাদ ভেবেছিলেন- bqvi‡½ Avjg পত্রিকার জন্য অন্তত: হাজার খানেক গ্রাহক পাওয়া যাবে। কিন্তু দেড়শ'র বেশি গ্রাহক জুটলো না। তারপরও আযাদ দমে যাননি। কেননা; কাব্য-সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ঝোঁক একবার কোনো যুবকের মগজে চড়ে বসলে তার আর ক্ষ্যান্তি নেই। কিছুদিনের মধ্যেই আযাদ ১৯০১ সালের ২২ জানুযারি المصباح (আল মিসবাহ্) নামক এক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বসলেন। এটি সাপ্তাহিক ছিল এবং কলকাতা থেকে প্রকাশ হতো। একজন দরদি প্রেস মালিকের উসিলায় আযাদ দ্বিতীয়বার সম্পাদক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রায় তিন মাস এটি চালু ছিল। এতে একাধিক আধুনিক বিভাগ ছিল।

Cgvb, Avj Mvhvwj, wbDUb এবং ga¨vKIY kw³ ইত্যাদি শিরোনামে মওলানা আযাদ এতে প্রবন্ধ লিখতেন যা কতিপয় পত্রিকায় পুন:মুদ্রিত হয়। [৩]

১৯০২ সালের শুরুর দিকেই সাপ্তাহিক احسن الاخبار (আহসানুল আখবার) পত্রিকার সাথে আযাদের পরিচয় হয়। এটি মৌলবী আহমদ হুসাইনের সম্পাদনায় বের হতো। পত্রিকাকে গতিসম্পন্ন করার জন্য অচিরেই তা আযাদের হাতে সমর্পিত হয়। [৪]

আযাদ ১৯০৩ সালের মার্চে লখনৌ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা خدنگ نظر (খিদাঙ্গে নযর) এর সহযোগী সম্পাদক এবং শাহজাহানপুর থেকে প্রকাশিত ایوارڈ گزیٹ (এওয়ার্ড গেজেট) পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। [৫]

এভাবে সাংবাদিকতা লাইনে হাত পাকানোর পর ১৯০৩ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতা থেকে মাসিক পত্রিকা لسان الصدق (লিসানুস সিদ্ক) প্রকাশ করেন। দক্ষ হাতে পত্রিকা সম্পাদনার দরুন wjmvbm wm‘K প্রকাশের পর চারিদিকে আযাদের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। এ পত্রিকার কল্যাণেই আযাদ সাহিত্য দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতার বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবাই wjmvbm wm‘K প্রকাশের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম সংখ্যাতেই আযাদ তা ব্যক্ত করেন এভাবে:

سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، لسان الصدق کا مقصد ہے کذابیت کے خلاف تنبیہ کرنا اور ملک کو سچ کی راہ پر چلانا۔ جب سچ کے خلاف کچھ نا کہنے کا ارادہ ہے تو میٹھی بات کی کوئی امید نہ کرے۔ کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔

অর্থ: সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সতর্ক করা এবং দেশকে সত্যের পথে চালনা করা wjmvbm wm‘K এর উদ্দেশ্য। অতএব, সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলার যেহেতু ইচ্ছে নেই; তাই কেউ যেন এর থেকে মিষ্ট কথা আশা না করে। কেননা, সত্য সর্বদা তিক্ত হয়।'

আরো উদ্দেশ্য হলো:

১. سوشل ریفارم (সমাজসংস্কার) অর্থাৎ মুসলিম সমাজ ও তার মাঝে অনুপ্রবিষ্ট প্রথাসমূহের সংস্কার।

২. ترقئی اردو (উর্দুর প্রসার) অর্থাৎ উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. علمی مذاق کی اشاعت خصوصاً بنگالہ میں অর্থাৎ সাহিত্যরুচির প্রসার, বিশেষত বঙ্গদেশে এবং

৪. تنقید (সাহিত্য সমালোচনা) অর্থাৎ উর্দু পুস্তকসমূহের বিষয়ভিত্তিক সমীক্ষা ইত্যাদি।' [৬]

এ পত্রিকাই আযাদের খ্যাতি তুঙ্গে তুলে দেয়। আযাদকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অত:পর এই দেশ ও সমাজসেবার মহান উদ্দেশ্যে প্রায় পনেরটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

আযাদ লিখেন, ডাক্তারের নীরবতা ও রোগীর জ্ঞান-অভিজ্ঞতার অভাব রোগকে দিনদিন জটিল করে তুলেছে। তাই wjmvbm wm'K সর্বত্র সত্য বলার দায়িত্ব নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অল্প দিনেই এ পত্রিকা এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে, দেশের তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা وکیل (ওয়াকিল)-এর প্রবন্ধসমূহ অনুকরণ করতে শুরু করে।

কলকাতা ছাড়াও ১৯০৫ এর এপ্রিল-মে সংখ্যা আগ্রা থেকে প্রকাশিত হয়। কখনো কখনো মওলানা আযাদ পরিবারের সাথে মুম্বাই থাকাকালীন সেখান থেকেও পত্রিকা বের হতো। প্রায় দেড় বছরে wjmvbm wm'K মোট তেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এ পত্রিকাই আযাদের খ্যাতি তুঙ্গে তুলে দেয়। আল্লামা শিবলী, মৌলবী জাকাউল্লাহ এবং আব্দুল হালিম শারারের ন্যায় মনীষীগণ এ পত্রিকায় লিখতেন। আবার শিবলীর সুপারিশে উক্ত পত্রিকা AvbRgv‡b Zviv°x D' এর মুখপত্র নির্ধারিত হয়। আল্লামা শিবলী যেহেতু তখন উক্ত আনজুমানের সেক্রেটারি সে সুবাদে উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়। আযাদের পরিবার সে সময় মুম্বাই থাকায় আযাদ সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ঘটনাক্রমে আল্লামা শিবলী যখন মুম্বাই গিয়ে জানতে পারলেন, wjmvbm wm'K এর সম্পাদক আযাদ মুম্বাই আছেন তার সাথে সাক্ষাতে শিবলী প্রথমে ভেবেছিলেন- এই যুবক হয়ত সম্পাদক আযাদের ছেলে হবে। দীর্ঘ আলাপের পর যখন তিনি জানলেন, এই ষোল-সতের বছর বয়স্ক যুবকই wjmvbm wm'K এর ন্যায় দেশখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক; তখন আযাদের প্রতি শিবলীর অনুরাগ ও ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পায়। সাক্ষাতে শিবলী বুঝতে পারেন, আযাদ শুধু লেখনি নয়; বক্তৃতারও বাদশাহ। শিবলী মুম্বাই থেকে হায়দারাবাদ প্রত্যাবর্তনের পর 'দারুন নদওয়া'র মুখপত্র الندوہ (আন নদওয়া) পত্রিকার সম্পাদনার জন্য আযাদকে হায়দারাবাদে আহবান জানান। শিবলীর পীড়াপীড়িতে এক পর্যায়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর থেকে মওলানা আযাদ Avb b'lqv সম্পাদকের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। [৭]

এ পত্রিকায় সম্পাদনার পাশাপাশি আযাদ আরবি সাহিত্যিক ফরিদ ওয়াজদির ÔgmjgvbAvIivZÕ এবং ÔBD‡iv‡ci Awffv eKZÕ শিরোনামে কিছু প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লিখেন। ১৯০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আযাদ লখনৌতে অবস্থান করেন। আযাদের ভাই-উর্দু কবি আবু নসর গোলাম ইয়াসিন আহ্ এর অসুস্থতার খবর শুনে আযাদ লখনৌ এর কল্যাণধর্মী দায়িত্ব ছেড়ে সরাসরি মুম্বাই পৌঁছেন। অমৃতসরের وکیل (ওয়াকিল) পত্রিকার মালিক গোলাম মোহাম্মদের সাথে আযাদের পূর্ব পরিচয় ছিল। তিনি আযাদকে দীর্ঘদিন lqvwK‡j জয়েন করার জন্য অনুরোধ করে আসছিলেন। তিনি যখন জানলেন, আযাদ Avb bv'lqv ছেড়ে বাড়ি এসেছেন তখন আযাদকে জোর দিয়ে আহবান জানালে আযাদ ১৯০৬ সালের এপ্রিলে অমৃতসর গিয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ পত্রিকা তৎকালে অতীব জনপ্রিয় ছিল। বলা হয়ে থাকে- প্রচার সংখ্যায় এটি যুগের দ্বিতীয় পত্রিকা ছিল। বছরের শেষ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। [৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ সালের শেষ দিকে ভাই গোলাম ইয়াসিন আহ্ এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে আযাদ কলকাতায় এসে বাবার ইচ্ছায় কিছুদিন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ১৯০৬ এর নভেম্বর থেকে ১৯০৭ এর আগস্ট পর্যন্ত কিছুদিনের জন্য কলকাতা থেকে دار السلطنت (দারুস সালতানাত) পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৯]

আযাদ শুধু ভালো সম্পাদকই নন; একজন ভালো রিপোর্টারও ছিলেন। ১৯০৬ সালের শেষ দিকে ৩১ আগস্ট gmwjg jxM নামে রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য ঢাকায় যে অধিবেশন বসে তার সংবাদ সংগ্রহ ও এতে অংশগ্রহণের জন্য আযাদ ঢাকায় এসেছিলেন। [১০]

কলকাতায় থাকাকালীন আযাদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনে এক নবচেতনার সূচনা হয়। বাংলার বিপ্লবী নেতা শ্রী শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী এবং অরবিন্দ ঘোষের সাথে আযাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আযাদ বিপ্লবীদের পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। পাশাপাশি আল্লামা শিবলী নু'মানীর পরামর্শ ও প্রভাবে আযাদ জাতীয়তাবাদ তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুসারী হয়ে উঠেন। তখনো পর্যন্ত মুসলমানগণ ইংরেজ শাসকদের অনুগত বলে গণ্য হতো। কিন্তু আযাদের মনে উক্ত ১৯০৫-১৯০৭ সালেই স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জোয়ার শুরু হয়। তিনি স্বাধীনতার সুধা পানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। বিপ্লবী নেতাদের সাথে সাথে তিনিও মাতৃভূমির সার্বিক স্বাধীনতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন এবং অন্যকেও আহবান শুরু করেন। আর এর জন্য পত্রিকা এক অন্যতম মাধ্যম। ১৯০৭ সালের শেষ দিকে আযাদ অমৃতসর গিয়ে দ্বিতীয়বার lqvKxj সম্পাদনা শুরু করেন। কিন্তু ততদিনে আযাদের মনে নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার আবেগ জোয়ার এনেছে যা ইতোপূর্বে তার মনে ছিলনা। বাঁধ দিয়ে যেভাবে জোয়ারকে আটকানো যায় না; ঠিক সেভাবে আযাদের স্বাধীনতার চেতনাও বেশিদিন গোপন থাকলো না। কলমের কল্যাণে পত্রিকার পাতায় গড়ালো। কিন্তু আযাদের এ পরিবর্তন ও লেখনিভাষা পত্রিকার মালিক গোলাম মোহাম্মদের পছন্দ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আযাদ ১৯০৮ সালের জুলাইতে ৮-৯ মাসের মাথায় lqvKxj থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। [১১]

আযাদ মনস্থির করলেন যে, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য স্বাধীন ও নিজ সংবাদপত্র প্রয়োজন। এ চিন্তা মাথায় রেখেই আযাদ অমৃতসর থেকে ভূপাল ও মুম্বাই হয়ে পুনা যান। পিতার প্রচন্ড অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ১৯০৮ সালের ১৭ আগস্ট আযাদ কলকাতায় এসে পৌঁছুবার কয়েক ঘণ্টার মাথায় মওলানা খায়রুদ্দিনের ইন্তেকাল হয়। পিতার ইন্তেকালের কিছুদিনের মাথায় আযাদ দ্বিতীয়বার মুসলিম বিশ্ব ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হন। প্রথমে বাগদাদ যান। ইরাকের পর মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক এবং ফ্রান্স ভ্রমন করেন। ১৯০৯ সালের এ বিশ্বযাত্রায় মওলানা আযাদ রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ করেন ও হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক ব্যাপারে মতবিনিময় করেন।

আযাদ মাতৃভূমি ভারতে প্রত্যাবর্তন করে দেশের অবস্থা পুন:পর্যবেক্ষণ করে স্থির করেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও নিজস্ব পত্রিকা প্রয়োজন যাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ থাকে। এ জন্য নিজস্ব প্রেস ও পত্রিকা দরকার। তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশ ভ্রমনকালে মিশর ও সিরিয়ায় উন্নত সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার আদলেই নিজ পত্রিকার স্বপ্ন দেখতেন। তার ব্যাখ্যাই তিনি الهلال নামে জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। আযাদ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে:

Dhaka University Institutional Repository

1906 کے موسم سرما کی آخری راتیں تھیں جب امرتسر میں میری چشم بیداری نے ایک خواب دیکھا، انسان کی ارادوں اور منصوبوں کی حد تک وہ ذہن اور تخیل میں ہیں، عالم بیداری کا ایک خواب سمجھنا چاہئے۔ کامل چھ برس اسکی تعمیر کی عشق آمیز جستجو میں گزر گئے۔ امیدوں کی خلش اور ولولوں کی سوزش نے ہمیشہ مضطرب رکھا۔یہاں تک کہ آج اس خواب عزیز کی تعمیر عام وجود میں پیش نظر ہے۔[12]

মর্মার্থ হলো: ১৯০৬ সালের শীত মৌসুমের এক শেষ রাতে অমৃতসরে শুয়ে আমার জাগ্রত চোখ এক স্বপ্ন দেখল। মানুষের ইচ্ছা ও ভাগ্যের সীমায় পৌঁছানো চিন্তা ও অভিপ্রায়কে জাগ্রত স্বপ্ন বলা সমীচীন। পূর্ণ ছয়টি বছর এর ভালোবাসা মিশ্রিত অন্বেষণে সময় ব্যয়িত হয়েছে। আশার হাতছানি ও ইচ্ছার উদ্দীপনা সর্বদা আমাকে অস্থির করে রেখেছে। অতএব শেষ পর্যন্ত উক্ত স্বপ্নের দুর্বার বাস্তবায়ন আজ প্রকাশ্যে উপস্থিত।

১৯১২ সালের ১৩ জুলাই মধ্য কলকাতার ৭/১ ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট থেকে সাপ্তাহিক الہلال প্রকাশ করার মাধ্যমে আযাদ জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। এ যুগে আযাদ পথপ্রদর্শক ও সর্বজন স্বীকৃত এক গুরু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তার শিক্ষা ছিল সাম্রাজ্যবাদের শাসন এবং জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের শিক্ষা। তিনি স্বজাতির প্রবৃদ্ধি, কল্যাণ এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে হুংকার হিসেবে Avj wnjvj‡K দাড় করিয়েছেন।

আযাদ মনে করতেন: যে পত্রিকা তার নিজ মূল্যের অতিরিক্ত কোনো মানুষ বা গোষ্ঠী থেকে অর্থ লেনদেন বৈধ মনে করে সেটা কোনো সংবাদপত্র নয় বরং এটা জাতির সঙ্গে ধাপ্পাবাজিতুল্য। Avj wnjvj নিছক কোনো পত্রিকা নয়; এক বিপ্লবের নাম। Avj wnjvj মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ তৈরি করেছিল। তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করেছিল। তাদের মধ্যে স্বকীয়তা ও সচেতনতা তৈরী করেছিল। আযাদ নিজেই লিখেন:

اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خیر الامم بنایا اور دنیا میں اپنی نیابت اور خلافت بخشی۔ بس اپنے درجہ کو ہر مسلمان محسوس کرے اور افسردگی، غیر ضرورت خوف و مرعوبیت کی جگہ اپنے اندر بلندی، خودداری اور طاقت و استحکام پیدا کرے۔[13]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উত্তম জাতি বানিয়ে তাকে স্বীয় প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং খেলাফত দান করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজ মর্যাদা অনুধাবন করা এবং ভীরুতা ও অনর্থক ভয়ের স্থলে নিজের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, সাবলম্বিতা ও সক্ষমতা তৈরী করা।

আলিগড় থেকে আলাদা হয়ে আল্লামা শিবলী متحدہ قومیت বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। শিবলীর পরামর্শে আযাদও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করেন। আর এর উত্তম প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি তার ভূবনখ্যাত ও ভারতের প্রথম সারির রঙ্গিন-রাজনৈতিক সাপ্তাহিক Avj wnjv‡j । এ পত্রিকা শুধু তার আহবান দ্বারাই দেশ ও জাতিকে মাত করেনি বরং তার প্রকাশনা, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, অঙ্গসজ্জা, উত্তম লেখনি, টাইপ এবং উঁচুমানের বিন্যাসের বিচারে হিন্দুস্তানের সাংবাদিকতার জগতে এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচনাযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র বিবেচনায় Avj wnjv‡ji শ্রেষ্ঠত্ব কয়েকটি বিভাগে উত্তীর্ণ। এটি আধুনিক টাইপের ধারা অবলম্বন করেছে যা তৎকালে হিন্দুস্তানে নতুন ছিল। জ্ঞানমূলক আলোচনায় ভরপুর হওয়া ছাড়াও আযাদ Avj wnjvj প্রকাশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেছেন। কেননা আযাদের নিকট-

'জ্ঞান হলো এমন এক পথপ্রদর্শক যা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে
যথাযথভাবে চলতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলে।'

Avj wnjvj শিরোনামের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এতে ধর্মের পাশাপাশি রাজনীতি, সমাজনীতি, মনস্তত্ত্ব:, ভূগোল, ইতিহাস, আত্মজীবনী, জীবনী, সাহিত্য ও বর্তমান সমস্যাবলীর উপর উঁচুমানের মৌলিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। Avj wnjvj আযাদের বক্তামূলক গদ্যের এমন ক্রিয়াশীলতা দেখিয়েছে যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সে যুগে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। মূলত: আযাদ ছিলেন একজন কলম যাদুকর। তার লেখনিধারা ও উপস্থাপন কৌশলই Avj wnjv‡ji গ্রহণযোগ্যতার মূল রহস্য। তিনি শব্দ ও বাক্যের বাদশাহ ছিলেন।

Avj wnjvj অল্প দিনেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। প্রথম তিন মাসের মাথায় সব পুরানো সংখ্যা পুন:মুদ্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা; নতুন গ্রাহকগণ পুরানো সকল কপি সংরক্ষণের জন্য আগ্রহী হয়ে তাগাদা দিচ্ছিলেন। আল্লামা ইকবালের ন্যায় মনীষীও উক্ত পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, প্রত্যন্ত অঞ্চল ও ছোটো ছোটো লোকালয়ে Avj wnjvj পৌঁছুলে সন্ধ্যার পর Avj wnjv‡ji ভক্তবৃন্দ জমায়েত হয়ে বসে একজন পাঠ করতো আর অন্যরা তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতো। [১৪]

মানবতাবাদের এ প্রবক্তা ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের সাথে মিলে নিজেও জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলাম ও মানবতার সেবা করেছেন। Avj wnjvj‡K তার মিশনের মুখপত্র বানিয়েছেন। তিনি নিজেই সে কথা বারবার বলেছেন।

উত্তম কাগজ এবং লিথোগ্রাফ টাইপে ছাপা রঙ্গিন ও উঁচু মানের Avj wnjvj পত্রিকা দ্বারা আযাদ লেখনি ও ছাপার জগতে নবদিগন্তের সূচনা করে স্বজাতিকে বিদ'আতের বিপরীতে দ্বীনি উদ্দীপনা ও স্বাধীনভাবে রাজনীতিতে স্বীয় মত ও কর্মের পথ দেখিয়েছেন । আন্দোলনের মাঠে তিনি মুসলমানদেরকে প্রথম সারিতে দাড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তবে খুন-খারাবি তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন:

"যে হাত কোরআন স্পর্শ করে সে হাত বোমা ধরতে পারেনা।"

Avj wnjvj পত্রিকার মাধ্যমেও মওলানা আযাদ সমাজ সংস্কার ও মানবসেবার উদ্যোগ নেন। যেমনটি মওলানা আযাদ লিখেন:

خواہ تعلیمی مسائل ہو ں خواہ تمدنی، سیاسی ہوں خواہ اور کچھ، الہلال ہر جگہ مسلمانوں کو مسلماں دیکھنا چاہتا ہے۔ [15]

মর্মার্থ হচ্ছে: কোন বিষয় শিক্ষণীয় হোক বা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক হোক বা অন্য যে কোন বিষয় হোক না কেন, Avj wnjvj সর্বত্র মুসলমানকে মুসলমান হিসেবেই দেখতে চায়।

শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদ হাসান রহ.Avj wnjvj এর অবদান সম্পর্কে বলেন:

ہم اصل کام بھولے تھے ،لیکن الہلال نے ہمیں وہ یاد دلایا۔

Dhaka University Institutional Repository

‘আমরা আসল কাজ ভুলে ছিলাম; Avj wnjvj তা স্বরণ করিয়ে দিয়েছে।’
মওলানা শওকত আলি তো প্রায়ই বলতেন:

ابوالکلام نے ہمیں ایمان کی راہ دکھلایا۔

‘আবুল কালাম আমাদেরকে ঈমানের রাস্তা দেখিয়েছেন’।
আল্লামা ইকবালও Avj wnjv‡ji লেখনি দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন। বলা হয়, ইকবালের পুস্তক رموز بے خودی এবং اسرار خودی Avj wnjv‡jiB পুনরুক্তি।[১৬]
সরকারবিরোধী সংবাদ পরিবেশন ও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার কারণে মওলানা আযাদ এবং Avj wnjvj সরকারের রোষাণলে পড়ে পত্রিকা বন্ধের ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। ১৯১৩ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর সরকার Avj wnjv‡ji নিকট দু’ হাজার রূপি জামানত তলব করে। আযাদও মাত্র পাঁচ দিনে তা পরিশোধ করেন। কিন্তু পত্রিকার ওপর একবার যেহেতু সরকারের কোপাদৃষ্টি পড়েছে তাই দিনদিন তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
অত:পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের দায়ে সরকার ১৯১৪ সালের ১৪ ও ২১ অক্টোবর সংখ্যাদ্বয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জামানতের দু’ হাজার রূপি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৬ নভেম্বর, ১৯১৪ পুনরায় দশ হাজার রূপি জামানত তলব করে সরকার। নতুনভাবে আরোপিত জামানতের এ দশ হাজার রূপি পরিশোধ না করার অপরাধে ১৮ নভেম্বরের সংখ্যা বের হওয়ার পর প্রথম পর্বের মতো Avj wnjvj বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্বে ১৯১২ সালের ১৩ জুলাই থেকে ১৯১৪ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত Avj wnjvj মোট পাঁচটি সংখ্যা বের হয়েছিল। অবশ্য কিছুদিনের জন্য Avj wnjvj শুধু এক পৃষ্ঠা বের হতো ও তাতে শুধু সংবাদ থাকতো।
মওলানা আযাদ ১৯১৫ সালের ১৩ নভেম্বর Avj wnjv‡ji নামান্তর البلاغ (আল বালাগ) নামে এক নতুন সাপ্তাহিক চালু করেন। নাম শুধু বদলেছিল কিন্তু কর্মকান্ড ও আহবানের সুর অভিন্ন রইল। সরকার যখন জানলো যে, Avj evjvM মূলত Avj wnjv‡jiB নামান্তর। তাই Avj evjvM বন্ধের জন্য সরকার এবার জামানতের তাল-বাহানা না করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তুর্কী সালতানাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের বিপক্ষে যোগ দেয়ায় ইংরেজ সরকার উপমহাদেশের তুরস্কপন্থী নেতাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রতি জেল-জুলুম আরম্ভ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১৬ সালের ১৮ মার্চ ডিফেন্স এ্যাক্ট বা ভারতরক্ষা আইনের আওতায় বাংলা সরকার তিনদিনের মধ্যে আযাদকে বাংলার বাহিরে চলে যেতে আদেশ করেন। আযাদ বিহারের অন্তর্গত রাঁচির মোরাবাদী যান। তার অবর্তমানে পত্রিকা Avj evjvM বন্ধ হয়ে যায়। আযাদ ৩০ শে মার্চ কলকাতা ছেড়ে এপ্রিলের শুরুতে রাঁচি গিয়েছিলেন তাই ৩১ মার্চ সংখ্যার পরে Avj evjvM আর প্রকাশিত হয়নি। নভেম্বর ১৯১৫ থেকে মার্চ ১৯১৬ পর্যন্ত একটি মাত্র সংখ্যা বের হয়েছিলো। [১৭]

সরকার মওলানা আযাদকে ৭ এপ্রিল ১৯১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৯ পর্যন্ত নজরবন্দী রাখে। নজরবন্দী থেকে মুক্তি লাভের পর ১৯২০ সালের ১৮ জানুযারি আযাদ দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। [18]
সে সময়ে হিন্দুস্তানের বাসিন্দাগণ ছিলো ইংরেজদের জুলুম ও অত্যাচারের শিকার। জীবন রক্ষার্থে তারা বিপ্লব ও মুক্তির পথ খুঁজছিলো। তাই খেলাফত ইস্যু ও খেলাফত রক্ষার বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান একাত্ম হয়েছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত: উক্ত আন্দোলন দ্বারা লোকেরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা কামনা করেছিলো। গান্ধীজি এ আন্দোলনে মুসলমানদের সাথে শরিক হন। ইংরেজ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য মীরাটে খেলাফত অধিবেশনে গান্ধীজি সর্বপ্রথম 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেন। উক্ত সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতি মনোনীত হন।

এভাবেই রাজনৈতিক আকাশে মওলানা আযাদের উদয় ও এগিয়ে চলা। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। খেলাফত আন্দোলনের মাঠেই কংগ্রেসের সাথে মওলানা আযাদের সখ্য গড়ে ওঠে। ২০শে মে, ১৯২০ সালে তুর্কি সালতানাত ভেঙ্গে 'সেভার্স চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ঘুমন্ত মুসলিম জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়। ১৯২০ সালের শেষ দিকে আযাদের মনে 'প্যান ইসলাম' ধারণা দুর্বল হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বদ্ধমূল হতে থাকে।

খেলাফত আন্দোলনে সফল ত্যাগ ও কর্মতৎপরতার জন্য ১৯২১ সালের নভেম্বরে জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ এর লাহোর অধিবেশন আযাদকে 'ইমামুল হিন্দ' নির্বাচিত করে।[19]

অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের জন্য আযাদ দেশব্যাপি সফর করে একের পর বক্তৃতা করেন। শানদার বক্তৃতার পাশপাশি লেখনিযুদ্ধও চালিয়ে যান। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরাখবর প্রচারের জন্য মওলানা আযাদ ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সাপ্তাহিক پیغام (পয়গাম) পত্রিকা চালু করেন। ১৯২১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি সংখ্যাই বের হয়েছিলো। মওলানা আযাদ উক্ত পত্রিকার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও মওলানা আব্দুর রাজ্জাক মালিহাবাদী এর সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধ মওলানা আযাদই লিখতেন।[20]

হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার আওয়াজ আরব বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য পুনরায় মওলানা আযাদের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ১ লা এপ্রিল, ১৯২৩ থেকে الجامعہ (আল জামেয়া) নামক এক আরবি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা কিছুদিন পাক্ষিক থাকার পর মাসিক আকারে প্রকাশ পায়। এটি ১৯২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত চালু ছিলো। এতেও মওলানা আযাদকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও মওলানা আব্দুর রাজ্জাক মালিহাবাদীকে সম্পাদক হিসেবে লেখা হতো। অথচ মওলানা আযাদই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখতেন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসের ইতিহাসে একমাত্র মওলানা আযাদ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি মাত্র ৩৫ বছর বয়সে কংগ্রেসের মতো বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সে সময়ে বহুধা বিভক্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি নিজ পরিশ্রম ও যোগ্যতা বলে একীভূত করতে সমর্থ হন। এ সময়ে মওলানা আযাদ পুরোমাত্রায় রাজনীতিতে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু কলম সৈনিকগণ রাজ সিংহাসনে বসেও কলম চালনা করেন; তেমনি মওলানা আযাদ এই উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝেও সাংবাদিকতায় মনোযোগী হন। তিনি পুনরায় Avj wnjvj প্রকাশ করলেন। ১৯২৭ সালের জুন মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটিমাত্র সংখ্যা বের হয়েছিল। এর অর্ধেকটা টাইপ ও বাকিটা লিথোগ্রাফে ছাপা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগের Avj wnjv‡j পূর্বের আদর্শ ও রীতির বিপরীতে দাওয়াতের স্থলে শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি মনাযোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়; আযাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততার দরুন Avj wnjvj শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। [২১]

মওলানা আযাদ শুধু নিজেই একজন সাংবাদিক ছিলেন না; তিনি সাংবাদিক তৈরির এক কারিগর ছিলেন। মওলানা গোলাম রাসূল মেহের, মুহাম্মদ আলি জাওহার এবং যাফর আলি খান এর ন্যায় খ্যাতিমান সাংবাদিক তিনি নিজ হাতে গড়েছেন। [২২]

সংবাদপত্রের কলাকৌশল এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে সফলতার স্বর্ণশিখরে চড়েছেন মওলানা আবুল কালাম আযাদ। আযাদের সংবাদপত্রের ভাষা জনগণের মনের কথারই প্রতিধ্বনি হওয়ায় তার সম্পাদিত পত্রিকাগুলো বরাবরই জনপ্রিয়তার মুখ দেখে। আযাদ তার পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ব্যস্ততার দরুন যদিও সংবাদপত্র থেকে কিছুটা দূরে থেকেছেন তথাপি তার পরবর্তী প্রজন্ম সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তার পথ অনুসরণ করে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এ আশা আমরা নির্দ্বিধায় করতে পারি। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে আযাদের প্রজ্ঞা ও অবদানের কথা অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। সত্যিই আধুনিক ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাস বিশেষ করে উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে মওলানা আযাদ এক অবিস্মরণীয় নাম।

মওলানা আযাদ যদি সাংবাদিকতা ও জ্ঞানচর্চা ছেড়ে নিজেকে পুরোমাত্রায় রাজনীতিতে নিয়োজিত না করতেন তাহলে আমাদের কাছে তার সৃষ্ট সংবাদপত্র, সাহিত্য ও জ্ঞান-গবেষণার বড় ভান্ডার থাকতো। তারপরও একজন সফল ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিসেবে মওলানা আযাদ যে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন তার মাধ্যমে তিনি জাতি গড়ার ইতিহাসে সর্বদা এক উজ্জল জ্যোতিষ্ক হিসেবে দীপ্যমান থাকবেন।

মওলানা আযাদ শুধু সাংবাদিকতাই করেননি; এর মাধ্যমে ভাষারও উন্নয়ন করেছেন। মওলানার সম্পাদিত Avj wnjv‡ji মাধ্যমে তিনি এক অপূর্ব মিষ্ট ভাষা-Avj wnjvjx উর্দুর জন্ম দিয়েছেন। আযাদের উক্ত Avj wnjvjx উর্দু ভাষা সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক ও পন্ডিত রামবাবু সাকসিনা বলেন:

> ‘স্যার সাইয়্যেদের সময়টাতে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রনে উর্দু ভাষা পান্ডিত্যে ও গাম্ভীর্যে পূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে প্রগতিবাদীদের পক্ষে তা রসহীন মনে হলে তাদের জন্য ভাষার স্বাদ ও জ্ঞানের তৃপ্তি মিশিয়ে আরবি-ফারসি শব্দে পূর্ণ এক রসালো ভাষার ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। আর এটা স্যার সাইয়্যেদ পদ্ধতির পরিপন্থী। কিন্তু জনগণের তৃপ্তির জন্য এই মধুকরী ভাষার প্রবর্তন করেন মওলানা আযাদ। এই উর্দুকে Avj wnjvjx উর্দু বলে যা তিনি Avj wnjv‡j ব্যবহার করেছেন।’ [২৩]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

০১. আবু সালমান, Bgvgj wn›‘ (করাচি: মাকতাবায়ে উসলূব, ১৯৬২), পৃ. ৩৮
০২. আনোয়ার আলি দেহলবী, D‘ mvnvdvZ (দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ১০৬
০৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৭
০৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, cv¸³, পৃ. ৫৮
০৫. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, cv¸³, পৃ. ৫৯
০৬. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i (দিল্লি: উর্দু একাডেমি দিল্লি, ২০১৪), পৃ. ৪৫
০৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvwg wek‡KvI-evsjv 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ২৯৭
০৮. আবু সালমান, Bgvgj wn›‘ (করাচি: মাকতাবায়ে উসলূব, ১৯৬২), পৃ. ৪৩
০৯. আবু সালমান, Bgvgj wn›‘, cv¸³, পৃ. ৪৪
১০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৪
১১. আবু সালমান, Bgvgj wn›‘ (করাচি: মাকতাবায়ে উসলূব, ১৯৬২), পৃ. ৪৫
১২. আনোয়ার আলি দেহলবি, D‘ mvnvdvZ (দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ১২৬
১৩. আনোয়ার আলী দেহলবী, উর্দু সাহাফাত, cv¸³, পৃ. ১২৮
১৪. আনোয়ার আলি দেহলবি, D‘ mvnvdvZ, cv¸³, পৃ. ১০৭
১৫. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨Z AvIi Kvibv‡g(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৩৭০
১৬. আব্দুল্লাহ বাট, Avej Kvjvg Avhv‘ (লাহোর: কওমি কুতুবখানা, ১৯৪৩), পৃ: ২০৭
১৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvwg wek‡KvI-evsjv 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ২৯৮
১৮. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯৮
১৯. আব্দুল্লাহ বাট, Avej Kvjvg Avhv‘ (লাহোর: কওমি কুতুবখানা, ১৯৪৩), পৃ. ২১৬
২০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvwg wek‡KvI-evsjv 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ২৯৮
২১. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvwg wek‡KvI-evsjv 2q LÛ, cv¸³, পৃ. ২৯৮
২২. ড. শফিক আহমদ, gIjvbv †Mvjvg ivmj †g‡ni: nvqvZ AvIi Kvibv‡g (লাহোর: মজলিসে তারাক্কী আদব, ১৯৮৮) পৃ. ১৯১
২৩. শায়খ মো: ইকরাম, gvI‡R KvImvi (লাহোর: এদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৬২), পৃ. ২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

খ. অনুচ্ছেদ

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা আযাদের অবদান

মওলানা আযাদ এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী। এর শুরুটা কাকতালীয়ভাবে হয়েছিল। বরাবরই আযাদ একটু চঞ্চল এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন। অন্যান্য কিশোরদের থেকে আযাদ আলাদাভাবে বড় হয়েছিলেন। কিশোরেরা যখন খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত আযাদ তখন রীতিমত এক মুন্সি সেজে পীর-মুরীদির আবহে ন্যস্ত। এই যে মুন্সিয়ানা ভাবগাম্ভীর্য; এই থেকেই তার স্বভাবের মধ্যে জেষ্ঠ্যতার ভাব জন্মে। তা'লিম দিতে দিতে কথাবলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বক্তৃতা করার মত বাক্য রপ্ত হতেই সদ্য দরসে কওমিয়া পাশ মওলানা আযাদ ১৯০৪ সালের ১-৩ এপ্রিল মাত্র ১৬ বছর বয়সে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। রাজনৈতিক মঞ্চের পাশে দাড়িয়ে মওলানা আযাদ বক্তব্যগুলো শোনেন। তার ভেতরে সচেতন মনটা জাগ্রত হয়। তিনি কিছু বলতে চেয়ে নিরব হয়ে যান। তবে একেবারে নিশ্চুপ বসে থাকেন নি। আযাদ (آزاد) নামের মতোই স্বাধীন মনোভাব নিয়ে দেশ ও দশের কথা ভাবেন।

প্রফেসর সাইদা সাইদাইন হামীদ বলেন, ১৯০৫ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে আযাদ দ্বিতীয়বারের মতো যোগদান করে طلوع اسلام বিষয়ের উপর সেখানে জীবনের প্রথমবার জনসম্মুখে বক্তৃতা করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। [১]

সেই সম্মেলনে সমকালীন বিখ্যাত রাজনীতিক এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব মওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, আল্লামা শিবলী নু'মানী এবং মৌলবী জাকাউল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মওলানা আযাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মওলানা হালী এক পর্যায়ে মওলানা আযাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

'যুবকের কাঁধে বৃদ্ধের (বুদ্ধিদীপ্ত) মাথা।'

অবশ্য bKk: AvcweZx msL¨vq মুহাম্মদ তোফায়েল বলেন, ১৯০৩ সালেই মওলানা আযাদ জীবনে প্রথমবার জনসম্মুখে বক্তৃতা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। [২]

যুবক আযাদ প্রথম জীবনে স্যার সাইয়্যেদ এর রচনাবলী পড়ে জামালুদ্দিন আফগানী এবং আলীগড় কেন্দ্রিক চেতনার ধারক স্যার সাইয়্যেদ আহমেদ খানের প্যান ইসলাম তথা বিশ্বব্যাপি ইসলামি ভ্রাতৃত্ববাদ ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই প্যান ইসলামিক ধারণাকে শাণিত করার লক্ষ্যে আযাদ তার যৌবনে ১৯০৪ সালের দিকে আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্ক ভ্রমন করেন। ইরাক ভ্রমণকালে তিনি কিছু সংগ্রামী যুবকের সাথে সাক্ষাত পান যারা একটি সাংবিধানিক ইরান রাষ্ট্র গঠনের জন্য লড়াই করছিল। মিশর ভ্রমনকালে যুবক আযাদ শেখ মুহাম্মদ আবদুহু এবং সাঈদ পাশাসহ অন্যান্য বিপ্লবী নেতা ও তাদের আরব কেন্দ্রিক বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এই ভ্রমন কালেই আযাদ কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে সেখানকার তুর্কী যুবকের বিপ্লবী উদ্দীপনা ও কর্মযোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে মূলত: e½f‡½i সময় মওলানা আযাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার তাদের অপশাসন জিইয়ে রাখার মানসে ভারতে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদনীতির মাধ্যমে বৈরিভাব সৃষ্টির জন্য ১৯০৫ সালে e½f½ করে জাতিকে দু'টি ইউনিটে বিভক্ত করে তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। যুবক আযাদ ব্রিটিশের এই চাল বুঝতে পেরে ফুঁসে উঠেন। তিনি এই চালবাজ ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য তৈরি হন। সাংবাদিকতাকে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে জনমত তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষ ও শ্যামসুন্দরের অধীনে পরিচালিত কলকাতা কেন্দ্রীক বিপ্লবী দল ¯‡'kx Av‡›'vjb-এ যোগ দেন। অন্যদেরও টানতে চেষ্টা করেন। প্রথম প্রথম বিপ্লবীরা একজন মুসলিম হিসেবে আযাদকে তাদের দলে নিতে অনাগ্রহী ছিল। তারা মনে করতো যে, ব্রিটিশ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মওলানা আযাদ উক্ত বিপ্লবী সহযোদ্ধাদেরকে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল বানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আযাদের চেষ্টায় তারা বুঝতে পারে, সকল মুসলমান ইংরেজের পক্ষভুক্ত নয়; ইংরেজ বিরোধীও আছে। আযাদকে বিপ্লবীরা দলের অন্দরমহলে প্রবেশ ও নীতি নির্ধারণী ফোরামে জায়গা করে দেয়। আযাদ তার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই প্রথমে বাংলা এবং বিহারে সীমাবদ্ধ রাখেন। অত:পর পুরো উত্তর ভারত এবং মুম্বাইতে তিনি তার তৎপরতা ছড়িয়ে দেন। তুরস্কের যুবকদের বিপ্লব পদ্ধতি দেখে আযাদও বেশ অনুপ্রাণিত হন। [৩]

১৯০৪ সালে মওলানা আযাদ তার বড় ভাই আবু নসর গোলাম ইয়াসিন আহ্ এর সাথে বিশ্ব ভ্রমনে বের হয়ে প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র ইরাকের বাগদাদ পৌঁছে আযাদ অসুস্থ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। [৪]

ঢাকায় মওলানা আযাদ:

১৯০৬ সালে কিশোর বয়সে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে আযাদ যোগ দিয়েছিলেন এবং সমকালীন রাজনীতিতে তিনি পর্যবেক্ষকরে ভূমিকা পালন করেছিলেন। [৫]

অর্থাৎ ১৯০৬ সালের শেষ দিকে সমকালে জোয়ার উঠা স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন সমাজের অভিজাতবর্গ এবং বিভিন্ন নবাবদের সমন্বয়ে স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী একটি শক্তি দাড় করানোর লক্ষ্যে ১৯০৬ সালের ৩১আগস্ট ঢাকার নবাব মুশতাক হুসাইনের নেতৃত্বে 'gmwjg jxM' নামে সরকারের মদদপুষ্ট একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য ঢাকায় যে অধিবেশন আহবান করে তার সংবাদ সংগ্রহ ও এতে অংশগ্রহণের জন্য আযাদ ঢাকায় এসেছিলেন। এই রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। [৬]

তখনো পর্যন্ত মুসলমানগণ ইংরেজ শাসকদের অনুগত বলে গণ্য হতো। কিন্তু আযাদের মনে ১৯০৭ সালেই স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জোয়ার শুরু হওয়ায় তিনি স্বাধীনতার সুধা পানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। বিপ্লবী নেতাদের সাথে সাথে তিনিও মাতৃভূমির সার্বিক স্বাধীনতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন এবং অন্যকেও আহবান করেন। এর জন্য ১৯০৭ সালের শেষ দিকে আযাদ

Dhaka University Institutional Repository

অমৃতসর গিয়ে দ্বিতীয়বার lqvKxj পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। কিন্তু ততদিনে আযাদের মনে মাতৃভূমির স্বাধীনতার আবেগ জোয়ার এনেছে।

জোয়ারকে যেভাবে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না; ঠিক তেমনি আযাদের স্বাধীনতার চেতনাও কলমের মাথা দিয়ে পত্রিকার পাতায় গড়ায়। কিন্তু আযাদের এ পরিবর্তন ও লেখনিভাষা পত্রিকার মালিক গোলাম মোহাম্মদের পছন্দ ছিল না বলে শেষ পর্যন্ত আযাদ ১৯০৮ সালের জুলাইতে lqvKxj থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন।

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য স্বাধীন ও নিজ সংবাদপত্র প্রয়োজন। এ চিন্তা মাথায় রেখেই আযাদ অমৃতসর থেকে ভূপালে বোনের শ্বশুরবাড়ি ও মুম্বাই হয়ে পুনা যান। সেখানে থেকেই পিতার প্রচন্ড অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ১৯০৮ সালের ১৭ আগস্ট আযাদ কলকাতায় এসে পৌঁছুবার কয়েক ঘণ্টার মাথায় বেলা তিনটার দিকে পিতা মওলানা খায়রুদ্দিনের ইন্তেকাল হয়।

১৯০৮ সালে কলকাতায় অবস্থানকালীন আযাদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনে এক নবচেতনার সূচনা হয়। বাংলার বিপ্লবী নেতা শ্রী শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী এবং অরবিন্দ ঘোষের সাথে আযাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং তাদের কর্মকাণ্ড কাছ থেকে দেখে এর দ্বারা আযাদের প্রফুল্ল চিত্তে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে আল্লামা শিবলী নু'মানীর পরামর্শে আযাদ জাতীয়তাবাদ তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুসারী হয়ে উঠেন।

১৯০৮ সালের আগস্টে পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মাথায় মওলানা আযাদ দ্বিতীয়বার বিশ্বভ্রমনে বের হন। ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, মিশর এবং ফ্রান্স ভ্রমন করেন। ইচ্ছা ছিল প্যারিস হয়ে লন্ডন যাওয়া কিন্তু বিশেষ অসুবিধার দরুণ তা আর হয়ে উঠেনি। [৭]

এই সফরেই মধ্য এশিয়ায় কামাল পাশার আদর্শবাদী কিছু নিকটভাজন বিপ্লবী যুবকের সাথে আযাদের সাক্ষাত হয় এবং আযাদ তাদের কাছে থেকে বিপ্লবের পদ্ধতি এবং সফলতার মন্ত্র লাভ করেন। এ বিশ্বযাত্রায় মওলানা আযাদ রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ করেন ও হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এক পর্যায়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের বিকল্প নেই।

এই ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়নের চিন্তায় ১৯০৯-১৯১১ সাল পর্যন্ত সময়কাল অনায়াসেই কেটে যায়। মওলানা আযাদ এই সময়টাতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেন।

আযাদ জীবনের শুরু থেকেই ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন। তবে তিনি এই ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে বাঁচার জন্য জীবনের প্রারম্ভে c¨vb Bmjvg ivRbxwZ বেছে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি চোখ খুলেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রচনা পড়ে। তিনি এই সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের লেখনি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

কিন্তু আযাদ যখন দেখলেন, স্যার সৈয়দ আহমদ খান আগাগোড়া ইংরেজ অনুসারী এবং তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার পক্ষপাতি। অথচ মওলানা আযাদ এই ব্রিটিশ নীতি দ্বারা বেশি নিগৃহীত হয়েছেন এবং এই ব্রিটিশ তোষামোদ নীতি দ্বারা মুসলিম জাতির উপকারের বদলে অপকার বেশি হচ্ছে। তখনই মওলানা তার প্যান ইসলাম ধারণা ত্যাগ করে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সঙ্গ ছেড়ে তিনি ঝুঁকে পড়েন

Dhaka University Institutional Repository

ভারতসহ বিশ্বের তাবত সংগ্রাম মুখর বিপ্লবীদের প্রতি। আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানী, মুফতি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এবং আল্লামা রশিদ রেযার চিন্তাধারা মাধ্যমে আযাদ যথেষ্ট প্রভাবিত হন। মানবতার এই প্রধান শত্রু ব্রিটিশকে তিনি ইবলিসের সাথে তুলনা করে এর থেকে তার জাতিকে মুক্ত করার অদম্য প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন। প্যান ইসলামের অসারতা জীবনের শুরুতে বুঝতে না পারলেও মওলানা আযাদ শীঘ্র তা অনুধাবন করেন এবং স্যার সাইয়্যেদের ইংরেজ তোষামোদ নীতির কারণে অল্প সময়েই তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে আরম্ভ করেন।

সর্বশেষ **১৯২০** সালের মে মাসে Ô†mfvm Pw³Õ স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপি খেলাফত আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটে ও প্যান ইসলাম ধারণা ব্যর্থ হয়। আরো পরে দেখা যায়, এর জন্য বরং মুসলিম বিশ্বের কান্না অনর্থক প্রমাণিত হয়। মওলানার সম্বিত ফিরে আসে এবং তিনি পুরোমাত্রায় শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে একনিষ্ঠভাবে ঝুঁকে পড়েন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ধারণার প্রতি অটল ও অবিচল থাকেন। এ জন্য তাকে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু মওলানা আযাদ এর জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। [৮]

১৯১২ সাল থেকে আযাদ পুনরায় পুরোমাত্রায় সাংবাদিকতায় মনোযোগী হন। আযাদ মাতৃভূমির স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি মুসলিম বিশ্ব ভ্রমনকালে মিশরে প্রকাশিত Avj wnjvj I Avj gvbvi এবং সিরিয়ায় উন্নত বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার আদলেই তিনি **১৯১২** সালের **১৩** জুলাই কলকাতা থেকে উর্দু সাপ্তাহিক Avj wnjvj প্রকাশ করে নতুন যুগের সূচনা করেন। এ যুগে মওলানা আযাদ পথপ্রদর্শক ও সর্বজন স্বীকৃত এক গুরু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তার শিক্ষা ছিল সাম্রাজ্যবাদের শাসন এবং জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের শিক্ষা। Avj wnjvj মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ তৈরি করেছিল। তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করেছিল।

আলিগড় থেকে আলাদা হয়ে আল্লামা শিবলী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে পড়েন। শিবলীর পরামর্শে আযাদও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করেন। আর তার উত্তম প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক Avj wnjv‡j।

১৯১২-১৩ সালে মওলানা আযাদ ইবনে তাইমিয়ার পদ্ধতি অনুসরণে কলকাতায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান ও ফোরাম হিসেবে حزب الله ও تحریک نظم جماعت নামে বিপ্লবী দল গঠন করেন। **১৯১৩** সালের ডিসেম্বরের Avj wnjvj সংখ্যায় প্রথম এই সংগঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তারিত অবশ্য উক্ত Avj wnjv‡ji **১৯১৪** এর জুলাই সংখ্যায় দেখা যায়।

১৯১৪ সালের শুরুতে শাইখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদ হাসানকে এই দলের প্রধান বানানোর জন্য রাজি-ও করান। কিন্তু অচিরেই তিনি মক্কায় এবং মওলানা আযাদ রাঁচিতে নজরবন্দী হয়ে পড়ায় সবই ভন্ডুল হয়ে যায়। [৯]

তুর্কী সালতানাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের বিপক্ষে যোগ দেয়ায় ইংরেজ সরকার উপমহাদেশের তুরস্কপন্থী নেতাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। স্বাধীনতার পক্ষে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লেখালেখির ধারাবাহিকতায় **১৯১৬** সালের **১৮** মার্চ ডিফেন্স এ্যাক্ট বা ভারতরক্ষা আইনের আওতায় বাংলা সরকার তিনদিনের মধ্যে আযাদকে বাংলার বাহিরে চলে যেতে আদেশ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। আযাদ বিহারের অন্তর্গত রাঁচির মোরাবাদী যান। ব্রিটিশ বিরোধী সংবাদ প্রচার এবং ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পোষণের অপরাধে ১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের রাঁচির অন্তর্গত মোরাবাদী নামক গ্রামে মওলানা আযাদকে নজরবন্দী রাখা হয়। আযাদের বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা Avj wnjvj বন্ধ করে দেয়া হয়। মওলানা আযাদ Avj evjvM প্রকাশ করেন। তার অবর্তমানে Avj evjvM-ও বন্ধ হয়ে যায়।
আযাদকে মুক্তি দেয়ার জন্য ১৯১৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৬০,০০০ (ষাট হাজার) স্বাধীনতাকামীর স্বাক্ষরসহ সর্ববৃহৎ স্মারকলিপি সরকারকে দেয়া হয়। [১০]
এই আবেদনপত্রে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার এ. রাসুল, নাজিমুদ্দিন আহমদ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মুহাম্মদ আশরাফ আলী, মাহমুদুর রহমান, আবদুল করিম, মুজিব-উর-রহমান, এস. এম. মাহবুব আলি, আবুল কাসেম, কুতুবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। এই আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মওলানা আযাদের জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর আরবিতে পাণ্ডিত্য এবং তিনি একজন মহান সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক। [১১]
অত:পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সরকার মওলানা আযাদকে ৩ বছর ৯ মাস বন্দীজীবন পার করে ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারি মুক্তি দেয়।

মুসলিম লীগে মওলানা আযাদ:

মওলানা আযাদ জীবনের শুরু থেকেই ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন এটা সত্য। কিন্তু তিনি এই ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য জীবনের শুরুতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দীক্ষা পাননি। শুরুতে প্যান ইসলামী রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের লেখনি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।
মানবতার এই প্রধান শত্রু ব্রিটিশ থেকে তার জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টাকালীন মওলানা আযাদ বিভিন্ন ফোরামে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক কাজ করেন। যেখানেই মুসলিম স্বার্থের প্রশ্ন ছিল মওলানা আযাদ তাদের সঙ্গে যুক্ত হতেন। এই প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ে মওলানা আযাদ স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়ে প্যান ইসলাম মতবাদে প্রভাবিত হন। স্যার সাইয়্যেদের মন্ত্রচালিত জীবনে ১৯০৬ সালে ঢাকায় gmwjg jxM গঠিত হলে লীগের দাবী অনুযায়ী তাদেরকে ইসলামের সেবক মনে করে মওলানা আযাদ তাদের সঙ্গে মিলে ইসলামের সেবা করার মানসে কিছুদিন মুসলিম লীগের সাথেও জড়িত হন। সেই সময়ে মুসলিম লীগের বেশকিছু রাজনৈতিক প্রোগ্রামে মওলানা আযাদ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অংশগ্রহণ করেন। যেমন:
১৯১২ সালের মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ৫ম অধিবেশনে আযাদ গোখলের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিল এবং মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল প্রস্তাব সমর্থন করেন।
১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে আগ্রায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ৭ম সেশনে প্রেস এ্যাক্ট বাতিলের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়; মওলানা আযাদ তা সমর্থন করেন। এ অধিবেশনে কানপুর মসজিদে হাঙ্গামার ব্যাপারে ভাইসরয়ের মুসলিম স্বার্থানুকূল সিদ্ধান্তের জন্য তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের যে সিদ্ধান্ত হয়; তাতে মওলানা আযাদের সম্মতি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫-১৯১৬ সনের ডিসেম্বর-জানুয়ারি সাসে মুম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ৮ম সেশনে শাসন সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়; মওলানা আযাদ এর অন্যতম সদস্য ছিলেন।
এমনকি ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পরেও ১৯২৪ সনের ডিসেম্বরে মুম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ষষ্ঠদশ সেশনে আইনসভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবিসমূহ স্থির করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়; মওলানা আযাদ তারও অন্যতম সদস্য ছিলেন। [১২]
কিন্তু আযাদ যখন দেখলেন, স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান এবং মুসলিম লীগ আগাগোড়া ইংরেজ অনুসারী এবং তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার পক্ষপাতি। অথচ wewUk †Zvlv‡gv' bxwZ দ্বারা মুসলিম জাতির উপকারের বদলে অপকার বেশি হচ্ছে তখনই মওলানা তার c¨vb Bmjvg †PZbv ও gmwjg jxM ত্যাগ করে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের প্রতি পুরোপুরি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান ও মুসলিম লীগের সঙ্গ ছেড়ে তিনি ভারতসহ বিশ্বের তাবত সংগ্রাম মুখর বিপ্লবীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানী, মুফতি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এবং আল্লামা রশিদ রেযার চিন্তাধারার মাধ্যমে আযাদ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন।

আযাদ জীবনে নতুন মোড়:

ব্রিটিশ বিরোধী সংবাদ প্রচার এবং ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পোষণের অপরাধে ১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের রাঁচিতে মওলানা আযাদকে নজরবন্দী রাখা হয়। আযাদের এই বন্দীজীবনে মহাত্মা গান্ধী চম্পারণের চাষীদের মধ্যে কাজের সূত্রে বিহারে সফরকালে মওলানা আযাদের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সরকার তার সুযোগ না দেয়ায় আযাদ নজরবন্দী থেকে মুক্তি লাভের পর ১৯২০ সালের ১৮ জানুযারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। সে সময়ে হিন্দুস্তানের বাসিন্দাগণ ছিলো ইংরেজদের জুলুম ও অত্যাচারের শিকার। জীবন রক্ষার্থে তারা বিপ্লব ও মুক্তির পথ খুঁজছিলো। তাই খেলাফত ইস্যু ও খেলাফত রক্ষার বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান একাত্ম হয়েছিলো। মূলত: উক্ত আন্দোলন দ্বারা দেশবাসী মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা কামনা করেছিলো। গান্ধীজি এ আন্দোলনে মুসলমানদের সাথে শরিক হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলিত এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।
ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে গান্ধী একটি চেতনা ও অনুপ্রেরণার নাম। তার হাত ধরেই স্বাধীন ভারতের জন্ম; একথা বলা বোধ করি ভুল হবেনা । আর তাইতো তিনি আজো ভারতীয় জাতির জনকের সম্মানের আসনে সমাসীন। ১৯২০ সালে সেই মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী কংগ্রেসের দিশারীর আসনে বসেন। এই সময়টাতেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা ও পাকিস্তানের জাতির জনক ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের রাজনীতি করার পর সেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং মওলানা আযাদ দীর্ঘদিন যাবত Pan Islam এর রাজনীতি করার পর তা ছেড়ে পূর্ণমাত্রায় কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত হন। [১৩]
মওলানা আযাদ নজরবন্দী থেকে ১৯২০ সালে মুক্তি লাভের পর হাকিম আজমল খানের বাড়িতে প্রথম সাক্ষাতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্মসূচী দ্বারা বেশ প্রভাবিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময়ে মওলানা আযাদ কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন; এমনকি আযাদ তাঁর একটি প্রবন্ধের নামকরণ করেন 'হিন্দুর জাতীয় কংগ্রেস'। [১৪]

সেই আযাদ-ই ১৯২০ সালে সকল ধর্ম-বর্ণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

আবার এই ১৯২০ সালেই পাকিস্তান পরিকল্পনার নায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের রাজনীতি করার পর সেই কংগ্রেস ত্যাগ করে ব্রিটিশ সমর্থক, আমির-নবাব পরিবেষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দল gmwjg jx‡M পুরোমাত্রায় বিলীন হয়ে যান। অথচ সরোজিনী নাইডু ১৯১৯ সালে লখনৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে এই জিন্নাহকে-ই বলেছিলেন:

'জিন্না হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত।'

১৯২০ সনে আযাদের জীবন নতুন মোড় নেয়। তিনি কংগ্রেস নেতাদের সংস্পর্শে একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী বনে যান। যাকে বলে, প্যান ইসলাম টু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।

পরমত সহিষ্ণু রাজনীতির ভিত্তি:

আযাদ একজন মুসলিম; তাই তার রাজনীতির দর্শনও তিনি প্রথমে মানবতার মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ্য দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদিস শরিফ থেকে খোঁজার চেষ্টা করবেন এটা-ই স্বাভাবিক। মওলানা আযাদ সেভাবেই এই متحده قوميت বা পরমত সহিষ্ণু রাজনীতির ভিত্তি তালাশ করেছেন।

১. কুরআন:

পবিত্র কুরআনের miv bn এ মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

انّا اَرسلنا نُوحاً الی قَومہ اُن اَنذِر قَومَکَ مِن قَبلِ اَن یَاتِیہْم عذابٌ یومِ الیمْ۔ [15]

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি নূহ (আ.) কে তার স্বজাতির কাছে পাঠিয়েছি এই বলে যে, তুমি তোমার জাতিকে আল্লাহর আযাব আসার আগেই তাঁর প্রতি ভয় প্রদর্শন কর।

অর্থাৎ ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক এবং অগ্নি উপাসক সকলকে আল্লাহ قوم বা একজাতি বলেছেন এবং সকলকে নিয়ে আল্লাহ একজাতি সম্বোধন করেছেন। এভাবে একাধিক ধর্মের লোক নিয়ে একই জাতি গঠন হতে পারে; এটা আল কুরআন দ্বারা স্বীকৃত।

২. হাদিস:

পবিত্র হাদিস শরিফে দেখে যায়,

রাসূলুল্লাহ সা. মদিনায় হিজরত করার পর সেখানকার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক অধিবাসীদের সাথে শান্তিচুক্তি করার সময় তাদেরকে اُمّہ وَاحدۃٌ Ôউম্মতে ওয়াহেদাÕ বা একজাতি হওয়ার জন্য আহবান করেছেন।

মওলানা আযাদ এই قوم এবং اُمّہ وَاحدۃٌ শব্দদ্বয়কে ধর্মের পার্থক্যবিহীন এক জাতি বলে অর্থ করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে উপরোক্ত আরবি শব্দদ্বয় এর ইংরেজি প্রতিশব্দ করেন Nation. যার

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ হলো ধর্মের পার্থক্য থাকলেও ভৌগলিক একতার কারণে একজাতি। এই কুরআন-হাদিসের বোধ থেকেই মওলানা আযাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকেন। কেননা, ইসলামের নবী সা. সদ্য আগত ইসলামি তাহযিব-তমদ্দুন এবং আচার-আচরণ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে সকলকে নিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়ী ছিলেন। এভাবে ধর্মীয় সদ্ভাব ও সম্প্রীতির জালে মানুষকে আকড়ে রেখে তাদের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার অতিশয় সহজ হবে ভেবে তিনি D¤§‡Z Iqv‡n‘v গড়ার যে চেষ্টা আরবে করেছিলেন মওলানা আযাদ তার আদলে উপমহাদেশেও সকল ধর্ম-বর্ণেও মানুষকে নিয়ে একজাতি গড়ার এক পরিকল্পনা করে রাসূলুল্লাহ সা. এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করেছিলেন। তার এই চেষ্টা মনগড়া নয়; এটার উৎস পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহর সা. হাদিস। এটা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা ও ভূমিকা সম্বন্ধে নব উপলব্ধি।[১৬]

৩. ইজমা:

১৯২০ সালে দিল্লিতে জমিয়তে ‘উলামায়ে হিন্দ-এর ২য় বার্ষিক সম্মেলনে শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান রহ. সভাপতির অভিভাষণে বলেন,

> ‘ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইংরেজ; তাই তাদের সাথে সহযোগিতা বর্জন করা ফরয। মিল্লাত এবং খেলাফত সংরক্ষণের নিখুঁত দাবির সমর্থনে স্বদেশী লোকজনের (হিন্দু সম্প্রদায়) পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া গেলে সেটি গ্রহণ করা বৈধ এবং প্রশংসাযোগ্য।’

এই ফতোয়া থেকেও মওলানা আযাদ দেশীয় হিন্দু বাসিন্দাদের সাথে মিলে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। [১৭]

৪. ইতিহাস ও কিয়াস:

তাছাড়া মওলানা আযাদ ইতিহাস থেকেও متحده قوميت বা পরমত সহিষ্ণু রাজনীতির উৎস খুঁজেছেন। মওলানা আযাদ ১৯৪০ সালের মার্চে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তা নিজ ভাষায় এভাবে বলেন,

> ہندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کی سر زمین انسان کی مختلف نسلوں، مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کے قافلوں کی منزل بنے۔ یہ گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن پھر جیسا کہ قدرت کا اٹل قانون ہے، دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا۔ ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا، اسی دن سے قدرت کے مخفی ہاتھوں نے پرانے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھالنے کا کام شروع کر دیا۔ [18]

> এর মর্মার্থ হচ্ছে: ‘হিন্দুস্তানের জন্য কুদরতের সিদ্ধান্ত এই যে, এই হিন্দুস্তান হবে বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্মের ঠিকানা। গঙ্গা-যমুনার প্রবাহের ন্যায় এক সময়ে পৃথক প্রবাহিত হলেও কুদরতের অমোঘ নিয়মে ক্রমে উভয়ে একই সঙ্গমস্থলে মিলিত হয়েছে। তাদের এই মিলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যেদিন এটা

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হলো, সেদিন থেকে কুদরতের অদৃশ্য হাতের ইশারায় এক নতুন হিন্দুস্তান গড়ার কাজ ত্বরান্বিত হলো।’

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা:

১. Nation state গড়ার অধুনা ধারণা ইংরেজ শাসনকালে ইউরোপ থেকে ধার করা।
২. তারও আগে অশোক হর্ষবর্ধন ও সম্রাট আকবরের সময়ে সকল সম্প্রদায় নিয়ে একজাতি গড়ার চেষ্টা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া।
৩. হিন্দু-মুসলিম যুক্ত সাধনার ফলে এদেশে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠা থেকেও শেখা যায়।
৪. সমকালীন প্রেক্ষাপট দেখেও মওলানা আযাদ সঠিক সিদ্ধান্ত নেন যে, বর্তমান যুগে প্যান ইসলামিক রাজনীতি করে মুসলমানদের কোনো ফায়দা হবেনা। কেননা, খেলাফত আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভারতের মুসলমানগণ যখন তুরস্কে খেলাফত রক্ষার দাবিতে নব্য তুরস্ক নেতা কামাল আতাতুর্ক এর নিকট এক বার্তা লিখে সেখানে Bmjwg †LjvdZ টিকিয়ে রাখার আবেদন করেন। তার জবাবে কামাল আতাতুর্ক জানান,

> ‘খেলাফত টিকানো আর উচ্ছেদ উভয়ই তুরস্কের নিজস্ব ব্যাপার; এক্ষেত্রে অন্য দেশের ওকালতি বা দালালির কোনো প্রয়োজন বরদাস্ত করা হবেনা।’

একজন মুসলমান কর্তৃক এ ধরণের উক্তি থেকে আযাদ বুঝতে পারেন, সকল মুসলমানের মিল্লাত আসলে এক ও অবিভাজ্য নয়।

এছাড়াও ১৯২০ সালের ৩০ জুলাই মওলানা আযাদ ভারতীয় অন্যান্য প্যান ইসলামবাদী নেতৃত্বের সহমতে ভারতকে ‘viæj nvie বা শত্রু কবলিত দেশ ঘোষণা করে ভারতীয় মুসলমানদেরকে অবিলম্বে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে হিজরতের ফতোয়া জারি করেন। ভারতীয় মুসলমানগণ নানা প্রতিকূলতা পার করে একটু আশ্রয়ের আশায় তাদের মুসলমান ভাইদের নিকট পৌঁছে ঠিকই। কিন্তু আফগান কর্তৃপক্ষ এই মুহাজির ভাইদেরকে সে দেশে ঠাঁই দেয়নি, বরং তাদেরকে উপদ্রব ঘোষণা করে সেখান থেকে নির্মমভাবে স্বদেশে ফেরত পাঠায়। এতে মওলানা আযাদ যারপর নাই মর্মাহত হন এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সময়ে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ অমূলক এবং এক অসার চিন্তা বৈ কিছু নয়। বরং ভৌগলিক ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

তাই আযাদ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন ভৌগলিক বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার।[১৯]

সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সা. মদিনায় হিজরত করার পর সেখানকার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক অধিবাসীদের সাথে শান্তিচুক্তি করার প্রাক্কালে তাদেরকে D¤§‡Z Iqv‡n‘v বা একজাতি হিসেবে স্বীকার করে সকল মানুষকে নিয়ে যে Nation state গড়েছিলেন সেই ধারণাই মওলানা আযাদের মূল অনুপ্রেরণা। সাম্প্রদায়িকতার বদলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি আযাদের কাছে রাসূলুল্লাহর সা. মদিনা সনদ, যাতে তিনি মুসলমান-ইহুদি ও খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলের জন্য ভৌগলিক ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের ভিত রচনা করেন। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

متحده قوميت বা সেক্যুলার রাজনীতির ছবক :

মওলানা আযাদ ধর্মীয় ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ বা পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তবে এই ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইউরোপের ন্যায় ধর্মহীনতা নয়; বরং এশীয় প্রেক্ষাপটে নিজ ধর্মকে পরম শ্রদ্ধা ও গভীর বিশ্বাসে পরিপালনের পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণু ও উদারভাবাপন্ন থাকা। আর তার দীক্ষা তিনি পবিত্র কুরআন থেকে গ্রহণ করেছেন। যেমনটি সূরা ইউনুস এর ৪০-৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন:

وَمِنهم من يؤمن بہ ومنهم من لا يؤمن بہ، وربک اعلم بالمفسدين۔ وان كذّابواک فقل لی عملی ولكم عملكم انتم بريئون من ما اعمل و انا بريئٌ ممّا تعملون۔

অর্থঃ তাদের(মানুষের) মধ্যে কেউ কেউ কুরআনকে বিশ্বাস করবে এবং অন্য কেউ কুরআনকে বিশ্বাস করবে না। বস্তুত তোমার প্রতিপালক দূরাচারিদিগকে যথার্থই জানেন। আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমার কর্মের উপর তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই; তেমনি তোমাদের কর্মের উপরও আমার দায়-দায়িত্ব নেই।'

সূরা ইউনুস (আয়াত: ৯৯)-এ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلو شاءَ ربّکَ لآمنَ مَن فی الارض كُلّهم جميعاً، افانت تُكره الناسَ حتىّ يكونوا مُؤمنين۔

অর্থ: তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকলে ঈমান আনতো, তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?

এ সব কারণে মওলানা আযাদ খন্ডিত ভারতকে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে পারেনি। সারাজীবন তিনি অখন্ড ভারতের পক্ষে অনড় ছিলেন। এমনকি দেশভাগের চরম মুহূর্তে মওলানা আযাদ ছুটে গিয়েছিলেন গান্ধীজির কাছে এই বলতে যে, দেশভাগ করার চেয়ে আপাতত না হয় পরিস্থিতি এভাবেই দু'বছর জিইয়ে রাখা হোক; এর মধ্যে হয়তো কংগ্রেসের সাথে লীগ একটা বোঝাপড়ায় আসবে। তিনি গান্ধীকে এ ব্যাপারে এতোবেশি প্রভাবিত করেছিলেন যে, গান্ধীজি প্রায়শই বলতেন,

'ভারত যদি ভাগ করতে হয় তাহলে তা করতে হবে
আমার লাশের ওপর দিয়ে গিয়ে।'

কিন্তু কংগ্রেসের মুসলিম বিদ্বেষী লবির অসহযোগিতার ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হলো। যেদিন দেশভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লাভ করে সেদিন সেই বৈঠকের এক কোণে বসে মওলানা মনের দু:খে একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি এই দেশভাগ মুসলমানতো বটেই ভারতীয়দের পক্ষেও অহিতকর বলে বলেছেন। মওলানা আযাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে তদানীন্তন পাঞ্জাবের লাহোর থেকে প্রকাশিত چتان (চাতান) পত্রিকার সম্পাদকের সাথে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

'যদি দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধান হতো তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। মওলানা বলেন, আমাদের মূল সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়; সমস্যা আর্থিক। [২১]

পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মওলানার যুক্তিসমূহ:

মওলানা আযাদ যেমন অখণ্ড ভারতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তেমনি মুসলমানদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণকারী দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধেও মওলানার জোরালো যুক্তিসমূহ তুলে ধরেছেন। মওলানার মতে-

ভূগোল মূলত: পাকিস্তান প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে ছিল। কেননা, ভারতের মুসলমানেরা সমগ্র দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যে, কেবল তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব। উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই। এক ধর্ম ছাড়া অন্য সকল দিক দিয়ে উভয় অঞ্চরের মানুষ পরস্পরে সম্পূর্ণ আলাদা। ভৌগলিক, আর্থিক, ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পৃথক অঞ্চলসমূহ কেবল অভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের কারণে ঐক্যবদ্ধ হবে বলা; জনগণের সাথে প্রচন্ডতম প্রতারণা।

একথা সত্য যে, সত্য ধর্ম ইসলাম জাতি, ভাষা, আর্থিক ও রাজনৈতিক সকল সীমান্ত-বাঁধা ঘুচিয়ে এক অখন্ড সমাজ গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, প্রথম কয়েক দশক বা বড় বেশি হলে প্রথম কয়েক শতাব্দীর পর কেবল ধর্মের নামে সব মুসলিম দেশকে Bmjvg একসূত্রে বেঁধে রাখতে পারেনি।

অতীত-বর্তমান পর্যালোচনা করে মওলানা আযাদ বলেছিলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সব সমস্যা সমাধান করে একসঙ্গে-একত্রে বেশিদিন থাকতে পারবেনা। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের ৩টি প্রদেশ- সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সর্বদা বিপর্যস্ত থাকবে। [২২]

মওলানা আযাদ সেদিন বলেছিলেন: ভারতের প্রায় চারদিকে মুসলমান রাষ্ট্র; মুসলমানদের বিপদে আপদে তারা সর্বদাই মুসলমানদের পাশে দাড়াবে। ভারত ভাগ হলে মুসলমানগণ ভারতের কোণে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। এটা বরং পুরো ভারতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পারার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি। কেননা, ভারতের চারদিকে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ ও প্রতিবশী দেশগুলোর মুসলমানদের দ্বারা এই এলাকায় ইসলাম এক সময় বৃহৎ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ভারত ভাগ হলে সেই স্বপ্নে ভাটা পড়বে বলে আযাদ তা মানতে চাননি।

তাছাড়া সে সময়ে হিন্দুস্তানে মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ কোটি; তার মধ্যে মোট মুসলমান ছিল প্রায় ৯ (নয়) কোটি। এর মধ্যে পাকিস্তান ভাগ হয়ে সেখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক চলে গেলেও ভারতের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়ে যাওয়া প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের জীবন হয়ে উঠবে আরো বিপন্ন এবং তারা আরো প্রতিভূ হয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হবে। ইউপিতে ১৭%, বিহারে ১২%, এবং মাদ্রাজে শতকরা মাত্র ৯% মুসলিম জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ্য আরো শোচনীয় হয়ে উঠবে বলে অখন্ড ভারতীয় রাজনীতিকরা আশঙ্কা করেছিলেন। আযাদের সেই বাণী আজ সত্যে পরিণত হয়ে চোখের সামনে দীপ্যমান। [২৩]

দেশের খন্ডচিত্র মওলানার মনে একদিনের জন্যও স্থান পায়নি। দেশের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে এই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। আর এতে বিশেষত মুসলমানদেরও রয়েছে প্রভূত সম্মান ও সংহতির নিশ্চয়তা। কেননা, ভারতের মোট চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে থেকে প্রায় নয় কোটি মুসলমান বিভক্ত হয়ে গেলে মুসলমানদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে বিধায় মওলানা আযাদ মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবিকে কখনোই মনে স্থান দেননি।

পাকিস্তান তৈরি হলে মুসলমানদের একটি আলাদা রাষ্ট্র হবে সত্য; কিন্তু তার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের মধ্যে ব্যবধান হবে প্রায় দেড় হাজার মাইলের। আর এই ভৌগলিক ব্যবধান মনেরও ব্যবধান তৈরি করে রাখবে যা কোনোদিন এক করা সম্ভব হবেনা। [২৪]

আযাদের একটাই টার্গেট ছিল-দেশ স্বাধীন হবে এবং হিন্দু-মুসলিমের মাঝে ঐক্য রেখেই তা হবে। আল কুরআনের পরেই এটা তার বিশ্বাস; তাই তিনি এর থেকে চুল পরিমাণও নড়েননি।

পাকিস্তান পরিকল্পনাকে তিনি Ôci vfZ g‡bvfv‡ei cZxKÕ এবং পুরো ভারতে মুসলমানদের স্বাধিকার বজায় রাখতে না পারার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি ও নিশ্চিতভাবে ভীরুতার নিদর্শন মনে করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির উন্মাদনার সময়টাতে আযাদ ইতিহাসের শিক্ষার উদাহরণ টেনে বলেছিলেন:

> 'ইসলাম তথা ধর্ম নিজে থেকে সব মুসলমানদের একই রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আনতে পারেনি। পারলে পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য খন্ড খন্ড প্রায় অর্ধশত রাষ্ট্র না হয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র হতে পারতো।'

আযাদ যুক্তি উত্থাপন করে বলেন- দেশের আসল সমস্যা হলো আর্থিক; সাম্প্রদায়িক নয়। পার্থক্য শ্রেণীভিত্তিক; সম্প্রদায় ভিত্তিক নয়। তাই তিনি স্বজাতিকে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ত্যাগ করে শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দিকে মনোযোগী হওয়ার আহবান করেন।

তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর তার সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত বলে আযাদ মত দেন। কারণ তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ওপরে উঠে এক সত্যিকার দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, আদর্শবাদী ও মানবতাবাদী রাজনীতিবিদের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিত সংখ্যালঘু, আশ্রয়হীন, অত্যাচারিত ও বিপন্ন মানবতার পাশে দাড়িয়েছিলেন মানবতার দিশারী মওলানা আযাদ। দেশের যেখানেই আযাদ কোনো মানুষের নির্যাতনের খবর পেয়েছেন তাকে উদ্ধার করে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁবু খাটিয়ে সেখানে আশ্রয় দিয়ে মানবতার জান-মালের হেফাজত করেছেন। তার রাজনীতি ছিল বরাবরই মানব কল্যাণে নিবেদিত। খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তার মতে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ যেহেতু বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত, তার উপর অবর্তীণ আল কুরআন বিশ্ব মানবতার জন্য পথনির্দেশক, পুরো পৃথিবী যেহেতু মুসলমানের জন্য পাক-পবিত্র ও নামাযের উপযোগী ঘোষিত হয়েছে সেহেতু এ পৃথিবীর কোনো

Dhaka University Institutional Repository

অংশকে পাক আর অন্য অংশকে নাপাক মনে করা; পৃথিবীর কিছু অংশকে ভাগ করে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া সংকীর্ণ মনের পরিচয়; নবীর শিক্ষা বিরোধী কর্ম। বরং পুরো ভারতজুড়েই মুসলমানদের আবাস ও পুরোটাতেই তাদের পিতৃপ্রদত্ত অধিকার। অতএব তার দাবি ত্যাগ করা হীনমন্যতার পরিচায়ক। দেশবিভাজন ও ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হিন্দুদের মত মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়েছে। মওলানা আযাদ মুসলিম সমাজকে আগেই অভয় দিয়ে বলেছিলেন:

> 'স্বাধীন ভারতে হিন্দুরাজ হবে না। এখানে হবে ভারতীয় রাজ, যার ভিত্তি কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা পন্থের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়। ভারতীয় রাজ্যের ভিত্তি হবে ধর্মীয় পার্থক্য বিরহিত সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে। ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। রাজনীতিতে যার স্থান থাকা উচিত নয়।' [২৫]

কিন্তু সেই সময়ে তার কথার প্রতি কর্ণপাত করা হয়নি। অত:পর পাকিস্তান অর্জনের প্রাথমিক উল্লাস একটু কমে আসতেই; সেই মুসলিম রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক জন্ম নেয়ার পূর্বেই তার জন্য আন্দোলনকারী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের একাংশের মনে তাদের একান্ত কাম্য সেই রাষ্ট্রে তাদেরই স্থান হচ্ছেনা দেখে যে হতাশা ও আত্মগ্লানি হয়েছিল তার বর্ণনা লীগের প্রথম সারির নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের বর্ণনায় পাওয়া যায়; সাধারণ মুসলমানের কথা না বলাই ভাল।

এক দিকে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফার খান ও তার মত হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের ÔtbK‡oi g‡LÕ ফেলে দেয়া এবং অন্যদিকে ভারতে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান রয়ে যাওয়ায় বিভাগ পূর্ব-দেশের মুসলমান সমাজ ও সংহতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। আর দ্বি-জাতি তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের জন্ম হবার পর তা আজ ত্রিধাবিভক্ত। যারা নিজেদের পিতৃ-পিতামহদের বাস্তুভিটা ছেড়ে তাদের আকাঙ্খিত দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের সেই সাধের me †c‡qwQi দেশে যে কেবল আর্থিক পুনর্বাসন লাভের জন্যই অসীম কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল তা নয়; এর চেয়েও এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নেও তাদের পীড়িত হতে হয়। ফলে নতুন করে আরেকবার প্রমাণিত হয়, তাদের জাতীয়তা আসলে এক ও অবিভাজ্য নয়। পাকিস্তানে মুহাজির আর বাংলাদেশে বিহারী নামে পরিচিতরা মূলত নতুন রাজ্যে অবাঞ্চিত-অবহেলিত। মিলনের বদলে বিভেদকে বড় করে দেখার শিক্ষা ও অভ্যাসের পরিণতি তাই আজো ভোগ করতে হয়। এই বিষয়টির দিকে মওলানা আযাদ সেই ১৯২০ সালের দিকে মুসলমানদের নজর দিতে বলেছিলেন। ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় তার প্রমাণ। তিনি নিজ পুস্তকে লিখেছেন:

> 'ভারতবাসীর একটা মোটা অংশ সম্ভবত সংখ্যায় তিন কোটি হবে-আজ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ধ্বংসের দিকে চলেছে। তাদের অভিযোগ এই যে, কাল তারা যে দেশের বিজেতা ও শাসক ছিল, আজ তারা সেই দেশেই জীবনোপায় খুঁজে পায় না। তাদের অবনতির কারণ সম্বন্ধে কোনো উত্তর দিতে গেলে তাদের অভিযোগগুলির সত্যতা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাদের অবনতি হচ্ছে আমাদেরই রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও অবহেলার বিষময় ফল।' [২৬]

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ ব্রিটিশ শাসিত সেই তিন কোটি যা পরে নয় কোটিতে পৌঁছে; সেই জীবনোপায়হীন মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষভাবে উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শত বাঁধা-বিপত্তি এবং ষড়যন্ত্রের সামনে টিকে থাকা ও স্বজাতিকে সেই মরণকূপ থেকে তুলে আনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হলেও মওলানা আযাদ আজীবন সেই চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন সেই অবহেলিত মানুষের সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন।

সুবিধাভোগী শ্রেণি:

পাকিস্তান উন্মাদনার সেই সময়টাতে মওলানা আযাদের অনুরোধ-উপদেশ ধোপে টিকেনি। কেননা, পাকিস্তান উত্তেজনার সেই সময়ে সাধারণ মুসলমানকে আরো বেশি উত্তেজিত করে এক শ্রেণির বুর্জোয়া এবং ব্যবসায়ী চক্র। কারণ, এই সুযোগবাদী শ্রেণি বিশাল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে মুম্বাই ও অন্যান্য এলাকার বড় ব্যবসায়ীদের সাথে কুলোতে পারছিল না; রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা বড় ব্যবসায়ীরা বাটোয়ারা করলে কেবল তাদের নিজেদের ভাগ্য উন্নতির জন্য তারা এই দেশভাগ প্রচেষ্টা শুরু করে। দেশের সাধারণ জনগণের কাঁধে বন্দুক রেখে তারা অনায়াসে শিকারে অভ্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ভারতভাগ আন্দোলনে ইন্ধন দেয়। এভাবে ভারত ভাগ হয়; নতুন রাষ্ট্রে উক্ত বুর্জোয়া-ব্যবসায়ী শ্রেণি একচেটিয়া ব্যবসায়িক সুবিধা ভোগ করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হলেও যাদের রক্তে দেশভাগ হলো সেই জনসাধারণের ভাগ্যের কোনো উন্নতি হয়নি। আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়নি; সাম্প্রদায়িক বিবাদ মিটেনি। আজো ভারত-পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গার আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও রক্তপাতে আজো মাতৃভূতি রঞ্জিত হয়। লাভের লাভ যা হয়েছে তা তুলে নিয়েছে রাষ্ট্রের সুষ্টিমেয় সুযোগ সন্ধানিরা; যারা নিজেদের স্বার্থে দেশভাঙ্গার মত মস্তবড় অন্যায়টা করতেও দ্বিধা করেনি।

যাই হোক; মওলানা আযাদ গান্ধীর অসহযোগ কর্মসূচীর অধীনে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালের ১৯ জানুয়ারি মওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খেলাফতের ইস্যু নিয়ে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের যে প্রতিনিধি দলটি বড়লাট চেম্‌সফোর্ডের সাথে দেখা করেন; মওলানা আযাদ সে প্রতিনিধি দলেও ছিলেন। [২৭]

১৯২০ সালের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয় খেলাফত সম্মেলনে আযাদ জনগণকে সরকারের সাথে অসহযোগের আহবান জানান। এ বছরই ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া খেলাফত কনফারেন্সে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন। মিত্রশক্তি কর্তৃক ইসলামি খেলাফত উচ্ছেদ পূর্বক তুরস্ককে ভাগাভাগি করার বিরুদ্ধে এ বছরে তথা ১৯২০ সালের মার্চে যে ইশতেহার প্রকাশ করা হয়; তাতে আযাদ স্বাক্ষর করেন।

১৯২০ সনের মে মাস থেকে অসহযোগ কর্মসূচি পালনের জন্য মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটি কর্তৃক যে সাব কমিটি গঠিত হয়; আযাদ তাতে সদস্য ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ১৯২০ সালের মে মাসে মীরাটে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খেলাফত অধিবেশনে মওলানা আযাদের উপস্থিতিতে গান্ধীজি সর্বপ্রথম ÔAmn‡hvM Av‡›`vj‡biÕ ডাক দেন। এইভাবে খেলাফত আন্দোলনে আত্মনিয়োগকারী এবং প্যান ইসলামের এতোবড় সমর্থক অতি দ্রুত বুঝতে পারেন যে Ôwek gmwjg fvB fvBÕ এই শ্লোগান বেশি দূর এগোবে না। শুধু ধর্মের মাধ্যমে জাতিকে একসূত্রে গাঁথা সম্ভব নয়। ধর্ম দিয়ে পুরো পৃথিবীতে একত্রে রাখা যাবে এমন কথা বলা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি দ্রুতই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছেড়ে উদার ও পরমত সহিষ্ণু রাজনীতির প্রতি এগিয়ে আসেন। সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে বেছে নেন।

১৯২০ সালের জুনে সর্বদলীয় নেতৃবর্গের যে কনফারেন্স এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে অসহযোগ কর্মসূচির পর্যায়ক্রমিক চারটি ধাপ অনুমোদিত হয়, তাতে তিনি যোগদান করেন। সম্মেলনে মওলানা আযাদ বিশেষত: মুসলিম সমাজকে এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য জোরদার আহবান জানান। এ সর্বদলীয় কনফারেন্স কর্তৃক অনতিবিলম্বে Amn‡hvM Kgmw¶P বাস্তবায়নের জন্য যে সাব কমিটি নিযুক্ত করা হয়; মওলানা আযাদ তারও সদস্য ছিলেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে Amn‡hvM Av‡›`vjb‡K কংগ্রেসের ভবিষ্যত আন্দোলনের ইশতেহার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কংগ্রেস নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের ভোটে তা পাশ হওয়ার পর মি. জিন্নাহ রাগ, ক্ষোভ ও অভিমানে এই সময়েই কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন। পরবর্তীতে gmwjg jxM সংগঠিত করেন। আর মওলানা আযাদ অন্তর্ভুক্ত হন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মওলানা আযাদ তাতে সভাপতিত্ব করেন।

খেলাফত আন্দোলনের মাঠেই কংগ্রেসের সাথে মওলানা আযাদের সখ্য গড়ে ওঠে। ২০শে মে, ১৯২০ সালে তুর্কী সালতানাত ভেঙ্গে Ô†mfvm Pw³Õ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ঘুমন্ত মুসলিম জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়।

১৯২০ সালের শেষ দিকে আযাদের মনে Ôc¨vb Bmjvg Õ ধারণা দুর্বল হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বদ্ধমূল হতে থাকে। খেলাফত আন্দোলনে সফল ত্যাগ ও কর্মতৎপরতার জন্য ১৯২১ সালের নভেম্বরে ‘viæj ÔDjg †‘Ie‡›‘i ‘উলামায়ে কেরামসহ জমিয়তে ‘উলামায়ে হিন্দ এর লাহোর অধিবেশন আযাদকে ÔBgvgj wn›‘Õ নির্বাচিত করে। ১৯২৩ সালেও পুনরায় জমিয়তে ‘উলামায়ে হিন্দ মওলানা আযাদকে Bgvgj wn›‘ নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কিন্তু রাশভারী স্বভাবের প্রতীক ও আত্মপ্রচারবিমুখ মওলানা আবুল কালাম আযাদ বরাবরই এই পদ গ্রহণে বিনয়ের সাথে অস্বীকৃতি জানান। [২৮]

১৯২১ সালের মার্চে বেরেলিতে অনুষ্ঠিত ‘জমিয়তে ‘উলামায়ে হিন্দ’ এর সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২১ সালের ২৫শে আগস্ট আগ্রায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আযাদ হিন্দু-মুসলিম মিলনের gËwn‘v KIwgq¨vZ সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে মদিনা সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মদিনা

Dhaka University Institutional Repository

সনদে রাসূলুল্লাহ সা. মদিনার ইয়াহুদি, খ্রিস্টান এবং পৌত্তলিকদের একত্রে ÔD¤§v‡Z Iqv‡n`vÕ বা GKRvwZ ঘোষণা দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মওলানা আযাদ সেদিনের জনসমুদ্রকে বলেন:

ہندوستان کے لئے، ہندوستان کی آزادی کے لئے، صداقت و حق پرستی کے بہترین اور اعلی فرض ادا کر نے کے لئے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کا اتفاق اور ان کی یک جہتی ضروری ہے۔[29]

অর্থ: হিন্দুস্তানের জন্য, হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য, সত্য ও ন্যায়ানুবর্তিতার উত্তম দায়িত্ব পালনের জন্য ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য একান্ত দরকার।

১৯২১ সনের ২৫ শে অক্টোবর আগ্রায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্সে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই অক্টোবরেই লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 'উলামা কনফারেন্সে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজির পরামর্শে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার আয়োজিত জাতীয় নির্বাচন বয়কট করে।

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মওলানা আযাদকে অসহযোগ আন্দোলন ও বয়কটের অপরাধে গ্রেফতার করে বিচারে এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করে ১৯২২ সালের ২৪শে জানুয়ারি তিনি যে বিবৃতি দেন তা পরবর্তীতে 'قول فیصل' বা PovšÍ K_v নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এতে তিনি গর্জন করে বলেছিলেন:

میرا اعتقاد ہے کہ آزاد رہناہر فرد اور قوم کا پیدائشی حقوق ہے۔ کوئی انسان یاانسانوں کی گھڑی ہوئی بیروکریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کے بندون کو اپنا محکوم بنائے۔پس میں موجودہ گورنمنٹ کو جائز حکومت تسلیم نہیں کرتا اور اپنا ملکی، مذہبی اور انسانی فرض سمجھتا ہوں کہ اس کی محکومی سے ملک و قوم کو نجات دلاؤں۔[30]

অর্থ: আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। মহান আল্লাহর বান্দাকে পরাধীন করে রাখার অধিকার কোনো মানুষ বা মানবসৃষ্ট কোনো আমলাতন্ত্রের নেই। তদনুসারে আমি বর্তমান সরকারকে বৈধ সরকার বলে স্বীকার করতে পারি না এবং আমি মনে করি, আমার দেশকে এবং দেশবাসীকে এ সরকারের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা আমার জাতীয়, ধর্মীয় এবং মানবিক দায়িত্ব।

ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ১বছর ১ মাস মওলানা আযাদকে বন্দী রাখে।

১৯২২ সালের নভেম্বরে মওলানা আযাদ জেলে থাকাকালীন মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসের ইতিহাসে মাত্র ৩৫ বছর বয়স্ক মওলানা আযাদ এই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ এই সময়টাতে লোকদের থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইমামাতের (নেতৃত্ব মান্য করার) বায়'আত নেওয়া আরম্ভ করলে অন্যান্য লোকের ন্যায় মওলানা গোলাম রাসূল মেহেরও ১৯২৩ সালে আযাদের হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করেন। [৩১]

১৯২৭ সালে মওলানা আযাদের নেতৃত্বে ভারতে সায়মন কমিশনকে বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯২৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মওলানা আযাদকে নেহেরু কমিটির সদস্য করা হয়।

১৯২৮ : ২৭ জুলাই এলাহাবাদে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা-কর্মীদের এক সম্মেলনের পর মওলানা আযাদ Ôgmwjg b¨vkbwj÷ cwU©' (এমএনপি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা আযাদ এই পার্টির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী ছাড়াও এতে মৌলবী তাসাদ্দুক আহমদ খান শেরওয়ানী, খলীকুজ্জামান খান প্রমুখ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৩২]

অবশ্য শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, Ôgmwjg b¨vkbwj÷ cwU©' ১৯২৯ সালে গঠিত হয়।

১৯৩০ সালের এই সময়টাতে গান্ধিজীসহ মওলানা আযাদ মুসলমানদের ÔmZ¨Mn Av‡›'vj‡bÕ সম্পৃক্ত হওয়ার দাওয়াত দেন। গান্ধিজী এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কয়েকজন ডিক্টেটর মনোনীত করেন। বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রথম, মওলানা আযাদ দ্বিতীয় এবং ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী তৃতীয় ডিক্টেটর মনোনীত হন। [৩৩]

১৯৩০ সালেই ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মওলানা আযাদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে সায়মন কমিশনের বিরোধিতা করার কারণে ২১ শে আগস্ট পুনরায় গ্রেফতার হয়ে ২৭ জানুয়ারি ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস কারান্তরীণ থাকেন।

১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেস-কে বেআইনি ঘোষণা করে।

১৯৩১ সালে লন্ডনে ব্রিটিশের সাথে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৩২ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি মওলানা আযাদ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি পদ লাভ করেন।

১৯৩২ সালে লক্ষ্মৌতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে লন্ডনে †Mvj‡Uwej ˆeVK ব্যর্থ হওয়ার পর এ দেশে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রভাবে শুরুর সিদ্ধান্ত স্থির হলে মওলানা আযাদকে ১৯৩২ সালের ১২ মার্চ গ্রেফতার করে ১১ মে পর্যন্ত দুই মাস কারাবন্দী রাখা হয়।

১৯৩৩ সালে লর্ড উইলিংডন নতুন ভাইসরয় হয়ে এসে এদেশবাসীর ওপর চরম অত্যাচার শুরু করে। হাজার-হাজার মুসলমানকে গ্রেফতার করে।

অত্যাচারের বিভীষিকা ও আতঙ্কে আলী ভাইসহ অন্যরা Amn‡hvM Av‡›'vjb ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মওলানা আযাদ, খান আবদুল গফ্‌ফার খানসহ কিছু মুসলিম নেতা এই সময়েও রাজপথে অবিচল থাকেন।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের উপর থেকে ইংরেজ সরকার দলীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কংগ্রেস তার পরবর্তী নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সালে হিন্দুস্তানে ইংরেজ সরকার প্রাদেশিক নির্বাচন দিলে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে। কংগ্রেস বিজয়ী প্রদেশসমূহে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য তিন সদস্যের কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হয়। মওলানা আযাদ, সরদার প্যাটেল এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ কমিটিতে মেম্বার হন। বিজিত প্রদেশগুলোতে সরকার গঠন নিয়ে মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের তিক্ততা সৃষ্টি হয় এবং

এই প্রথম কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চেহারা জনসম্মুখে প্রকাশ পায়। এর জের ধরে মুসলিম লীগ নেতা মোহম্মদ আলী জিন্নাহ gmwjg jxMকে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একমাত্র অধিকারী দল হিসেবে দাবি করে তা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং কংগ্রেসকে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বারণ করেন।

মওলানা আযাদকে প্রাদেশিক সরকার গঠনের এই পর্যায়ে বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৩৭ সালে যুক্ত প্রদেশে সরকার গঠনে জওহারলাল নেহেরুর মুসলিম লীগ বিদ্বেষী মনোভাব লীগকে হতাশ করে এবং এই বিদ্বেষী সন্দেহ থেকেই মূলত: দ্বি-জাতি তত্ত্বের উদ্ভব হয়।[৩৪]

১৯৩৯ সালের মার্চে দিল্লি যাওয়ার পথে এলাহাবাদ রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে হোঁচট খেয়ে পড়ে আযাদ পায়ে প্রচন্ড ব্যথা পান এবং তাতে ফ্রাকচার হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই ব্যথা অনুভব করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত এর রেশ থেকে যায়।[৩৫]

১৯৩৯ সালেও কংগ্রেসের ক্রান্তিকালে মওলানা আযাদ এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নির্বাচিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেনে। এই সময়ে কংগ্রেস-লীগের মাঝে মওলানা আযাদের সমঝোতার চেষ্টা কিছুটা সফল হলে এতে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে। [৩৬]

অবশ্য কিছু পরেই gmwjg jxM কংগ্রেসের উপর এই অপবাদ অরোপ করে যে, তারা মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদের উন্নতিতে বাধসাধক, কংগ্রেস এক চরম সাম্প্রদায়িক দল। অতএব একমাত্র gmwjg jxM মুসলমানদের উন্নতিকামী বলে ভারতে gmwjg jxMB একমাত্র দল যারা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে। এভাবে Ks‡Mm ও gmwjg jx‡M দূরত্ব তৈরি হতে থাকে যার ফলে উভয়ের চলার পথ পৃথক হয়ে যায়। এমনকি ইতোমধ্যে ১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এবং নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এক পর্যায়ে সকল প্রাদেশিক সরকার থেকে কংগ্রেস একযোগে পদত্যাগ করায় ২২শে সেপ্টেম্বর gmwjg jxM উল্লসিত হয়ে নাযাত বা gw³w‘em পালন করে।

১৯৪০ সালের ১৪-২০ মার্চ বিহারের রামগড়ে বার্ষিক অধিবেশনে ১৯ মার্চ মওলানা আযাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানবেন্দ্রনাথ রায়কে ১৮৫৪/১৬৩ ভোটে পরাজিত করে পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ৬ জুলাই ১৯৪৬ সালে পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক উক্ত দায়িত্বভার বুঝে নেওয়া পর্যন্ত স্বপদে আসীন থাকেন। [৩৭]

আযাদ দ্বিতীয়বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ১৫ সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন করেন। এতে তিনি নতুন করে জওহারলাল নেহেরু, রাজা গোপালচারী, সৈয়দ মাহমুদ এবং আসফ আলীকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্মর্তব্য: ১৯৪০ সালের ১৪-২০ মার্চ পর্যন্ত বিহারের রামগড়ে একদিকে Ks‡M‡mi অধিবেশন চলছিল; অন্যদিকে একই সময়ে লাহোরেও gmwjg jx‡Mi অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আর উক্ত অধিবেশনেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ÔcwK¯Ívb c¯ÍveÕ গৃহীত হয়।
১৯৪১ সালের ৩ জানুয়ারি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মওলানা আযাদকে এলাহাবাদ রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১১ মাস কারাভোগের পর উক্ত বছরের ৪ ডিসেম্বর তিনি নৈনিতাল জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

ক্রিপ্‌স মিশন:

১৯৪২ সালের ২৫ মার্চ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মওলানা আযাদ ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ দূত স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সাথে আলোচনা করেন। ভারতবাসীকে কী পদ্ধতিতে স্বাধীনতা দেয়া হবে সে বিষয়ে মার্চ-এপ্রিল ব্যাপি ক্রিপ্‌স মিশনের সাথে আযাদ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন। ব্রিটিশ সরকার উক্ত সময়ে চলমান ২য় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতার শর্তে যুদ্ধ শেষে ভারতীয়দেরকে শর্ত সাপেক্ষে স্বাধীনতা দেয়ার চুক্তি করতে চেয়েছিল।
অন্যদিকে Ks‡Mm চেয়েছিল, উক্ত সময়েই ভারতীয়দের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা এবং তাৎক্ষণিক ক্ষমতা হস্তান্তর করার চুক্তি করতে; যাতে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে টাল-বাহানা করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। তাহলেই কেবল ভারতীয়গণ ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সাথে ক্রিপ্‌স মিশনের আন্তরিকতার ঘাটতি থাকায় উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই এ বৈঠক শেষ হয়।

ভারত ছাড় আন্দোলন এবং কংগ্রেসকে অবৈধ ঘোষণা:

১৯৪২ সালের ৫ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্ধা-এ এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে সর্বপ্রথম Ôfviz Qvo c¯ÍveÕ এর একটি প্রাথমিক ঘোষণা মঞ্জুর করে তা কংগ্রেস নেত্রী মিরাবাই এর মাধ্যমে ভাইসরয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ভাইসরয় কংগ্রেস দূতের সাথে সাক্ষাত করতেই অস্বীকার করে। সে জন্যই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনন্যোপায় হয়ে এক পর্যায়ে ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে মুম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে Ôfviz QvoÕ প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সরকারের টনক নড়ে। সে রাতেই সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং এই প্রস্তাব গ্রহণের একদিন পরেই ৯ই আগস্ট কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের পাশাপাশি মওলানা আযাদকে মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করে আহমদনগর দুর্গে বন্দী করে। এই দুর্গেই মওলানা আযাদের সাথে জওহারলাল নেহেরুকে বন্দী করা হয়। গান্ধীজিকে নজরবন্দী করা হয় পূনায় আগা খান প্যালেসে। [৩৮]

শিমলা কনফারেন্স:

১৯৪৫ সালের সংকটময় পরিস্থিতিতে ১৪ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অব কমন্সে ভারত সচিব বিবৃতি দেয় এবং বড়লাট ওয়াভেলের আয়োজনে ২৫শে জুন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শিমলায় এক সমঝোতা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মওলানা আযাদ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে উক্ত কনফারেন্সে যোগ দেন। বিশেষ আমন্ত্রনে গান্ধীজি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েই উক্ত শিমলা কনফারেন্স শেষ হয়।
১৯৪৫ সালের ১৯ আগস্ট মওলানা আযাদ গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর আসেন। দীর্ঘদিন জেল জুলুম খেটে স্বাস্থ্যগতভাবে মওলানা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধার ও সামান্য বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ৩ সপ্তাহের জন্য মওলানা কাশ্মীরের গুলমার্গে গিয়ে জুলাই আর আগস্ট মাস সেখানেই কাটিয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর বাড়ি ফিরেন। তিনি শ্রীনগরের নাসিমবাগে হাউজবোর্ডে ঘুরাফেরা এবং বিশ্রামে দিনগুলি কাটিয়েছেন। [৩৯]

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্টি:

১৯৪৬ সাল ভারতীয়দের জন্য ইতিহাস পরিবর্তনকারী একটি সময়। এই বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে মি. চার্চিলের রক্ষণশীল দলকে হারিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মি. এটলীর উদারপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন †jevi cwU নতুন সরকার গঠন করে। ভারতীয় সমস্যার একটা সমাধান করবে বলে তারা আগেই কথা দিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পরই সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ভারতীয়দের একটা সুযোগ দিতে লেবার পার্টি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।
১৯৪৬ সালের শুরুর দিকে হিন্দুস্তানের ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ কল্পে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি 'ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল' এদেশে পাঠায়।
১৯৪৬ সালের শীতকালে বড়লাট এটলী ভারতে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। নির্বাচনে gmwjg jxM মুসলমান অধ্যুষিত আসনগুলোতে প্রায় ৮৫% ভোট পায়। আবার অন্যদিকে কংগ্রেসও হিন্দু প্রধান আসনগুলোতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এভাবে ভারত-পাকিস্তান ভাগের পথ সুগম হয়।

কেবিনেট মিশন:

ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য 'ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল' পাঠানোর পরপরই একটি 'কেবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন' পাঠায়।
১৯৪৬ সালের ২৩ শে মার্চ তিন সদস্যের কেবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছে। মিশনে ছিলেন ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্রেড এর সভাপতি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স এবং ফার্স্ট লর্ড অব এ্যাডমিরালটি মি. এ. ভি. আলেকজান্ডার। মওলানা আযাদ তার অখন্ড ভারতের স্বপ্ন রক্ষা করতে তৎপর ছিলেন। এপ্রিল-জুন ব্যাপি কংগ্রেসের সাথে কেবিনেট মিশনের আলোচনা চলতে থাকে।
১লা এপ্রিল থেকে মন্ত্রী মিশনের মধ্যস্থতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার আলোচনায় উভয়পক্ষের ঐক্যমত্যে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে পড়লে ১৬ ই মে gš¿x wgkb নিজে থেকেই একটা প্রস্তাব দেয়; যদিও তা মওলানা আযাদ বাতলানো ফর্মুলার প্রায় অনুরূপ। এতে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের কথা বলা হয়। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় হাতে রেখে বাকি বিষয়গুলি প্রদেশের হাতে ছেড়ে দিবে। এই পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তনের লক্ষ্যে আপাতত বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের ও দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। অন্তর্বর্তী সংসদ বা গণপরিষদ একটি কার্যকর সংবিধান তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করে যাবে; ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্য gmwjg jxM টানা তিনদিন বৈঠক শেষে মি. জিন্নাহ মেনে নিতে বাধ্য হন যে, †Kwe‡bU wgkb cwiKíbvq সংখ্যালঘু সমস্যার যে সমাধান দেয়া হয়েছে; তার চেয়ে ন্যায্য সমাধান আর হয় না। কোনো ক্ষেত্রেই এর চেয়ে ভালো শর্ত তিনি আদায় করতে পারতেন না। তিনি কাউন্সিল সদস্যদের বললেন, যতটা পাওয়া সম্ভব কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় তা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং তার মতে, মুসলিম লীগের এতে রাজী হওয়া উচিত। অত:পর gmwjg jxM কাউন্সিল সভায় সর্বসম্মতিক্রতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

কংগ্রেসও জুনে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নেয়। যাতে সিদ্ধান্ত ছিল- হিন্দুস্তান মোট তিন ভাগে বিভক্ত হবে, একটি গণপরিষদ গঠিত হবে; তারা তাদের রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান রচনা করলে তার অধীনে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে; ইত্যাদি।

এভাবে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে †Kwe‡bU wgkb cwiKíbv মেনে নেয়ায় স্বাধীনতা অর্জনের কার্যক্রম গতি পায়। এই সম্মত হওয়া- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ এক গৌরবময় ঘটনা। ভারতীয় স্বাধীনতার মতো একটা সমস্যার যথার্থ সমাধান এতে সূচিত হয়।

নেহেরুর ভ্রমাত্মক মন্তব্য:

মওলানা আযাদ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে তিনি জানতে পারেন, সর্দার প্যাটেল এবং তার কিছু অনুসারী চাইছেন প্যাটেল এবার সভাপতি হোক। বিষয়টির সবদিক ভেবে মওলানা আযাদ সিদ্ধান্ত নেন, ১৯৩৯-১৯৪৬ পর্যন্ত একটানা সাত বছর দায়িত্ব পালনের পর তার সভাপতির পদ থেকে বিদায় নেয়া উচিত। মওলানার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিল আছে এমন কাউকে নতুন সভাপতি করার অভিপ্রায়ে তিনি নিজেই ১৯৪৬ সালের ২৬ শে এপ্রিল তার একান্ত বন্ধু জওহারলাল নেহেরুর নাম পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তা গৃহীত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালের ৭ই জুলাই মুম্বাইতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে জওহারলালকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয়। ৮ জুলাই মওলানা আযাদ পরবর্তী সভাপতি নেহেরুর কাছে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

কিন্তু মওলানা আযাদের ভাষায়-

'এটা হয়েছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল।'[৪০]

আর গান্ধীজির ভাষায় সেই ভুল ছিল, As one of Himalayan dimension.

কেননা, জওহারলাল নেহেরু নতুন সভাপতি হওয়ার পর ঘটে এক চরম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা; যা ভারতের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দেয়।

কংগ্রেসের নতুন সভাপতি জওহারলাল নেহেরু ১০ই জুলাই মুম্বাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। তাতে তিনি এক আজব বিবৃতি দেন। সংবাদপত্রের কিছু প্রতিনিধি তাকে জিজ্ঞেস করেন, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি যখন প্রস্তাব পাশ করেছে, তখন কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন সমেত পরিকল্পনাটি সর্বাংশে গ্রহণ করেছে কিনা। উত্তরে জওহারলাল বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

'কংগ্রেস বোঝাপড়ার কোনোরকম বাঁধন না মেনে এবং সব সময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার স্বাধীন মনোভাব নিয়ে গণপরিষদে প্রবেশ করবে।'

সাংবাদিকরা আরো জিজ্ঞেস করেন, এর মানে কি এই যে, †Kwe‡bU wgkb cwiKíbv রদবদল করা যাবে। উত্তরে জওহারলাল জোর দিয়ে বলেন,

'কংগ্রেস শুধু গণপরিষদে যোগ দিতে রাজী হয়েছে এবং তেমন বুঝলে কংগ্রেস অবাধে †Kwe‡bU wgk‡bi cwiKíbvi পরিবর্তন করতে পারবে।'

জওহারলাল নেহেরুর এহেন বিস্ফোরক মন্তব্যে সবকিছু গড়বড় হয়ে যায়। [৪১]

এ বক্তব্যের ব্যাপারে মওলানা আযাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু মুখ ফসকে বের হয়ে যাওয়া এ বক্তব্যের সূত্র ধরেই ২৭ জুলাই gmwjg jxM ভাইসরয়কে দেয়া সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয়। তারা ঘোষণা দেয় যে, তারাও ভাইসরয়ের †Kwe‡bU wgk‡bi প্রস্তাব পুন: বিবেচনা করে দেখবে।

মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্ট WvB‡i± G¨vKkb দিবস পালন করে। ভারতের ইতিহাসে ১৬ই আগস্ট এক কলঙ্কময় দিন। হিংসোন্মত্ত জনতা দেশব্যাপি বিশেষ করে কলকাতা মহানগরীতে রক্তগঙ্গা, নরহত্যা আর সন্ত্রাসের ঢল বইয়ে দেয়। অত:পর এভাবেই দু' দল পরবর্তীতে আর কোনো সমঝোতাবিহীন দু' ধারায় চালিত হয়। এ সময়ে নোয়াখালি এবং বিহারে দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে অর্ন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়। অক্টোবরে মুসলিম লীগও তাতে যোগ দেয়। [৪২]

অখন্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টাদের অনেকে যদিও মওলানা আযাদের ওপর দোষারোপ করেন যে, তিনি তার পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নেহেরুর নাম প্রস্তাব করেই যত সমস্যা তৈরি করেছেন। কিন্তু যে নেহেরুকে লোকে পন্ডিত নেহেরু বলে জানে; যে নেহেরু বিলাতের ক্যামব্রিজ থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে রাজনীতির ময়দানে এসেছেন সেই নেহেরু-ই ১০জুলাই মুম্বাইতে সাংবাদিকদের সামনে এমন একটি বেফাঁস কথা বলে বসবেন তা কে জানতো। এ ব্যাপারে মওলানাকে কিছু বলে কি আর হবে; সাধারণত: ভবিষ্যতের গর্ভে যা লুকায়িত থাকে সে অনুযায়ী প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। যা আমরা একটু সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাবো।

আযাদের মতে, সেই সংকটকালীন সময়ে জনসাধারণের দাবি অনুযায়ী তিনি স্বয়ং বা সর্দার প্যাটেলের মত অন্য কেউ কংগ্রেসের সভাপতি থাকলে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা (ভারতকে অবিভক্ত রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা) ব্যর্থ হত না। আযাদের ইন্তেকালের পরে প্রকাশিত তাঁর ÔAvZ¥Rxebx-BwÛqv DBÝ wdWgÕ এই প্রসঙ্গের কারণে দেশে যে প্রচণ্ড আলোড়র সৃষ্টি করে তার দোলা লোকসভাতেও দেখা যায়। সেখানে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আযাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে নেহেরু জবাবে বলেন,

"এ হল সে সময়ে ক্রিয়ারত ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের বদলে একান্তভাবে ব্যক্তিগত চিন্তার নিদর্শন।" [৪৩]

বলা যায়, জওহারলালের মন্তব্যেও সত্য রয়েছে।

দেশের জন্য আযাদের ত্যাগ:

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ অখন্ড ভারতের পক্ষ নেয়ায় gmwjg jxM এবং তাদের অনুসারী কতিপয় দুষ্কৃতিকারী মওলানা আযাদসহ কংগ্রেসপন্থী আলেম সমাজকে নানাভাবে নাজেহাল করতো। মওলানা আযাদও সকল অত্যাচার নিরবে সহ্য করতেন। ১৯৪৬ সালের ২৭শে এপ্রিল মওলানা আযাদ শিমলায় কেবিনেট মিশনের সাথে মিটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে আলিগড় স্টেশনে পৌঁছুলে gmwjg jxM এর কতিপয় ভ্রান্ত কর্মী আযাদের গাড়ি থামিয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত করে। পরদিন লীগ সমর্থক পত্রিকা ÔWbÕ লিখে, Show Boy দের কপালে ইট-পাটকেলই জুটে। [৪৪]

মওলানা আযাদ স্বাধীন ভারতে ফেডারেল সরকার গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও জাতিসেবার বিশেষ উদ্দেশ্যে-ই কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যা অন্যান্য জাতি অনুধাবন করতে পারলেও তাঁর স্বজাতি সামান্য-ই বুঝেছে।

তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়: ভারতের জাতীয়তাবাদে মওলানার অগাধ আস্থার বিষয়টি। আন্তর্জাতিকতাবাদী মওলানা আযাদ উচ্চকিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন:

> ‘যদি সমস্ত পৃথিবী আমাদের দেশ হয় এবং তাকে সম্মান জানাতে হয় তাহলে ভারতের ধূলিকণার স্থান সর্বপ্রথম। যদি সমস্ত মানবজাতি আমাদের ভাই হয়, তাহলে ভারতীয়দের স্থান সর্বপ্রথমে।’ [৪৫]

এই বিশ্বাস থেকে মওলানা আযাদ জীবদ্দশায় কখনো বিচ্যুত হননি।

অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস:

১৯৪৬ সালের ১২ ই আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি জওহারলালকে আমন্ত্রন জানিয়ে বড়লাট একটি ঘোষণা জারি করেন। সেপ্টেম্বরে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস তার সংসদীয় কমিটিকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ভার দিয়েছিল। এই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দায়িত্বে ছিলেন মওলানা আযাদ, জওহারলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ। প্রথমদিকে gmwjg jxM সরকার থেকে দূরে থাকে। অক্টোবরে আবার তারাই সেই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়।

১৯৪৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে জওহারলাল ও প্যাটেল দু’জনেই মওলানা আযাদের নাম প্রস্তাব করেন। মওলানা রাজি না হওয়ায় ডা: রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। গান্ধীজিসহ প্রায় সকল কংগ্রেস নেতা মওলানা আযাদকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের আহবান জানায়। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলেও মওলানা আযাদ একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরকারে যোগ দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পেরেছিলেন। গান্ধীজি ভারতের ভবিষ্যত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে মওলানার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপযুক্ত মনে করে তাতে যোগ দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই জানুয়ারি মওলানা অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।

দেশভাগ:

লর্ড ওয়াভেল তার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেয়ার পর মাউন্টব্যাটেনকে ১৯৪৭ সালের শুরুতে হিন্দুস্তানের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। লেবার পার্টি প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

মি. এটলী তাকে আল্টিমেটাম দেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০ শে জুনের আগেই যেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২২ শে মার্চ দিল্লি পৌঁছেন এবং ২৪ শে মার্চ ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। অত:পর মি. এটলীর বেঁধে দেয়া ১৪-১৫ মাসের বড় সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে ঘোষণা করেন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি সেরে ফেলবেন।

ব্রিটেনের সরকারে থাকা লেবার পার্টি ভারতীয়দের হাতে যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাচ্ছিল। অন্যদিকে রক্ষণশীল বা বিরোধী দল ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা দেয়ার পক্ষে ছিল। এছাড়াও মাউন্টব্যাটেন এদেশে এসে দেখলেন, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন তাতে তাদের একসঙ্গে একরাষ্ট্রে থাকা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্র ভাগ করে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এতে ব্রিটেনের সরকারী দল, বিরোধী দল উভয়ই সম্মত থাকবে। ভারতবাসী স্বাধীনতা পেয়ে তারাও খুশি হবে। মাউন্টব্যাটেন নিজেও এই কাজের সমন্বয়ক থেকে ভারতের ইতিহাসের অংশ হতে পারবেন।

অত:পর শুরু হলো তার মিশন। প্রথমে তিনি সর্দার প্যাটেলকে ভারতভাগে রাজি করালেন। প্যাটেল রাজি হওয়ার একাধিক কারণ ছিল। তার অন্যতম হলো-

অর্ন্তবর্তী সরকারে মন্ত্রণালয় ভাগাভাগির ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়টা কংগ্রেসের হাতে রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুসলিম লীগকে দেওয়ার জন্য মওলানা আযাদ জোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল উক্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজ হাতে রাখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। প্যাটেলের জেদ এর কারণে কংগ্রেস যে ভুলটি করে; তার মাশুল তাকে কড়ায় গন্ডায় গুণতে হয়। পুরো কংগ্রেসের জন্য দেশ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একজন পিয়ন নিয়োগে পর্যন্ত কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের দ্বারস্থ হতে হয়। এই সুযোগে মুসলিম লীগের অর্থমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান কংগ্রেসকে যত্রতত্র নাজেহাল করে নাকানী চুবানি খাইয়ে ছাড়েন। অর্থ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা একান্ত অসম্ভব বিষয়। আর সেই অর্থই যখন লীগের হাতে সুতরাং তাদের পোয়াবারো; আর কংগ্রেস অন্যদিকে প্রত্যেকটা কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে এক পর্যায়ে লীগ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল। এই পর্যায়ে দেশ ও তার সার্বিক পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে যা সামাল দেয়া ব্রিটিশের পক্ষেও কঠিন হয়ে ওঠে। তাই ব্রিটিশ সরকারও চাচ্ছিল যে, কোনোরকম একটা গোঁজামিল দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা দেশ ত্যাগ করবে। তারা এর জন্য তোড়জোর শুরু করে। যখন তারা দেখল যে লীগ ও কংগ্রেস কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয় তখনই ব্রিটিশ সরকার নিজ থেকে একটি ফর্মুলা বের করে তার অধীনে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা চালায়।

এই প্রক্রিয়ায় প্যাটেলের পরে মি. মাউন্টব্যাটেন নিজ স্ত্রী, কৃষ্ণ মেনন ও অন্য দূতিয়ালদের মাধ্যমে জওহারলাল নেহেরুকে সম্মত করায়। ১৯৪৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত গান্ধীজির বক্তব্য ছিল,

> ‘শোনো কথা! কংগ্রেস দেশভাগে রাজি হতে চাইলে হবে, তবে তা হবে আমার শবদেহের ওপর দিয়ে। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমি কিছুতেই ভারত বিভাগে রাজি হবো না। আর যদি আমার সাধ্যে কুলোয়, কংগ্রেসকে তা মেনে নিতে দেব না।’ [৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর গান্ধীজি ২রা এপ্রিল বা তার পরের দিনগুলোতে মাউন্টব্যাটেন, প্যাটেল বা নেহেরুর সাথে কথা বলার পর গান্ধীজিও পাল্টে যান। মওলানা আযাদ ভারত ভাগের করুণ পরিণতি এড়ানোর জন্য মহাত্মা গান্ধীর কাছে শেষবারের মতো ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বললেন,

> 'এমন কিছু করা হোক যাতে বর্তমান অবস্থা অন্তত: আরো দু'বছর জিইয়ে রাখা যায়। ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের হাতে এসেই গেছে; এখন বিধিমত হস্তান্তর যদি দু'বছর ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাহলে কংগ্রেস আর লীগ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার সুযোগ পাবে।' [৪৭]

ইতোমধ্যেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের একটা মুসাবিদা করে রেখেছিলেন। তিনি আর পিছনে না তাকিয়ে বরং †Kwe‡bU wgkb cwiKíbv জলাঞ্জলি দিয়ে ভারত ভাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যান। তার মুসাবিদা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে আনতে তিনি ১৮ মে লন্ডন যান। ৩০ শে মে তিনি দিল্লি ফিরে ২রা জুন কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। ৩ রা জুন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তাতে স্বাধীনতা প্রদানের যাবতীয় খুঁটিনাটি তুলে ধরা হয়।

অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তানকে বিভাজনের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে অঙ্গরাজ্যগুলির কেন্দ্র বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল। জিন্নাহ সেই সুবিধা লাভ করেন। বাকিটা ইতিহাস হয়ে আছে। [৪৮]

১৯৪৭ সালের ১৪ জুন ভারত বিভক্তির জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রস্তাব আনলে বিভক্তির পক্ষে ২৯ জন এবং বিপক্ষে ১৫ জন ভোট দেয়। এতদিনের লালিত স্বপ্ন অখন্ড ভারত ভেঙ্গে দু'টুকরা করার পক্ষে রায় আসে। ১৫ মাসের স্থলে মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩রা জুন সময়ের মধ্যে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। ৪৭ সালের আগস্টে ভারত ভেঙ্গে দু'খানা রাষ্ট্র হয়। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয় আর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দক্ষ কূটনীতিক মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হন।

বাংলার বিভাজন:

২রা জুন কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসে মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মাউন্টব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সামনে রাখেন। প্রস্তাবের সারমর্ম হলো-ক্ষমতা হস্তান্তর হবে দুটি ডোমিনিয়নের হাতে যাদের সংবিধান রচনা করবে পৃথক দু'টি গণপরিষদ। মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই ডোমিনিয়ন দুটি সৃষ্ট হবে। বাংলা এবং পাঞ্জাবের একই ভিত্তিতে বিভাজন হবে। আর সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের অন্তর্গত সিলেটের ভোটাররা গণভোটের মাধ্যমে কোন্ ডোমিনিয়নে যোগ দিতে চায় তারা নিজেরাই এ সিদ্ধান্ত নিবে।

এই প্রক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের বাসিন্দারা বাঙ্গালী পরিচয়ের উর্ধ্বে মুসলমান পরিচয়কে সমুন্নত করতে পাকিস্তানে থাকার পক্ষে রায় দেয় এবং সিলেটের জনগণও মুসলমানের সঙ্গে থাকার ইচ্ছায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। এভাবে পশ্চিম বাংলা ভারতে থাকলেও সেখান থেকে আলাদা হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে মিলে যায়। সেই পূর্ব পাকিস্তানই তার পশ্চিম পাকিস্তানী একজাতি মুসলমান ভাইদের কাছ থেকে অবহেলা, অবিচার, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা ও দুর্ব্যবহার পেয়ে ১৯৭১ সালে আলাদা হওয়ার জন্য ৯ মাসের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। জন্ম লাভ করে আমাদের প্রিয় মাত্রভূমি; স্বাধীন বাংলাদেশ।

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আযাদ:

মওলানা আযাদ শুরুতে এ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দিলেও বন্ধুগণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোদ্ধাদের অনুরোধে ১৯৪৭ সালের ১৫ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

আযাদ ১৯৪৬-১৯৫১ সালে সংবিধান রচিত হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধান তৈরির কাজে নিযুক্ত পরিষদের নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য হন। আযাদ ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সকল ভারতীয়ের জন্য সমতার নীতি প্রণয়নের প্রধান নায়ক।

ভারত স্বাধীনতার পর ১৫ আগস্ট থেকে প্রথম ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মওলানা আযাদ ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে ÔBwÛqvb KvDwÝj di KvjPvivj wi‡jkÝ-AvBwmwmAviÕ নামক এক বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা করেন। ১৯৫০ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লির হায়দারাবাদ হাউজে এই প্রতিষ্ঠান তার যাত্রা শুরু করে। মওলানা আযাদ তার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে আনন্দিত চিত্তে তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির সকল পুস্তক উক্ত BwÛqvb KvDwÝj di KvjPvivj wi‡jkÝ‡K জাতির হিতার্থে দান করেন। [৪৯]

১৯৫১ সালে পার্লামেন্টে কংগ্রেসের উপনেতা নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে রামপুর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রী হন।

১৯৫৫ সালে পুনরায় সংসদে কংগ্রেসের উপনেতা নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় বৈদেশিক সুনাম অর্জনের মিশনে যোগ দেন এবং দেশের জন্য বহির্বিশ্ব থেকে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।

১৯৫৬ সালের মে-জুলাই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর নবম সাধারণ সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে গোরগাঁও থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে সরকারের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বহাল থাকেন। [৫০]

১৯৫৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির লালকেল্লা ও দিল্লি জামে মসজিদের সম্মুখস্থ উর্দু পার্কে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দু'র বার্ষিক সম্মেলনে এই অনলবর্ষী বক্তা জীবনের শেষ বক্তৃতা করেন।

মওলানা আযাদ চারবার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ছয়বার কারাবরণ করেন। রাঁচির নজরবন্দী থেকে শুরু করে জুন, ১৯৪৫ পর্যন্ত তার বন্দীজীবনের মোট দৈর্ঘ্য ৯ বছর আট মাস তথা জীবনের এক সপ্তমাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল:

১৯৩৯ সালের মার্চে দিল্লি যাওয়ার পথে এলাহাবাদ রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে হোঁচট খেয়ে মওলানা আযাদ পায়ে প্রচন্ড ব্যথায় ভূগতেছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৫৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি গোসলখানায় পা পিছলে পড়ে গেলে নিতম্বের হাড় ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাঝেমধ্যেই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। কলকাতা-দিল্লির বহু ডাক্তার তার চিকিৎসার জন্য সমবেত হয়। কিন্তু ডাক্তারদের শত চেষ্টায়ও উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। এক পর্যায়ে মওলানা সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'তোমরা আর বৃথা চেষ্টা করোনা
আমাকে আমার মওলার হাতে ছেড়ে দাও' !!!

অবশেষে ১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টা নাগাদ কালের এই মহানায়ক; ক্ষণজন্মা মনীষী মওলানা আবুল কালাম আযাদ ৬৯ বছর ৩ মাস ১১ দিন বয়সে জাতিকে শোক সাগরে ভাসিয়ে নয়াদিল্লিতে ইন্তেকাল করেন। [৫১]

আযাদের মৃত্যুকালে তার একান্ত বন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু মওলানার শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন। মওলানার জীবনের শেষ বাক্য ছিল:

জওহার! খোদা হাফেজ...

মুহূর্তে মওলানার মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লাখো জনতা মওলানাকে একনজর দেখার জন্য তাঁর বাসভবনে ভিড় করে। ভিড় সামলাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বাড়ির পাঁচিলে উঠে জনতাকে সম্বোধন করে ধৈর্য্য ধরতে ও শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন জানালে পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হয়।

দিল্লির মওলানা আহমদ সাঈদের ইমামতিতে জানাযা শেষে মওলানা আযাদকে তার তার প্রিয় ময়দান দিল্লি জামে মসজিদের সম্মুখস্থ উদ্যানে সমাহিত করা হয়। মওলানার মরদেহ বহনকারী গাড়ি কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মহাসড়কের দু'ধারে লাখো জনতা অশ্রুসজল নয়নে তাদের প্রিয় মানুষটিকে শেষবারের মত দেখতে সারিবদ্ধ হয়। মওলানার মরদেহ একে একে সকল ধর্ম-বর্ণের সুহৃদ বহন করেছেন।

মওলানার পাশে ভারত:

অন্তর্বর্তী সরকার এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই মওলানা আযাদ দেশ চালনায় গুরুত্বপূর্ণ একাধিক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি যেমন দেশের প্রয়োজনে জীবন বাজী রেখেছেন। তেমনি তার স্বদেশভূমিও সময়মতো তার ত্যাগের স্বীকৃতি তাঁকে দিয়েছে। তিনি তার স্বজাতির সেবা করেছেন। যদি কংগ্রেসের ভেতরকার সাম্প্রদায়িক লবিটা তাকে ক্লেশে না ফেলতো; তাহলে আরো সেবা করতে পারতেন। মওলানার হাতে দেশ আরো এগিয়ে যেতো বলে আমাদের বিশ্বাস। তারপরও তিনি যা করেছেন তা তাঁকে অমর করে রাখবে।

দেশ ও জাতির জন্য মওলানা আযাদের এই অপরিসীম ভালোবাসা ও ত্যাগ বিশেষতঃ সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯৯২ সালে

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদকে (মরণোত্তর) ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব ÔfviZiZÕ পদকে ভূষিত করেছে। সদ্য স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন ও প্রসারে মওলানার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার আজো মওলানার জন্মদিন **১১** নভেম্বরকে ভারতের জাতীয় শিক্ষা দিবস পালন করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও জাতিসেবায় মওলানার অবদান মূল্যায়ণ করে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু বলেন,

> 'কংগ্রেস তথা ভারতের ইতিহাসে এমন লোক বিরল, যাঁরা কংগ্রেসের পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত তৈরি ও সংশোধনের ব্যাপারে মওলানার শক্তিশালী হাত কতখানি প্রাধান্য নিয়ে সক্রিয় ছিল, তা জানে না। কংগ্রেস সভাপতি কিংবা ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ সদস্য-যে কোন অবস্থাতেই তিনি মূলত কংগ্রেসের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন।' [৫২]

তথ্যসূত্র:

০১. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv: 2q LÛ (নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ. ২৭৯
০২. মুহাম্মদ তোফায়েল, bKk: AvcweZx msL¨v (লাহোর: এদারায়ে ফুরূগে উর্দু, ১৯৪৬), পৃ. ১৮৩৫- ১৮৫০
০৩. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvšÍ‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৯
০৪. সম্পাদনা পরিষদ, i¦‡n Av'e: gI jvbv Avej Kvjvg Avhv' b¤i (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ. ১৪০-১৪২
০৫. আবুল ফজল, wbewPZ ceÜ msKjb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৬০
০৬. সম্পাদনা পরিষদ, i¦‡n Av'e: gI jvbv Avej Kvjvg Avhv' msL¨v, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ. ৫৮
০৭. সম্পাদনা পরিষদ, i¦‡n Av'e: gI jvbv Avej Kvjvg Avhv' msL¨v, প্রাগুক্ত, পৃ . ১৪০-১৪১
০৮. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv' (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯৯
০৯. মওলানা জিয়াউল হাসান ফারুকী, gI jvbv Avej Kvjvg Avhv': bhi I wdKi Kx Pv›' wRnv‡Z (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১), পৃ. ৪৬
১০. শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, gI jvbv Avej Kvjvg Avhv'‡K cvm‡cvU Kv Lwdqv dvBj (নয়াদিল্লি: আনজুমানে তারাক্কী উর্দু, ১৯৮৭), পৃ. ১১-১২
১১. শেখ আজিবুল হক, gvI jvbv Avej Kvjvg AvRv'(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ৩৮
১২. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvšÍ‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৮১
১৩. সম্পাদনা পরিষদ, i¦‡n Av'e: gI jvbv Avej Kvjvg Avhv' msL¨v (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ . ৫৫
১৪. আবদুর রাকিব, msMvgx bvqK gvI jvbv Avej Kvjvg AvRv'(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স,২০১৩), পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আল কুরআন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫২ তম সংস্করণ, ২০১৭), miv bn, আয়াত: ১
১৬. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০ -ভূমিকাংশ
১৭. ড. মুশতাক আহমদ, kvqLj Bmjvg ûmvqb Avng‘ gv‘vbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ১৬২
১৮. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ. ২৫৩-৫৪
১৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০১
২০. রশিদুদ্দন খান, Avej Kvjvg Avhv‘: GK nvgwMi kLwQq¨vZ (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ. ১৭৮
২১. শফিক আহমেদ, gIjvbv AvRv‡‘i ‘wó‡Z cwK¯Ívb (বঙ্গানুবাদ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০), পৃ. ৭
২২. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ২৫৬
২৩. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ msL¨v (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ . ৫৫-৬৭
২৪. আবুল ফজল, wbewPZ ceÜ msKjb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৬০
২৫. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২০১
২৬. উইলিয়াম হান্টার, w‘ BwÛqvb gmjgvbûm (বঙ্গানুবাদ), (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬), পৃ. ১০০-১০১
২৭. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvšÍ‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৯
২৮. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg,(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান,২০০৩),পৃ. ১৬৫
২৯. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg, cv¸³, পৃ. ২১৫
৩০. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৩৭১
৩১. ড. শফিক আহমদ, gIjvbv †Mvjvg ivmj †g‡ni: nvqvZ AvIi Kvibv‡g (লাহোর: মজলিসে তারাক্কী আদব, ১৯৮৮) পৃ. ৪০-৪২
৩২. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল, ২০০৩), পৃ.১৭১
৩৩. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg, cv¸³, পৃ. ১৭২
৩৪. যশোবন্ত সিং, wRbv fviZ †‘kfvM ¯vaxbZv (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার প্রা: লি:, ২০০৯), পৃ. ১৯৯
৩৫. শামসুল হক শায়দাই, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ : mvg cvi‡mvbvj wMøgc‡mm (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৬৯
৩৬. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvûm gIjvbv; 2q LÛ (নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ. ২৯১
৩৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮৩
৩৮. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ-wmqvmvZ-cqMvg, cv¸³, পৃ. ১৭৯-১৮০
৩৯. মুহাম্মদ তোফায়েল, bKk: AvcwZx msL¨v (লাহোর: এদারায়ে ফুরূগে উর্দু, ১৯৪৬), পৃ. ১৮৪৯
৪০. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ১৪৮
৪১. ড. মুশতাক আহমদ, kvqLj Bmjvg ûmvqb Avng‘ gv‘vbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ২৭৪
৪২. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ msL¨v (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ. ১১২
৪৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৪৩
৪৪. ড. মুশতাক আহমদ, kvqLj Bmjvg ûmvqb Avng‘ gv‘vbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ২৭০
৪৫. আবদুর রাকিব, msMvgx bvqK gvIjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স,২০১৩), পৃ. ১০৮
৪৬. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ১৮৫
৪৭. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, cv¸³, পৃ. ১৮৭
৪৮. বল্মিকীপ্রসাদ সিং, fviZ wewPÎv-b‡f¤i-wW‡m¤i 2012 msL¨v, পৃ. ৩৪
৪৯. রেজোয়ান কায়সার, †iwmmwUs K‡jvwbqwjRg GÛ KwgDbvj cwjwU·: gIjvbv Avhv‘ GÛ w‘ †gwKs Ae w‘ BwÛqvb †bkb (নয়াদিল্লি: মনোহর পাবলিশার এন্ড ডিস্ট্রিবিউটরস, ২০১১), পৃ. ৩২৫
৫০. আব্দুর রশিদ আরশাদ, wem e‡o gmjgvb (লাহোর: মাকতাবায়ে রশিদিয়া লিমিটেড, ১৯৭০), পৃ. ৭৮০
৫১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৫২. আবদুর রাকিব, msMvgx bvqK gvIjvbv Avej Kvjvg AvRv' (কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স,২০১৩), পৃ. ১৪১

গ. অনুচ্ছেদ

গ্রন্থ রচনায় মওলানা আযাদ

মওলানা আযাদ ছিলেন এক পুরোদস্তুর সাহিত্যিক এবং একজন দক্ষ উর্দু সাহিত্যিক। তার ক্ষুরধার লেখনি এবং উপস্থাপন ভঙ্গি মানুষকে বিমোহিত করে কাছে টেনেছে। তার লেখায় যাদুর মিশ্রণ পাওয়া যায়। তিনি যেমনি ছিলেন বক্তা হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বি তেমনি ছিলেন লেখনি জগতের এক সম্রাট; এক শক্তিমান লেখক। বিশেষ করে প্রবন্ধ লেখার জগতে মওলানা আযাদকে সমকালে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণাও করা যায় না। প্রসিদ্ধ লেখক ও কবি হাসরত মোহানী এক পর্যায়ে বলেছেন,

جب سے دیکھی ابو الکلام کی نثر
کلام حسرت میں کچھ مزا نہ رہا۔ [1]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আবুল কালাম আযাদের গদ্য দেখার পর থেকে হাসরত মোহানীর
পদ্য-কবিতায় আগের মতো আর স্বাদ-আকর্ষণ অনুভূত হয় না।

আযাদ ছিলেন একজন চিন্তাশীল লেখক; দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তার লেখা এবং বক্তৃতায় প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাইতো সমকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান ঘরানার অন্যতম বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মওলানা আলতাফ হোসাইন হালী ১৯০৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্‌জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে আযাদকে প্রথম দেখাতেই বলেছিলেন, 'যুবকের কাঁধে বৃদ্ধের (প্রজ্ঞাপূর্ণ) মাথা'।

আযাদের লেখা একদিকে ক্ষুরধার অন্যদিকে অর্থপূর্ণ; একদিকে ভাবগম্ভীর অন্যদিকে আকর্ষণীয়। এতে আছে সাহিত্যের স্বাদ; আছে চিন্তার খোরাক। তাইতো জাতির ক্রান্তিলগ্নে মওলানা আযাদের লেখা ও বক্তৃতা জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনে পথ নির্দেশ করেছে। জাগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণা; দিয়েছে মনের খোরাক, যুগিয়েছে পরিতৃপ্তি।

আযাদ কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্-ইসলামি আইন, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, মুসলিম দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরেছেন।

সাহিত্যের অনেকগুলি শাখায় রয়েছে তার সরব পদচারণা। যেমনঃ প্রবন্ধ, তফসির সাহিত্য, পত্রসাহিত্য, সাংবাদিকতা, আত্মজীবনী, কাহিনী, কাব্য, বক্তৃতামালা, সিরাত সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, ভ্রমনবৃত্তান্ত, অনুবাদকর্ম ও শোকগাঁথা ইত্যাদি।

মওলানা আযাদের গ্রন্থগুলির একাধিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে; পুস্তকগুলো পাঠকপ্রিয় হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলো মওলানার কিতাবগুলোর মুদ্রণ-পুন:মুদ্রণে হাত দিয়েছে। তাই আযাদের গ্রন্থসমূহের সকল সংস্করণ ও মুদ্রণ একত্রিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে প্রত্যেক গ্রন্থের অন্তত একটি কপির বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা ক্রমানুসারে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মওলানা আযাদের রচিত গ্রন্থসমূহ ও প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা

তফসির সাহিত্য

ترجمان القرآن :

এই ترجمان القرآن মওলানা আবুল কালাম আযাদের অনুবাদ ও তফসির সাহিত্যের অংশ। এটি মোট তিন খন্ডে বিভক্ত। তফসির গ্রন্থটি কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে মাকতাবায়ে সায়িদ; নাজিমাবাদ, করাচি অন্যতম। তারা এটি প্রকাশ করলেও প্রকাশকাল উল্লেখিত হয়নি। শুধু মওলানার ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সালের একটি ভূমিকা এতে সংযুক্ত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এর ১ম ও ২য় খন্ড রক্ষিত আছে। এদের মুদ্রিত গ্রন্থ তফসির গ্রন্থের অবয়ব পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম খন্ড:

১ম খন্ড ১৯৩১ খৃস্টাব্দে মওলানা আযাদ জেলে থাকাকালীন প্রকাশিত হয়েছে। এই খন্ডটি ৫০৫ পৃষ্ঠাব্যাপি। এতে লেখকের নাম আবুল কালাম আহমদ লেখা রয়েছে। প্রথম খন্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আন'আম পর্যন্ত তফসির লিপিবদ্ধ আছে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে সূরা ফাতিহার ওপর রচিত বিশদ তফসির অংশ।

মওলানা আযাদ ৫৫ থেকে ২৫৪ পর্যন্ত প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপি শুধু সূরা ফাতিহার তফসির লিখেছেন; সূরা ফাতিহার ওপর এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্যান্য তফসির গ্রন্থে বিরল।

ترجمان القرآن লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মওলানা আযাদ লিখেন, Avj wnjvj ও Avj evjv‡M খন্ড খন্ড আকারে কুরআনের তফসির প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকের মধ্যে তফসির বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ জন্মে। পাঠকেরা মওলানাকে পীড়াপীড়ি করলে মওলানা আযাদ ১৯১৮ সালে নজরবন্দী থাকাকালীন সেখানে বসেই ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তফসির লেখা শুরু করেন। প্রথমবারের লেখা তাফসিরের পান্ডুলিপি কলকাতা পুলিশ মওলানার বাসা তল্লাশির সময়ে নষ্ট করে ফেলে। তারপরও মওলানা কুরআনের খাতিরে দ্বিতীয়বার তফসির লেখায় হাত দেন। এই লেখনি দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে মওলানা তার তফসিরের ভূমিকায় লিখেন,

> "আল কুরআন এর উদ্দেশ্য বুঝা ও জানার জন্য এমন একখানা পুস্তক প্রস্তুত হোক যাতে তফসির কিতাবের ন্যায় বিস্তারিত বর্ণনা না থাকলেও কুরআন বুঝার জন্য যা কিছু দরকার তার সবকিছুই থাকবে।"

মওলানা আযাদ প্রতিষ্ঠিত নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত ترجمان القرآن এর একটি প্রকাশনা পাওয়া যায়। এটি ৫৫৪ পৃষ্ঠাব্যাপি। এতে শুধু সূরা ফাতিহার তফসির আলোচিত ও সংকলিত হয়েছে।

অতিরিক্ত হিসেবে এতে স্বাধীন ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হুসাইনের লিখিত একটি ভূমিকা এবং শেষাংশে মৌলবী আজমল খান কর্তৃক একটি পরিশিষ্ট যুক্ত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬৪ সালের প্রথম খন্ডটি পাওয়া গেলেও এই প্রতিষ্ঠান তারজুমানের মোট চারটি খন্ড প্রকাশ করেছে বলে মত দিয়েছেন বিশিষ্ট আযাদ গবেষক প্রফেসর সাইদা সাইদাইন হামীদ।

তার মতে- ২য় খন্ডটি ১৯৬৬ সালে, ৩য় খন্ডটি ১৯৬৮ সালে এবং ৪র্থ খন্ডটি ১৯৭০ সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এভাবে মওলানা কর্তৃক পূর্ণ কুরআনের তফসির প্রকাশে সক্ষম হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

মওলানা আযাদের ترجمان القرآن এর ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। সাইয়্যেদ আবদুল লতিফ কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে ২টি ভলিউমে বোম্বের এশিয়া পাবলিশিং হাউজ থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

মওলানা আযাদের তফসিরের একটি বৈশিষ্ট হলো: তিনি আল কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন অন্য আয়াত দ্বারা। নিজ থেকে কোনো মনগড়া বিষয় তিনি লিখেননি। সুতরাং তিনি যা লিখেছেন তা এই কারণে নির্ভরযোগ্য বলেই ধরে নেয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও আযাদ তার প্রতিহিংসুকদের থেকে 'মনগড়া তফসির' করার অপবাদ থেকে রেহাই পাননি।

দ্বিতীয় খন্ড:

২য় খন্ডটিও করাচির মাকতাবায়ে সায়িদ তফসির গ্রন্থের অবয়বে প্রকাশ করেছে। এতেও তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। আল কুরআন শ্বাসত;-তার প্রকাশকাল উল্লেখ করার দরকার হয় না। খন্ডটি ৫৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপি। এতে সূরা 'আরাফ থেকে সূরা মুমিনুন পর্যন্ত তফসির লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতেও লেখকের নাম আবুল কালাম আহমদ লেখা রয়েছে। আর গ্রন্থের নাম ترجمان القرآن বা উর্দু ভাষায় কুরআনে হাকিমের উদ্দেশ্য-পাশাপাশি কুরআনের জরুরি ব্যাখ্যা ও আলোচনা সংযোজিত হয়েছে।

باقيات ترجمان القرآن:

এই গ্রন্থখানা মওলানা আবুল কালাম আযাদের অনুবাদ বা তফসির সাহিত্যের অংশবিশেষ। এটি উর্দুতে লিখিত। মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রথমবার ১৯৬১ সালে মওলানার মৃত্যুর পরে লাহোরের গোলাম আলি এন্ড সন্স এর উদ্যোগে 'ইলমী প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

মওলানা আযাদের অনুবাদকৃত ترجمان القرآن ১ম ও ২য় খন্ডের পরে এটি অবশিষ্ট ১২(বারো) পারা নিয়ে ৩য় খন্ড আকারে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যস্ততার দরুন তা আর হয়ে ওঠেনি। জীবদ্দশায় মওলানা প্রথম দু' খন্ডের ব্যাখ্যা ও আলোচনা প্রুফ দেখে সম্পন্ন করেছেন কিন্তু অবশিষ্ট ১২ (বারো) পারা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

আযাদের ইন্তেকালের পরে তাঁর একান্ত অনুসারী মওলানা গোলাম রাসূল মেহের এই লেখাগুলো একত্রিত করে তা باقيات ترجمان القرآن নামে প্রকাশ করেন। এর টীকা-টিপ্পনীও মওলানা আযাদের লেখা।

তবে দু' একটি পাদটীকা অবশ্য মওলানা মেহের এতে সংযোজন করেছেন। আর ৬০ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা এবং ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপি একটি মুখবন্ধ মেহেরের ব্যক্তিগত সংযোজন। অত:পর মূলগ্রন্থ ১১০ পৃষ্ঠাব্যাপি।

ewKqv‡Z ZviRgvbj KiAvb-এ মোট ৭৬ টি সূরার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূরাগুলো হলো: সূরা নূর, শু'আরা, 'আন্কাবুত, শুরা, নাজ্ম, হাশর, কেয়ামাত, আলাম নাশরাহ্, ফীল, ফুরকান, নাম্ল, আহ্যাব, ফাতাহ, আর রাহমান, মুনাফিকুন, আবাসা, আছর এবং সূরা ইখলাছ ইত্যাদি। [২]

ترجمان القرآن মওলানার বিখ্যাত তফসির গ্রন্থ। তারজুমান সম্পর্কে মওলানা আযাদ ১৯১৫ সালের ২৬ শে নভেম্বর সাপ্তাহিক Avj evjv‡Mi ২য় সংখ্যায় লিখেন,

> শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এক শতাব্দীকাল আগে ফারসিতে আল কুরআনের অনুবাদ লিখেছেন। অত:পর তদীয় সন্তান ও অনুসারী মওলানা শাহ্ রফিউদ্দীন ও শাহ্ আবদুল কাদির উর্দুতে তরজমা লিখেছেন। এর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও উক্ত ভিত্তির

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণতা দানের তাওফিক ও মর্যাদা আল্লাহ পাক Avj wnjvj সম্পাদক (আযাদ)কে দিয়েছেন। তাই ZviRgvbj KiAvb শাহ্ ওয়ালিউল্লাহী ধারাবাহিকতার অংশ। [৩]

সিরাত সাহিত্য

رسول رحمت:

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের ওপর মওলানা আবুল কালাম আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত প্রবন্ধের সংকলন ivm‡j ingZ। এই পুস্তকখানা মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৮২ সালে দিল্লির ই'তিকাদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামের নবী, রহমতের নবী এবং বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারী নবী হযরত রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সিরাতের ওপর বিভিন্ন আঙ্গিকে মওলানা আযাদ বিভিন্ন সময়ে তথ্যবহুল নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। এই খন্ডটি মূলত: তার একটি সংকলন।

رسول عربی:

ivm‡j Avivwe গ্রন্থখানা মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। লাহোরের মাকতাবা-এ 'আজমাত এটি প্রকাশ করেছে। তবে এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ্য ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্য, সামাজিক আচার আচরণ এবং সর্বোপরি তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এই পুস্তকে অতি যত্ন ও মহব্বত সহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

ذکریٰ:

wRKiv নামক মওলানা আযাদের উর্দু এই গ্রন্থটি ১৯২৫ সালে লিখিত। তবে এর প্রকাশিত কপি অত্যন্ত দুর্লভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে এর একটি কপি রক্ষিত আছে। আলিগড়ের শিরকতে আদাবিয়্যা লাইব্রেরি এটি প্রকাশ করেছে। প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। গ্রন্থটি আকারে ছোটো। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৮৩।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে এবং মওলানা আযাদের ভাষায় তা প্রাণ পেয়েছে। তাছাড়াও এতে এতদসম্পর্কিত অন্যান্য কিছু প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

ولادت نبوی ؐ:

wejv'v‡Z bex মওলানা আযাদের উর্দু গ্রন্থখানা ১৯৬২ সালে দিল্লির চেয়ারম্যান বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ্য পয়গাম্বর, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বা

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ স্বরূপ। তার আনীত বাণী কেবল ইসলামের অনুসারীদের কল্যাণে নিবেদিত নয় বরং পুরো বিশ্ববাসীর উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান। তাদের দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

জীবনী সাহিত্য

India Wins Freedom :

বিশ্ব ইতিহাসে India Wins Freedom বা fviZ ¯vaxb nj গ্রন্থখানা কালজয়ী ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হওয়ার দাবি রাখে। এটি ইংরেজিতে লিখিত মওলানা আযাদের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। মওলানা আযাদের ভাষ্য এবং প্রফেসর হুমায়ুন কবিরের অনুলিখনের মাধ্যমে এ গ্রন্থটি সম্পন্ন হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। ভারতের মাদ্রাজের ওরিয়েন্ট লংম্যান নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রথম এই পুস্তকখানা প্রকাশ করে। কিন্তু তখন এর ৩০টি পৃষ্ঠা মওলানার নির্দেশনা মোতাবেক মূল গ্রন্থ থেকে আলাদা করে ভারতের জাতীয় মোহাফেজখানায় সংরক্ষণ করা হয়। অত:পর মওলানা আযাদের শত জন্মবার্ষিকী ১৯৮৮ সালে ৩০বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণ ও পূর্ণাঙ্গ ভার্সনে তা মওলানারই নির্দেশনামতো পুন:সংযোজন করা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণও মাদ্রাজের ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশ করে। এই প্রতিষ্ঠানের মাদ্রাজ ছাড়াও নয়াদিল্লি ও অন্যান্য স্থানে তাদের শাখা আছে।

এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা ও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা মওলানা আযাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে নানা চড়াই-উৎড়াইয়ের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের অভ্যুদয় এবং এর বিনির্মাণের সঠিক ইতিহাস উপন্যাসের আকারে সাহিত্য রস মিশ্রিত করে তুলে ধরেছেন। এতে তার কোনো সহকর্মীর প্রতি অবিচার তিনি করেননি। তারপরেও কারো মনে সত্যের জন্য যেন গায়ে জ্বালা না ধরে তার জন্য মওলানা নিজেই এই প্রামাণ্য পুস্তকের ৩০টি পৃষ্ঠা প্রথম প্রকাশের পরবর্তী ৩০ বছরের জন্য গ্রন্থ থেকে আলাদা করে ভারতের জাতীয় মোহাফেজখানাসহ সরকারি বিভিন্ন আর্কাইভে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। এতে তিনি স্বাধীনতা পর্বের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আর তার একান্ত সচিব প্রফেসর হুমায়ুন কবির তা ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। অত:পর তা আবার মওলানা আযাদকে দেখিয়েছেন এবং মওলানা আবার তার শুদ্ধাশুদ্ধ নিজ হাতে ঠিক করে এবং তারই দিক নির্দেশনা মতো প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের অনেক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্ক হয়েছে; এবং তা হওয়ারও কথা। কারণ এর অনেক তথ্য সে সময়ের অনেক ব্যক্তির আসল চরিত্র উন্মোচন করেছে। এজন্য অনেকে এর তথ্যের আঘাতে জর্জরিত হতে পারে; এবং তারা মওলানা আযাদের নিকটজন বটে। তাই মওলানা আযাদ ইতিহাসের এই অংশটুকু তাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত অপ্রকাশিত রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তারপরও ভারতের সঠিক ইতিহাস থেকে জাতি যেন বঞ্চিত না হয় সে দিকটি চিন্তা করে মওলানা এই ৩০পৃষ্ঠা ৩০ বছরের জন্য জাতীয় মোহাফেজখানায় সংরক্ষণ করার ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপি। এই গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত নানা বিষয়ের পাশাপাশি অখন্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা আযাদের সেই অখন্ড ভারত খন্ডিত হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কথা বলেছেন।

অখন্ড ভারতের স্বপ্নের ভিত্তি নড়বড় করে দেওয়ার মতো যুগ পরিবর্তনকারী জওহারলাল নেহেরুর সেই ভ্রমাত্মক বক্তব্যও মওলানা আযাদ এই মূল গ্রন্থে ১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠায় prelude to partition অংশে তুলে ধরেছেন এইভাবে,

> "Now happened one of those unfortunate events which change the course of history. One 10 July (1946), Jawaharlal held a press conference in Bombay in which He made an astonishing statement. some press represetatives asked him whether, whith the passing of the resolution by the AICC, the Congress had accepted the plan in to, including the composition of interim government.
>
> Jawaharlal in reply stated that Congress would enter the Constituent Assembly 'Completely unfettered by agreements and free to meet all situations as they arise'
>
> press representatives further asked if this meant that the Cabinet Mission Plan could be changed?
>
> Jawaharlal replied emphatically that the Congress had agreed only to participate in the Constituent Assembly and regarded itself free to change and modify the Cabinet Mission Plan as it thought best.
>
> Mr. Jinnah was thous not at all happy about the outcome of the negotiations with the Cabinet Mission. Jawaharlal's statement came to him as a bombshell. He immediately issued a statement that this declaration by the Congress President demanded a review of the whole situation."

বাকি ঘটনাতো ইতিহাসের পাতায় উজ্জল অক্ষরে লেখা আছে। এই পুস্তকখানা ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য এমনকি বিশ্ব ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য এক অমূল্য গ্রন্থের মর্যাদা বহন করে। মওলানা আযাদের এই গ্রন্থ পড়েনি বা নাম শোনেনি এমন ছাত্র বোধ হয় পাওয়া দুস্কর। সে কারণে মওলানা আযাদ কালজয়ী লেখকের আসনে সমাসীন হয়েছেন।

تذکرہ:

তায্কেরা-মওলানা আযাদ কর্তৃক ১৯১৬ সালে উর্দুতে লিখিত এই গ্রন্থখানি প্রথম ১৯১৯ সালে মির্জা ফজলুদ্দিন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কলকাতার আল বালাগ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আযাদের এই গ্রন্থখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এর পৃষ্ঠা সংখ্যায় কমবেশ রয়েছে। মির্জা ফজলুদ্দিন আহমদের ভাষ্যমতে, Zvh‡Kiv লিখতে মওলানা আযাদ ১৯১৬ সালের জুন থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস ব্যয় করেছেন।
মওলানা রাঁচিতে নজরবন্দী থাকাকালীন কিতাব মুতালা'আ এবং রচনায় সময় ব্যয় করেছেন। অবশেষে তৈরি হয়েছে মওলানার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মওলানা এই তাযকেরা গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন লেখক সম্মান ও প্রভূত খ্যাতি। এই গ্রন্থে মালেক রামের একটি মুখবন্ধ এবং মওলানা আযাদ কর্তৃক প্রথম সংস্করণের উপর একটি উপক্রমনিকা যুক্ত আছে।
এ পুস্তকে মওলানা আযাদ তার বংশের বিশিষ্ট পূর্ব পুরুষদের কর্মময় জীবন এবং ইসলামের জন্য তাদের অমর ত্যাগের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। মওলানা যে এক ঐতিহ্যবাহী বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এক সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারের সন্তান তা এই পুস্তক পাঠে জানা যায়। এই বংশের পূর্বপুরুষ, তাদের আল্লাহভীতি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড মওলানা আযাদ দক্ষ হাতে সবিস্তারে উপস্থাপন করেছেন। এখান থেকে মওলানার বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানা যায়। গ্রন্থটি ১৯৬০ সালে লাহোরের মেরী লাইব্রেরি এবং কিতাব মহল নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় প্রকাশ করেছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪। [৪]
অত:পর Zvh‡Kiv গ্রন্থটি বিশিষ্ট আযাদ গবেষক মালেক রাম কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রথমবার ১৯৬৮ সালে একবার প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালে এর ১০ম সংস্করণ বের হয়েছে। এই ভার্সনটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪২।
শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আযাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে মওলানার উর্দু লেখা প্রকাশনার এটি তৃতীয় পদক্ষেপ।

<u>انبیاء کرام</u>:

Awš¤qv‡q †Kivg মওলানা আযাদের লিখিত একখানা উর্দু গ্রন্থ। মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক সংকলিত এবং সম্পাদিত হয়ে এটি ১৯৭২ সালে মওলানা গোলাম রাসূল মেহেরের মৃত্যুর পরে লাহোরের জনৈক শেখ গোলাম আলি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।
এই গ্রন্থে মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত অনেক নবী-রাসূলের সা. কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মওলানা আযাদ তার উর্দু পত্রিকা সাপ্তাহিক Avj wnjvj ও Avj evjv‡M হযরত নূহ আ., হূদ আ., সালেহ আ., মূসা আ., ইউসুফ আ., এবং হযরত ঈসা আ.সহ অনেক নবী-রাসূলদের নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখতেন। প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলদের নিয়ে সিরিজ নবী কাহিনী লিখেছেন। আর তা আল হিলাল ও আল বালাগের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিল। এমনকি তারজুমানুল কুরআনের মাঝেও ছিল কিছু কাহিনী। এক পর্যায়ে সেই কাহিনীগুলোকে মওলানা গোলাম রাসূল মেহের একত্রিত করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং বইয়ের নামকরন করেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০ (তিনশত ষাট)।
কিতাবখানা অনেক আগেই সংকলন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাতে প্রায় দশ বছর লেগে যায়; অবশেষে মেহেরের মৃত্যুর পর ১৯৭২ সালে তা প্রকাশিত হয়। তিনি এক পত্রে তার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

‘Aww¤qv‡q wKivg গ্রন্থে কিছুটা নব সংযোজনের ইচ্ছা শুরুতে অবশ্য ছিল। কিন্তু সেটা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে এ যাত্রায় তা আর হয়ে উঠলো না। মওলানার প্রবন্ধগুলিই কিছু টীকা-টিপ্পনীসহ তুলে ধরা হলো। প্রত্যেকটার সাথে মুখবন্ধও লিখে দিলাম। বইটি সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার হবে এবং এই বই দু’ তিন দিনের মধ্যে প্রেসে যাবে ছাপার জন্য; ইনশাল্লাহ।’ [৫]

تاریخی شخصیتیں:

ZwiwL kLwQq¨v‡Z মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত এক মূল্যবান গ্রন্থ। এটি দিল্লির কিতাবি দুনিয়া নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে এর প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থের অন্য নাম ‘চীদাহ্ শখছিয়্যাতেঁ’ বা নির্বাচিত ব্যক্তিগণ বলেও উল্লেখ করা হয়।
মওলানা আবুল কালাম আযাদ ২৬০ পৃষ্ঠাব্যাপি এই গ্রন্থে পৃথিবীর বেশকিছু বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী তুলে ধরেছেন।
তাদের মধ্যে:

- হেকায়াতে বারক ও খারেমন: পৃষ্ঠা নং ৯-১৮
- জামালুদ্দিন আফগানি: পৃষ্ঠা নং ১৯-৩০
- রুশো: পৃষ্ঠা নং ৩১-৬৪
- নেপোলিয়ন: পৃষ্ঠা নং ৬৫-৮৬
- রুস্তম বিন রেজা: পৃষ্ঠা নং ৮৭-১০০
- মাধাত পাশা: পৃষ্ঠা নং ১০১-১৭০
- মুস্তফা ফাজিল পাশা: পৃষ্ঠা নং ১৭১-২০০
- সা’দ পাশা জগলুল: পৃষ্ঠা নং ২০১-২৩৮
- ভলটেয়ার: পৃষ্ঠা নং ২৩৯-২৬০। [৬]

عظیم شخصیتیں:

ÔAwRg kLwQq¨v‡Z পুস্তকখানা উর্দুতে লিখিত। লাহোরের ইদারায়ে তাআ’রুফ নামক লাইব্রেরি উক্ত পুস্তকটি প্রকাশ করেছে। তবে এতে প্রকাশকাল নেই।
এই গ্রন্থে মওলানা আযাদ বেশকিছু বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন এবং কর্ম তুলে ধরেছেন।

حضرت یوسفؑ:

nhiZ BDmd AvjvBwnm mvjvg নামক গ্রন্থখানা মওলানা আবুল কালাম আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। দিল্লির চমন বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত এ গ্রন্থের প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এতে মওলানা আযাদ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনী ও তার ভাইদের উত্থান-পতনের কাহিনী শিক্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য পুস্তকটি ১৯৮৭ সালে ই'তিকাদ পাবলিকেশন্স নামক প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

انسانیت موت کے دروازے پر:

‘Bbmwbq¨vZ gDZ †K ‘ilqv‡h ciÕ বা gZ¨i ‘qv‡i gvbeZv গ্রন্থটি মওলানা আযাদ উর্দুতে লিখেছেন। ১৯৫৮ সালে লাহোরের শামিম বুক ডিপো গ্রন্থটি প্রথমবার প্রকাশ করেছে। ইসলাম ধর্মের বিখ্যাত ৩৯ জন মনীষীর জীবনের শেষ মুহুর্তের বর্ণনা এ গ্রন্থে মওলানা আযাদ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের মৃত্যুকালীন অনুভূতি দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা জীবনের পরিণতি হিসেবে কীভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা মওলানা মুসলিম ভাইদের দেখিয়েছেন যে, মৃত্যু কাউকে রেহাই দেয়না; তাই মৃত্যু পথের যাত্রার জন্য ভালো প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

شہید کربلا:

knx‡‘ Kvievjv কিতাবখানা বিশ্লেষণধর্মী লেখক আবুল কালাম আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা বর্ণনামূলক গ্রন্থ। ১৯৩০ সালে বিজনোর এর কুতুবখানা bB hvš¿Íix থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন রা. এবং তার পরিবারের ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক এই গ্রন্থে।

داستان کربلا:

মওলানা আযাদের ‘v¯Ív‡b Kvievjv উর্দু গ্রন্থখানা মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সাইদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৫৬ সালে করাচির নাফিস একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়।
গ্রন্থটিতে মওলানা আযাদ কারবালার ময়দানে নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন রা. এবং তার পরিবারের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা অত্যন্ত শোকাতর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

حالات سرمد:

nvj‡Z mvigv‘ knx‘ মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা বিশিষ্ট গ্রন্থ। এটির প্রকাশকাল উল্লেখ পাওয়া যায় না। লাহোরের মালিক মোহাম্মাদিন কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়েছে।
গ্রন্থখানা বিখ্যাত সূফী-দরবেশ সারমাদ শহীদ এর জীবনী নিয়ে রচিত। এই সূফী মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব এর আমলে ভারতে বসবাস করতেন। এই দরবেশ আল্লাহর প্রেমে ডুবে আত্মবিলীন হয়ে নিজে ‘আনাল হক’ বা Awg cf বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন কিছু ধর্মোন্মাদ বাহ্যিক আলেম তার অভিব্যক্তির গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে তারা বাদশাহকে প্ররোচিত করে এই খোদাপ্রেমিক সারমাদকে ফাঁসি দেয়ার জন্য। আওরঙ্গজেবও সারমাদের বাহ্যিক রূপ বিচার করে তাকে শরীয়তের আদালতে ফাঁসির রায় কার্যকর করে। কিন্তু ফাঁসি দিয়ে গোশ্‌ত টুকরা

Dhaka University Institutional Repository

টুকরা করে আলাদা করার পরে তা থেকেও উক্ত আনাল হক ও আল্লাহর জিকির উচ্চারিত হওয়ায় মারেফাত সম্পর্কে অজ্ঞ তথাকথিত আলেমগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়; কিন্তু ততক্ষণে এই মনীষীর জীবন প্রদীপ নিভে তিনি মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন; জাতি হারায় আর একজন সত্যিকার খোদাপ্রেমিক, পৃথিবী হারায় তার রত্নমানিক। এই হৃদয়বিদারক ও শিক্ষামূলক কাহিনীকে অবলম্বন করে মওলানা আযাদ এই গ্রন্থখানা রচনা করেন।
এই পুস্তকখানা অবশ্য তানবীর পাবলিশার কর্তৃক লখনৌতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

ذوالقرنين:

RjKvibvBb গ্রন্থটি মওলানা আবুল কালাম আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। এটি লাহোরের শামিম বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখিত হয়নি।
মওলানা আযাদ কর্তৃক তার বিখ্যাত তফসির গ্রন্থ ترجمان القرآن এর অন্তর্গত সূরা আল কাহ্‌ফে বর্ণিত জুলকারনাইনের ঘটনার সারঘটনা এটি।
এতে মওলানা মুসলমানকে দেখিয়েছেন যে, জুলকারনাইন একজন পৃথিবীময় শাসক এবং একজন ভালো-ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তার সময়কালে তার সাম্রাজ্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে ব্যাপ্তি লাভ করে। অর্থাৎ তিনি পুরো পৃথিবী জুড়ে তার শাসন কায়েম করেন। প্রজারা বেশ নিরাপদে তার রাজ্যে বাস করতো; শান্তিতে তারা জীবন চালাচ্ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে তার রাজ্যে হারুত-মারুতের আক্রমণ শুরু হলে তিনি নিজ প্রজাকূলকে হিংস্র হারুত-মারুতের অত্যাচার ও আক্রমণ থেকে রক্ষায় সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ও সম্রাট হিসেবে তিনি ন্যায়বিচারের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নেন এবং ইতিহাসে অমরতত্ব অর্জন করেন।

اصحاب كهف:

Avmnv‡e Kvnvd মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা গ্রন্থ। দিল্লির সিতারা এ হিন্দ বুক ডিপো থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে। তবে এতে এর প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
আল কুরআনে বর্ণিত আসহাফে কাহাফের ঐতিহাসিক কাহিনী এতে মওলানা আযাদ তার নিজস্ব অথচ আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বক্তৃতামালা

قول فيصل:

কলকাতার আল বালাগ প্রেস থেকে ১৯২২ সালে উর্দুতে মুদ্রিত ‘قول فيصل’ বা PovšÍ K_v গ্রন্থখানি মূলত: আযাদের এক ঐতিহাসিক ভাষণের লিখিত রূপ। ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মওলানা আযাদকে অসহযোগ আন্দোলন ও বয়কটের অপরাধে গ্রেফতার করে বিচারে এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। জনসভা ও জনসম্মুখে বক্তৃতার ওপর ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মওলানা আযাদ ১৯২২ সালের ২৪শে জানুয়ারি ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন

Dhaka University Institutional Repository

করে যে প্রকাশ্য বিবৃতি দেন দেন; পুস্তিকাটি তার লিখিত রূপ। এতে তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন সময়কালে সরকারের নানা অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতীয় নেতৃবৃন্দকে জেলে রাখা হয়েছে। এমনকি মওলানা আযাদকেও দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখা হয়েছে। এ বিষয়গুলি উল্লেখ করে আযাদ যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও জ্বালাময়ী বিবৃতি দেন তাই ১৯২২ সালে পুস্তক আকারে Kv‡j dvqmvj নামে প্রকাশিত হয়। লাহোরের মদিনা প্রেস থেকেও এই গ্রন্থটি একবার মুদ্রিত হয়েছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৭। [৭]

آزاد کی تقریریں:

আনোয়ার আরিফ কর্তৃক সম্পাদিত Avhv‘ Kx ZvKix‡i নামক গ্রন্থখানা উর্দুতে লিখিত এবং দিল্লির আদাবী দুনিয়া নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।
অবশ্য করাচির মা-হাওল থেকেও এই গ্রন্থখানা ১৯৬১ সালে একবার প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪।
মওলানা আযাদ নানা উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে যে বক্তৃতা করেছেন এটি তার একটি সংকলিত রূপ।

مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب :

gvmAvjv‡q †LjvdZ AvIi RwhivZj Avie পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। ১৯২০ সালে কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটি মুম্বাই থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ১৯২০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মওলানা আবুল কালাম আযাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত সম্মেলনে যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন তার সংকলিত রূপ এটি।
এই গ্রন্থে মওলানা আযাদ কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বদেশবাসীকে খেলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহবান জানান। মওলানার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে সাড়া দিয়ে দেশবাসী সেদিন খেলাফত মাঠে নেমে যে ত্যাগ-তিতীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এই সুযোগে আযাদ মানব হৃদয়ে যে জায়গা করে নিয়েছেন তার পরিচয় মিলে আযাদের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে। [৮]

خطبات آزاد:

মওলানা আবুল কালাম আযাদ এই উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আলেম এবং একজন শ্রেষ্ঠ্য বাগ্মী। কেউ কেউ তাঁকে একজন বিশ্বসেরা বক্তা বলতেও দ্বিধা করেন না। তার অন্যতম কারণ; মওলানার বক্তব্য শুনলে তার একান্ত শত্রুও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। তাকে তো বাগ্মিতার বাদশাহ বলা হতো। সুতরাং মওলানা আযাদের রয়েছে বক্তৃতাসমগ্র এবং তাও আবার একাধিক; যাকে LZev‡Z Avhv‘ বলা হয়। এগুলো তার সংকলকের ভিন্নতার দরুন একাধিক কপিতে বিভক্ত হয়েছে। যথা:

★ خطبات ابوالکلام آزاد:

Dhaka University Institutional Repository

এই সংকলনটি শোরিশ কাশ্মিরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে লাহোরের আল মানার একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখিত হয়নি।

এই সংকলনে মওলানা আবুল কালাম আযাদের নিম্নোক্ত ভাষণ সংকলিত হয়েছে, যথা:

১। ১৯১৪ সালে কলকাতায় প্রদত্ত ভাষণ

২। আগ্রায় প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

৩+৪। লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তুল 'উলামা এ হিন্দ এর অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

৫। ১৯২০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সম্মেলনে মওলানা প্রদত্ত ভাষণ

৬। ১৯২১ সালে শাহাদাতে হুসাইন উপলক্ষে কলকাতার সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

৭। ১৯২৩ সালে দিল্লিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

৮। ১৯২৫ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান খেলাফত কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ

৯। ১৯৪০ সালে রামগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

★ خطبات آزاد:

LZev‡Z Avhv' মওলানা আযাদ লিখিত একখানা উর্দু ভাষণ সংকলন। এটির সম্পাদনা করেছেন শোরিশ কাশ্মিরী। ১৯৫৯ সালে দিল্লির উর্দু কিতাবঘর এটি প্রকাশ করেছে।

অবশ্য এর আগেও ১৯৪৪ সালে লাহোরের মাকতাবায়ে শে'র ও আদব এটিকে একবার প্রকাশ করেছিল।

এতে মওলানার নিম্নলিখিত অভিভাষণ সংকলিত হয়েছে।

১। ইত্তেহাদে ইসলাম (২৭ অক্টোবর, ১৯২১ খৃ.), পৃ. ২-৫

২। মজলিসে খেলাফত-আগ্রা (২৫ অক্টোবর, ১৯২১ খৃ.), পৃ. ২৮-৫৪

৩। বেঙ্গল খেলাফত কনফারেন্স (২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০), পৃ. ৫৫-১০৬

৪। জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ-লাহোর (১৮ নভেম্বর, ১৯২১ খৃ.), পৃ. ১০৭-১২৩

৫। এজলাসে অল ইন্ডিয়া খেলাফত কনফারেন্স-কানপুর (২৯ ডিসেম্বর,১৯২৫),পৃ.১৭২-১৯২

★ خطبات آزاد:

এ গ্রন্থটি উর্দুতে লিখিত। মওলানা আযাদ এর ভাষণ সম্বলিত এই সংকলনটি বিশিষ্ট আযাদ গবেষক মালেক রাম কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এতে মওলানা আযাদের কিছু ভাষণ এবং সম্বোধন সংকলিত হয়েছে।

★ خطبات آزاد:

LZev‡Z Avhv' নামক মওলানা আযাদের ভাষণ সম্বলিত এই সংকলনটি নাসরুল্লাহ খান আজিজ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে লাহোরের আদাবিস্তান নামক প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

গ্রন্থটিতে মওলানা আযাদের নিম্নোক্ত ভাষণসমূহ স্থান পেয়েছে।

১। নাসরুল্লাহ খান আজিজ লিখিত একটি ভূমিকা, পৃ. ৪-৮

২। ১৯১৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে ইত্তেহাদে ইসলামির

Dhaka University Institutional Repository

ওপর মওলানা প্রদত্ত ভাষণ, পৃ. ৯-৩৫

৩। ১৯২১ সালের ২৫ শে অক্টোবর আগ্রায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আযাদ কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ৩৬-৬৮

৪। ১৯২১ সালের ১৮-২০ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ এর সেশনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন। সেখানে মওলানা প্রদত্ত খুতবায়ে তাহরিরি, পৃ. ৬৯-১৪৯

৫। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, পৃ. ১৫০-২১০

৬। শাহাদাতে হুসাইন, পৃ. ২১১-২৪৫

৭। ১৯২৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন এবং সেখানে প্রদত্ত মওলানা আযাদ কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ২৪৬-৩০৭

৮। ১৯২০ সালের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি মওলানা আযাদ বাংলা প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সভাপতি হিসেবে জনগণকে সরকারের সাথে অসহযোগের আহবান জানান। সেই ভাষণের লিখিত রূপ, পৃ. ৩০৮-৩২৪

৯। ১৯২৫ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া খেলাফত কমিটির সম্মেলনে মওলানা আযাদ কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ৩২৫-৩৩০

১০। ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে মওলানা আযাদ কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ৩৩১-৩৬৮

জাতির দুর্দিনে মওলানা আযাদ তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে মানুষ ও মানবতার উপকার করেছেন। মওলানা আযাদ তাই যথার্থই মানবতার এক কান্ডারী ও দূরদর্শী বক্তা। বক্তা হিসেবে আযাদ এক বিশ্বময়ী প্রতিভা; এতে সন্দেহ নেই। আর তার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য পথনির্দেশক।

خطبات صدارت تقریری:

১৯২১ সালের ১৮-২০ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ এর সেশনে মওলানা আয়াদ সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে মওলানা আবুল কালাম আযাদ জাতির উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তা এই গ্রন্থে উর্দু ভাষায় গ্রন্থিত হয়েছে।

ভাষণটি পুস্তিকা আকারে দিল্লি হিন্দুস্তানি প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রকাশ করে। তবে এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। পুস্তিকাটি ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপি।

بائیکٹ:

eqKU মওলানা আযাদের একটি পুস্তিকা। এটি উর্দুতে লিখিত এবং ১৯২১ সালে মীরাটের কওমি দারুল এশা'আত কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

এই পুস্তিকায় মওলানা আযাদ কংগ্রেসের সমরূপ হয়ে গান্ধিজীর আহুত বয়কটে সমর্থন দিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

صدائے حق:

Dhaka University Institutional Repository

Q‘v‡q nK বা আমর বিল মারুফ উর্দুতে লিখিত একখানা গ্রন্থ। এটি মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত এবং মাসুদ উল হাসান উসমানি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে দিল্লির হালি পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এতে প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এটি মওলানার বক্তৃতার একটি কালেকশন। ধর্মের আলোকে জীবনের উদ্দেশ্য এবং জীবনের মূল্যবোধের ওপর তিনি বিভিন্ন সময়ে যে ভাষণ দিয়েছেন তা-ই এতে সংকলিত হয়েছে।

পত্র সাহিত্য

غبار خاطر:

¸ev‡i LwZi মওলানার একখানি কালজয়ী গ্রন্থ। পুস্তকখানি উর্দুতে লিখিত। বিশিষ্ট আযাদ গবেষক শ্রদ্ধেয় মালেক রাম এই পুস্তকখানি সম্পাদনা করেন এবং নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক ১৯৬৭ সালে তা প্রকাশিত হয়।
এটি মওলানা আযাদের লিখিত একটি পত্র সংকলন। আযাদ ১৯৪২ এর আগস্ট থেকে ১৯৪৫ সালের জুন পর্যন্ত আহমদনগর দুর্গে রাজনৈতিক বন্দী থাকাকালীন আলিগড় জেলার ভেকমপুরের নওয়াব ছদর ইয়ার জঙ্গ মওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানিকে লিখিত পত্রাবলী এতে সংকলিত হয়েছে। পত্রগুলো মওলানা শেরওয়ানিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত হলেও তাকে তখন পাঠানো হয়নি এবং পাঠানোর কোনো উদ্দেশ্যও ছিলনা। কেননা জেল থেকে কয়েদিরা কারো নিকট পত্র পাঠাতে পারেনা। তাই সকল পত্র একটি ফাইলে জমা করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১৫ জুন মুক্তি পাওয়ার পরেও তা তার প্রাপকের নিকট পৌঁছানো যায়নি। কেননা ততদিনে মওলানা শেরওয়ানি ইহজগত ত্যাগ করেছেন। অত:পর পত্রগুলো ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

মওলানা শেরওয়ানির সাথে মওলানা আযাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সেই ১৯০৬ সাল থেকে উভয়ের মধ্যে কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কিত নিষ্ঠাপূর্ণ এক মধুর সম্পর্ক প্রায় ৪০ বছর স্থায়ী ছিল। যদিও উভয়ের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন ছিল। মওলানা আযাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিখ্যাত নেতা। অথচ মওলানা শেরওয়ানি তার ধারে কাছেও নেই; তথাপি উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কে এর জন্য কখনো চির ধরেনি। বরং সবচেয়ে বেশি বিপদের দিনে মওলানা আযাদ তাঁর বন্ধুবর মওলানা শেরওয়ানিকেই বেশি স্বরণ করেছেন এবং শেরওয়ানিও বরবাবরই মওলানার পাশে দাড়াতেন। এজন্যই জেলখানায় থেকে আযাদ শেরওয়ানিকেই পত্র লিখেছেন। এভাবে তৈরী হয়েছে উর্দু পত্র সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার। পত্রগুলো তার প্রাপক পর্যন্ত না পৌছলেও এটা যে উর্দু সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
অবশ্য এই পত্রগুলি মদনলাল জেইন কর্তৃক হিন্দিতে অনুদিত হয়ে তা ১৯৫৯ সালে দিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। [৯]

Dhaka University Institutional Repository

¸ev‡i LwZi মূল গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এই গ্রন্থটি প্রথমবার ১৯৫৪ সালে একবার প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি লাহোরের মাকতাবায়ে মেরি লাইব্রেরি থেকেও একবার প্রকাশিত হয়েছে। এর ২য় সংস্করণ ১৯৬২ সালে বের হয়। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৪।
পত্র সাহিত্যের বিচারে এই গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এতে মওলানা গল্পের আকারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও ব্যক্তিগত অনেক বিষয় নিপূণ হাতে তুলে ধরেছেন। যেমনঃ পত্রের মাধ্যমে মওলানার লেখা 'চিড়িয়া কাহিনী' ও 'চায়না জেসমিন গ্রীন চা' সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠককে চমৎকৃত করবে।

كاروان خيال:

উর্দুতে লিখিত মওলানা আযাদের ÔKvi Iqv‡b †Lqvj Õ গ্রন্থখানা মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ খান শেরওয়ানি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বিজনোরের মদিনা প্রেস থেকে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।
এতে মওলানা আযাদের লিখিত বেশকিছু চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে যা মওলানা আযাদ তার বন্ধুপ্রতিম নবাব সদর ইয়ার জঙ্গ হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানিকে ১৯৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বরের মধ্যকার সময়কালে লিখেছিলেন। তবে পত্রগুলি সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ বলে গ্রন্থাকারে তা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

مكاتيب ابو الكلام آزاد:

gvKvZx‡e Avej Kvjvg Avhv' নামে দু'খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।
প্রথমটি:
উর্দুতে লিখিত এবং লাহোরের আদাবিস্তান নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করে। এতে প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এই পুস্তকে মওলানা আবুল কালাম আযাদের বেশকিছু পত্র সংকলিত হয়েছে কিন্তু তা কোন্ সময়ের লেখা এ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়টি:
উর্দুতে লিখিত একখানা গ্রন্থ। এটি আবু সালমান শাহজাহানপুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৬৮ সালে করাচির উর্দু একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এতে দেখা যায়, এই পত্রগুলি ১৯০০ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত। গ্রন্থটি ৪০৮ পৃষ্ঠাব্যাপি বিশাল কলেবরের এক সংকলন।

میرا عقیدہ:

†giv ÔAvKx'v নামক গ্রন্থখানি উর্দুতে লিখিত। মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে করাচির মাকতাবায়ে মা-হাওল থেকে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে প্রথমবার

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে জনাব মেহের মওলানা আযাদের দুটি পত্র সংকলন করেছেন। যার একটি ১৯৩৬ সালের ১৫ জানুযারি মওলানা আযাদ তার বন্ধুপ্রতিম মওলানা গোলাম রাসূল মেহেরকে লিখেছেন।

অপর পত্রটি আযাদ ১৯৩৬ সালের ১৪ই মে জনাব হাকিম সা'দুল্লাহকে লিখেছেন। সংকলনটির মুখবন্ধ লিখেছেন ভারতীয় জাতীয় সংসদের মাননীয় সাবেক সদস্য জনাব কাযী আহমদ হুসাইন। গ্রন্থটি ৫৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত।

মওলানা আযাদ ভারতবাসীকে যখন স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মুসলমানদের জন্য একটি সম্মানজনক আসন রচনার জন্য চেষ্টারত। ঠিক সে মুহূর্তে ঈর্ষান্বিত একটি মহল আযাদকে ঘায়েল করার জন্য নানা অজুহাত খুঁজতেছিল। তাকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা মওলানাকে ধর্মীয়ভাবে কাবু করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে।

মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত কুরআনের বিশ্বনন্দিত তফসির গ্রন্থ ترجمان القرآن এর সূরা ফাতিহা প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিম সমাজে আযাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। আযাদের আকীদাগত বিষয়টি জনসম্মুখে চলে আসে। লোকেরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যে, মওলানা কি আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকেই ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেন? তাঁর নিকট কি রাসূলের সা. প্রতি ঈমান জরুরি নয়? ধর্মে ইবাদত বন্দেগির রেওয়াজ কি অন্তর্বর্তীকালীন?

মওলানাকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করে ও ইসলামের বিশ্বাসযোগ্য বিষয়গুলিকে তিনি স্বীকার ও তা পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এবং নিজের জীবনে তা অনুশীলনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মওলানা চিঠি আকারে দু'জনের কাছে যে দু'টি বিবৃতি দিয়েছিলেন তা-ই আযাদের মৃত্যুর পর মওলানা মেহের জাতির সামনে প্রকাশ করেন।

পরবর্তী প্রজন্ম যাতে সঠিক ইতিহাস জানতে পারে তার জন্য মওলানা মেহের জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উক্ত পত্র দু'টি পুস্তক আকারে প্রকাশ করে দুষ্ট লোকদের মিথ্যা অভিযোগ অপনোদনে প্রচেষ্টা প্রয়োগ করেন।

ملفوظات آزاد:

উর্দুতে লিখিত এবং মোহাম্মদ আজমল খানের সম্পাদনা ও সংকলনে প্রস্তুত মওলানা আযাদের ÔgvjdRv‡Z Avhv'Õ গ্রন্থখানা ১৯৫৯ সালে হালি পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত।

ধর্মীয় বিষয়ে আযাদের কাছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে প্রশ্নাবলী প্রেরিত হতো মওলানা আযাদ কর্তৃক তার উত্তরসমূহ একত্রিত করে এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে। মওলানা আযাদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

نقش آزاد:

bK‡k Avhv' গ্রন্থখানা উর্দুতে লিখিত এবং মওলানা গোলাম রাসূল মেহের এর সম্পাদনায় লাহোরের গোলাম আলি এন্ড সন্স কর্তৃক ইলমি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রথমবার ১৯৫৯

Dhaka University Institutional Repository

সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কেননা ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। অত:পর ১৯৬৮ সালের মার্চে এর তৃতীয় সংস্করণ বের হয়। গ্রন্থটি মোট ৩৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপি।
গ্রন্থটি অবশ্য লাহোরের কিতাব মঞ্জিল থেকেও উক্ত ১৯৫৯ সালে একটি মুদ্রণ বের হয়েছে। তাতে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০।
এই গ্রন্থটি মওলানার একটি পত্রসংকলন। এটি তিন ভাগে বিভক্ত।
প্রথমাংশে রয়েছে মওলানা আযাদ ১৯১৪ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৪৪ বছর যাবত তার বন্ধুবর মওলানা গোলাম রাসূল মেহের এর নামে যেসব পত্র লিখেছেন তার সংকলন।
দ্বিতীয়াংশের শিরোনাম হলো: ÒMwje ci gl jvbv wK Zvnwi iivZÓ অর্থাৎ মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক গালিবের উপর লিখিত 'গালিব' নামক কিতাব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে মওলানা আযাদ সময়ে সময়ে মেহেরকে যেসব চিঠি লিখেছেন এবং তা মওলানা মেহেরের কাছে সংরক্ষিত হয়েছে সেসব পত্রের সংকলন।
তৃতীয়াংশে এমন সকল চিঠির সংকলন যা মওলানা আযাদ মেহের ছাড়া খাজা হাসান নিযামী, মোল্লা ওয়াহিদী এবং নিয়ায ফতেহপুরীর ন্যায় ব্যক্তিদের কাছে লিখেছিলেন কিন্তু কোনোক্রমে তা মওলানা মেহেরের কাছে জমা রয়েছে সেসব চিঠিপত্র। তৃতীয়াংশ অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত; অর্থাৎ মাত্র ষোল পৃষ্ঠাব্যাপি। [১০]

تصریحات آزاد:

ZvQwinv‡Z Avhv' মওলানার উর্দুতে লিখিত একখানা গ্রন্থ। এটি দিল্লির তাজ উর্দু একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এটি একটি প্রত্যুত্তরমূলক গ্রন্থ। মওলানা আযাদের সম্পাদিত, তার নিজস্ব বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা আল হিলাল প্রকাশনার যুগে মুসলমান এবং হিন্দুদের কাছ থেকে মওলানার কাছে অনেক সমস্যা উপস্থাপিত হয় এবং মওলানাও তার বেশির ভাগের যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করেন। আর তা-ই উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। [১১]
অবশ্য লাহোর এর মাকতাবায়ে শে'র ও আদব নামক প্রকাশনালয় থেকে থেকেও এই গ্রন্থখানা একবার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪

مکالمات آزاد:

gKvjvgv‡Z Avhv' উর্দুতে লিখিত মওলানা আযাদের একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি লাহোরের মাকতাবায়ে আহবাব থেকে প্রকাশিত হয়। তবে এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
বইটি সাহিত্য এবং ধর্মীয় বিষয়ে মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত কতগুলো প্রবন্ধের সংকলন। এছাড়াও এতে রয়েছে মওলানার সম্পাদিত ভূবন বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj wnjv‡ji পাঠকদের পাঠানো নানা বিষয়ের প্রশ্ন সম্বলিত কতগুলো চিঠির প্রত্যুত্তর।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পগ্রন্থ

درس وفا:

Ô'i‡m IqvdvÕ নামক মওলানা আযাদের গল্পের পুস্তকখানা দিল্লির উসমানিয়া কুতুবখানা প্রকাশ করেছে। এতে প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থে মওলানা আবুল কালাম আযাদ লিখিত বেশকিছু শিক্ষণীয় গল্প সংকলন করা হয়েছে। মওলানা আযাদ গল্পের ছলে ইতিহাস বা শিক্ষণীয় বিষয় বলতে পারদর্শী ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দরা গান্ধী লিখেছেন,

> মওলানা আযাদের খাবার টেবিল প্রায়শই মানুষে পূর্ণ থাকতো। তার একমাত্র কারণ, তার গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা। বড় একটা বিষয়কে ভেঙ্গে অল্প কথায় বলতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা তার ছিল।

একটি বিষয়কে কয়েকভাবে বলতে পারায়ও তার জুড়ি মেলানো ভার। যাদুময় ভাষায় এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে মওলানা আযাদ বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন; যেন শ্রোতা এই বিষয়টিকে জীবনে এই প্রথম শুনছে। আর এটাই গল্পকারদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। সেই তুলাদন্ডে মওলানা আযাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ব্যক্তিত্ব। [১২]

প্রবন্ধ সাহিত্য

مضامین لسان الصدق:

gvhwg‡b wjmvbm wm'K মওলানা আযাদের প্রবন্ধ বিষয়ক একখানা বিশিষ্ট গ্রন্থ। এটি উর্দু প্রবন্ধ সংকলন। গ্রন্থটি আবদুল কাবী দাসনাবী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৬৭ সালে লখনৌ এর নাসিম বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯০৩ সালে মওলানা আযাদ সম্পাদিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা Ôwjmvbm wm'KÕ-এ প্রকাশিত মওলানা আযাদের বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। [১৩]

مضامین الہلال:

gvhwg‡b Avj wnjvj এই সংকলনটি মওলানা আযাদের লেখা উর্দু প্রবন্ধসমূহের একটি সমষ্টি। লাহোরের আদাবিস্তান নামক প্রকাশনালয় এটি ১৯৪৩ সালে প্রকাশ করেছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৩।

এতে আযাদের প্রকাশিত ও সম্পাদিত ভূবন বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj wnjvj পত্রিকায় প্রকাশিত মওলানার লেখা Ôn‡Ki 'vIqvZÕ, Ôm‡Z¨i cwZ Mfxi AbivMÕ Ges Avdmvbv‡q wnRi I weQv jÕ প্রভৃতি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এজন্যই এই সংকলনের নামকরণ করা হয়েছে মাযামিনে আল হিলাল।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও মওলানা আযাদ কর্তৃক Avj wnjv‡j লিখিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ মোহাম্মদ রফিক কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে দিল্লির এদারায়ে এশা'আতুল কুরআন কর্তৃক প্রকশিত হয়েছে। তবে তার প্রকাশকাল উল্লেখিত হয়নি।

انتخاب الہلال:

ÔB‡šÍLv‡e Avj wnjvjÕ একখানা উর্দু গ্রন্থ। লাহোরের আদাবিস্তান নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এটি প্রথমে বই আকারে প্রকাশ করে। তবে এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এতে মওলানার সম্পাদিত উর্দু পত্রিকা Avj wnjv‡ji বেশকিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ ছাপা হয়। অবশ্য এই সংকলন লাহোর থেকে একবার ১৯৫৮ সালে এবং আরেকবার ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

مضامین البلاغ:

gvhvwg‡b Avj evjvM এই গ্রন্থখানাও মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ সংকলন। Avj evjvM পত্রিকায় উর্দু ভাষায় লিখিত মওলানা আযাদের নানা বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন তৈরি হয়েছে। মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকী এটির সম্পাদনা করেছেন এবং দিল্লির হিন্দুস্তান পাবলিশিং হাউজ ১৯৪৯ সালে এটি প্রকাশ করেছে।
পুস্তকটি লাহোরের আয়েনায়ে আদব নামক নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুন:প্রকাশ করেছে। ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮১ সালে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬।
এই সংকলনে মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত ও তার বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj evjv‡M প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এতে শুধু Avj evjv‡Mi প্রবন্ধসমূহ সংকলিত হয়েছে বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে gvhvwg‡b Avj evjvM।
অবশ্য এর একটি প্রাথমিক সংস্করণ ১৯৪৪ সালে দিল্লির হালি পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৯।
এতে 'আদ দিন ও সিয়াসাত' প্রভৃতি মওলানার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

مضامین:

gvhvwgb নামে মওলানা আযাদের কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।
তন্মধ্যে একটি:
মাযামিনে আবুল কালাম আযাদ : এই গ্রন্থটি উর্দুতে লিখিত এবং তা মীরাটের দারুল এশা'আত নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এই সংকলনে মওলানা আযাদের কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়টি:
মাযামিনে আবুল কালাম আযাদ : এই গ্রন্থখানা ২ খন্ডে বিভক্ত। এটিও মওলানার উর্দু ভাষায় লিখিত একখানা গ্রন্থ এবং তা ১৯৪৪ সালে দিল্লির হিন্দুস্তানি পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১ম খন্ড সম্পাদনা করেছেন জনাব সুফারিশ হুসাইন
২য় খন্ড সম্পাদনা করেছেন জনাব বদরুল হাসান
এটিও মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশকিছু প্রবন্ধের সংকলন। বিশেষত: এটিকে মুসলিম দর্শন, ইতিহাস এবং উর্দু সাহিত্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ লেখার একটি ভালো সংকলন বলা যায়।
মাযামিনে আযাদ : এই শিরোনামে মওলানা আযাদের আরেকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এটিও উর্দুতে লিখিত এবং ১৯৪৪ সালে তা আবদুল্লাহ বাট কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে লাহোরের কওমি কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
এটিও মওলানা আযাদের লেখার একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ।

جامع الشواہد:

ÔRwgDk kvIqwn‘ wd ‘Lwj MvBwij gmwjg wdj gvmwR‘Õ গ্রন্থখানা উর্দুতে লিখিত। ১৯৬০ সালে দিল্লির মাকতাবা ই মা-হাওল থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।
মসজিদে অমুসলিমদের প্রবেশের বিধি-বিধান এতে আলোচিত হয়েছে। আল কুরআনের দলিল এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে মওলানা আযাদ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এ-ও বলেছেন যে, যদি অমুসলিমদের মসজিদে প্রবেশ দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা হয় তাহলে এতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। অমুসলিমগণ বরং মসজিদে এসে ইসলামের সুমহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেই বরং ইসলামের স্বার্থকতা।
এভাবেই কয়েক শতাব্দী যাবত ইসলাম মানুষের কাছে গিয়ে তাকে আকৃষ্ট করেছে। কুরআন, হাদিস এবং ফিকাহর উপর মওলানার জ্ঞান কত গভীর ছিল তা এই প্রবন্ধ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়।
খেলাফত আন্দোলনের যুগে বিশিষ্ট রাজনীতিক, খেলাফত কর্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কলকাতার নাখোদা জামে মসজিদে মুসলমানদের দ্বারা আহুত হয়ে খেলাফত আন্দোলন এবং এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে জনগণকে বুঝানোর জন্য এক ভাষণ দেন। বিরোধীরা এই বলে অপপ্রচার চালায় যে, একজন হিন্দু মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে এবং এর জন্য মওলানা আযাদ, মহাত্মা গান্ধী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ দায়ী। ব্রিটিশের সহযোগিতায় তাদের এদেশীয় একদল এজেন্ট এই অপপ্রচারে যোগ দেয়। এতে মওলানা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীরা বিব্রত বোধ করলে মওলানা আযাদ তাদের প্রবোধ দেয়ার স্বার্থে এই প্রবন্ধটি লিখেন এবং ব্যাপকভাবে তা প্রচার করে বিরোধীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন।
এ প্রবন্ধটি অবশ্য আজমগড়ের দারুল মুসান্নিফিনও প্রকাশ করেছিল। অবশ্য তার কোনো তারিখ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

نگارشات آزاد:

Dhaka University Institutional Repository

†bMv‡ikv‡Z Avhv‘ মওলানা আযাদের একখানা প্রবন্ধ সংকলন। উর্দুতে লিখিত এই গ্রন্থখানা ১৯৬০ সালে দিল্লির নিউ তাজ অফিস নামক এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করে। এই পুস্তকখানা লাহোরের মকবুল একাডেমি থেকেও ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০ এতে মওলানা আযাদ কর্তৃক ধর্ম তথা কুরআন কী শেখায়? ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার কর্তব্য, ইসলামের ইতিহাস এবং নৈতিক শিক্ষার উপর লিখিত প্রবন্ধাবলী স্থান পেয়েছে।

طنزیات آزاد:

মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত ÔZbwSq¨v‡Z Avhv‘Õ গ্রন্থখানা দিল্লির তাজ পাবলিকেশন্স হাউজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।
এটি একটি প্রবন্ধ সংকলন। মওলানা আযাদ কর্তৃক তার সম্পাদিত বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj wnjvj এবং Avj evjv‡M তার লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের সমন্বয়ে এটি তৈরি হয়েছে। তবে প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে হাস্য রসাত্মক বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক বলেই তা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং নামকরণ করা হয়েছে ZbwSq¨v‡Z Avhv‘। মূলত আযাদের ভেতরেও যে রসবোধ আছে তার প্রমাণের জন্যই এটা সংকলন করেছেন তার শুভাকাঙ্খিরা।
অবশ্য এর আগে ১৯৬৩ সালে এই বইটি একবার লাহোরের নয়া কিতাবঘর নামক প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রকাশিত হয়েছিল।

تبرکات آزاد:

Zvevi iæKv‡Z Avhv‘ উর্দুতে লিখিত একটি প্রবন্ধ সংকলন। এ প্রবন্ধগুলি একেবারে নতুন প্রকাশিত নয়; বরং এসব বিভিন্নজনের কাছে লিখিত এবং পূর্বে প্রকাশিত। তা সত্ত্বেও এসব প্রবন্ধ মওলানা গোলাম রাসূল মেহের এজন্য সংকলন করেছেন যাতে এগুলো একত্রে জমা হতে পারে এবং পুস্তক আকৃতি ধারণ করলে তা বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।
ÔZvevi iæKv‡Z Avhv‘Õ গ্রন্থখানা শায়খ নিয়ায আহমদ পাবলিশার লাহোরের ইলমি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রণ করে কিতাব মঞ্জিল কাশ্মিরী বাজার লাহোর থেকে প্রকাশ করেছে। গ্রন্থে প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। তবে ভূমিকা লিখতে গিয়ে পুস্তকের সম্পাদক মওলানা মেহের বইতে যেই তারিখ উল্লেখ করেছেন তা থেকে ধারণা করা হয় যে, এটা ১৯৫৯ সালে প্রকাশ পেয়েছে।
অবশ্য প্রফেসর সাঈদা সাইদাঈন হামীদ তার গবেষণামূলক বিখ্যাত গ্রন্থ BwÛqvÔm gIjvbv গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩০৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, Zvevi iæKv‡Z Avhv‘ নামক গ্রন্থটি মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে হায়দারাবাদের উসমানিয়া বুক ডিপো থেকে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এতে মওলানা আযাদের ৯৭টি চিঠি এবং ৮টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে লিখিত।
Zvevi iæKv‡Z Avhv‘ গ্রন্থের মুদ্রণের জন্য উন্নত কাগজ এবং ছাপার ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রথম পৃষ্ঠায় মওলানা আযাদের ছবি ছাপানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি মোট ৩৯২ পৃষ্ঠব্যাপি। একে প্রথমত: দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগে রয়েছে চিঠিপত্র সংকলন আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে কিছু প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম ভাগ আবার চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে ২৭টি পত্র রয়েছে। এগুলো মওলানা আযাদ মৌলবী মুহিউদ্দিন আহমদ কাসুরি এবং তদীয় পিতা মওলানা আবদুল কাদের কাসুরির নামে লিখেছেন। তাদের নামে লিখিত সব পত্র হস্তগত হয়নি। অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যা কিছু উদ্ধার করা গেছে তা এই Zvevi iæKv‡Z Avhv' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোট ১৯টি পত্র রয়েছে। এগুলো মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর নিকট লিখিত। আর এগুলো نیا دور নামক পত্রিকায় পূর্বেই ছাপা হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে মোট ৩৮টি পত্র সংকলিত হয়েছে। পত্রগুলো মওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী এর নিকট লিখিত। মওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবীর মৃত্যুর পরে এই পত্রগুলো একবার معارف পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মওলানা মেহের পত্রগুলোকে তার লেখার তারিখের ক্রমানুসারে পুনরায় বিন্যস্ত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে মোট ১৫টি পত্র রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত। যেমন: সাহিত্যিক মওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, পার্লামেন্ট মেম্বর জনাব আবদুর রহমান এবং মাসিহুল মুলক হাকিম আজমল খান প্রভৃতি নামে পত্রগুলি লিখিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে এর জন্য টীকা সংযোজন করেছেন মওলানা মেহের।

তাবাররুকাতে আযাদের দ্বিতীয় ভাগে মওলানা আযাদের কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি মওলানা মেহের যথাযথভাবে সংকলন করেছেন বটে। তবে তিনি এখানে প্রতিটি প্রবন্ধের শুরুতে প্রয়োজনীয় মুখবন্ধ সংযোজন করেছেন। এভাবে এতে পরিবৃদ্ধি ঘটেছে বলা যায়। [১৪]

مقالات آزاد:

উর্দুতে লিখিত এবং আব্দুল্লাহ বাট সম্পাদিত gvKvj v‡Z Avhv' গ্রন্থখানা ১৯৪৪ সালে লাহোরের কওমি কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে মওলানা আযাদের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো সংকলনের দিক দিয়ে এখানে নতুনত্ব পেয়েছে।

تازہ مضامین:

Zvhv gvhwg‡b Avej Kvjvg Avhv' নামক মওলানার গ্রন্থখানা উর্দুতে লিখিত এবং তা মওলানা মুশতাক আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯২১ সালে মীরাটের কওমি দারুল এশা'আ'ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত।

এতেও মওলানার বিবিধ লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং তা জাতির জন্য যুগ যুগ ধরে আলোকবর্তিকা হয়ে প্রবাহমান।

نوادر ابوالکلام آزاد:

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি মওলানা আযাদের লিখিত একটি উর্দু প্রবন্ধ সংকলন। bvIqv‡'‡i Avej Kvjvg Avhv' নামক মওলানার এই গ্রন্থটি জহির আহমেদ খান কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৬২ সালে আলিগড়ের স্যার সাইয়্যেদ বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত।

মওলানা আযাদ ছিলেন প্রবন্ধ লেখনি জগতের বাদশাহ। তার লেখা বিভিন্ন পত্রিকা এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দুষ্প্রাপ্য কিছু লেখা নিয়ে মওলানার এই গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে bvIqv‡'‡i Avej Kvjvg Avhv'। [১৫]

الدين والسياست:

Av' 'xb I wmqvmvZ গ্রন্থখানা উর্দুতে লিখিত। বিজনোর এর মালিক কুতুবখানা এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছে। এতে প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি। ইসলামের বিধান মতে ধর্ম ও রাজনীতি একটি অন্যটির সাথে ওঁৎপোতভাবে সম্পর্কিত। তাই এতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এটি একটি পুস্তিকা।

افكار آزاد:

AvdKv‡i Avhv' মওলানা আযাদ লিখিত একটি উর্দু পুস্তক। লাহোরের মাকতাবায়ে আযাদ এটি প্রকাশ করেছে। এর প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫। এতে মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

اذكار آزاد:

AvRKv‡i Avhv' নামক আযাদের এই উর্দু গ্রন্থটি এস আব্বাস হামি মাদ্রাজি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে লাহোরের কামরুদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এতে বইয়ের প্রকাশকাল উল্লেখিত হয়নি। গ্রন্থটিতে আযাদের বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

صبح امید:

me‡n Dwg' কিতাবখানা উর্দুতে লিখিত। হাফেজ ফাইয়াজ আহমদের সম্পাদনায় গ্রন্থখানা ১৯৫৯ সালে দিল্লির সংগম কিতাবঘর প্রকাশ করে।

মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী লেখক মওলানা আযাদের এ বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা এতে সংকলিত হয়েছে। লাহোরের জাফর ব্রাদার্সও এটি একবার প্রকাশ করেছে; তবে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৪। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। [১৬]

حقيقت الصلوة:

মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা বিশিষ্ট গ্রন্থ nvKxKZm mvjvZ। যেটি বেনারসের দারুল কুতুব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

এই গ্রন্থে মওলানা আযাদ মুসলমান জাতিকে নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য নামাযকে শর্তারোপ করেছেন এবং নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন যে, নামাযই মুসলমানের সকল সমস্যার সমাধানের পথ; যদি তা যত্ন-নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করা হয়।

عیدین:

ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার উপর উর্দুতে লিখিত C‘vBb নামক গ্রন্থখানা মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত এক অনন্য গ্রন্থ। ১৯৫৬ সালে দিল্লির জাইয়্যেদ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মুসলমানদের দুটি বৃহৎ উৎসব ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার ওপর মওলানা আযাদ কর্তৃক বিজ্ঞান ভিত্তিক দর্শন ও বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

صدائے رفعت:

Q‘v‡q idÛAvZ গ্রন্থটি উর্দুতে লিখিত। মির্জা জানবাজ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে দিল্লির আযাদ একাডেমি হতে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। মওলানা আযাদ কর্তৃক ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এতে স্থান পেয়েছে। আযাদের লেখনি স্টাইল এবং জ্ঞানের গভীরতার এক উজ্জল ছাপ এতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।
এই পুস্তকটি পূর্বে লায়ালপুর; পাকিস্তানের মালিক পাবলিশার থেকেও একবার প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ১৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

جہاد اور اسلام:

wRnv‘ Avli Bmjvg গ্রন্থখানা মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত। ১৯৭৪ সালে এটি নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মওলানা আযাদ জিহাদের অর্থ, মাসআলা এবং ইসলাম ধর্মে এর গুরুত্ব এবং ত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেছেন এবং মওলানা আযাদ জিহাদ সম্পর্কে তার মতামতও ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত সাবলীল ভাষায়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮

ہجر و وصال:

Avdmvbv G wnRi I weQvj গ্রন্থখানা উর্দুতে লিখিত। লাহোরের আল হিলাল বুক এজেন্সি থেকে এটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটির সংকলক বশিরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী।
ইসলামের মূল তত্ত্বগুলি এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ইসলাম প্রদর্শিত সঠিক পথ ছেড়ে বিপথে যাওয়া উচিত নয় এ কথাটি স্পষ্টত: তাকে বুঝানোর জন্য এই গ্রন্থে ইসলামের মূল তত্ত্বের আলোকে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ঘুমের রহস্য সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে চমৎকার চমৎকার আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮।

عورتوں کی آزادی:

AvIivZ wK Ahv‘x Avli dvi‡qR মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ। এটি লাহোরের শামিম বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ কর্তৃক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ এটি। সমাজে নারীর দায়িত্ব এবং তার অবস্থান কী হবে এই গ্রন্থে মওলানা আযাদ তার ওপর আলোকপাত করেছেন। নারী সন্তান প্রসব করে, লালন করে এবং ঘরদোর সামলায় এটা তার সহজাত প্রবৃত্তি; এটাকে কোনোক্রমেই তার ওপর অবিচার বলা যায় না; এই কর্ম থেকে তাকে নিবৃত করাও ঠিক না এবং তা ফলপ্রসূ হবে না। এভাবেই একজন নারী তার নারীত্ব টিকিয়ে রেখে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে। অন্য অনেক সফলতার পাশাপাশি নারী যদি তার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তার অন্য সকল সফলতা ব্যর্থতায় পরিণত হবে। অর্থাৎ বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর তেমনি নারী সুন্দর তার নারীত্বে।

فلسفیٰ : اصول و مبادی کی روشنی میں:

dvjmvdv: Dmj I †gvew‘ Kx †ivkbx †g এটি ইরেজি থেকে উর্দুতে অনুদিত একখানা গ্রন্থরূপ। অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ওয়ারিস কামিল। দিল্লির নিউ তাজ পাবলিশার একে প্রকাশও করেছে। এতে প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

মওলানা আযাদ ভারতে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর সদ্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাস ও দর্শন ব্রিটিশ প্রভাব মুক্তভাবে লেখানোর জন্য তৎকালীন ভারতে ইতিহাসের পন্ডিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এস রাধাকৃষ্ণণকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি অনেক পরিশ্রমের পর তৈরি হয় ভারতীয় দর্শনের নতুন ইতিহাস গ্রন্থ। History of Philosophy : Eastern and Western এই গ্রন্থটির নাম। এই ভলিউমের মুখবন্ধ লিখেছেন ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম দিকপাল, সময়ের শ্রেষ্ঠ্য পন্ডিত এবং ইতিহাসের অমর নায়ক মওলানা আবুল কালাম আযাদ। উক্ত ইংরেজি মুখবন্ধই পরবর্তীতে উর্দুতে অনুদিত হয়ে বইয়ের আকার ধারণ করেছে।

অবশ্য স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক মওলানা আযাদ বিষয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

دعوت عمل:

‘vIqv‡Z Avgj গ্রন্থখানা মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত একখানা মূল্যবান পুস্তক। এটি ১৯২০ সালে মীরাটের কওমি দারুল এশা‘আত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রথমবার ১৯১৪ সালের ১ লা জুলাই মওলানার সম্পাদিত বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা Avj wnjv‡j একটি প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়। অত:পর তা-ই ১৯২০ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য উক্ত ১৯১৪ সালেই এটি দিল্লির স্বরাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে পুন:মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি একটি পুস্তিকার রূপ পেয়েছে।

الحریت فی الاسلام:

Avj ûiwiq¨vZ wdj Bmjvg গ্রন্থখানা মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত এক উর্দু গ্রন্থ। দিল্লির গিনাল মাতাবে’ নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং ইসলামী স্বাধীনতার ওপর মওলানা আযাদের বিভিন্ন লেখা এতে স্থান পেয়েছে। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

اولیا ءالله و اولیا ءالشیاطین:

AvDwjqvDjøvn I AvDwjqvDk kqZvb এই গ্রন্থখানা মওলানা আযাদ কর্তৃক উর্দুতে লিখিত। ১৯৩৫ সালে লাহোরের আল হিলাল বুক এজেন্সি থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।
সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের মধ্যে যে চিরস্থায়ী সংঘাত এবং দ্বন্দ্ব চলে আসছে সেই দর্শন মওলানা আযাদ কুরআনের আয়াতের দলিলের মাধ্যমে এই গ্রন্থে আরেকবার জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

اعلان الحق:

Bôjvbj nK ১৮৯৮ সালে উর্দুতে লিখিত এবং ৫ই জানুয়ারি ১৯০২ সালে কলকাতার উসমানিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত। আযাদের জীবনে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক এটি। কিন্তু এর লেখক আযাদের পিতা। এতে তিনি চন্দ্রোদয়ের ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরে আলোকপাত করেছেন। আযাদ এ ব্যাপারে পিতা মওলানা খায়রুদ্দিনের ফাতোয়া জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। [১৭]

انسان کی حیات صالحہ:

Bbmvb wK nvqv‡Z Qv‡jnv পুস্তকটি মওলানা আযাদ কর্তৃক লিখিত একখানা উর্দু গ্রন্থ। দিল্লির চমন বুক ডিপো এটি প্রকাশ করেছে। এর প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৭।
মওলানা আযাদের বেশকিছু প্রবন্ধ নিয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনে রূপ নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে এর কপি সংরক্ষিত আছে।

عروج و زوال کا قرآنی دستور:

DiæR I hvIqvj Kv KiAwb ‘¯i মওলানা আযাদের একটি উর্দু প্রবন্ধ গ্রন্থ। লাহোরের বায্মে এশা‘আত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ১৯৬৪ সালে এটি প্রকাশ করেছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৫। এই সংকলনে মওলানার লিখিত Bmjv‡gi ¯i/c, mdjZvi Pvi ¯Íiô ইত্যাদি প্রবন্ধ বেশকিছু মূল্যবান স্থান পেয়েছে।

مسلمان اور کانگریس:

লাহোরের আযাদ বুক ডিপো থেকে মওলানা আযাদের ôgmjgvb AvIi Ks‡Mmô নামক গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে। উর্দুতে লিখিত এই পুস্তকে তার প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই।
মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ধর্মীয় বিধান মওলানা আযাদ এতে আলোচনা করেছেন। মওলানা আযাদ জীবনের শুরুতে প্যান ইসলামিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর মওলানার সম্বিত ফিরে আসে। তিনি বুঝতে পারেন, বিশ্বব্যাপি ইসলামি ভ্রাতৃত্ববাদ এই যুগে

Dhaka University Institutional Repository

অচল। অত:পর মওলানা আযাদ দ্রুতই জাতীয়তাবাদীদের দলে ভিরে যান। যোগ দেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে। তিনি রাজনীতির অলিগলি ছেড়ে সরাসরি মহাসড়কে এসে উপস্থিত হন। স্বাধীনতাকামী এই দলে যোগ দিয়ে মওলানা আযাদ স্বদেশবাসী এবং বিশেষত: মুসলমানদেরকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেয়ার আহবান জানান।
এই পর্যায়ে কিছু গোঁড়া মুসলিম মওলানার বিরুদ্ধে হিন্দুদের পক্ষে দালালি করার অভিযোগ করেন। মওলানা তার জবাবে এই পুস্তক লিখে স্পষ্ট বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভারতের স্বাধীনতাকামী সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক মঞ্চ কংগ্রেসে যোগ দিলে তা অন্যায় তো হবে-ই না; বরং এটা জায়েজ ও উত্তম। এই ফতোয়ার পরে অনেক মুসলমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক অবদান রাখেন।

অনুবাদ সাহিত্য

مسلمان عورت:

উর্দুতে লিখিত gmjgvb ÔAvIivZ নামক গ্রন্থখানা লাহোরের এম ছানাউল্লাহ খান কর্তৃক ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি মওলানার একটি অনুবাদ গ্রন্থ। ÔAvj gviAvZj gmwjgvÕ নামক একখানা আরবি গ্রন্থ থেকে এটি মওলানা আযাদ কর্তৃক অনুদিত হয়েছে। মূলত: মিশরীয় লেখক ফরীদ ওয়াজদি আফিন্দি কর্তৃক এটি আরবিতে লিখিত।
এই গ্রন্থে লেখক আধুনিক মিশরীয় সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন যা গ্রন্থটিকে সুপাঠ্য হতে সাহায্য করেছে। অত:পর মওলানা আযাদ গ্রন্থটিকে অনুবাদ করে Ôgmjgvb AvIivZÕ নামে প্রকাশ করেছেন। পুস্তকখানা ২৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপি
অবশ্য ১৯৬৩ সালে মাকতাবায়ে এশা'আতুল কুরআনও একবার গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। [১৮]

এই সকল গ্রন্থ ছাড়াও মওলানা আযাদের রয়েছে আরো কিছু বিক্ষিপ্ত লেখা। যার সবগুলো একত্রিত করা এক দুরুহ কাজ। এর মানে এই নয় যে, কোনো লেখা আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে। বরং বিষয় হলো, মওলানার হাজারো প্রবন্ধ-লেখা রয়েছে। এক একজন একেকভাবে সেগুলোকে সংকলন করেছেন। একটি লেখা বিষয় বিচারে একাধিক সংকলনে স্থান পেয়েছে। আবার কিছু লেখা স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকের আকার ধারণ করেছে। একটি লেখার সম্পাদক, সংকলক এবং সংরক্ষক একাধিক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে বিচারে মওলানার লেখাগুলো যত্ন পেয়েছে; পাঠকপ্রিয়তা পেয়ে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কোনো লেখা হারিয়ে যায়নি এটা মোটামুটি বলা যায়। তবে আমাদের এই অনুসন্ধানে একটি লেখার একাধিক উল্লেখ যথাসম্ভব বর্জন করা হয়েছে। এভাবে পুস্তকের সংখ্যা কমিয়ে এনে প্রায় সকল লেখা জনসম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। যে লেখা একবার কোনো বইয়ে স্থান পেয়েছে তা পুনরোল্লেখ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু পুস্তিকা যথেষ্ট পাঠক পরিচিত বলে সেগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

Cjv I ZvLwqi, LZev‡Z RgÛAvZ I C‘vBb, nwKKZj nR ev ZwiKv‡q nR, Bmjwg Rgûwiq¨v, kwn‡‘ AvÛRg, B‡Ënv‡‘ Bmjwg I nwKKZm wmqvg ইত্যাদি।

মওলানা আযাদ একজন কলম যাদুকর। তাঁর পাণ্ডিত্য বর্ণনাতীত। তাঁকে ধারণ করা মুশকিল। তাঁর রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি গড়ে তুলেছেন সাহিত্যের ভাণ্ডার। মওলানার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ণ বহুজনে করেছেন। তবে প্রনিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী মওলানা আযাদের লেখক জীবনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন:

> مجھے ہمیشہ ان کی تصنیفی زندگی کے بے اعتنائی رر افسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ جو زبان وہ لکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پر معنی الفاظ سی مملو ہوتی ہے۔وہ جو عفوان شباب ہی میں انہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ مغربی ایشیا عربی ممالک اور مصر سے خراج تحسین وصول کر لیا تھا، محض ان کی علم کی بدولت تھا۔اور اب تک یہ حالت ہے کہ اگر ان عربی بولنے والے ممالک میں کوئی سیاح ہندوستان سے جاتا ہے تو اس سے ابو الکلام کے متعلق ضرور دریافت کیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنا یہ جہاد قلمی جاری رکھا ہوتا تو آج ہماری قوم کو صاف اور سلجھے ہوئے طرز فکر اور بنا بریں صحیح راہ عمل کے تعیّن میں کس قدر گرانہا تقویت نصیب ہوتی۔ [19]

অর্থ হচ্ছে: আমি সর্বদা তার লেখক জীবনের সংক্ষিপ্ততার জন্য আফসোস করি। কেননা, তিনি যে ভাষা লিখতেন তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হতো। তিনি যুবক বয়সেই শুধু ভারত নয় বরং পশ্চিম এশিয়া, আরব বিশ্ব এবং মিশর থেকে যে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তা তার লেখনি প্রতিভার জোরেই হয়েছিল। আর এখনো পর্যন্ত অবস্থা এরূপ যে, যদি উক্ত আরবিভাষী দেশগুলোতে কোনো ভারতীয় ভ্রমনকারি যায় তাহলে তার নিকট অবশ্যই আবুল কালামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি যদি তার এই লেখনি সংগ্রাম অব্যাহত রাখতেন তাহলে আজ আমাদের জাতি পরিষ্কার এবং সঠিক চিন্তা ও তার ওপর ভিত্তি করে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণে যথেষ্ঠ পরিমাণ গতি লাভ করতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

০১. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, †Mvjvg ivmj †g‡ni (m¤úv:), ¸ev‡i LwZi, ভূমিকা, পৃ. ৮
০২. ড. শফিক আহমদ, †Mvjvg ivmj †g‡ni : nvqvZ Avli Kvibv‡g (লাহোরঃ মজলিসে তারাক্কী আদব), পৃ. ১৫৭-৫৮
০৩. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, ¸ev‡i LwZi (লাহোরঃ মাকতাবায়ে মেরী লাইব্রেরী, ১৯৪৬), পৃ. ৮
০৪. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ(নয়াদিল্লিঃআইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ. ৩০৬
০৫. ড. শফিক আহমদ, †Mvjvg ivmj †g‡ni: nvqvZ Avli Kvibv‡g, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
০৬. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; LÛ:2(নয়াদিল্লিঃআইসিসিআর, ১৯৯০),পৃ. ৩০৫
০৭. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gvI jvbv; LÛ:2, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
০৮. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gvI jvbv; LÛ:2(নয়াদিল্লিঃআইসিসিআর, ১৯৯০),পৃ. ২৯৫
০৯. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; LÛ:2, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২-২৯৩
১০. ড. শফিক আহমদ, †Mvjvg ivmj †g‡ni : nvqvZ Avli Kvibv‡g (লাহোরঃ মজলিসে তারাক্কী আদব), পৃ. ১৫৪-৫৬
১১. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ(নয়াদিল্লিঃআইসিসিআর, ১৯৯০), পৃঃ ৩০৬
১২. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ, cv¸³, পৃ. ২৯২
১৩. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ, cv¸³, পৃ. ২৯৯
১৪. ড. শফিক আহমদ, †Mvjvg ivmj †g‡ni : nvqvZ Avli Kvibv‡g (লাহোরঃ মজলিসে তারাক্কী আদব), পৃঃ ১৫৬-৫৭
১৫. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ, cv¸³, পৃ. ২৯৯
১৬. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ, cv¸³, পৃ. ৩০৩
১৭. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ, cv¸³, পৃ. ২৯৮
১৮. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gI jvbv; 2q LÛ, cv¸³, পৃঃ ২৯৯
১৯. আব্দুল্লাহ বাট, Avej Kvjvg Avhv` (লাহোরঃ কওমি কুতুবখানা, ১৯৪৩), পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি আইন বিষয়ে গবেষণা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মওলানা আযাদের অবদান

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একজন ইসলামি আইনজ্ঞ। ইসলামি আইন বিষয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করে গড়ে তুলেছেন ইসলামি আইনের সময়োপযোগী ভাষ্যের ব্যাপক দস্তাবেজ। জনকল্যাণমূলক সেই আইনের আলোচনাসমূহকে নিয়ে এই অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। যথাঃ

ক. পবিত্র কুরআনের তফসির ترجمان القرآن "তারজুমানুল কুরআন"-এ ইসলামি আইনের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান।

খ. خلافت، معاشرت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ''খেলাফত, মু'আশারাত ও আমর বিল মা'রূফ'' ইত্যাদি বিষয়ে ইজতেহাদ এবং

গ. ইসলামি আইনের সময়োপযোগী সমাধানে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা।

নিম্নে প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ক. অনুচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের তফসির ترجمان القرآن -এ ইসলামি আইনের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একই সাথে খ্যাতিমান আলেম, মুফাচ্ছিরে কুরআন, ইসলামি আইনজ্ঞ, দার্শনিক ও স্বাধীন ভারতের অন্যতম স্থপতি। আযাদ জন্মগ্রহণ করেন এক পীর পরিবারে; ধর্মীয় পরিবেশে। যেখানে ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিপালন করা হতো। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ যেখানে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতো। ইসলামি আইন-কানুন পরিবেষ্ঠিত পরিবেশে শিশু আযাদ জীবন শুরু করেছিলেন বিধায় ইসলামি আইনের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্ম থেকেই। তার পরিবার শুধু ইসলামি আইন-ই নয়; পীর তত্ত্বও অত্যন্ত সতর্কতা ও সম্মানের সাথে পালন করে চলতো। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বাহিরে এক চুল নড়বার সাধ্য পরিবারের সদস্যদের ছিল না। এসব কারণে মওলানা আযাদ বুঝবার বয়স হওয়ার সাথে সাথে এই কড়াকড়িমূলক বাধা-নিষেধ ও গোঁড়ামিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য প্রত্যয়ী হন। আহমদ আবুল কালাম নামের পাশাপাশি ‘আযাদ’ (স্বাধীন) নাম ধারণ করে সকল অবাঞ্চিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে ইসলামি আইনের স্বরূপ উদঘাটন (ইজতেহাদ) এবং ইসলামি আইনের উদার দৃষ্টিভঙ্গিমুখি চর্চার প্রতি মনোযোগী হন। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে তার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে হাদিস, তাফসির, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, উসূলে তাফসির (তাফসির করার পদ্ধতি), রিজাল বা হাদিস বর্ণনা সূত্র, ফিকাহ (ইসলামি আইন বিজ্ঞান) এবং উসূলে ফিকাহ (ইসলামি আইন ব্যাখ্যার নীতি) ইত্যাদি বিষয় আয়ত্ব করেন। ইসলামি আইন বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ wn ‘vqv গভীর আকর্ষণ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল থেকে পবিত্র কুরআন চর্চা করতে করতে মওলানা আযাদ কুরআনের প্রতি অনুরক্ত ও ভক্তে পরিণত হন। একজন মুসলমানের জীবনে কুরআন সবচেয়ে বড় পথ প্রদর্শক; একথা নি:সন্দেহে বলা যায়। কিশোর বয়সেই আযাদ তদীয় পিতার শিক্ষকতায় কুরআনের উল্লেখযোগ্য তাফসির গ্রন্থ যেমন: জালালাইন শরিফ ও পরবর্তীতে অন্যান্য শিক্ষকদের নিকট তাফসিরে বায়যাবি শরিফ অধ্যয়ন করেন। মওলানা আযাদ মানব জীবনের দিশারী পবিত্র কুরআনকে সবচেয়ে বেশি আপন করে নিয়েছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। আর এটাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। হাদিস শরীফে হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন পদ্ধতি কেমন ছিল? উত্তরে হযরত আয়েশা রা. বললেন, কেন! আপনারা পবিত্র কুরআন পড়েননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সুষমা পবিত্র কুরআনের অনুরূপ ছিল। এই হাদিস থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই মওলানা আযাদ বাল্যকাল থেকে কুরআন ভক্ত হন। নিজে কুরআনের অনুসারী হয়ে অন্যকেও সে পথে আহবান করেন। আল কুরআন সম্পর্কে মওলানা আযাদ বলেন:

> انسانی معاشرہ کے تمام کار کردگی کو میں دینی نظریہ سے دیکھتا ہوں، اگر
> کسی ماخذ سے میں کوئی نص لیتا ہوں تو وہ ماخذ صرف قرآن ہے۔اس کے
> میں اور کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ہر وہ خیال جو قرآن کے
> سوا کسی اور تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو ایک کفر صریح ہے۔ [1]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: মানব সমাজের তাবৎ কার্যকলাপকে আমি ধর্মের প্রেক্ষাপটে দেখি। কোথাও থেকে আমি যদি কোনো নির্দেশনা নিই, তবে তা হলো পবিত্র কুরআন। এছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

আমার নীতিতে কুরআন ছাড়া অপর কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণা সরাসরি ধর্মদ্রোহ।

এই কুরআনই হলো ইসলামি আইনের প্রধান উৎস। একে মওলানা আযাদ এতো বেশি প্রিয় জানতেন যে, অনেক সমালোচক এ জন্য মওলানাকে লা-মাযহাবী পর্যন্ত বলেছেন। যদিও প্রায় প্রত্যেক মুজতাহিদ (ইসলামি গবেষক)কে এরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

মওলানা আযাদ কুরআনকে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন এবং কুরআনের প্রতিটি আয়াত নিয়ে বিশদ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা শেষে গড়ে তোলেন কুরআন-এর বিশ্ববিখ্যাত তফসির-ZviRgvbj KiAvb। এই গ্রন্থ অনুবাদমূলক ব্যাখ্যাই নয়, ইসলামি আইন ব্যাখ্যার এক আঁকড়। এভাবে শুধু ZviRgvbj KiAvb-ই নয়, KI‡j dqmvj, gvmAvjv‡q †LjvdZ AvIi Rvwhiv‡Zj Avie ইত্যাদি গ্রন্থেও মওলানা আযাদ ইসলামি আইনের ওপর ইজতেহাদ করে গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য রচনা করেছেন।

নিম্নে জাগতিক আইন, ইসলামি আইন এবং মওলানা আযাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ইসলামি আইন ও তার ওপর গবেষণা প্রসূত মতামত তুলে ধরা হলো।

আইন:

ইসলামি আইন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সাধারণ 'আইন' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। স্থূলভাবে বুঝা যায়: আইন হলো একটা নিয়ম। যেমন: কথাবলার নিয়ম, খেলধুলার নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম, ইসলামি জীবন যাপনের নিয়ম ইত্যাদি প্রতিটি স্বতন্ত্র আইন।

آئين (আঈন) শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে উদ্ভুত। এটি Kvbb, c_v, wbqg, cvjbxq ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইন-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Law এবং Act । কোনো দেশের জাতীয় সংসদ যে আইন পাশ করে তাকে Act বলে। যেমন: The Arbitration Act। অন্যান্য সকল আইনকে ইংরেজিতে সাধারণত: Law বলে। যেমন: Laws on Evidence । আবার উভয় ইংরেজি শব্দের বেলায় বাংলায় 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃহ হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী তথা আব্বাসী যুগের সাহিত্যকর্মে 'আইন' শব্দের প্রথম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। খলীফা আল-মানসূরের আমলের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অনুবাদক আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২ হিজরি) ফারসি থেকে যেসব পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে 'আইননামা' নামক একখানা গ্রন্থও ছিল। যা বিভিন্ন অপরাধ, শাস্তি, চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, সমাজের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণবিধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রণীত। পরবর্তীকালে এরই ধারাবাহিতকায় ফারসি ভাষায় রচিত ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি নিয়মকানুন ও প্রথা বিষয়ক গ্রন্থাদিও আইন নামে অভিহিত হয়। যেমন: আবুল ফযল (১৫৫১-১৬০২ খ্রি.) কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত আকবরনামার যে অংশে সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৬ খ্রি.) দরবারের রীতিনীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাকে 'আইন-ই-আকবরী' নামকরণ করা হয়েছে। [২]

Dhaka University Institutional Repository

আইন অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন: দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮), ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮), দন্ডবিধি (১৮৬০), প্রাকৃতিক আইন, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (১৮৭৭), মধ্যাকর্ষণ আইন, নৈতিক আইন, সাক্ষ্য আইন (১৮৭২), তামাদি আইন (১৯০৮), বৈজ্ঞানিক আইন এবং ওহীভিত্তিক আইন ইত্যাদি।

আইনের সর্বজন গৃহীত একটি সংজ্ঞা প্রদান করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। তবুও আইনকে ভালভাবে জানার জন্য তাকে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। আইনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বুঝার জন্য বিভিন্ন আইন শাস্ত্রবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

আইনবিদদের মতে, আইন বলতে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও প্রয়োগকৃত বিধিসমূহ বুঝায়।

আইনবিদ Ulpain বলেন,

> "The Art or Science of what is equitable and good"
> অর্থাৎ ভাল এবং ন্যায়ানুগ কার্যপ্রণালীর বিজ্ঞান বা শিল্পকে আইন বলে।

আইনবিদ Cicero বলেন,

> "The Highest reason implanted in nature"
> তথা প্রকৃতিতে মিশে থাকা সব থেকে ভালো ন্যায়বোধসমূহ-ই আইন।

আইনবিদ Pinder Keeton বলেন,

> "The King of all, both mortals and immortals"
> তথা জীবন্ত বা মৃত সকল কিছুর মূল চালিকা শক্তি হলো আইন।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮ খ্রি.) লিখেন,

> 'আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয়; সেকালের ধারণানুযায়ী শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সেই সময়কার সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা।'

আইন বলতে মোটামুটিভাবে, "যে সময়ে প্রণীত হয় সেই সময়ে যাকে শৃঙ্খলা জ্ঞান করা হয়, সে শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে গৃহীত আদেশ-নিষেধ প্রভৃতি বুঝায়। মানুষ স্বভাবতই শৃঙ্খলাকামী। এ শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই মানুষ নীতি নির্ধারণ করে। সে আলোকেই আইনের সৃষ্টি হয়।" [৩]

ইসলামি আইন:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইসলামি আইনও পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল ও সার্বভৌম। ইসলামি আইন বলতে সাধারণত: আচরণবিধিকে বুঝাবে যা সার্বভৌম কর্তৃক বলবৎ করা হয়।

মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগই কোন না কোন পর্যায়ে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সাধারণ ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে মানুষের যেমন জ্ঞান অর্জন আবশ্যক, তদ্রুপ ইসলামি আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও জরুরি।

নিম্নে ইসলামি আইনের পরিচয়, উৎস, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ আইন ও ইসলামি আইনের মধ্যকার পার্থক্য বিবৃত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহকাল ও পরকালীন জীবনকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে। অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অব্যাহত ও দৃঢ় রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ গঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামি শরী'আতে যে সকল নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তা-ই ইসলামি আইন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:

انّا انزلنا اليک الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنين خصيماً [4]

> অর্থ: আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং তুমি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না।

ইসলামি আইন এক সার্বভৌম আইন ব্যবস্থা। সার্বভৌম শক্তিই এখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। মানুষের তৈরি আইন ইসলামি আইনতত্ত্বে স্বীকৃত নয়।

ইসলামি আইনকে আরবি শব্দে شريعت (শরী'আত) বলে। শরী'আত শব্দের অর্থ হলো পানির সন্ধানদাতা। কিন্তু ইসলামি আইনে শব্দটি ÔAvjøvni wb‡'wkZ c_Õ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমই হলো ইসলামি আইন। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামি মতানুসারে পবিত্র কুরআনে বিবৃত আল্লাহর হুকুমসমূহ এবং রাসূলের সা. নির্দেশিত পথই হলো Bmjvg AvBb।

আবার ইসলামি আইনের আরবি প্রায়োগিক শব্দ فقه (ফিকাহ্)। এই শাস্ত্রে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধান সুবিন্যস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামি শরী'আতের প্রায় সকল উৎস থেকে গবেষণার মাধ্যমে মুজতাহিদগণ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ এই শাস্ত্রে সংকলন করেছেন। কাজেই বলা যায়, ইসলামি আইন হচ্ছে মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত -পরিপূর্ণ বিধানাবলী। [৫]

ইসলামি আইনের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের কিছু মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো। যেমন:

স্যার আবদুর রহিমের মতানুসারে,

> 'ইসলামি আইন হলো একজন মুসলমানের সর্ব ব্যাপারে ধর্ম কিংবা নৈতিকতাবোধ যা স্বয়ং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত।'

প্রখ্যাত মুসলিম আইন বিশারদ অধ্যাপক কুলসনের মতানুসারে,

> 'আল্লাহর ঐশী ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশ-ই হচ্ছে মুসলিম আইন, যা মুসলিম সমাজের নিয়ন্ত্রক এবং ইসলামি রাষ্ট্রের দিক নির্দেশক।'

চৌধুরী আলিমুজ্জামান বলেন,

> 'ইসলামি আইন হলো, পবিত্র কুরআনে বিধিবদ্ধ, হাদিসে নির্দেশিত, আলেমগণের ঐক্যমত্যের (ইজমা'র) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তুলনামূলক অবরোহন প্রক্রিয়ায় (কিয়াস) সুসংহত বিধানাবলী, যার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্ববিষয় আবর্তিত হয়।

মোটকথা: ইসলামি আইন তত্ত্ববিদগণের ধারণায় ইসলামি আইন হলো, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা থেকে মানুষের প্রতি আদেশ-নিষেধ বয়ে আনে। আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

এই বিশ্বাসে মানে যে, তাতে তাদের কল্যাণ হবে। সুতরাং মুসলিম আইনের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় আদেশ-নিষেধকে ইসলামি আইন বলে। [৬]

ইসলামি আইনের উদ্দেশ্য:

ইসলামি আইনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা। মওলানা আবদুর রহীম ইসলামি আইন তথা শরী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> 'বিশ্ব মানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃতিবীতে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর হতে পারে।' [৭]

ইসলামি আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ইসলামি আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত। ইসলামি আইন মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ ও সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। সভ্য সমাজ গঠন ও উন্নততর মানব সভ্যতার উন্মেষে ইসলামি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামি আইন মানব জাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে। এই আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক। সর্বোপরি এই আইন নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়পনা থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে। বস্তুত ইসলামি আইনের অনুসরণ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। ইসলামি আইন মেনে চলা এবং তার বিপরীত আইন বর্জন করার জন্য কুরআন মজিদের অনেক জায়গায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منہ و هو فی الآخرةِ من الخاسرين۔ [8]
>
> অর্থ: কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবেনা এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এতে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, মুমিন ব্যক্তির জন্য ইসলামি আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন কোনোভাবেই গ্রহণ করার সুযোগ নাই। সুতরাং সে সময়ে ভারতে প্রায় নয় কোটির অধিক মুসলমানের সামগ্রিক জীবনে ইসলামি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মওলানা আযাদ সেদিকে মনোনিবেশ করেন। [৯]

ইসলামি আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মওলানা আযাদ ১৯১২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের Avj wnjvj সংখ্যায় এক প্রশ্নের জবাবে লিখেন:

> اسلام انسان کے لئے ایک جامع اور مکمل قانون لے کر آیا اور انسانی اعمال کا کوئی مناقشہ ایسا نہیں ہے جس کے لئے وہ حکم نہ ہو۔[10]
>
> অর্থ: ইসলাম মানুষের জন্য এক সর্বব্যাপি ও পূর্ণাঙ্গ বিধিবিধান নিয়ে এসেছে। আর মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা-বিতর্ক নেই; যার সমাধান ইসলামে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব:
সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ। এ পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। এই ঘোষণা ইসলামি আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২. ইসলামি আইন আল্লাহমুখী:
ইসলামি আইনের প্রধান উৎস আল্লাহর বাণী কুরআন, তাই ইসলামি আইন বরাবরই আল্লাহমুখী আইন।

৩. ইসলামি আইন মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল:
ইসলামি আইনে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা নেই। এর গোটা ব্যবস্থাপনাই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও সঙ্গতিপূর্ণ।

৪. সহজতা প্রতিষ্ঠা ও কঠোরতা বিলোপ সাধন:
মানুষ যাতে ইসলামি আইন অত্যন্ত সহজভাবে পালন করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই তা প্রণয়ন করেছেন।

৫. উদারতা:
ইসলামি আইন উদার। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য এ আইন নিরাপত্তা বিধান করে।

৬. ইসলামি আইন বাস্তব সম্মত আইন:
মানবজাতির কল্যাণ সাধন ও সংকট উত্তরণের লক্ষ্যেই মূলত ইসলামি আইন প্রণীত হয়েছে। ইহা নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। মানব জীবনের সাথেএকান্তভাবে ঘনিষ্ঠ ও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এমন সকল বিষয়ই ইসলামি আইনের অন্তর্ভুক্ত।

৭. মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী আইন:
আল কুরআনে মুসলিমদিগকে মধ্যমপন্থী উম্মত বলা হয়েছে। কাজেই মধ্যমপন্থী উম্মতের জন্য কুরআন এবং হাদিসে ইসলামি আইনকে মধ্যমপন্থী আইন হিসেবে দান করা হয়েছে।

৮. ইসলামি আইন ইজতিহাদের উপযোগী:
ইসলামি আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার গতিশীলতা। স্থান, কাল-পাত্রের ব্যবধান এ গতিকে স্তব্ধ করতে পারেনা। সমস্যা যতই কঠিন ও সর্বাধুনিক হোক, যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক সর্বক্ষেত্রেই ইসলামি আইনের একটি ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে, যার ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ উদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়নে সক্ষম। এখানেই রয়েছে ইসলামি আইন প্রণয়নে মানব বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ।

৯. ইসলামি আইন যুগোপযোগী আইন ব্যবস্থা:
ইসলামি আইন যুগোপযোগী। কালের আবর্তনে উদ্ভুত সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

১০. ইসলামি আইনে নমনীয়তা:

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইন চিরন্তন ও স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এতে নমনীয়তারও সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে উদ্ভুত নতুন সমস্যার সমাধানে মানব জীবন অচল ও স্থবির হয়ে না পড়ে।

১১. বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক:

ইসলামি আইনের একটি অংশ মান্য করা যেরূপ বাধ্যতামূলক, তেমনি অপর একটি অংশ মান্য করা তাদের জন্য ঐচ্ছিক। এভাবে ইসলামি আইনে সমন্বয় করা হয়েছে।

১২. সমঝোতার ব্যবস্থা:

বিবাদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পূর্বে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করার সুযোগ প্রদান ইসলামি আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট।

১৩. ইসলামি আইন অবিভাজ্য:

ইসলামি আইন মানব জীবনের যাবতীয় আচরণকে নিজের আওতাভুক্ত করেছে। এখানে পার্থিব ও পারলৌকিক, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচরণ, আকীদা-বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল বিষয় ইসলামি আইনের আওতাভুক্ত এবং তা অভিভাজ্য।

১৪. ইসলামি আইন অপরিবর্তনীয়:

ইসলামি আইনের যে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আছে, সেগুলো অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। কোনো অবস্থায় তাতে নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই।

১৫. ইসলামি আইন পূর্ণাঙ্গ:

মানব জীবনের সার্বিক দিক পরিচালনায় ইসলামি আইন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

১৬. ইসলামি আইনে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা:

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকগণও স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে, তাই বলা যায়, ইসলামি আইনে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

১৭. ইসলামি আইন আচরণবিধি নির্ণয় করে:

ইসলামি আইন আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধনের সাথে সাথে বাহ্যিক আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

১৮. ইসলামি আইন শরী'আতের উৎসকে বিকৃতিমুক্ত রাখে:

আল্লাহ তা'আলা ইসলামি আইনকে সব ধরণের বিকৃতি থেকে মুক্ত রেখেছেন।

১৯. ইসলামি আইন ইহ-পরকালব্যাপী:

ইসলামি আইনের মূলমন্ত্র ইহা ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। ইসলামি আইন মান্য করার মধ্যেই সফলতা নিহিত।

ইসলামি আইনের উৎসসমূহ:

Dhaka University Institutional Repository

আইনের উৎস বলতে সেসব মৌলিক বিষয়কে বুঝায়, যা থেকে কোনো নীতি বা বিধান নির্গত হয়। অতএব ইসলামি আইনের উৎস বলতে ঐসব মৌলিক বিষয়কে বুঝায়, যা থেকে বা যার ভিত্তিতে ইসলামি বিধিবিধান নির্ণীত হয়।

ইসলামি আইনের মূল উৎস চারটি। যথাঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা-এ উম্মত ও কিয়াস । এ ছাড়াও আরও কিছু উৎস রয়েছে। তবে মোট সংখ্যা সম্পর্কে ইসলামি আইনজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুহাম্মদ রুহুল আমিন তাঁর 'ইসলামি আইনের উৎস' গ্রন্থে মোট ৪৫টি উৎসের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেগুলো হলো:

> কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা উম্মত, মদিনাবাসীর ইজমা, কিয়াস, সাহাবির অভিমত, জনকল্যাণ বিবেচনা, পূর্বের বিধান স্থায়ী রাখা, দায়মুক্ত হওয়ার মূলনীতি, প্রথা, অবরোহন পদ্ধতি, অন্যায়ের উপলক্ষ রুদ্ধকরণ, দলীল পেশ, উত্তম বিধান নির্ধারণ, সহজতর পদ্ধতি গ্রহণ, পাপমুক্ত হওয়া, কূফাবাসীর ইজমা, শী'আগণের দৃষ্টিতে আহলে বাইতের ইজমা, চার খলিফার ইজমা, পূর্ববর্তী শরী'আতের অরহিত বিধিবিধান, দলিল অনুসন্ধান, সামাজিক আচার-আচরণ, প্রকাশ্য বা অধিকতর প্রকাশ্য মত অনুযায়ী কাজ করা, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া, বড় বড় তাবিঈ'র অভিমত, মূলনীতি অনুসরণ, নাসের মর্মার্থ, বিবেকের সাক্ষ্য, অবস্থা অনুযায়ী মীমাংসা, সমস্যার ব্যাপকতা, দু'টি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের একটি গ্রহণ, অন্য বিধানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশনা, ইলহামের নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন, অধিকতর সহজ বিষয় গ্রহণ, সর্বাধিক বলা মন্তব্য গ্রহণ, দলিল অনুসন্ধানের পর না পাওয়া, শুধু সাহাবীগণের ইজমা, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ইজমা, চার খলিফার সর্বসম্মত অভিমত, সাহাবির কিয়াস- বিরোধী অভিমত, কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা, নাসভিত্তিক উক্তি, ইবাদাত ও নির্ধারিত বিষয়ে ইজমা। [11]

আল কুরআন

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন ইসলামি আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস। কুরআন সৃষ্টির কল্যাণে অকাট্য বিধিবিধান নিয়ে এসেছে। আইন বর্ণনায় কুরআনের রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি। মানব জীবন ও সৃষ্টিকূল সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়েরই আলোচনা ও বিধান পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্তসারে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআন (قرآن)শব্দটি আরবি (قرن) বা (قرؤ) শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে قرؤ বা قرائت শব্দের অর্থ পাঠ করা। সে হিসেবে কুরআন শব্দটির অর্থ পঠিত (مقروء)। যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। তাই কুরআনের জন্য এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। আবার قرن শব্দের অর্থ সংযুক্ত করা। যেহেতু কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতকে বা এক সুরা অন্য সুরাকে সংযুক্ত করেছে; তাই এ গ্রন্থকে কুরআন নামকরণ যথাযথ হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে কুরআন মজিদ এমন এক পরিচিত নাম যার গ্রন্থবদ্ধ কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে এর দ্বারা সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থের প্রতি মনোনিবেশ হয়। তবুও

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইনবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মতটি উল্লেখ করা হলো। তাদের মতে,

> 'কুরআন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তার তেলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য, সূরা ফাতেহা দ্বারা শুরু হয়ে যা সূরা নাস দ্বারা সমাপ্ত।' [১২]

এ গ্রন্থ নভোমণ্ডলের গভীর ও গোপন রহস্য উদঘাটন এবং বিশ্বলোকের উপর আল্লাহর বিচ্ছুরিত ঐশী আলোকধারা। এ এমন একখানা কিতাব যা আল্লাহর কিতাব হওয়া বা তাতে বিবৃত সব বর্ণনার পরম ও অকাট্য সত্য হওয়ায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আল্লাহর উপর নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসসহ আল্লাহকে ভয় করে যারা আল্লাহর বান্দারূপে জীবন যাপর করতে চায়; এ গ্রন্থ তাদের জন্য একমাত্র জীবন বিধান, কুরআন তাদেরকেই নির্ভুল সত্য ও শাশ্বত পথ দেখায়। সৎপথ প্রদর্শনই শুধু নয়; সে পথে চলে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার ব্যাপারেও মানুষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। কুরআন গোটা মানবতার জন্য প্রমাণ ও ইসলামি আইনের প্রথম উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কারও দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولیک هم الكافرون،ظالمون ، فاسقون۔ [13]

> অর্থ: আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না; তারা কাফের, তারা জালেম, তারা-ই ফাসেক।

পবিত্র কুরআনই মুসলিম আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য উৎস। পবিত্র কুরআনে ছয় হাজার ছয় শত ছেষট্টি আয়াতের মধ্যে প্রায় দুইশতটি আয়াতে রয়েছে মুসলিম আইনের সাধারণ নীতিমালার প্রকাশ। প্রায় আশিখানা আয়াতে রয়েছে উত্তরাধিকার, বিবাহ, দেনমোহর, তালাক, ভরণ-পোষণ, হেবা, এতিমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ আইন এবং জুয়া খেলা, সুদ গ্রহণ, নরহত্যা ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করণ সম্পর্কিত আইন।[১৪]

এ ছাড়াও বিচারপতি আবদুস সালাম মামুন রচিত গ্রন্থ: Dcgnv‡'‡ki AvBb I kvm‡bi BwZnvm-এর ১৭১-১৭৩ পৃষ্ঠায় মানব জীবনে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে ধারাবাহিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অপরাধসমূহ

নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড কুরআনে অপরাধ হিসেবে বিবৃত হয়েছে।

ক্রমিক নং	অপরাধের নাম	সুরার নাম	আয়াত নম্বর
০১	দ্রোহ	বাক্বারা	৩৪
০২	প্রতারণা	বাক্বারা	৩৬

Dhaka University Institutional Repository

০৩	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ	বাক্বারা	৩৭
০৪	সত্যের সাথে মিথ্যা মেশানো বা সত্য গোপন করা	বাক্বারা	৪২
০৫	খুন বা নরহত্যা	বাক্বারা	৮৫
০৬	স্বদেশ বা স্বস্থান থেকে বহিস্কার	বাক্বারা	৮৫
০৭	অহংকার এবং পরনিন্দা	বাক্বারা	৮৭
০৮	যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি	বাক্বারা	১০২
০৯	মসজিদে ইবাদতে বাঁধাদান	বাক্বারা	১১৪
১০	অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ দখল ও ভোগ	বাক্বারা	১৮৮
১১	আত্মসাৎ	বাক্বারা	১৮৮
১২	ধর্মীয় বিষয়ে ফেতনা, ফাসাদ, দাঙ্গা- হাঙ্গামা সৃষ্টি (হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ)	বাক্বারা	১৯১
১৩	মদ ও জুয়া (উপকারিতাও আছে, পাপ অপেক্ষাকৃত বেশি)	বাক্বারা	২১৯
১৪	সূদ গ্রহণ	বাক্বারা	২৭৫
১৫	সাক্ষী কর্তৃক সঠিক সাক্ষ্য না দেওয়া	বাক্বারা	২৮২
১৬	সাক্ষ্য গোপন করা	বাক্বারা	২৮৩
১৭	আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা	ইমরান	৪
১৮	আমানত হরণ	ইমরান	৭৫
১৯	জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ	ইমরান	৭৮
২০	কার্পণ্য	ইমরান	১৮০
২১	পণ্যে ভেজাল দেয়া	নিসা	২
২২	এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ বা অপচয়	নিসা	৬
২৩	ব্যভিচার	নিসা	১৫
২৪	বারংবার অপরাধের পুনরাবৃত্তি	নিসা	১৮
২৫	উপ-পতি গ্রহণ	নিসা	২৫
২৬	অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস	নিসা	২৯
২৭	আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার	নিসা	৫৬
২৮	বিশ্বাসঘাতকতা	নিসা	১০৭
২৯	ইসলাম ধর্ম ত্যাগ	নিসা	১৩৭
৩০	চুরি	মায়েদা	৩৮
৩১	মিথ্যা বলা	মায়েদা	৪২
৩২	মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা	মায়েদা	৮৯
৩৩	প্রতিমা পূজা, ভাগ্য নির্ধারক শর ব্যবহার	মায়েদা	৯০
৩৪	আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ	আন-আম	২১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫	আল্লাহ ব্যতি অন্য কারো ইবাদত	আন-আম	৫৬
৩৬	সন্তান হত্যা	আন-আম	১৩৭/১৪০
৩৭	অপব্যয় করা (যা তিনি পছন্দ করেন না)	আন-আম	১৪১
৩৮	মৃত, প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের মাংস খাওয়া	আন-আম	১৪৫
৩৯	এতিমের সম্পত্তির ক্ষতি, ওজন ও পরিমাপে কারচুপি	আন-আম	১৫২
৪০	অপরাধের প্ররোচনা	আন-আম	২০
৪১	অস্বাভাবিক যৌনাচার	আল আরাফ, হিজর	৮৩/৭৩
৪২	পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হওয়া	আনফাল	৪৬
৪৩	পরিমাপ ও ওজনে কম দেওয়া	হুদ	৮৪
৪৪	জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধন	হুদ	৮৫
৪৫	মিথ্যাবাদিতা	হুদ	৯৩
৪৬	বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও লোভ	ইউসুফ	৫২
৪৭	আইন সঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ	হিজর	৩৪
৪৮	লোভ	হিজর	৮৮
৪৯	দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা	বনী ইসরাঈল	৩১
৫০	ব্যভিচার	বনী ইসরাঈল	৩২
৫১	অন্যায় হত্যা	বনী ইসরাঈল	৩৩
৫২	এতিমের মাল বা সম্পদ হরণ	বনী ইসরাঈল	৩৪
৫৩	যথাযথ ওজন বা পরিমাপ না দেওয়া	বনী ইসরাঈল	৩৫
৫৪	ছলনা (ছলনা শয়তানের প্রতিশ্রুতি)	বনী ইসরাঈল	৬৪
৫৫	স্ত্রী বা মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া অন্য কাউতে কামনা	মুমিনুন	৬
৫৬	আমানত ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	মুমিনুন	৮
৫৭	পরিমাপে কম দেওয়া	আশ-শোয়ারা	১৮১/১৮৩
৫৮	সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওজন না করা	আশ-শোয়ারা	১৮২
৫৯	রাহাজানি	আনকাবুত	২৯
৬০	পিতামাার প্রতি দুর্ব্যবহার	লোকমান	১৪
৬১	বিনা অপরাধে মুমিনদের কষ্ট দেওয়া	আল-আহযাব	৫৮
৬২	অহেতুক মানুষকে ঠাট্টার পাত্র বানানো	ছোয়াদ	৬৩
৬৩	স্বৈরাচার	মুমিন	৩৫
৬৪	মানুষের ওপর অত্যাচার, পৃথিবীতে অন্যাভাবে বিদ্রোহ	মুমিন	৪২
৬৫	নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি করা	মুমিন	৪৫
৬৬	পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা	আহক্বাফ	১৫

Dhaka University Institutional Repository

৬৭	নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ	আন-নূর	৪/২৩
৬৮	স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ	আন-নূর	৭
৬৯	বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে প্রবেশ	আন-নূর	২৭
৭০	দাসীদের জোপূর্বক ব্যভিচারে বাধ্য করা	আন-নূর	৩৩
৭১	ক্ষমতা পেয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা, আত্মীয়তা ছিন্ন করা	মুহাম্মদ	২২
৭২	কাউকে উপহাস করা	আল-হুজুরাত	১১
৭৩	কাউকে মন্দ নামে ডাকা বা গালি দেওয়া	আল-হুজুরাত	১১
৭৪	পশ্চাতে নিন্দা ও একের কথা অন্যকে লাগানো	আল-কলম	১১
৭৫	ভাল কাজে বাঁধাদান	আল-কলম	১২
৭৬	মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করা	ফযর	১৯
৭৭	কূমন্ত্রণা দেওয়া ইত্যাদি। [১৫]	নাস	৬

হাদিস

سنّہ বা حديث ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। হাদিসের শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক বেশী। আইনি ব্যবস্থাপনা অনেক সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক। হাদিস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনে বর্ণিত সাধারণ নীতিমালার বিশ্লেষণ। এ জন্যই হাদিস বা সুন্নাহ ইসলামি আইনের অকাট্য উৎস।

সুন্নাহ (سنّہ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ: পথ, পন্থা, পদ্ধতি, চাল-চলন ও রীতিনীতি ইত্যাদি।

ইসলামি আইনের পরিভাষায়, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির উপর সুন্নাহ্ শব্দটি প্রযোজ্য হয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) কথা-কাজকেও সুন্নাহ্ গণ্য করা হয়।"

মোটকথা, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন ব্যতীত যা এসেছে যথা তাঁর কথা, কাজ-কর্ম ও মৌন সম্মতি সব-ই সুন্নাহ্।" [১৬]

উসূলে হাদিস শাস্ত্রবিদদের মতে, সুন্নাহ এবং হাদিস শব্দদ্বয় দ্বারা একই উদ্দেশ্য।

ইসলামি আইন প্রণয়নে সুন্নাহ্ বা হাদিস দ্বিতীয় প্রধান উৎস। ইসলামের প্রত্যেকটি মাযহাবেই সুন্নাহ্ ইসলামি আইনের স্বীকৃত ও অনুসরণযোগ্য উৎস বলে ঘোষিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন:

> ياايهااللذين آمنوا اَطيعوااللهَ واَطيعواالرَّسول و اُولى الأمر منكم[17]
>
> অর্থ: হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ما آتاكم الرسول فَخُذُوه وما نهاكم عنهُ فانتهوا[18]

অর্থ: রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।

ইজমা

ইসলামি আইনের তৃতীয় প্রধান উৎস ইজমা (اجماع)। কুরআন-হাদিসের পরেই ইজমার অবস্থান এবং তা কুরআন-হাদিস দ্বারা-ই প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন ইসলামি আইনের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর সময়ে মুসলিম উম্মাহ্ নতুন কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উক্ত পরিস্থিতির সমাধান দিতেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিধান নির্ধারণ করতেন। এ কারণে তাঁর যুগে ইজমা'র কোন প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা সামনে রেখে সামষ্টিক ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমা'র সূচনা হয়।

ইজমা (اجماع) শব্দটি আরবি ভাষা হতে গৃহীত। অর্থ: ঐকমত্য ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

পারিভাষিক অর্থে একই যুগে উম্মতে মুহাম্মাদির সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বাচনিক ও কর্মসূচক ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করাকে BRgv বলে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন, এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার নাম BRgv। কারণ সবাই শরী'আতের ব্যাপারে গভীর দূরদৃষ্টির অধিকারী নয়, তাই দলিল-প্রমাণ অনুধাবনের ক্ষমতাও সবার সমান থাকার কথা নয়। [১৯]

যুগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় করে ইসলামি আইনের সময়োপযোগী ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই মহান দায়িত্ব সমকালীন বিজ্ঞ মুজতাহিদদের ওপর বর্তায়। ইজমা উৎস হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা রয়েছে।

মওলানা আযাদ লিখেন:

فی الحقیقت اسلام کا نظام شرعی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے تمام علماء مسلمانوں کے عام اہل الرائے، مسلمانوں کے عام اہل حل و عقد مجتمع ہوکر ایک فیصلہ کر دیں اور اس فیصلہ کا اعلان کر دیں تو بلا شبہ تمام مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس فیصلہ کو جمعیت کا فیصلہ سمجھیں، جمعیت کے ساتھ رہیں اور اس سے قدم نہ ہٹائیں۔[20]

অর্থ: মূলত ইসলামের শরয়ী বিধান এই যে, যখন মুসলমানদের সকল আলেম, বিজ্ঞজন এবং মুসলমানদের বিশ্বাসের উপযুক্ত জ্ঞানীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করলে নি:সন্দেহে এই সিদ্ধান্ত সকল মুসলমানরে জন্য মান্য করা জরুরি হয়ে পড়ে। তারা তখন এই সিদ্ধান্তকে সকলের সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিবে, সকলের সাথে থাকবে। বিচ্ছিন্ন হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদকে তাঁর অনেক প্রতিহিংসুক ‘Avn‡j nw‘m mg_K ev MvB‡i gKwjø‘Ö বলে অপপ্রচার করেছে। মওলানা কর্তৃক এই اجماع (ইজমা) সমর্থনের বিষয়টি সে সকল লোকের বিরুদ্ধে একটি অকাট্য দলিল যে, মওলানা আযাদ আহলে হাদিস সমর্থক বা গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন না বরং তিনি একজন মুজতাহিদ পর্যায়ের মুসলমান ছিলেন।

কিয়াস

কিয়াস (قياس) ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস। কিয়াসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সময়োপযোগী বিষয়ে ইসলামি বিধান উদ্ভাবন ও পরিপূরণের ক্ষেত্রে কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ চলমান সত্ত্বেও কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় বর্ণিত বিধান দ্বারা তারা যখন অতৃপ্ত তখন দৈনন্দিন জীবনে মুখোমুখি হওয়া এসব ঘটনার ধর্মীয় বিধিবিধান বা সমাধান জানতে কিয়াস প্রয়োজনীয়।

কিয়াস (قياس) আরবি শব্দ। এর অর্থ পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ, তুলনা করা, অনুমান করা, একটির সাথে অন্যটির সাদৃশ্য নির্ধারণ করা।

পারিভাষিক অর্থে উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে ‘হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করা’কে কিয়াস বলে। বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির (রহ.) বলেন:

> “যে বিষয় সম্পর্কে শরী‘আতের নস্ (বিধান) বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা; যার সম্পর্কে শরী‘আতের নস্ ভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে, তাকে wKqvm বলে। [২১]

এই উৎস চতুষ্টয় এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে কোন ইমাম বা মুজতাহিদের মতবিরোধ নেই। তাই এদের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো। এ ছাড়াও অন্যান্য উৎস যেমন: সাহাবির অভিমত, ইসতিহসান, ইসতিদলাল, ইসতিস্‌লাহ, রায়, তা‘আমুল, উরফ ও রুসম, পূর্ববর্তী নবীগণের শরী‘আত, দেশীয় আইন, মাসালিহে মুরসালা, ইবাহাত, ইসতিসহাবে হাল, সাহাবা কেরামের বক্তব্য বা অভিমত, অতীতের মুসলিম বিচারকদের বিচারের রায়, মুসলিম ফকিহ ও মুজতাহিদগণের অভিমত, জনকল্যাণ বিবেচনা, পূর্বের বিধান স্থায়ী রাখা, দায়মুক্ত হওয়ার মূলনীতি, প্রথা, অবরোহন পদ্ধতি, অন্যায়ের উপলক্ষ রুদ্ধকরণ, দলীল পেশ, উত্তম বিধান নির্ধারণ, সহজতর পদ্ধতি গ্রহণ, পাপমুক্ত হওয়া, কূফাবাসীর ইজমা, শী‘আগণের দৃষ্টিতে আহলে বাইতের ইজমা, চার খলিফার ইজমা, পূর্ববর্তী শরী‘আতের অরহিত বিধিবিধান, দলিল অনুসন্ধান, সামাজিক আচার-আচরণ, প্রকাশ্য বা অধিকতর প্রকাশ্য মত অনুযায়ী কাজ করা, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া, বড় বড় তাবিঈ’র অভিমত, মূলনীতি অনুসরণ, নাসের মর্মার্থ, বিবেকের সাক্ষ্য, অবস্থা অনুযায়ী মীমাংসা, সমস্যার ব্যাপকতা, দু’টি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের একটি গ্রহণ, অন্য বিধানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশনা, ইলহামের নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন, অধিকতর সহজ বিষয় গ্রহণ, সর্বাধিক বলা মন্তব্য গ্রহণ, দলিল অনুসন্ধানের পর না পাওয়া, শুধু সাহাবীগণের ইজমা, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ইজমা, চার খলিফার সর্বসম্মত অভিমত, সাহাবির কিয়াস-বিরোধী অভিমত, কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা, নসভিত্তিক উক্তি,

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদাত ও নির্ধারিত বিষয়ে ইজমা ইত্যাদি। এদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে পক্ষ-বিপক্ষের মতবিরোধ রয়েছে। তবুও এরাও ক্ষেত্রবিশেষ ইসলামি আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [২২]

ইসলামি আইনের ক্ষেত্রসমূহ:

মুসলিম জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামি আইনের সাথে জড়িত। আর মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই; যে ব্যাপারে ইসলামে নির্দেশনা নেই। বিশেষত: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, পিতা-মাতার সেবা, মানবসেবা ও সমাজসেবা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামি আইন মানুষের পথনির্দেশক।

দেশীয় আইন-আদালতে গৃহীত ইসলামি-শরী'আতি আইনসমূহ:

বিবাহ, মোহরানা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পিতৃত্ব এবং বৈধতা, অভিভাবকত্ব, ভরণ পোষণ, দান, ওয়াক্ফ, শুফ'আ (অগ্রক্রয়), মরজুল মাউত (মৃত্যুশয্যায় দান): উইল এবং দান, মৃত্যু পরবর্তীকালে সম্পত্তির বিলি বন্টন, সুন্নী উত্তরাধিকারী আইন এবং শি'আ উত্তরাধিকারী আইন ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালের ৮ নং মুসলিম পারিবারিক আইন এর অধিক্ষেত্র নিম্নোক্ত পাঁচটি। যথা:

ক. বিবাহবিচ্ছেদ
খ. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার
গ. দেন মোহর
ঘ. ভরণপোষণ এবং
ঙ. অভিভাবকত্ব এবং শিশুদের তত্ত্বাবধান

শরী'আতি আইন বা অনুশাসনের শ্রেণিবিভাগ:

শরী'আতের বিধান অনুযায়ী ধর্মীয় অনুশাসন পাঁচ প্রকার।

১-ক. ফরয:

কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী অবশ্য করণীয় কর্তব্যসমূহ। যেমন: প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি।

খ. ওয়াজিব:

ফরয না হইলেও ফরযের কাছাকাছি পালনীয়। যেমন: দুই ঈদের নামায, বেতরের নামায ইত্যাদি।

গ. সুন্নাত:

Dhaka University Institutional Repository

ফরয-ওয়াজিবের পরেই পালনীয় কর্তব্য হলো mbv‡Z। রাসূলুল্লাহ সা. কে অনুসরণ করার আমল-ই mbv‡Z। ইহা এমন এক আমল যা করলে সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় না করলে গুনাহ পর্যন্ত হয়। যেমন: প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সাথে নির্ধারিত সুন্নাত নামাযসমূহ, মুখে দাড়ি রাখা প্রভৃতি।

২. মুস্তাহাব:

ইহা এমন সকল কাজ যা না করলেও চলে কিন্তু করলে সওয়াব হাসিল হয়। যেমন: অতিরিক্ত নামায পড়া।

৩. জায়েয:

করা যায় এমন সমস্ত কাজ যা সম্বন্ধে ইসলাম নিরপেক্ষ রয়েছে। যেমন: উড়োজাহাজে ভ্রমন।

৪. মাকরূহ:

কতগুলো স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য এবং অননুমোদিত বিষয়। উহা দুই প্রকারঃ
(ক) মাকরূহ তানযিহি বা অপেক্ষাকৃত কম মাকরূহ। যেমন: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া; আবার
(খ) মাকরূহ তাহরিমি বা অপেক্ষাকৃত বেশি মাকরূহ। যেমন: কচ্ছপের গোশত খাওয়া।

৫. হারাম:

ইসলামে যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন: নরহত্যা, ব্যভিচার, জুয়াখেলা ও সুদ গ্রহণ ইত্যাদি। [২৩]

ইসলামি আইনের প্রতি আযাদের আগ্রহী হওয়ার কারণ:

ক. পারিবারিক পরিবেশ:

আবুল কালাম আযাদ এক পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যারা সূফীবাদ-আধ্যাত্মবাদ চর্চা করতেন। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন তাদের একমাত্র ধ্যান-ধারণা। দুনিয়াবিমুখ জীবনের জন্য তাদের খ্যাতি চতুর্দিকে। ইসলামের প্রতিটি বিধি-নিষেধ এই পরিবার অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেন। মুসলিম জীবনে কোনটি করণীয় আর কোনটি বর্জনীয়, হালাল কোনটা আর হারাম কোন্‌টা এটা না জানা পর্যন্ত তারা কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। এ চর্চা শুধু তাদের পরিবারের জন্য নয়; বরং এই পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ও অনুসারী লক্ষ লক্ষ মুরিদের জন্যও এই প্রাত্যহিক প্রাকটিসের ব্যত্যয় করা চলে না। শিশুকাল থেকেই আযাদ এই অনুশীলনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পারিবারিক পরিবেশ দ্বারা মওলানা আযাদ ইসলামি আইনের প্রতি আগ্রহী ও আসক্ত হন।

খ. পড়াশুনার প্রভাব:

আবুল কালাম আযাদের সম্মানিত পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন শুধু কলকাতা নয়; মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় তিনি একজন যোগ্য আলেম এবং হাক্কানী পীর হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। আরবি ভাষায় তাঁর লেখা দশ খণ্ডের এক ধর্মীয় পুস্তকের জন্য মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

খায়রুদ্দিন মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত ব্যক্তি হিসেবে প্রশংসিত হন। মওলানা খায়রুদ্দিনের পরিবার ধর্মীয় পড়াশুনা করবে এটা আর নতুন কি! এই পরিবারের সকল সদস্যের ন্যায় আযাদও বাল্যকাল থেকেই ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়াশুনা করেন। শরী'আত, মা'রেফাত, তরিকাত ও হাকিকত চর্চাও এই পরিবারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ে। এই পরিবারের পড়াশুনার সিলেবাসে জাগতিক বিষয়ের তুলনায় ধর্মীয় বিষয় বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হতো। বিশেষত ইসলামি আইন ও জীবন বিধান সম্পর্কিত পড়াশুনা দ্বারা আযাদ বিশেষভাবে ইসলামি আইনের প্রতি শৈশব থেকেই প্রভাবিত হন।

গ. সমকালীন পরিবেশ:

সমকালীন পরিবেশ মওলানা আযাদকে ইসলামি আইনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সে সময়ে ভারতে মুসলিমের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। প্রায় নয় কোটি মুসলমানের বিশাল ভারতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এই বিশাল জনগোষ্ঠী। তারা আবার নানা মতবাদে বিভক্ত ছিল। মওলানা আযাদ বুঝে ওঠার পর প্রত্যেক মতবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও ইসলাম পালনের প্রচেষ্টা দেখে আহত হন। সকলকে একই কাতারে আনার জন্য নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট ব্যবধান দূর করার প্রয়াস আরম্ভ করেন। জানতে চেষ্টা করেন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য; ধর্মীয় মতপার্থক্যের মূল ভিত্তিসমূহ। অনুসন্ধান করতে গিয়ে আযাদ খুঁজে পান তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি আর কূপমণ্ডুকতা। এই অন্ধকার থেকে জাতিকে বের করার জন্য আযাদ নিজে ইসলামি আইন অধ্যয়ন করেন এবং ইসলামের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করতে আযাদ তার জীবনের প্রারম্ভে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল-হিলাল' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মওলানা আযাদের নিকট ইসলাম ও ইসলামি আইন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতো; মওলানাও সমকালীন এসব প্রশ্নের যুগোপযোগী উত্তর পত্রিকায় ছাপতেন। আর একটা উত্তর প্রদানের জন্য উক্ত বিষয়ের ব্যাপক পড়াশুনা করতে হয়। এভাবে সমকালীন পরিবেশ মওলানা আযাদকে ইসলামি আইনের প্রতি অনুরাগী করে তোলে।
সে সময়ে ভারতে প্রায় নয় কোটির অধিক মুসলমানের সামগ্রিক জীবনে ইসলামি আইনের প্রয়োজন ছিল বলে মওলানা আযাদ সেদিকে মনোনিবেশ করেন।[২৪]

রাজনৈতিক পরিস্থিতি:

মওলানা আযাদ ছিলেন সমসাময়িক একজন রাজনীতির কবি। যার ধ্যান-জ্ঞান রাজনীতি ও মানব কল্যাণ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও তৎপরবর্তী ব্রিটিশ চালিত 'ভাগ করো-শাসন করো' নীতির ফলে গড়ে ওঠা Ôgmwjg jxMÕ ও Ôc¨vb BmjvgÕ ধারণার রাজনীতির মাধ্যমে মওলানার রাজনীতিতে হাতেখড়ি। দীর্ঘদিন মওলানা আযাদ মুসলিম লীগের রাজনীতি ও ধ্যান-ধারণার সাথে যুক্ত ছিলেন। এমনকি ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনের সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনে আযাদ ঢাকায় যোগদান করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গ রদ এবং এ জাতীয় গণআন্দোলনে মওলানা সম্পৃক্ত হন। মওলানা আযাদ তার

Dhaka University Institutional Repository

আল-হিলাল ও আল-বালাগ পত্রিকার যুগে প্যান ইসলামবাদ আঁকড়ে ছিলেন। এই সময়ের লেখালেখি ও বক্তৃতায় স্যার সৈয়দ ও আল্লামা ইকবাল প্রমুখ প্যান ইসলামবাদী মুসলিম নেতাদের ন্যায় মওলানা আযাদ কুরআনের বিশ্বব্যাপি আবেদন প্রচার করতেন। প্যান ইসলাম ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মওলানা আযাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। এর পক্ষে লেখালেখি করে কারাবরণ করেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত মওলানা আযাদ ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ স্বীকার করতেন না। এতদিন যেই আযাদ 'বিশ্ব মুসলিম জিন্দাবাদ' বলেছেন। খেলাফত আন্দোলন মাঠে মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহেরুর ন্যায় হিন্দু নেতৃবর্গকে মওলানা আযাদ শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই মওলানা-ই ১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের খেলাফতকে উচ্ছেদ করতে 'সেভার্স চুক্তি' সম্পাদনের পর মর্মাহত হৃদয়ে প্যান ইসলাম ধারণা ত্যাগ করে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদে ঝুঁকে পড়েন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে উক্ত মতে অটল থাকেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি মওলানা আযাদকে ইসলাম ও মুসলিম জীবনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

ঘ. বিশ্ব পরিস্থিতি:

মওলানা আযাদ শৈশব পেরিয়ে জগতে চোখ মেলতেই চারিদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখতে পান। উপমহাদেশে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান শিখা মওলানা আযাদকে ব্যাকুল করে তোলে। বিশেষ করে এ দেশীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দূরাবস্থা, অসহায়ত্ব মওলানাকে ভাবিয়ে কোলে। মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, তাদের ধর্মীয় কর্তব্য, সামাজিক উন্নতির পথ, বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত ধর্মীয় পথনির্দেশনা, ইসলামি আইনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ইত্যাদির জন্য মওলানা আযাদকে কলম হাতে সাংবাদিকতায় নামতে হয়। বিস্তর লেখনি এবং বক্তৃতা দ্বারা স্বজাতিকে স্বাধীনতা এবং জীবনের মূল শ্রোতে আনয়ন করতে মওলানার জুড়ি নেই। এ জন্য মওলানাকে প্রচুর পড়াশুনার পাশাপাশি ইসলামি আইনের ওপর অগাধ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এভাবে মওলানা আযাদ ইসলামি আইনের প্রতি অনুসন্ধানী হয়ে ওঠেন।

ঙ. নৈতিকতাবোধ:

নৈতিকতাবোধ ও নৈতিক আবেদন মানব জীবনের এক বড় চালিকাশক্তি। মওলানা আযাদের পরিবার নৈতিকতার বলে বলিয়ান এক সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি। এই পরিবারে নৈতিকতার চর্চা এত প্রবল ছিল যে, এই পরিবারের সদস্যদের লোকেরা কদমবুছি করতে পর্যন্ত দ্বিধা করতো না। পীর পরিবারকে ভালবাসতে পারাকে মানুষ নিজেদের সৌভাগ্য মনে করতো। এই পরিবারের সদস্যগণও চরিত্র-আখলাকে সেরূপ বলিয়ান হতো। এখানে নৈতিকতার শিক্ষা দ্বারা কোন শিশুর জীবন শুরু হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তাকে এর চর্চা করতে

Dhaka University Institutional Repository

হয়। নৈতিকতার এই চর্চার জন্য পীর পরিবারে ধর্মচর্চা ও ইসলামি আইন চর্চার প্রয়োজন হয়। এই নৈতিকতাবোধ থেকেও মওলানা আযাদের ইসলামি আইনের প্রতি আগ্রহ জন্মে।

চ. পরকালীন জবাবদিহিতা:

জন্মিলে মরিতে হবে এই চিরাচরিত সত্যের কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে এই ধরাধামে পাঠিয়ে তাকে ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনের প্রতি সজাগ থাকার জন্য বারবার হুঁশিয়ার করেছেন। তাদের শিক্ষার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আসমানি কিতাব দান করেছেন। নবীদের এই শিক্ষা তাদের অবর্তমানে অব্যাহত রাখতে সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে মানুষকে দায়িত্ব প্রদান করেন। শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সা. কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মানুষের পথনির্দেশনার কাজ তার অবর্তমানে এই উম্মতের উপর বর্তায়। এই হেদায়াতের কাজ যথানুরূপ করলে যেমন পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে; তেমনি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তার শাস্তিও তেমনি ঘোষিত হয়েছে। মওলানা আযাদের পরিবার এক ইসলামি ঐতিহ্য মণ্ডিত শ্রদ্ধেয় পরিবার। তারা পুরুষাণুক্রমে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন নিজে ছিলেন একজন মুর্শিদে বরহক। অসংখ্য মানুষকে হেদায়াতের কাজ তিনি সুচারুরূপে করেছেন। সন্তানদেরও তিনি পরকালীন জবাবদিহিতামূলক এই নবীয়ানা কাজ শিক্ষা দিয়েছেন। এই চেতনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মওলানা আযাদ ইসলামি আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ছ. স্বভাবপ্রসূত:

মওলানা আযাদ জন্মগতভাবেই ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। ইসলামি জীবন পদ্ধতি গৃহেই ধাতস্থ হয়ে গেছে। আরব বংশোদ্ভূত মায়ের কাছেই আযাদ ইসলামি রীতি-নীতি শিক্ষা করেছেন। ঘরেই তার বাস্তব প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। গৃহে এক কঠোর অনুশাসনের ভেতরে আযাদের বেড়ে ওঠার কালেই এই শান্ত-শৃঙ্খল জীবন আযাদের রপ্ত হয়ে যায়। ইসলামি জীবন আযাদের স্বভাবে পরিণত হয়। অত:পর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর এই জীবনের ব্যত্যয় আযাদ জীবনে ঘটেনি। মানুষ দীর্ঘদিন ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে যা আয়ত্ব করে; আযাদ তা শৈশবেই মাতৃক্রোড়ে পেয়েছেন। এই অমূল্য সম্পদকে আযাদ সযত্নে লালন করে জীবনভর আকড়ে ছিলেন। এই ইসলামেরই প্রচার করেছেন, সেবা করেছেন। ইসলামি আইনের সময়োপযোগী সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ১৯২১ সালের নভেম্বরে লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে মওলানা আযাদকে 'ইমামুল হিন্দ' বা সর্ব ভারতীয় ধর্মীয় নেতা উপাধি দেয়া হয়। নি:সন্দেহে মওলানা আযাদ একজন ইসলামি গবেষক, ইসলামি আইনজ্ঞ ও উপমহাদেশের সর্বভারতীয় ইসলামি নেতা বা ইমামুল হিন্দ।

মওলানা আযাদের ধর্মীয় মতবাদ:

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একজন অসাম্প্রদায়িক মুসলমান ছিলেন এটা আমরা জানি। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তা সঠিক করে বলা মুশকিল। কেননা ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এক চেতনার নাম। Zvh‡Kiv নামক মওলানা আযাদের লিখিত আত্মজীবনীতে দেখা যায়, মওলানা আযাদ মুসলমান সুন্নী পরিবার বা পীর পরিবারের সন্তান। তার পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন কলকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত সুন্নী পীর বলে পরিচিত ছিলেন। শুধু কলকাতায়ই মওলানা খায়রুদ্দিনের লাখো ভক্ত ছিল এবং তাদের আবদারেই শেষ পর্যন্ত মওলানা খায়রুদ্দিনের কলকাতা ছেড়ে মক্কায় ফিরে যাওয়া হয়নি। এই পরিবারে মিলাদ-কিয়াম, পীর-মুরিদী, নজর নেওয়াজ ও ওরশ প্রভৃতি সবই প্রচলিত ছিল। সেই পরিবারে জন্ম নিয়ে মওলানা আযাদও পিতার তত্ত্বাবধানে পড়াশুনাকালে সুন্নী আলেমদের কাছে পড়াশুনা করেছেন। পিতা তার সন্তানকে শুধু এই শঙ্কায় কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় পড়তে পাঠাননি যে, তার সন্তান ওহাবিদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। মওলানা আযাদও এ পর্যায়ে উক্ত আলেমদের কাছে কওমি মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত কিতাবাদী পড়েছেন। এর দ্বারা সে সময়ে আযাদ এর ওপর ওহাবি বিদ্যা প্রবল হয়েছিল। কিন্তু কতটুকু প্রভাবিত হয়েছিলেন তা ঠিক করে বলা যায় না।[২৫]
আর তা এ জন্য যে মওলানা আযাদ এই ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এক সত্যিকার মুসলমান ও অসাম্প্রদায়িক আশেকে রাসূল মুসলমান হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করেন। অন্যকেও দাওয়াত দেন। গঠন করেন Ôwnhe jøvnÕ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। যারা উদার মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে সমাজে তুলে ধরে। মওলানা আযাদের ভাষায় তারা মানুষকে কুরআনের পথে দাওয়াত দিবে, নবী সা. এর হাদিসের শিক্ষা দিবে। লোকদেরকে ধর্মীয় মাসআলা প্রচার করবে। মিলাদের মজলিসে মিলাদ পড়বে ইত্যাদি। এ দ্বারা অনুমিত হয় যে, মওলানা আযাদ সুন্নী মতবাদকে অপছন্দ করতেন না। বরং তা পরিপালন করতেন।[২৬]
এর অর্থ হলো, মওলানা আযাদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন গোড়ামি পছন্দ না করে বরং উদারভাবে ধর্মকে গ্রহণ ও পালন করতেন। কোনো কোনো সমালোচক তাকে لا مذہبی 'লা মাযহাবী' বলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই বিষয়টিও ধোপে টেকে না। কেননা, মওলানা আযাদ নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশ্ব সেরা-হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন। কেউ কেউ আযাদকে gRZwn' বলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়টা একেবারে উড়িয়ে-ও দেয়া যায় না। তবে তিনি মূলত কোন্ আদর্শ দ্বারা চালিত ছিলেন তা তিনি নিজেই এভাবে বলেছেন:

> قرآن نے کسی مذہب کے پیرو سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا عقیدہ یا اصول قبول کرلے بلکہ ہر گروہ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر سچائی کے ساتھ کار بند ہو جائے۔[27]

> অর্থ: কুরআন কোন মতবাদীদের নতুন কোন বিশ্বাস অবলম্বনে উৎসাহিত না করে বরং তার নিজস্ব মতবাদ এর সত্যিকার শিক্ষার ওপর সততার সাথে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

মওলানা আযাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃতভাবে জনা যায় মওলানার লিখিত পুস্তক 'মেরা আকীদা' নামক গ্রন্থ থেকে। এতে মওলানা আযাদ নিজেকে একজন মুসলমান হিসেবে দাবি করেছেন। যিনি আল কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস এর প্রতিটিতে অগাধ আস্থা সম্পন্ন।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

পরমত সহিষ্ণুতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা:

মওলানা আযাদ এই পরমত সহিষ্ণুতার দীক্ষা পবিত্র কুরআনুল কারিম থেকে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

> وقل للّذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، انّا عاملون-وانتظروا ،انّا منتظرون[29]
>
> অর্থ: যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বল, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করতে থাক, আমরাও আমাদের কাজ করছি এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।

ইসলামি আইনের যে সকল শাখায় মওলানা আযাদ অবদান রেখেছেন :

মওলানা আযাদ ইসলামি আইনের প্রায় প্রতিটি শাখার উপর লিখেছেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদানে মওলানার জুড়ি নেই। তবে মওলানা যেহেতু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি; তাই রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা তার লেখা ও বক্তৃতায় বেশি দেখতে পাই। তারপরও মওলানা আযাদের বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তারজুমানুল কুরআনসহ অন্যান্য পুস্তকে ইসলামি আইনের যে সকল বিষয়ে অলোচনা পাওয়া যায় তা নিম্নে বিবৃত হলো।

★ নামায:

বান্দার ঈমান গ্রহণের পরেই তার প্রধান ধর্মীয় দায়িত্ব সময়মতো নামায আদায় করা। নামায মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদত। অন্যদিকে অন্যায় কর্ম হতে বেঁচে থাকার জন্য উত্তম উপায়। কিন্তু এই নামায কখনোই লোক দেখানো হওয়া উচিত নয়। মওলানা আযাদের মতে, যর অন্তর আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী এবং তার সাথে মিলনে আকাঙ্খী সে নামায পড়ে শান্তি লাভ করবে। মওলানা আযাদ তারজুমানুল কুরআন-এ লিখেন:

> صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد لو۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی رہے۔[30]
>
> অর্থ: ধৈর্য এবং নামাযের আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সকল কর্মে সাহায্য গ্রহণ করো। নামাযের মূল হলো-মহান আল্লাহর জিকির ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাকে শানিত করা।

★ অযুর নির্দেশনা:

নামাযের পূর্বে অযু করা ফরয। কেননা, এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে নি'আমত দ্বারা ভরপুর করতে চান। তাকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। মওলানা আযাদ লিখেন:

Dhaka University Institutional Repository

خدا نہیں چاہتا کہ تمہیں بے جا مشقت اور قید میں ڈالیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو۔ اور تمہیں پاکی اور شائستگی رکھنےوالی جماعت بناکر تم پا اپنی نعمت و ہدایت پوری کر دے۔[31]

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক কষ্ট বা বিপদে ফেলতে চান না; অযুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-তোমাদের মধ্যে যেন পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং তোমাদেরকে পবিত্র জামা'আতে পরিণত করে স্বীয় নি'আমত ও হেদায়াত দ্বারা পূর্ণ করবেন।

★ রোযা:

আল্লাহ প্রদত্ত রোযার আদেশ দ্বারা অনাহার ও শারীরিক কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হলো-আত্মার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি। তোমরা আত্মশুদ্ধির শক্তি অর্জন করবে এবং আত্মার কূমন্ত্রণাকে নিয়ন্ত্রন করতে শিখবে এটাই রোযার মূল উদ্দেশ্য।[৩২]

★ হজ্ব:

হজ্ব ও উমরার নিয়ত করলে তা আল্লাহর খুশির জন্য সম্পূর্ণ করা উচিত। হজ্বের ইহরাম বাঁধার পরে স্ত্রী সঙ্গ, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। মওলানা আযাদ আল কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে লিখেন:

وللهِ على الناس حجّ البيتِ مَن استطاع اليہ سبيلاً۔

অর্থাৎ যাদের হজ্ব করার সামর্থ আছে, তারা যেন আল্লাহর জন্য ফরয আদায়ের নিমিত্ত তাঁর ঘরের যিয়ারতের মাধ্যমে পবিত্র হজ্ব আদায় করে।

এই আয়াতের ভাষ্যে মওলানা আযাদ লিখেন:

جو لوگ مالی اور جسمانی حالت کے لحاظ سے حج کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔[33]

অর্থ: যে ব্যক্তি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সক্ষম তার উপর হজ্ব পালন ফরয করা হয়েছে।'

★ যাকাত:

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলাম ধর্ম গরীব-দু:খীর জন্য সম্পদশালীদের থেকে নিদিষ্ট হারে যাকাত বা ট্যাক্স আদায় করেছে এবং তা প্রতিবছরই গুরুত্ব সহকারে হিসাব অনুযায়ী বের করে গরীবকে দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছে। বরং নামাযের পরেই যাকাতের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। মওলানা আযাদ এ বিষয়ে লিখেন:

اللہ پاک اسے(زکوٰۃ کو) اس درجہ اہمیت دی ہے کہ اعمال میں نماز کے بعد اسی کا درجہ ہوا۔ اور قرآن نے ہر جگہ دونوں عملوں کا ایک ساتھ ذکر کرکے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی دو عمل ہیں-نماز اور زکوٰۃ۔[34]

অর্থ: মহান আল্লাহ যাকাতকে এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, বান্দার সকল নেক কর্মের মধ্যে নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। কুরআনে উভয়বিধ আদেশকে এক সাথে উল্লেখ করে এ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, কোন সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামি জীবনের সর্বপ্রথম পরিচয় এই দুই আমল-নামায এবং যাকাত।

★ বিবাহ:

ইসলামে বিবাহ এক পবিত্র ও মধুময় বন্ধন। এর দ্বারা বৈধ উপায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বংশ বৃদ্ধিও অন্যতম উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের পক্ষে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহ অর্থ নারী-পুরুষের এক প্রাকৃতিক সম্পর্ক এবং উভয়ে নিজ নিজ প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। মওলানা আযাদ লিখেন:

نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے گلے پر جائیں– یا عورت کو مرد کی خود غرضانہ کام جوئیں کا آلہ بنا دیا جائے، بلکہ مقصود دونوں کے ملاپ سے ایک کامل اور خوش حال ازدواجی زندگی پیدا کرنا ہے-اس کے لئے محبت و سازگاری ہونی چاہئے اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے واجبات ادا کرنے چاھیں- ورنہ مقصودِ نکاح فوت ہو جائےگا-[35]

অর্থ: বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য এই নয় যে, নারী-পুরুষ একে অন্যের সাথে শুধুই গলায় গলায় ভাব জমাবে; অথবা নারীকে পুরুষের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে। বরং বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হলো: নারী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও সুখী দাম্পত্য জীবনের উদযাপন। এর জন্য উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও কর্মমুখরতার প্রয়োজন এবং আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ পালন করা জরুরি। অন্যথা বিবাহের লক্ষ্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

মওলানা আযাদের বিশ্বাস মতে, বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হলো: স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের মাধ্যমে এক পূর্ণাঙ্গ ও সুখী দাম্পত্য জীবনের সূচনা করা। এমন প্রত্যাশিত জীবন তখনই সম্ভব যখন নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও ক্রিয়াশীলতা আসবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আদায় করা হবে। [৩৬]

★ তালাক:

বৈধ কর্মসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছ সবচেয়ে অপ্রিয় কাজ তালাক। তালাক যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা বাঞ্চনীয়। কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য বশত: তালাক উচ্চারিত হলেও সেই স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে তা তার জন্য অধিক শ্রেয়। মওলানা আযাদ লিখেন:

اگر طلاق کے بعد شوہر رجوع کرنا چاہے تو وہی زیادہ حقدار ہے-کیونکہ شرعاً مطلوب ملاپ ہے، نہ کہ تفرقہ-[37]

অর্থ: তালাক দেয়ার পরে স্বামী যদি পুনরায় তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চায় তাহলে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সে-ই সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য। কেননা শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি মিলন; বিচ্ছেদ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে, কেউ তার স্ত্রীকে চূড়ান্ত বা বায়েন তালাক ঘোষণা করলে তা হতে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ নেই। আর স্ত্রীকে দেয়া কোন বস্তু তালাকের পরে ফেরত নেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নেই। [৩৮]

★ মুশরিকের সাথে বিবাহ-শাদী:
মুশরিক নারী-পুরুষের সাথে মুসলিম নারী-পুরুষের বিবাহ ইসলামে জায়েজ নেই। [৩৯]

★ স্ত্রীর অধিকার:
স্ত্রীকে হয় পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সম্মানের সাথে রাখতে হবে; অন্যথা তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া ভাল। এর ব্যতিক্রম জায়েয নেই। [৪০]

★ সন্তানের ভরণ-পোষণ:
পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদের পরে দুগ্ধজাত সন্তান দু'বছর দুধপান করবে এবং এর খরচ দিবে সন্তানের পিতা। [৪১]

★ বিধবার শোক পালন:
কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে স্ত্রী চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। তারপর ইচ্ছা করলে নতুন বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। [৪২]

★ দেন মোহর পরিশোধ:
বিবাহকালীন ধার্যকৃত মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য। কোনক্রমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর মোহরানা তাকে প্রদান করতে হবে। একে অন্যকে স্পর্ষ করে থাকলে নির্ধারিত মোহর সম্পূর্ণ-ই দিতে হবে। স্পর্ষ না হলে অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। তথা শরী'আতের আইন অনুযায়ী এটা পরিশোধিত হতে হবে। [৪৩]

★ ইদ্দত পালন:
মেয়েদের পিরিয়ড চলাকালে তাদের থেকে সহবাস বিষয়ে দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। তবে, একত্রে বসবাসে কোন অপরাধ নেই। [৪৪]

★ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা:
সকল মানুষ সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকারও সমপর্যায়ের। এটা নিশ্চিত করার জন্য ভাল মানুষদের রাজনীতিতে আসা উচিত। রাজনীতি মানবকল্যাণ ও মানব সংশোধনের মাধ্যম। মওলানা আযাদ লিখেন:

دنیا کی پادشاہت اور سیاست صرف اصلاح کے لئے ہے-

অর্থ: পৃথিবীর রাজত্ব ও রাজনীতি শুধু সমাজ সংশোধনের জন্য। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন:

انّ الارض یرثها عبادی الصالحون-[45]

অর্থাৎ নেক বান্দাগণ এই ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী (পরিচালক) হবে।

Dhaka University Institutional Repository

★ সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা:

মওলানা আযাদের মতে, আরবি শব্দ দীন (دین) দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইন ও ন্যায়বিচার। তাঁর মতে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন অর্থ: আইন প্রতিষ্ঠার দিন। যেমনটি সূরা ইউসূফের আয়াতে-

ما كان ليأخذ اخاه فى دين الملِكِ اِلّا اَن يشاءاللّٰہ۔[46]

অর্থ: রাজার আইনে তার (ইউসুফ আ.-এর) সহোদরদেরকে সে আটক করতে পারত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে।

আবার দীন অর্থ ন্যায়বিচারের দিন-ও হতে পারে। যেমন: কেয়ামতের দিন আল্লাহ ন্যায়বিচার করবেন।

★ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা:

ইসলামি আইনে বিচারককে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে বিচারপ্রার্থীদের মাঝে বিচার পরিচালনার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মওলানা আযাদ লিখেন:

مسلمان قاضی کو چاہئے کہ ہر حال میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے-[47]

অর্থ: মুসলমান বিচারকদের উচিত, সর্বাবস্থায় সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-মীমাংসা করা।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মওলানা আযাদ স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে বিহারে শরী'আ আদালত চালু করেছিলেন।

★ চুরির বিচারে–হাত কর্তন:

কুরআনের বিধান হলো-কোন ব্যক্তি চুরি করলে শরী'আ বিচারে অবশ্যই তার হাত কর্তন করা হবে। এ সম্পর্কিত আয়াতের-

السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیھما۔

অনুবাদে মওলানা আযাদ লিখেন:

اور جو چور ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ، تو اسکے ہاتھ کاٹ دو، جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس کی سزا ہے-[48]

অর্থ: আর যে চুরি করবে; সে নারী হোক বা পুরুষ, তার হাত কেটে দাও। সে যা করেছে-তার জন্য এটাই তার শাস্তি।

★ মদ, জুয়া ইত্যাদি হারাম:

এ সম্পর্কিত কুরআনের নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতসমূহের বিষয়ে মওলানা আযাদের অনুবাদ হলো-

Dhaka University Institutional Repository

مسلمانوں! بلا شبہ شراب، جوَا، معبودان باطل کے نشان اور پانسے شیطانی کاموں کی گندگی ہے، تو ان سے اجتناب کرو تاکہ کامیاب ہو۔ [49]

অর্থ: হে মুসলমানগণ! নি:সন্দেহে মদ জাতীয় পানীয়, জুয়াখেলা, নিষিদ্ধ পূজনীয়দের নিশানা খেলা এবং শয়তানী বাজি ধরা জাতীয় কর্মকাণ্ড অপবিত্র। অতএব এ থেকে বেঁচে থাক; যাতে সফল হতে পার।

★ পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ:

মহান আল্লাহ ও রাসূলের সা. পরেই পিতা-মাতা সন্তানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা প্রাপ্তির সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাদেরকে অবহেলা করা ইসলাম কখনো পছন্দ করে না। মওলানা আযাদ লিখেন:

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے حقوق سے غافل نہ ہو۔یتیموں،مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں کی خبرگیری کرتے رہو۔ پڑوسی خواہ قرابتدار ہو خواہ اجنبی ہو، ہر حال میں اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ [50]

অর্থ: পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে অবহেলা করো না। এতিম, মিসকিন, মুসাফির ও প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকো।

★ অসিয়ত-অন্তিম উপদেশ:

মানুষ মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গেলে তার ত্যাজ্য সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ থেকে তা পূরণ করা একান্ত আবশ্যক। অন্তিম উপদেশ পালন না করলে আমানতদারকে জবাবদিহি করতে হবে। [৫১]

★ দাম্পত্য জীবনের প্রবিধান:

ঐশী নিয়মে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করে তাদের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের ব্যবস্থা করেছেন বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার রক্ষা করেছেন। মওলানা আযাদ লিখেন:

ازدواجی زندگی سے توالد و تناسل کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے کہ اس سے ہر وجود پیدا ہوتا ہے اور ہر وجود پیدا کرتا ہے۔ [52]

অর্থ: এই দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তান জন্মদান এবং বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রত্যেক অস্তিত্ব জন্মলাভ করে এবং প্রত্যেক অস্তিত্ব জন্মদান করে। এ কথাই আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন:

وهُو الّلذى خَلق مِن المَاء بَشراً فجعلہٗ نَسباً و سِهرًا۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে বংশবিস্তার ও সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন।

★ সামাজিক সম্প্রীতি ও আত্মীয়-পরিজনের অধিকার:

মানুষ সামাজিক জীব। তাঁকে শুধু নিজ পেটপূর্তি এবং ঘর সামলালেই চলে না। প্রতিবেশি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় কতে হয়। মওলানা আযাদ লিখেন:

اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے وہ محض اپنی اور اپنے بیوی، بچوں کے پیٹ ہی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ منزل، خاندانی، معاشرتی، جماعتی اور انسانی فرائض کی ادائیگی کی ایک پوری آزمائش ہے۔ اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا، اسلامی زندگی کی لذت اس پر حرام ہے۔ 53

অর্থ: ইসলাম মানুষকে যে ধরণের জীবন যাপন করতে বলেছে তা শুধু নিজের ও পরিবারের উদরপূর্তি নয়; বরং পরিবার, বংশ, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনের এক মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অবতীর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি জীবনের স্বাদ তার উপর হারাম-নিষিদ্ধ।

★ সমাজসেবা:

মওলানা আযাদ ১৯২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার নাখোদা মসজিদের বারান্দায় একটি জাতীয় বিদ্যালয়-মাদরাসা ইসলামিয়া (কওমী মাদরাসা) প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজি নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

এখানে অসহযোগ আন্দোলনের অপরিহার্য কর্মসূচী হিসেবে বিশ লক্ষ চরখার প্রবর্তন করেন। চরখা চালানো এবং খদ্দর ব্যবহারকে তিনি মুসলমান সমাজের কাছে ফরয বা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত করেন। [৫৪]

কুরআনের ভাষ্য মতে, মানুষ আল্লাহর গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণ করবে এই ধারণার উপর খোদাপ্রেম নির্ভরশীল। আর মানবসেবা খোদাপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

মওলানা আযাদ লিখেন:

قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اسی جذبہ پر رکھی ہے کہ انسان خدا کی صفتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔[55]

অর্থ: আল কুরআন প্রভূপ্রেমের ভিত্তি স্থাপন করেছে এই চেতনার উপর যে, মানবজাতি নিজেদের জীবনে আল্লাহর গুণাবলী (মানবসেবা) ধারণ করবে।

★ নারী অধিকার:

সনাতন ধর্মীয় মনুর গ্রন্থে নারী শুধু সন্তান উৎপাদনক্ষেত্র বিবেচিত হতো। ইহুদি ধর্মে নারী শুধুই পুরুষের সম্পত্তি পরিগণিত হতো। ইউরোপিয়ান রোমান আইনে নারী ছিল পুরুষের শতধা নীচে। একমাত্র ইসলামি আইন ঘোষণা করেছে-

Dhaka University Institutional Repository

' لهن مثل الذى عليهن بالمعروف'

অর্থাৎ যেভাবে নারীকে দিতে হবে; তেমনি তার থেকে নিতে-ও হবে। নিজেদের মধ্যে উভয়ে সমান। এ বিষয়ে মওলানা আযাদ লিখেন:

ان چار لفظوں نے عورت کو وہ سب کچھ دیا ہے جو اس کا حق تھا،مگر اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ ان لفظوں نے اسے محرومی اور شقاوت کی خاک سے اٹھا کر عزت و مساوات کے تخت پر بٹھا دیا۔[56]

অর্থ: নারীর যত অধিকার ছিল; পূর্বোক্ত চারটি শব্দ তার পুরোটাই নারীকে দিয়েছে; অথচ এটা পূর্বে সে পেতো না। এই শব্দগুলো তাকে বঞ্চনা এবং দুর্ভাগ্যের অতল গহবর থেকে উদ্ধার করে সম্মান ও সমতার আসনে বসিয়েছে।

★ সম্পত্তিতে নারীর অধিকার:

ইসলাম পূর্ব আরবে নারীকে তার পিতা-মাতার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশীদার করা হতো না। ইসলাম উন্মুক্ত ঘোষণা দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বলেছে,

'মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তানের অর্ধেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে।'

মওলানা আযাদ লিখেন:

اصل اس بارے میں یہ ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہئے۔[57]

অর্থাৎ এ বিষয়ে আসল নিয়ম হলো: ছেলে সন্তান দুই কন্যা সন্তানের সমান অংশ প্রাপ্ত হবে।

★ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ:

অনেকে মনে করে, নারী-পুরুষ একসাথে রাজনীতি করলে পর্দার ব্যত্যয় ঘটবে; ইবাদতে বিঘ্ন হবে। তাই নারীর রাজনীতি না করা-ই উত্তম। মওলানা আযাদ লিখেন:

یہ تقویٰ اور دینداری نہیں ہے جو ان کاموں کی مخالفت پر انہیں ابھارتی ہے، یہ مرض نفاق کی قسموں میں سے ایک ہے۔اور قرآن کی شہادت اس کے لئے بس کرتی ہے۔ [58]

অর্থ: তারা (মিথ্যা ধার্মিকেরা) নারীদের রাজনীতির বিরোধিতায় যেটা করছে তা খোদাভীতি এবং ধর্মপালন নয়; এটি এক প্রকার কপটতা। কুরআনের সাক্ষ্যই এ ব্যাপারে যথেষ্ট।

★ সাক্ষ্য প্রদানে নারী:

মওলানা আযাদ এই বিষয়ক আয়াতের অনুবাদে বলেন:

اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں تو ایک مرد کے بدلے دو عورتیں گواہ ہو جائیں، ایک بھول جائیگی تو دوسری یاد دلائیگی۔ [59]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যদি সাক্ষী হিসেবে দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায়; তাহলে একজন পুরুষের বদলে দু'জন নারী সাক্ষী দিবে। এতে একজন ভুলে গেলেও অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে।

★ সুদ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড হারাম:

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা না করে বিপদে তাকে লুণ্ঠন বন্ধ করতে আল্লাহ সুদ প্রথা হারাম করেছেন। মওলানা আযাদ লিখেছেন:

سود خور ایک انسان کو حاجت مند دیکھتا ہے تو اس کی مدد کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ چاھتا ہے کہ
اس کی احتیاج اور بے بسی سےاپنا کام نکالے۔ [60]

অর্থ: সুদখোর কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে তাকে সাহায্যের আগ্রহ তার মধ্যে জন্মে না, বরং এই বিপদের মুহূর্তে তার দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে।

★ ছবি তোলা না-জায়েয:

মওলানা আযাদ ছবি তোলা ও আঁকা না-জায়েয মনে করতেন। মওলানা আযাদের আত্মজীবনী ÔZvh‡KivÕ গ্রন্থের লেখক মাও: ফযলুদ্দিন লিখেন:

جب میں نے تصویر کی نسبت کہا تو انہوں(مولانا) نے لکھتا ہے کہ تصویر کا کھیچوانا، رکھنا، شائع کرنا سب نا جائز ہے۔[61]

অর্থ: আমি ছবি তোলার বিষয়ে মওলানা আযাদের সাথে আলাপ করলে তিনি লিখেন- ছবি তোলা, ছবি রাখা এবং প্রকাশ করা না-জায়েয।

★ নারীর পর্দা:

নারী মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তাকে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি থেকে কাজ করতে হয়। কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হয়। যাওয়া অন্যায় নয়; তবে বেহায়াপূর্ণ চলাফেরা ও অশ্লীল আচার-আচরণ কোন ক্ষেত্রে-ই ইসলাম অনুমোদন করে না। তাই জীবন চলার পথে নারীকে পর্দা রক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখা একান্ত জরুরি। এ সম্পর্কে মওলানা আযাদ লিখেন:

عورتیں اور مرد دونوں مختلف گروہ ہیں– اس دونوں کے میدان عمل کو الگ الگ کر کے پردہ کو بیچ میں حد فاصل قرار
دیا گیا تاکہ ہر گروہ اپنے میدان عمل میں محدود رہے۔ ورنہ تمدن اور معاشرت کی بنیادوں میں حرکت پیدا ہوگی۔ [62]

অর্থ: নারী-পুরুষ দুই ভিন্ন জাত বিধায় এ জন্য তাদের উভয়ের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে মাঝখানে আড়াল তৈরী করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারে। এই ব্যবধান তুলে দেয়ার চেষ্টা করা হলেই সংস্কৃতি ও সমাজের ভিত্তি নড়বড় হয়ে পৃথিবীকে বিপন্ন করে তুলবে।

★ ব্রিটিশ সরকার অবৈধ:

জ্যাক রুশো বলেছেন,

'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাকে প্রায়শ-ই শৃঙ্খলিত দেখা যায়।'

এক শ্রেণির মানুষ অন্যকে ছলে-বলে, কৌশলে, দুর্বল-পরাধীন রেখে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রায়-ই তার ওপর অত্যাচার করে। এটা পৃথিবীর প্রাচীন রেওয়াজ। শক্তিমানেরা দুর্বলকে শাসনের জন্য এমনটা করে। সভ্যতার দাবীদার ইউরোপের ব্রিটিশও ভারতবর্ষের এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে প্রায় দুশো বছর পরাধীন করে রেখেছিল। এদেশীয়দের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত হরণ করতে পিছপা হয়নি। মুখে ভাল বুলি আর অন্তরে ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনা সভ্যতার পরিচায়ক নয়। মওলানা আযাদ লিখেন:

محکومی اور غلامی کے لئے کیسے ہی خوش نام کیوں نہ رکھ لی جائیں لیکن وہ غلامی ہی ہے- اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے- پس میں موجودہ حکومت کو جائز حکومت تسلیم نہیں کرتا- اپنا ملکی، مذہبی اور انسانی فرض سمجھتا ہوں کہ اس کی محکومی سے اپنا ملک و قوم کو نجات دلاؤں-[63]

অর্থ: পরাধীনতা ও দাসত্বকে যত ভাল নামই দেয়া হোক; তাকে দাসত্ব-ই বলে। এটা আল্লাহর আইনের পরিপন্থী। অতএব আমি বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে বৈধ সরকার মনে করি না। পাশাপাশি আমি আমার রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় চেতনা এবং দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে মনে করি, এই অবৈধ শাসকগোষ্ঠী থেকে আমার রাষ্ট্র ও মানুষকে পরিত্রাণ দেয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব।

★ বিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করা হারাম:

১৯২১ সনের মার্চে বেরেলিতে অনুষ্ঠিত 'জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ'-এর সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে মওলানা আযাদ ঘোষণা করেন,

'শরী'আত (ইসলামি আইন) অনুযায়ী মুসলমানদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া অবৈধ।' যেহেতু ব্রিটিশ সরকার অবৈধ, তাই তার অধীনে চাকুরি করা হারাম ঘোষণা করে মওলানা আযাদ লিখেন:

کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی برٹش گورنمنٹ کی نوکری کرے-[64]

অর্থ: কোন মুসলমানের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করা বৈধ নয়।

কেননা এতে করে এই অবৈধ সরকারের বিতর্কিত কার্যাবলীর সহযোগিতা করা হয়। সে জন্যই ব্রিটিশ সরকার মওলানা আযাদকে চক্ষুশূল মনে করে তাকে দমনের প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ ভারতীয়দের জন্য ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানও অবৈধ বলে রায় দেন। তাঁর মতে, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অন্যায়কারীদের সহযোগিতা মাতৃভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। আর ইসলাম বরাবরই মাতৃভূমির ভালবাসায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পরামর্শ দিয়েছে। ইসলামের নবী সা. বলেছেন:

حب الوطن من الايمان۔ [65]
অর্থ: দেশপ্রেম ঈমানের অংশ।

★ স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার:

পরাধীনতার জীবন পিপীলিকা-টিকটিকির জীবন ছাড়া কিছু নয়। মানুষ স্বাধীনভাবেই বাঁচতে চায়। সম্মানের সাথে জীবন চায়। নিরাপদ-নিশ্চিন্ত জীবন মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার আল্লাহ ছাড়া কেউ হরণ করতে পারে না। যারা করে তারা মানুষ না। মওলানা আযাদ এ বিষয়ে বলেন:

اسلام نے حقیقت انسانی کے چہرہ سے پردہ اٹھا دیا اور اس نے بتایا کہ ائے انسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں، تو مخلوقات کا آقا ہے۔ تو ان کے لئے پیدا نہیں کیا گیا، وہ تیرے لئے پیدا کئے گئے ہیں– تو ان کا غلام نہیں بنایا گیا، وہ تیرے غلام بنائے گئے ہیں– پھر تو جن کا آقا ہے ان کے آگے غلامی کا سر جھکائے؟۔ [66]

অর্থ: ইসলাম মানব সৃষ্টির রহস্যের উদঘাটন করে তাকে বলছে, হে মানব! তুমি সৃষ্টির অধম নও, তুমি সৃষ্টির সেরা। তুমি সৃষ্টির জন্য সৃজিত হও নি; বরং তাকে তোমার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম। তোমার অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের মধ্যে সুউচ্চ। অতএব তুমি যে সৃষ্টির প্রধান; তাকে কী করে নিজের প্রভূ বানালে এবং তার সামনে নিজের মূল্যবান মস্তক অবনত করলে?

★ প্রয়োজনে ধর্মের জন্য লড়াই করা ফরয:

শত্রুর মোকাবেলায় জান ও মাল দ্বারা পরিপূর্ণ চেষ্টা করা মওলানা আযাদের মতে জিহাদ। প্রয়োজন সাপেক্ষে জিহাদ করা ইসলামের নির্দেশ। মওলানা আযাদ জিহাদ সম্পর্কে লিখেন:

اسلام اور جہاد ایک ہی حقیقت کے دو نام ہے۔ اور ایک ہی معنی کے لئے دو مرادف الفاظ ہیں۔ پس کوئی ہستی مسلم ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ مجاھد نہ ہو۔ اور کوئی مجاھد ہو نہیں سکتا، جب تک کہ وہ مسلم نہ ہو۔ اسلام کی لذت اس بد بخت کے لئے حرام ہے جس کا ذوق ایمانی لذت جہاد سے محروم ہو۔ [67]

অর্থ: ইসলাম এবং জিহাদ একই বিষয়ের দুটি নাম এবং একটি অপরটির প্রতিশব্দ মাত্র। ইসলাম অর্থ জিহাদ আর জিহাদ অর্থ ইসলাম। সুতরাং কোন ব্যক্তি তখনই মুসলমান হতে পারবে যখন সে (মানসিকভাবে) মুজাহিদ হবে। আবার কেউ

Dhaka University Institutional Repository

মুজাহিদ হতে পারবে যখন সে মুসলিম হবে। ইসলামের স্বাদ সেই দুর্ভাগার জন্য হারাম যার ঈমান জিহাদের স্বাদ থেকে বঞ্চিত।

★ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উত্তম:

মওলানা আযাদ যেমন ছিলেন এক প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব; তেমনি ছিলেন উদার গণতান্ত্রিকমনা এক ধর্মীয় দিশারী। আযাদ ইসলামের আলোকে গণতন্ত্রের অনুসারী ছিলেন। তার মতে, ইসলাম সবসময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তিনি লিখেন:

اسلام کے نزدیک وہی حکومت جائز ہو سکتی ہے جو شخصی نہ ہو بلکہ کسی ملت اور قوم کے ہاتھ میں ہو۔پس مسلمانوں کو چاہے کہ وہ جائز آزادی کے حصول کے لئے کوشش کریں اورپارلیمنٹری حکومت انہیں جب تک نہ ملے تب تک چین نہ لیں۔ [68]

অর্থ: ইসলামের নিকট এমন শাসন ব্যবস্থা-ই বৈধ; যা ব্যক্তি কেন্দ্রীক নয়। বরং ব্যবস্থাটা জাতি ও সম্প্রদায়ের মতামতের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং মুসলমানদের জন্য এটাই কর্তব্য হওয়া উচিত যে, তারা বৈধ স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা অর্জন করতে না পারবে; ততক্ষণ ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মওলানা আযাদ আরো লিখেন:

اسلام مسلمانوں کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی اسلامی حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہیں کریں جو قوم کی رائے اور انتخاب سے نہ ہو۔ [69]

অর্থ: ইসলাম মুসলমানদের জন্য এ বিষয়টি ফরয করে দিয়েছে যে, তারা এমন (কথিত) ইসলামি শাসন ব্যবস্থা-ও নির্বিচারে মেনে নিবে না; যা জাতির মতামত ও নির্বাচনের মাধ্যমে না হবে।

★ সত্য গোপন করা মারাত্মক গুনাহ:

অন্যায়-অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্যবলা বড় জিহাদ-প্রতিরোধ। সত্য প্রচার না করলে বা সত্য গোপন করলে তা বড় অন্যায় এবং এটা মানবতার প্রতি প্রচণ্ড অবিচার। সত্যবাদীকে আল্লাহ ভালবাসেন। মওলানা আযাদ নিজে সত্যের পূজারী; অন্যকেও সত্য বলতে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন। এ কথার প্রমাণ আমরা তারজুমানুল কুরআন-১ম খণ্ডের ২৮৭ নং পৃষ্ঠায় পাই।

★ সাধারণ আইনের বেড়াজালে মওলানা আযাদ:

এই মামলার শুনানী ও যুক্তিতর্ক শেষে ১৯২২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মওলানা আযাদকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট লিখেন:

ملزم نے ان تقریروں کے ذریعہ گورنمنٹ قائم شدہ از روئے قانون کے خلاف نفرت و حقارت پھیلانے کی کوشش کی۔ [70]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: অভিযুক্ত ব্যক্তি এই (কাওলে ফায়সাল) বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের নির্ধারিত আইনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও নিন্দা প্রচারের চেষ্টা করছেন। তাই তাকে এই শাস্তি দেয়া হলো।

★ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নিষেধ:

ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন রকম বল প্রয়োগ বা শক্তিক্ষয় জায়েয নেই। এটা অন্তর ও বিশ্বাসের বিষয়। মওলানা আযাদ তাফসিরে লিখেন:

دین و اعتقاد کے معاملہ میں کسی طرح کا جبر و استکراہ جائز نہیں۔ دین کی راہ دل کے، یقین و اعتقاد کی راہ ہے۔ اور یہ اعتقاد دعوت و موعظت سے پیدا ہو سکتا ہے۔[71]

অর্থ: দীন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন রকম বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তির সুযোগ নেই। এটা নিতান্ত-ই মনের ব্যাপার; বিশ্বাসের বিষয়। আর এই বিশ্বাস দাওয়াত ও প্রচার দ্বারা সম্প্রসারিত হয়।

অন্যত্র মওলানা আযাদ লিখেন:

شریعت نے کبھی حکم نہیں دیا ہے کہ جبراً مسلمان بنایا جائے۔ جن پر شریعت نے جبر کیا تھا ان کے لئے بھی "جزیہ" کی راہ رکھی تھی۔[72]

অর্থ: শরী'আত(ধর্ম) কাউকে জোর করে মুসলমান বানানোর জন্য কখনো আদেশ দেয়নি। যাদের উপর জোর ছিল তাদের জন্য-ও উদারতা বশত জিযিয়া (রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স) ব্যবস্থা করে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করেছিল।[২৮]

★ কিসাস-মৃত্যুর বদলে মৃত্যু:

কুরআনের ভাষ্য মতে, মানুষ স্বাধীন হোক বা পরাধীন, ধনী বা গরীব, নারী বা পুরুষ; খোদায়ী বিধানে তারা সকলেই সমান তথা হত্যার বদলে তাদেরকেও অনুরূপ শাস্তি পেতে হবে। অবশ্য আত্মীয়-স্বজন ঘাতককে ক্ষমা করলে তা ভিন্ন ব্যাপার। এ কথার প্রমাণ আমরা তারজুমানুল কুরআন-১ম খণ্ডের ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় পাই।

★ হত্যাকাণ্ড বা নরহত্যা বড় গুনাহ:

অন্যায়ভাবে কোন একজনকে হত্যা করা পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল। এটা কবিরা গুনাহ। আল কুরআন মাত্র দু'অবস্থা যথা: যুদ্ধের ময়দানে আগত শত্রু অথবা আইনের দ্বারা দণ্ডিত আসামি ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করা বৈধ বলে স্বীকার করে না।

' والذین لا یدعون مع اللہ الٰہً آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ '

কুরআনের এই আয়াতের ভাবানুবাদে মওলানা আযাদ লিখেন:

قرآن نے قتل نفس کو انسان کی سب سے بڑی معصیت قرار دیا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی بُرائی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے۔[73]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: প্রাণ সংহারকে কুরআন মানুষের সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা বলে ঘোষণা করেছে। শির্ক এর পরবর্তী সবচেয়ে বড় অন্যায় এই মানবহত্যা !

★ শরী'আত শস্তির জন্য নয়; ইহা মুক্তির উপায়:

ইসলামি শরী'আত-আইন মানুষকে শাস্তি বা কষ্ট দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয় নি; বরং মানবের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। মওলানা আযাদ হযরত ঈসা (আ:) এর বর্ণনা বিবৃত করে লিখেন:

شریعت سزا دینے کے لئے نہیں، بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے۔[74]

অর্থাৎ শরী'আত শাস্তি প্রদানের জন্য নয় বরং মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছে।

- ধর্মীয় বিধানে পরিবর্তন হতে পারে:

কোন উত্তম সংশোধনী দেয়া বা অন্যরূপ কারণে ধর্মীয় কোন বিধান আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করতে পারেন। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহ প্রয়োজনের তাগিদে তার দেয়া আদেশ-নিষেধ পরিবর্তন, সংশোধন বা রহিত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। তাঁর আইনে তিনি একক। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তার বিধানে পরিবর্তনে স্বেচ্ছাধীন। [৭৫]

- প্রাকৃতিক আইনের চর্চা:

প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তু তার নিজস্ব নিয়ম-গতিপথে আবদ্ধ। এই প্রাকৃতিক আইনের কোন ব্যত্যয় হয় না। মানুষ আইনের পরিপন্থী কাজে যোগ দেয় কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান আইন মেনে চলে। আইন মান্য করার শিক্ষা আমাদেরকে এই প্রকৃতি থেকে রপ্ত করতে হবে। মওলানা আযাদ লিখেন:

اسکا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات اور نباتات ہی کے لئے نہیں ہے، بلکہ جمادات کے لئے بھی ہے۔[76]

অর্থ: প্রকৃতির আইন-নিয়ম শুধু প্রাণি ও উদ্ভিদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং জড় পদার্থের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

মওলানা আযাদ এ বিষয়ে আরো বলেন:

قانون الہی نے زمین کی قوت نامیہ کے ظہور کے لئے مختلف دور مقرر کر دئے ہیں۔ اور ہر دور کے لئے ایک وقت خاص لکھ دیا ہے۔زمین کی درستگی کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اس کے لئے بھی ایک شریعت الوہیہ ہے۔[77]

অর্থ: ঐশী আইন ভূমির উৎপাদনশীলতার প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ঋতু নির্ধারণ করে দিয়েছে। আবার প্রত্যেকটি ঋতুর জন্য বিশেষ সময় লিখিত রয়েছে। ভূমিকে চাষের জন্য প্রস্তুত করা হয়। তারপর তাতে বীজ বোনা হয়। এভাব নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ফসল ফলে। মোদ্দাকথা, এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে এক ঐশী আইন কার্যকর রয়েছে। প্রকৃতি এই আইনের লংঘন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ কর্তৃক শরী'আ আদালত স্থাপন:

ব্রিটিশ শাসকদের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতে প্রচলিত বিচারালয় হতে পৃথক করে শরী'আ আদালত স্থাপনের পক্ষে 'আমীর-ই-শরী'আত প্রতিষ্ঠান' এর ধ্যান-ধারণার সর্বপ্রথম উদ্ভাবক ছিলেন যথাক্রমে মওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মওলানা আযাদ সুবহানী। বিহার প্রদেশ হতে এই ধারণার বাস্তবায়ন শুরু হয়। [৭৮]

মুসলমানদের আমির নির্বাচন:

১৯২১ সালের ২৫-২৬ জুন ভারতের পাটনায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক জমিয়তে 'উলামা-এর অধিবেশনে মওলানা আযাদ সমগ্র ভারতের মুসলমানদিগকে একজন আমীর-এর অধীনে সংঘটিত হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে সুসংগঠিত হওয়ার পরিকল্পনা পেশ করেন।

ফতোয়া জারী:

১। কলকাতার নাখোদা মসজিদে স্বাধীনতার উত্তাল মুহূর্তে মওলানা আযাদ মহাত্মা গান্ধীর সাথে একাত্ম হয়ে ইসলামিয়া মাদরাসার উদ্বোধন করেন। এখানে খিলাফত কর্মীরা নানা প্রোগ্রাম তৈরী ও বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন সময়ে এখানে নানা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসতেন। তাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাস ও অন্যান্য কিছু হিন্দু নেতৃবৃন্দকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে স্বাধীনতা বিরোধিরা অপপ্রচার চালাতে লাগলো যে, মসজিদে হিন্দুরা প্রবেশ করে মসজিদের পবিত্রতার হানি করেছেন। ইসলামি আইন অমান্য করে ধর্মকে অবমাননা করেছে। এরই এক পর্যায়ে ১৯১৯ সালে দিল্লি জামে মসজিদে কংগ্রেস নেতা ও খেলাফত কর্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে এক খেলাফত সম্মেলনে আহবান করলে তা দেখে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও বিতর্কের ঝড় তোলে। অত:পর বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারের জবাবে মওলানা আযাদ যে বিবৃতি প্রচার করেন তা ইতিহাসে পুস্তক আকারে 'সিয়াসাত ফিল মাসাজিদ' বা মসজিদে রাজনীতি নামে প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকে মওলানা আযাদ লিখেন:

> 'সবচাইতে মর্যাদাকর প্রতিবাদ হলো মুখ আর কলমের প্রতিবাদ; এটাই হলো প্রতিবাদের মূল ভিত্তি। অত্যাচার ও অনাচারের অবসান এবং মানবাধিকার ও মুসলমানদের দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠা এই প্রকারেরই অন্তর্ভূক্ত। যারা বলে মসজিদে অন্য কোন ওয়াজ ও বক্তৃতা বন্ধ কর; কারণ, সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক কথাবার্তা। তাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-wRnv' dx mwewjjøvni পথ বন্ধ করা এবং রাজনীতি বলতে তারা মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ ও অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারের প্রতিরোধকে বুঝাতে চায়।
>
> শয়তানের দোসরদের পরিভাষায় যেটা রাজনীতি ও পলিটিক্স সেটাই ইসলামে আসল দীন বা ধর্ম। সেটাই wRnv' dx mwewjjøvn। সুতরাং এর জন্য মসজিদের চাইতে উত্তম স্থান আর কোথায় হতে পারে?'[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

২. ১৯৪৬ সালের আগস্টে কলকাতার দাঙ্গা ও তার নিয়ন্ত্রনে জরুরি পদক্ষেপের অভাবের জন্য বাংলা সরকার ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কঠোর নিন্দা করেন। ১৪৪ ধারা জারি করতে ও সৈন্যবাহিনীর সহায়তা নিতে দেরি করে দাঙ্গা চলতে সহায়তা করায় এবং ১৬ই আগস্ট সার্বজনীন ছুটি ঘোষণা করে কলকাতার সমাজ বিরোধীদের মনোবল বৃদ্ধির সহায়তা করার জন্য প্রশাসন বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা করেন। অনুরূপভাবে নোয়াখালীতে হিন্দু নিগ্রহের দাঙ্গারও তীব্র ভর্ৎসনা করেন এ জাতীয় দুষ্কর্মকে ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। এ কারণে অবশ্য মওলানা আযাদ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হন।

ইজতেহাদগত কিছু ব্যত্যয়:

হিজরতের ফতোয়া:

ইংরেজদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ এবং ইসলামের ক্ষতির আশঙ্কায় ভারতের মুসলমান নেতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। তারা তাদের ধর্মীয় স্থাপনাগুলির হেফাজত এবং জানমালের নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকেন। অন্যদিকে পাশের মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান ভারতের মুসলমানদের জন্য সহায়ক; এই মর্মে নানা প্রকার গুজব রটনা হতে থাকে চারদিকে। অতএব ভারত 'viæj nvie (শত্রুকবলিত দেশ) হয়ে গেছে; এখান থেকে মুসলমানকে হিজরত করে পার্শ্ববর্তী 'viæj Bmjvg (শান্তির দেশে) যাওয়া জরুরি বলে কিছু উর্দু পত্রিকা মুসলমানদের উত্তেজিত করতে থাকে। সহজ সরল মুসলমানগণ তাদের এহেন প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দারুল ইসলামের আশ্রয়ে আফগানিস্তান হিজরত (দেশত্যাগ) করতে শুরু করে। অনেক আলেমের ন্যায়-

মওলানা আযাদ এই পর্যায়ে ১৯২০ সালের ৩০শে জুলাই মুসলমানদের জন্য হিজরতের এক ফতোয়া জারি করে বলেছিলেন,

> 'শরী'আর বিধানসমূহ, সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং মুসলমানদের স্বার্থ (রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহের) খুঁটিনাটি বিচারের পর আমি ভালভাবে বুঝতে পেরেছি যে, ভারত থেকে চলে যাওয়া ছাড়া এদেশের মুসলমানদের সামনে গত্যন্তর নেই।'
> ...যারা অবিলম্বে হিজরত করতে পারবেন না তারা মুহাজিরদের সাহায্য করবেন।'

আযাদের এই ফতোয়া ১৯২০ সালের ৩০শে জুলাই অমৃতসরের Avn‡j nw'm নামক উর্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে 'তাবাররুকাতে আযাদ' গ্রন্থে ফতোয়াটি সংকলিত হয়েছে।

বিজ্ঞজনের মতে, আযাদের এই ফতোয়া প্রচার করা মোটেই ঠিক হয়নি। এটি তার রাজনৈতিক জীবনের একটি ত্রুটি।

তবে আযাদের ভক্ত ও গবেষক মওলানা গোলাম রাসুল মেহের লিখেছেন,

> মওলানা আযাদ এর মতে এই ফতোয়া অনতিবিলম্বে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। কেননা অনতিবিলম্বে জমিয়তে 'উলামা, খেলাফত কমিটি এবং কংগ্রেস সকল রাজনৈতিক দলই অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তোরজোড় করায় হিজরত এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মওলানা যখন মুসাবিদা লিখেন তখন এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা ছিল বটে; তবে পরবর্তীতে এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। তবে এই খসড়া মওলানার হাতছাড়া করা মোটেও ঠিক হয়নি। [৮০]

রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সদস্যরূপে মওলানা আযাদ:

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে গান্ধীজি, জওহারলাল ও প্যাটেলসহ প্রায় সকলেই মওলানা আযাদের নাম প্রস্তাব করেন। মওলানা রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ডা: রাজেন্দ্র প্রসাদকে মনোনীত করা হয়।

ভারতের ভবিষ্যত শিক্ষার টেকসই ভিত্তি স্থাপনে মওলানার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপযুক্ত মনে করে তাতে যোগ দেয়ার জন্য গান্ধীজিসহ অন্যান্যরা পীড়াপীড়ি করলে ১৯৪৭ সালের ১৫জানুয়ারি মওলানা আযাদ অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবং ১৫আগস্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। আযাদ ১৯৪৬-১৯৫১ খ্রি: সংবিধান রচিত হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

তিনি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সকল ভারতীয়ের জন্য সমতার নীতি বা গণতন্ত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রধান ব্যক্তি। মওলানা আযাদ ১৯৫১ সালে পার্লামেন্টে কংগ্রেসের উপনেতা নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ (জাতীয়) নির্বাচনে রামপুর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রী হন। ১৯৫৫ সালে পুনরায় সংসদে কংগ্রেসের উপনেতা নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ (জাতীয়) নির্বাচনে গোরগাঁও থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে সরকারের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বহাল থাকেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নে মওলানার যেরূপ অবদান রয়েছে তেমনি আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সময়ে মওলানা আযাদ ইসলামি আইনসহ বেশকিছু আইন পাশ করেন বা পাশ করতে সহযোগিতা করেন যা টেকসই ভারত নির্মাণে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামি আইন পুনর্বিন্যাস বিষয়ে মওলানা আযাদের অবদান:

ইসলামি আইন পুনর্বিন্যাস ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদানে মওলানা আযাদ অবদান রেখেছেন। যেমনঃ ১৯৪৫ সালের ৭ এপ্রিলের একটি ঘটনা সম্বন্ধে মওলানা আযাদ লিখেন,

আমি যখন আহমদ নগর দুর্গে বন্দী তখন জেলখানার রেক্টর ফিলিস্তিন থেকে পাঠানো একটি বার্তা আমার হাতে দিলেন। যাতে লেখা ছিল যে, ফিলিস্তিনের আলেম সমাজ তথা ইসলামি আইনবিদগণ ইসলামি আইনকে পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন এবং সময়োপযোগী করতে বিজ্ঞ আলেম সমাজ এবং স্কলারদের নিয়ে একটি Muslim Law Reform Committee গঠন করেছেন।

ইসলামি আইনকে কতিপয় নীতির ভিত্তিতে সময়োপযোগী করতে তারা তৎপর হয়েছেন। তারা প্রথমে শুদ্ধ চরটি মাযহাব যথা: হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি ও মালেকি মাযহাব নিয়ে কাজ করবেন এবং এই মাযহাবসমূহের মধ্যকার ছোট ছোট ব্যবধানগুলো নিরসন করে মুসলিম অনুসারীদের

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাপনের পথ সহজ করবেন। আধুনিক যুগ ও সমাজ ব্যবস্থা আলেম সমাজের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালে উনিশ শতকে মুসলিম আইনে রেনেসাঁর সূচনা হবে। সে সময়ে মিশরে শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু ধর্ম এবং মুসলিম আইন সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করছিলেন এবং অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্দু সমকালীন শাসক জারাবী পাশার পতনের পরে শায়খ আব্দুহু মিশর ছেড়ে বৈরুতে আশ্রয় নেন। পরবর্তী সুলতান আবদুল হামিদ ইসলামি আইনের পুনর্গঠন মূলক এই কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে তার এই উদ্যোগে ভাটা পড়ে।

ফিলিস্তিনিদের পূর্বেও অনেক দেশের আলেম সমাজ এহেন কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বরাবরের ন্যায় ফিলিস্তিনী আলেম সমাজের উদ্যোগও সমকালীন রক্ষণশীল লোকদের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়।

ফিলিস্তিনে আলেম সমাজের পুনর্গঠন ভাবনা প্রগতিশীল আলেম সমাজের প্রধান বেত্তা হিজাযী আলেম শায়খ আহমদ ইবনে তাইমিয়া ও তদীয় শিষ্য ইবনে কাইয়্যিম এর ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। কারণ তারাও তাদের যুগে এ জাতীয় উদ্যোগে কাজ করছিলেন।

মিশর ইসলামি শিক্ষার প্রাচীন পীঠস্থান। তারাও পুনর্গঠন বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। সুলতান ইবনে সউদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্যোগটি সামান্য এগিয়েছিল বটে। তবে দুঃখের বিষয় হলো- মিশর ও আরব কোথাও এই পুনর্গঠন ভাবনা স্বীকৃতি পায়নি। কারণ তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ এই ভাবনাকে স্বাগত জানানোর মতো উদারতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ ফিলিস্তিনি আলেম সমাজের এই পুনর্গঠন ভাবনা বিশ্বজনীন দাবি ছিল।

আনন্দের বিষয় হলো- ভারতের কিছু মানুষ এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে মানতে আপত্তি করলেও আমি (মওলানা আযাদ) জেলে বসেই অনুভব করি ও সিদ্ধান্ত নিই যে, কারামুক্তির পরে আমি ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হতে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাবো ও তাদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। যেমনঃ ড. রবীন্দ্র কুমার-এর ভাষায় আযাদ লিখেন,

> While still in detention I decided that on my release I would welcome the move on behalf of Indian Muslims. I now offer my heartiest congratulations to the Palestine committee and can answer them that the enlightened and progessive ULEMA of India will render them all help and co-operations in their noble task.[81]

অর্থ: বন্দী অবস্থায় উক্ত পয়গাম পেয়ে তখনি মনস্থির করলাম যে, আমি মুক্তি পাওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উক্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানাবো। তবে আমি এই মূহুর্তে ফিলিস্তিনি কমিটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই আশ্বাস দিতে পারি যে, ভারতীয় প্রগতিশীল আলেম সমাজ ফিলিস্তিনি আলেমদের এই মহৎ উদ্যোগকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

০১. সম্পাদনা পরিষদ, '¯Ív‡eR-KjKvZv wekwe'¨vjq D' wefvM cwÎKv-5, সন: ২০১০, পৃ. ৬১

০২. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, Bmjvg AvB‡bi Drm (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার,২০১৩), পৃ. ১৫

০৩. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১), পৃ. ২১

০৪. আল কুরআন (XvKv: Bmjvg gK dvD‡Ûkb evsjv‡'k , 52 Zg ms¯'iY, 2017), miv wbmv, আয়াত: ১০৫

০৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১), পৃ. ২২-২৩

০৬. গাজী শামছুর রহমান, Bmjvgx AvBb, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৯), পৃ. ৬

০৭. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, Bmjvg AvB‡bi Drm (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ২৫

০৮ আল কুরআন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ৫২ তম সংস্করণ, ২০১৭), সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫

০৯. শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv',(কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২২২

১০. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv'; GK nvgvwMi kLwQq¨vZ,(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৭

১১. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, Bmjvg AvB‡bi Drm (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার,২০১৩), পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

১২. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, Bmjvwg AvB‡bi Drm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১৩. আল কুরআন (XvKv: Bmjvwg dvD‡Ûkb evsjv‡‘k , 52 Zg ms¯‹iY, 2017), সূরা মায়েদা, আয়াত: ৪৪, ৪৫, ৪৭
১৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, Bmjvwg Rvimcæ‡WÝ I gmwjg AvBb (ঢাকা: কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০১৩), পৃ. ৩৯
১৫. বিচারপতি আবদুস সালাম মামুন, Dcgnv‡‘‡ki AvBb I kvm‡bi BwZnvm (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ. ১৭১-১৭৩
১৬. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, 1g LÐ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১), পৃ. ৭২
১৭. আল কুরআন (XvKv: Bmjvwg dvD‡Ûkb evsjv‡‘k , 52 তম সংস্করণ, ২০১৭), সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯)
১৮. আল কুরআন , cv¸ ³ , সূরা হাশর, আয়াত: ৭)
১৯. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, 1g LÐ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১), পৃ. ৯০
২০. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, LZev‡q m‘vi‡Z ZvKixwi (দিল্লি: হিন্দুস্তানী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৪৩), পৃ. ১০-১১
২১. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, 1g LÐ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১), পৃ. ৯৮
২২. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, 1g LÐ cv¸ ³ , পৃ. ৪৭-৪৮
২৩. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, Bmjvwg Rvimcæ‡WÝ I gmwjg AvBb (ঢাকা: কুমিল্লা ল বুক হাউজ, ২০১৩), পৃ. ২৭-২৮
২৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘,(কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২২২
২৫. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ AvIi Kvibv‡g (দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ২৮৮
২৬. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ AvIi Kvibv‡g, cv¸ ³ , পৃ. ৩০২
২৭. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ AvIi Kvibv‡g, cv¸ ³ , পৃ. ৩০৯
২৮. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, †giv AvKx‘v (করাচি: মাকতাবা মা-হাওল, ১৯৫৯), পৃ. ২৮
২৯. আল কুরআন (XvKv: Bmjvwg dvD‡Ûkb বাংলাদেশ, ৫২ তম সংস্করণ, ২০১৭), সূরা হূদ, আয়াত: ১২১-১২২
৩০. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ২৯১
৩১. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৪৩৯
৩২. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ২৯৮
৩৩. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, DiæR I hvIqvj Kv KiAwb '¯i (লাহোর: বাজমে এশায়াত, ১৯৬৪), পৃ. ২৮
৩৪. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ১৩০
৩৫. আবুল কালাম আহমদ, ewKqv‡Z ZviRgvbj KiAvb (লাহোর: শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৯৬১), পৃ. ৫৬
৩৬. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৩১৪
৩৭. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৩১৩
৩৮. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১৪
৩৯. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১১
৪০. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১৫
৪১. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১৬
৪২. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১৭
৪৩. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১৮
৪৪. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩১১
৪৫. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj evjvM (দিল্লি: হিন্দুস্তানী পাবলিশিং হাউজ, ১৯৪৪), পৃ. ১৬
৪৬. আবুল কালাম আহমদ, তারজুমানুল কুরআন-১ম খণ্ড (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ১৪৮
৪৭. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৪১৯
৪৮. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৪৪৮
৪৯. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৪৬১
৫০. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৪০০
৫১. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ২৯৮
৫২. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ১১৩
৫৩. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, আফকারে আযাদ,(লাহোর: মাকতাবায়ে আযাদ,১৯৪৫), পৃ. ১৮৯
৫৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘,(কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০৯
৫৫. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ১৩১
৫৬. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৩৪০
৫৭. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸ ³ , পৃ. ৩৯১
৫৮. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. আবুল কালাম আহমদ, তারজুমানুল কুরআন-১ম খণ্ড, (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৩৩৫
৬০. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ, cv¸³, পৃ. ৩৩৩
৬১. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, Zvh‡Kiv, (লাহোর: মাকতাবায়ে মেরী লাইব্রেরী, ১৯৬০), পৃ. ১৯
৬২. আবুল কালাম আযাদ, gmjgvb AvIivZ (লাহোর: এম ছানাউল্লাহ খান,১৯৪৬), পৃ. ৩১
৬৩. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, eqv‡b gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ (দিল্লি: সুরুজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩), পৃ. ২১
৬৪. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ.২২১
৬৫. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, eqv‡b gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘(দিল্লি: সুরুজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩), পৃ. ৪৭
৬৬. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, Avj ûiwiq¨vZ wdj Bmjvg (দিল্লি: গনিল মাতাবে‘, ১৯৩৩), পৃ. ৯১
৬৭. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, wRnv‘ AvIi Bmjvg (দিল্লি: হিন্দুস্তান প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩), পৃ. ২৫
৬৮. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘; GK nvgwMi kLwQq¨vZ (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৭
৬৯. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, eqv‡b gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ (দিল্লি: সুরুজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩), পৃ. ২৪
৭০. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, Kvl‡j dvqmvj (লাহোর: খালেদ বুক ডিপো, ১৯২২), পৃ. ১৫৭
৭১. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৩২৫
৭২. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, LZev‡q m‘vi‡Z ZvKixwi (দিল্লি: হিন্দুস্তানী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩), পৃ. ১৪
৭৩. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ৩৫৬
৭৪. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ১৩৭
৭৫. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ২৭৭
৭৬. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৭৩
৭৭. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, wRnv‘ AvIi Bmjvg (দিল্লি: হিন্দুস্তান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৪৩), পৃ. ৩০
৭৮. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvwg wek‡KvI,2q LÐ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৩০১
৭৯. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gmwR‡‘ ivRbxwZ(ঢাকা: জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭), পৃ. ৫০-৫১
৮০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০১
৮১. Dr. Rabindra Kumar, *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992) ,V-11, P-77-78

খ. অনুচ্ছেদ

خلافت، معاشرت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر
ইত্যাদি বিষয়ে ইজতেহাদ

- **خلافت :**

খেলাফত অর্থ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ধরণিতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করা। মওলানা আযাদ জীবনের শুরুতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রচনা পড়ে তার ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্যান ইসলাম ধারণা ও খেলাফত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯০৬

Dhaka University Institutional Repository

সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনের সেশনে যোগদান করেন। তখন থেকে খেলাফত আন্দোলন ও প্যান ইসলাম মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। বিশ্বব্যাপি-ইসলাম মতবাদের প্রবক্তা মওলানা আযাদ কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী অনুসরণ করেন; যাতে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وعداللّٰه اللذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض۔

এই আয়াতের অনুবাদে মওলানা আযাদ লিখেন:

قرآن حکیم کے نزدیک جو چیز 'خلافت' ہے وہ خلافت فی الارض ہے یعنی زمیں کی حکومت و تسلط پس اسلام کا خلیفہ ہو نہیں سکتا جب تک بموجب اس آیات کے زمیں پر کامل حکومت و اختیارات اسے حاصل نہ ہو۔وہ کامل معنوں میں سلطنت و فرمانروائی ہے۔ اسلام کے قانون میں دینی و روحانی اقتدار خدا اور رسول کےسوا کوئی انسانی وجود نہیں رکھتا۔ [1]

এর মর্মার্থ হচ্ছে: বিজ্ঞানময় কুরআনের নিকট যা 'খেলাফত' তার অর্থ ভূমণ্ডলের খেলাফত অর্থাৎ পৃথিবীর শাসন ও প্রতিপত্তি। সুতরাং এই আয়াত অনুসারে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের খলিফা বা ধরণীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে পারবে না যতক্ষণ না সে ভূভাগের উপর পরিপূর্ণ শাসন ও ক্ষমতা অর্জন করবে। উহাকেই সত্যিকার অর্থে শাসন ও আদেশ বাস্তবায়ন বলে। ইসলামি আইনে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিপত্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. ছাড়া অন্য কেউ রাখে না।

মুসলিম পুনর্জীবনবাদী ধারণার অনুসারী মওলানা আযাদের মতে, মুসলমানদের উন্নতি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য খেলাফত রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। সে জন্যই ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘদিন মওলানা আযাদ খেলাফত আন্দোলন করেন। তুরস্কের খলিফার সম্মার রক্ষার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় উপমহাদেশেও জোরেশোরে খেলাফত আন্দোলন চালিত হয়। খেলাফত ধারণার প্রতি অনুরাগকালে মওলানা আযাদ আরো যেসব যুক্তি তুলে ধরেন' তা হলো:

اس بناء پر اسلام نے جس طرح مسلمانوں کی ساری باتیں ایک قرار دی تھیں۔ان کی شریعت، ان کا قانوں، ان کی کتاب، ان کا نام، ان کی زبان، ان کی قومیت، ان کا قبلہ، ان کا کعبہ، ان کا مرکز اجتماع، مرکز ارض۔ اسی طرح ان کی حکومت بھی ایک ہی قرار دی تھی یعنی تمام روئے زمیں پر مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرمانروا خلیفہ ہو۔ [2]

অর্থ: প্যান-ইসলাম ভিত্তির উপর ইসলাম যেভাবে মুসলমানদের সামগ্রিক বিষয় স্থির করে দিয়েছে যেমন: তাদের শরী'আত এক, তাদের আইন, ধর্মীয় গ্রন্থ, নাম-পরিচয়, ভাষা, জাতীয়তা, ক্বেবলা, কা'বা, (হজ্বে) জমায়েতের স্থান, মৃত্যুর পরে জমায়েতের কেন্দ্র-ও যেহেতু এক; তাই এভাবে তাদের শাসন ব্যবস্থা-ও এক রকম হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীব্যাপি একই শাসক হওয়া উচিত। আর তিনিই হলেন মুসলমানদের খলিফা।

অবশ্য পরবর্তীতে ১৯২০ সালের মে মাসে 'সেভার্স চুক্তি' স্বাক্ষরের পরে মওলানা আযাদের এই খেলাফত চিন্তা গণতান্ত্রিক চেতনায় রূপ নেয়।

অবশ্য মওলানা আযাদ জীবনের শেষ পর্যন্ত একটা ধারণা পোষণ করেন; তা হলো মানবজাতি উত্তম এবং আল্লাহর প্রতিনিধি। আযাদ সাংবাদিকতা আরম্ভ করার সময়েই সে কথা অকপটে লিখেন এভাবে-

Dhaka University Institutional Repository

الله تعالی نے مسلمانوں کو خیر الامم بنایا اور دنیا میں اپنی نیابت اور خلافت بخشی۔ بس اپنے درجہ کو ہر مسلمان محسوس کرے اور افسردگی، غیر ضرورت خوف و مرعوبیت کی جگہ اپنے اندر بلندی، خودداری اور طاقت و استحکام پیدا کرے۔[3]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উত্তম জাতি বানিয়ে তাকে স্বীয় প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং খেলাফত দান করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজ মর্যাদা অনুধাবন করা এবং ভীরুতা ও অনর্থক ভয়ের স্থলে নিজের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, সাবলম্বিতা ও সক্ষমতা তৈরী করা।

মওলানা আযাদের মতে, খেলাফত আন্দোলন মুলতুবি হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে খেলাফত ব্যবস্থা অকার্যকর হতে পারে। কিন্তু মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব কখনো বিলুপ্ত হতে পারেনা। খেলাফত এক চিরন্তন ব্যবস্থা; সময়ের প্রয়োজনে স্থান কাল পাত্র ভেদে খেলাফত ব্যবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। সময়ে কার্যকর হবে; আবার সময়ের প্রয়োজনে স্থগিত থাকতে পারে। কারণ মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহর প্রতিনিধি ছিল এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ ছাড়া খেলাফত ব্যবস্থা অকার্যকর করার ক্ষমতা কারো নেই।

তুরস্কে খেলাফত ব্যবস্থা উচ্ছেদ হলেও ১৯২৪-এ মওলানা আযাদ লাহোরের ÔRwg›'viÕ পত্রিকায় খেলাফত সমস্যা ও তুরস্কের সাধারণতন্ত্রের ওপর অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তাতে তিনি বলেন,

'ভারতীয় মুসলমানের অনেকেই মনে করতে পারেন, খেলাফত বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। যে কোন মুসলিম সরকার যে কোন সময় খেলাফতের কর্মকাণ্ড পূর্ণ করতে পারেন। সে সরকার তুরস্কের হতে পারে অথবা অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রের।'[৪]

- **معاشرت:**

মু'আশারাত অর্থ সমাজ বা ঐক্যবদ্ধ মানবমন্ডলি। মানুষ সামাজিক জীব। তাঁকে শুধু নিজ পেটপূর্তি এবং ঘর সামলালেই চলে না। প্রতিবেশি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করতে হয়। মওলানা আযাদ লিখেন:

اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے وہ محض اپنی اور اپنے بیوی، بچوں کے پیٹ ہی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ منزل، خاندانی، معاشرتی، جماعتی اور انسانی فرائض کی ادائیگی کی ایک پوری آزمائش ہے۔ اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا، اسلامی زندگی کی لذت اس پر حرام ہے۔ [5]

অর্থ: ইসলাম মানুষকে যে ধরণের জীবন যাপন করতে বলেছে তা শুধু নিজের ও পরিবারের উদরপূর্তি নয়; বরং পরিবার, বংশ, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনের এক মহা পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষায় যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অবতীর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি জীবনের স্বাদ তার উপর হারাম-নিষিদ্ধ।

সামাজিক বিষয়াবলীতে মুসলমানগণকে আরো বেশি যত্নবান বানাতে মওলানা আযাদ অন্যত্র লিখেন:

عام مسلمانوں کو بلا شبہ سیاسی و معاشرتی معلومات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے لیکن اگر ہماری اخبار نویسی مقاصد سے خالی نہیں تو ہمیں پیدا کرنی چاہئے۔ عوام کی دلچسپی کی

Dhaka University Institutional Repository

چیزیں لکھی جائیں لیکن اس کے ساتھ ہی مفید سیاسی معلومات بھی ان تک پہنچا دی جائیں۔ [6]

অর্থ: মুসলমানগণ নি:সন্দেহে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বেশি উৎসুক নয়। যদিও আমাদের সাংবাদিকতা এ সব বিষয়ে মুসলমানগণকে নিরুৎসাহিত করেনা; তবে উৎসাহিত করা উচিত। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আগ্রহের বিষয়গুলি বেশি করে লিখতে হবে। পাশাপাশি মানুষের জন্য উপকারী রাজনৈতিক বিষয়াবলী তাদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে।

মওলানা আযাদের মতে সামাজিকতার উত্তম শিক্ষা পবিত্র কুরআন থেকে অর্জন করা উচিত। কারণ পবিত্র কুরআন-ই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই মানুষের সামাজিক জীবনের পাঠও কুরআন থেকে নিতে হবে। এ ব্যাপারে মওলানা আযাদ এক পত্রের জবাবে লিখেন:

مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی، سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی ہو یا دنیوی، حاکمانہ ہو یا محکومانہ، وہ ہر زندگی کے لئے ایک اکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دنیا کا آخری عالمگیر مذہب نہ ہو سکتا۔[7]

অর্থ: মুসলমানদের চারিত্রিক জীবন হোক বা শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবন বা সামাজিক জীবন, ইহজাগতিক জীবন বা পারলৌকিক জীবন, শাসকের জীবন বা শাসিতের জীবন; সব রকম জীবনের জন্য তাদের কাছে এক পরিপূর্ণ বিধান রয়েছে। এরূপ না হল এই ধর্ম বিশ্বব্যাপি শ্রেষ্ঠ ধর্ম হতে পারতো না।

মুসলমানদের সামাজিক জীবন শান্তি ও নিরাপত্তার এক অপূর্ব সমন্বয়। মুসলমানগণ সকল পরিবেশে নিজেদেরকে আল্লাহমুখী রাখতে পারে। সকল কাজে আখিরাতকে সামনে রেখে জীবন যাপন করে। অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব শান্তির ধর্ম ইসলামের ও তার অনুসারি মুসলমানদের। কিন্তু ন্যায়ানুগ দাবি তোলার পরে উক্ত দাবিকে পাশ কাটিয়ে দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য কখনো ইসলামের বিরোধীরা এই ইসলামকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে।

মুসলমানদের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে। যুগ সচেতন মওলানা আযাদ অবস্থা আঁচ করতে পেরে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য জাতির সামনে তুলে ধরেন। জাতির পক্ষ থেকে তিনি বলেন, মুসলমান সন্ত্রাস ও বোমাবাজি করতে পারে না। কারণ মুসলমান কুরআন পড়ে। মওলানা আযাদ Avj wnjvj পত্রিকায় লিখেন:

اگر ہم سچے مسلمان ہوں تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور جو ہاتھ قرآن سے رکا ہو وہ بم کا گولہ اور ریوالور نہیں پکڑ سکتا۔[8]

অর্থ: যদি আমরা সত্যিকার মুসলমান হই তাহলে আমাদের হাতে থাকবে আল কুরআন। এবং যেই হাতে কুরআন থাকে সে হাত কখনো বোমা স্পর্ষ করতে পারে না।

- امر بالمعروف و نہی عن المنکر বিষয়ে ইজতেহাদ

Dhaka University Institutional Repository

আমর বিল মা'রূফ অর্থ: সৎ কাজের আদেশ আর নাহি আনিল মুনকার অর্থ: অসৎ কাজের নিষেধ। যে সকল কর্ম ভাল তা معروف ÔgvÔi/dÔ বা ভাল কাজ। আর যে সকল কাজ ধর্মে অন্যায়; ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় তা نہی 'নাহী' বা নিষিদ্ধ কাজ নামে পরিচিত। কুরআনের বাণী হলো-

م خَیر اُمتٍ اُخرِجت للناس تائمرون بالمعروف و تنھون عن المنکر وتؤمنون باللّٰہ۔

মওলানা আযাদ লিখেন:

اس آیات میں خدا تعالیٰ نے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بطور ایک اصول کے پیش کیا ہے اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا اسکو فرض قرار دیا ہے۔[9]

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের পথে আহবান, সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধকে এক ভিত্তি হিসেবে দাড় করিয়েছেন এবং মুসলমানদের এক অংশের জন্য এই দায়িত্বকে ফরয হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

মওলানা আযাদের মতে, সৎকাজের আদেশ এর জন্য পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞান আবশ্যক। কেননা কাজ না জানলে তা কি করে সম্পন্ন করবে? তাই সমাজপতি বা সৎকাজের আদেশ কর্তাদের জ্ঞানী হওয়া জরুরি। আর মওলানার মতে, সামর্থবান ব্যক্তিদের ওপর সৎকাজের আদেশ দানের দায়িত্ব পালন ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। Avj wnjvj মানুষকে কুরআনের প্রতি আহবান করে কিংবা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের প্রতি পথনির্দেশ করে। মওলানার ভাষায়-

(الہلال) نے روز اوّل ہی سے ایک ہی راہ اختیار کر لی ہے ، یعنی دعوت الی القرآن یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔[10]

আল কুরআনে পূণ্য কাজের পরিভাষা হিসেবে gvÔi/d শব্দ এবং অন্যায় কর্মের প্রতিশব্দ হিসেবে bvnx শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তথা যেই কাজকে সাধারণত মানুষ ভাল বলতে অস্বীকার করে তাই হলো নাহী বা মন্দ কাজ। معروف এবং نہی শব্দের ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

دنیا میں عقائد و افکارکا کتنا ہی اختلافات کیوں نہ ، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے برے ہونے پر سب متفق ہیں۔ مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دیانتداری اچھی بات ہے، بد دیانتی برائی ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمات، ہمسایہ سے سلوک، مسکینوں کی خبر گیری، مظلوم کی داد رسی انسان کے اچھے اعمال ہیں اور ظلم و بد سلوکی برے اعمال ہیں۔[11]

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিশ্বাস ও চিন্তাধারার যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, কিছু বিষয় এমন রয়েছে যে, উক্ত বিষয়ে সকলে একমত। যেমনঃ সত্য কথা বলা ভাল কাজ এবং মিথ্যা বলা অন্যায় কাজ; এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করা ভাল কাজ আর বিশ্বাস ভঙ্গ করা অন্যায় কাজ; এ বিষয়টিও সকলের

Dhaka University Institutional Repository

মতে সত্য। পাশাপাশি পিতামাতার সেবা করা ভাল কাজ, প্রতিবেশির সাথে ভাল ব্যবহার, নি:স্ব ব্যক্তির খোঁজ খবর নেয়া এবং মজলুম ব্যক্তির সহযোগিতা করা ভাল কাজ আর জুলুম ও অন্যায় ব্যবহার দুষ্কর্ম; এতে কারো কোন মতভেদ নেই।

একজন ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে মওলানা আযাদ মানব জীবন পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে একটি রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। যাতে করে মানুষ সামাজিক জীবনের নিয়মাবলী জেনে তার জীবনকে সুন্দরভাবে যাপন করতে পারে। মওলানা আযাদ প্রদর্শিত সে রূপরেখা নিম্নরূপ:

1- ہمیشہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی کو روکیں گے اور صبر کی وصیت کریں گے۔
2. اس دنیا میں اس کی دوستی ہوگی تو صرف اللہ کے لئے اور دشمنی ہوگی تو بھی صرف اللہ کے لئے۔
3. سچائی کے راستے میں وہ کسی کی پروا نہیں کریں گے اور خدا کے سوا وہ اور کسی کے لئے نہیں ڈریں گے۔
4. وہ اللہ اور اس کی شریعت کو دنیا کے سارے رشتوں، ساری نعمتوں اور ساری لذّتوں سے زیادہ محبوب رکھیں گے۔
5. شریعت کے ہر حکم کی اطاعت بجا لائیں گےجو ان تک پہنچایا جائے۔[12]

অর্থ:

১। সর্বদা ভাল কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত করবে এবং ধৈর্য্যের উপদেশ দিবে।

২। ইহকালে কারো সাথে বন্ধুত্ব হবে শুধু আল্লাহর জন্য এবং শত্রুতাও হবে আল্লাহর খুশির জন্য।

৩। সত্যের পথে সে কাউকে ভয় করবে না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।

৪। আল্লাহ এবং তার নির্দেশিত পথকে দুনিয়ার সকল বন্ধন, সকল নেয়ামত এবং সকল আনন্দের থেকে প্রিয় জানবে।

৫। শরিয়তের সকল আদেশ আনুগত্যের সাথে পালন করবে।

কোন সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য মওলানা আযাদ সে সমাজে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ কে অবশ্যম্ভাবী মনে করতেন। তিনি ১৯১২ সালে আল হিলালের ১১ আগস্ট সংখ্যায় লিখেন:

> اسلام نے اپنی تعلیم و دعوت اور اپنی امّت کے قیام و بقا کے لئے اساس اوّلین اور نظام بنیادی ایک اصول کو قرار دیا ہے اور اسکو وہ "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" سے تعبیر کرتا ہے۔[13]
>
> অর্থ: ইসলাম স্বীয় শিক্ষা, দাওয়াত ও নিজ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান ভিত্তি ও শৃঙ্খলার ভিত্তি হিসেবে একটি শর্ত নির্ধারণ করেছে; যাকে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ বলা হয়।

মওলানা আযাদ সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ-কে নামায়-যাকাতের ন্যায় ফরজ হিসেবে দাড় করিয়েছেন। কুরআনের আয়াত-

Dhaka University Institutional Repository

اللّذين ان مكنّاهم فى الارض اقاموا الصلوه واتوا الزكوٰه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور۔

মওলানা আযাদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

১. মুসলমানদেরকে আল্লাহ যত বিজয় ও নেয়ামত দিয়েছেন তার কারণ ছিল, মুসলমানগণ উত্তম আমল করেছে।
২. আর উত্তম আমলের অন্যতম হলো: নামায় প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় এবং সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়কাজের প্রতিরোধ।
৩. নামায় ও যাকাত যেহেতু মুসলমানের ওপর ফরজ তাই সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়কাজের প্রতিরোধ-ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ-ই সাব্যস্ত হয়। [১৪]

মোট কথা: امر بالمعروف و نہی عن المنکر-কে মওলানা আযাদ যেভাবে জরুরি, সহজ ও পালনীয় করে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন তা কেবল প্রশংসনীয় নয় বরং ইসলামের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে নব উপলব্ধি। এখানেই মওলানা আযাদের কৃতিত্ব।

তথ্যসূত্র :

০১. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘: GK nvgwMi kLwQq¨vZ,(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৮
০২. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘: GK nvgwMi kLwQq¨vZ, cv, ³, পৃ. ১৫৯
০৩. আনোয়ার আলী দেহলবী, D‘ mvnvdvZ(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ১২৮
০৪. আবদুর রাকিব, msMvgx bvqK gvIjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স,২০১৩), পৃ. ১২২
০৫. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, AvdKv‡i Avhv‘(লাহোর: মাকতাবায়ে আযাদ,১৯৪৫), পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

০৬. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি,১৯৯০), পৃ. ১৫৮
০৭. সম্পাদনা পরিষদ, ‘¯Ív‡eR-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগ পত্রিকা-৫, সন: ২০১০, পৃ. ৬১
০৮. সম্পাদনা পরিষদ, ‘¯Ív‡eR-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগ পত্রিকা-৫, cv, ³, পৃ. ৮২
০৯. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোর: আদাবিস্তান, বায়রুনে মুচি দরজা,১৯৪৫), পৃ. ১৬
১০. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, সিয়াসাত ও পয়গাম(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ. ২০৭
১১. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, সিয়াসাত ও পয়গাম, cv, ³, পৃ. ৩০১
১২. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨Z AvIi Kvibv‡g(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ৪৫৭
১৩. মওলানা আযাদ, Avj wnjvj(কলকাতা: আল হিলাল পাবিলিকেশন্স, ১৯১২ সালের ১১ আগস্ট সংখ্যা), পৃ. ৬
১৪. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোর: আদাবিস্তান, বায়রুনে মুচি দরজা,১৯৪৩), পৃ. ২৯

গ. অনুচ্ছেদ

ইসলামি আইনের সময়োপযোগী সমাধানে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইন সাধারণ কোন বিধান নয়; এটা মানবতার মুক্তির জয়গান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে এ আইন কার্যকর করা গেলে একদিকে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে অন্যদিকে সমাজের সকল বঞ্চনা ও অবিচারের বদলে সত্য ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। তাই মানবতার মুক্তি প্রত্যাশী মওলানা আবুল কালাম আযাদ জীবনভর এই ইসলামি আইন বিষয়ে গবেষণা করে জাতিকে এক বিস্তারিত সিলেবাস প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানবতার মুক্তির মহাসড়ক ইসলাম ও ইসলামি আইন। এই আইনের চর্চা ও তার প্রয়োগ করতে পারলে সমাজের সমস্যা দূর হবে ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সমাজের স্বপ্নই প্রত্যেক শতাব্দীতে মহামানবেরা দেখেছেন। লিখেছেন নিজ নিজ মহাগ্রন্থে। এই স্বপ্নই প্লেটো তুলে ধরেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic-এ।

প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে প্রধানত: ন্যায়ধর্ম (Justice) বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের মূল চরিত্র m‡µwUm যে সত্যটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তা হলো-অবিচার, অনাচার ও দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে আমাদেরকে দুটি শক্তি মূলত: মুক্তি দিতে পারে। একটি: সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানী মানুষ এবং অপরটি: ন্যায়ধর্ম। সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান লাভ করতে হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। সে পথ শিক্ষার; যার মাধ্যমে আত্মোৎকর্ষ লাভ করা যায়।[1]

মওলানা আবুল কালাম আযাদ এক সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। ইসলামের সুমহান আলোকে তিনি তার স্বদেশবাসীকে শুধু পথ দেখাতে চাননি; মানব সভ্যতাকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। আর তার প্রধান বাহন ইসলামের বাণী ও আইন সম্বলিত পুস্তক। সে কারণে মওলানা আযাদ ইসলামি আইনের ওপর অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলোর বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো। যথা:

ترجمان القرآن:

এই 'ترجمان القرآن' মওলানা আবুল কালাম আযাদের অনুবাদ ও তাফসির সাহিত্যের অংশ। এটি মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত। তাফসিরখানা কয়েকটি প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে মাকতাবায়ে সায়িদ; নাজিমাবাদ, করাচি অন্যতম। তারা এটি প্রকাশ করলেও প্রকাশকাল উল্লেখিত হয়নি। শুধু মওলানার ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সালের একটি ভূমিকা এতে সংযোজিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এর ১ম ও ২য় খণ্ড রক্ষিত আছে। এদের মুদ্রিত গ্রন্থ মূলত তাফসির গ্রন্থের অবয়ব পেয়েছে।

প্রথম খণ্ড:

১ম খন্ড ১৯৩১ খৃস্টাব্দে মওলানা আযাদ জেলে থাকাকালীন প্রকাশিত হয়েছে। এই খন্ডটি ৫০৫ পৃষ্ঠাব্যাপি। এতে লেখক এর নাম আবুল কালাম আহমদ লেখা রয়েছে। প্রথম খন্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আন'আম পর্যন্ত তাফসির লিপিবদ্ধ আছে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে সূরা ফাতিহার ওপর রচিত বিশাল তাফসির অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে নয়াদিল্লির সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬৪ সালের প্রথম খণ্ডটি পাওয়া গেলেও এই প্রতিষ্ঠান তারজুমানের মোট চারটি খণ্ড প্রকাশ করেছে বলে মত দিয়েছেন বিশিষ্ট আযাদ গবেষক প্রফেসর সাইদা সাইদাইন হামীদ।
তার মতে; ২য় খণ্ডটি ১৯৬৬ সালে, ৩য় টি ১৯৬৮ সালে এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০ সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। আর এভাবে তারা পূর্ণ কুরআনের মওলানা কর্তৃক তাফসির প্রকাশে সক্ষম হয়েছে।
মওলানা আযাদের তারজুমানুল কুরআনের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। সাইয়্যেদ আবদুল লতিফ কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে ২টি ভলিউমে বোম্বের এশিয়া পাবলিশিং হাউজ থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড:

২য় খণ্ডটিও করাচির মাকতাবায়ে সায়িদ তাফসির গ্রন্থের অবয়বে প্রকাশ করেছে। এতে তার প্রকাশকাল উল্লেখ নেই; কেননা, আল কুরআন শ্বাসত-তার প্রকাশকাল উল্লেখ দরকার নেই। খণ্ডটি ৫৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপি। এতে সূরা 'আরাফ থেকে সূরা মুমিনুন পর্যন্ত তাফসির লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতেও লেখকের নাম আবুল কালাম আহমদ লেখা রয়েছে। আর গ্রন্থের নাম তারজুমানুল কুরআন বা উর্দু ভাষায় কুরআনে হাকিমের উদ্দেশ্য-পাশাপাশি কুরআনের জরুরি ব্যাখ্যা ও আলোচনা সংযোজিত হয়েছে।

باقیات ترجمان القرآن:

এই গ্রন্থখানা মওলানা আবুল কালাম আযাদের অনুবাদ বা তাফসির সাহিত্যের অংশবিশেষ। এটি উর্দুতে লিখিত। মওলানা গোলাম রাসূল মেহের কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রথমবার ১৯৬১ সালে লাহোরের গোলাম আলি এন্ড সন্স এর আয়োজনে ইল্‌মী প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
মওলানা আযাদের অনুবাদকৃত তারজুমানুল কুরআন ১ম ও ২য় খণ্ডের পরে এটি অবশিষ্ট ১২পারা নিয়ে ৩য় খণ্ড আকারে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যস্ততার দরুন তা আর হয়ে না উঠায় আযাদের ইন্তেকালের পরে মওলানা গোলাম রাসূল মেহের এই বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো একত্রিত করে তা ÔewKqv‡Z ZviRgvbj KiAvbÕ নামে প্রকাশ করেন। এর টীকা-টিপ্পনীও মওলানা আযাদের হাতে লেখা।
তবে দু' একটি পাদটীকা অবশ্য মওলানা মেহের এতে সংযোজন করেছেন। আর ৬০ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা এবং ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপি একটি মুখবন্ধ মেহেরের ব্যক্তিগত সংযোজন। অত:পর মূলগ্রন্থ ১১০ পৃষ্ঠাব্যাপি। [২]
তারজুমানুল কুরআন তাফসির সাহিত্যের এক মহাআঁকড় এবং ইসলামি আইনের এক নতুন ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এই কিতাবে ইসলামি আইনের এমন সব ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে যা ইতোপূর্বে ছিল না। প্রগতিশীল লেখক ও ব্যাখ্যাকার মওলানা আযাদের কল্যাণে ইসলামি আইন পেয়েছে যুগোপযোগী সমাধান। যার নমুনা পূর্বে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

مسئلہ خلافت اور جزیرة العرب :

পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। ১৯২০ সালে কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটি মুম্বাই থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ১৯২০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মওলানা আযাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত সম্মেলনে যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন তার সংকলিত রূপ এটি।
এই গ্রন্থে মওলানা আযাদ কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বদেশবাসীকে খেলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহবান জানান। খেলাফত আন্দোলন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মওলানার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে সাড়া দিয়ে দেশবাসী সেদিন খেলাফত আন্দোলনের মাঠে নেমে যে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এই সুযোগে আযাদ মানব হৃদয়ে যে আসন করে নিয়েছেন তার পরিচয় মিলে আযাদের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে।[৩]

اعلان الحق :

১৯৯৮ সালে উর্দুতে লিখিত এবং ৫ই জানুয়ারি ১৯০২ সালে কলকাতার উসমানিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত। মওলানা আযাদের পিতার লিখিত এবং আযাদের জীবনে প্রথম সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুস্তক এটি। এতে তিনি চন্দ্রোদয়ের ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরে আলোকপাত করেছেন এবং এ সম্পর্কে আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিনের ফাতোয়া (ধর্মীয় ব্যাখ্যা) জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।[৪]
এছাড়াও ZvQwinv‡Z Avhv', RwgDk kvIqwn' wd 'Lwj MvBwij gmwjg wdj gvmwR', wRnv' Avli Bmjvg, AvlivZ Kx Ahv'x Avli dvi‡qR, Avj ûiwiq¨vZ wdj Bmjvg, Ges gmjgvb Avli Ks‡Mm ইত্যাদি গ্রন্থাবলী ইসলামি আইনের ওপর লিখিত প্রামাণ্য পুস্তক।

তথ্যসূত্র :

০১. সৈয়দ মকসুদ আলী, †cø‡Uvi wicvewjK (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩), পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য
০২. ড. শফিক আহমদ, †Mvjvg ivmj †g‡ni : nvqvZ Avli Kvibv‡g (লাহোর: মজলিসে তারাক্কী আদব), পৃ. ১৫৭-৫৮
০৩. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gvIjvbv; LÛ:2(নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০),পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

০৪. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÕm gvI jvbv; 2q LÛ, cv¸ ³, পৃঃ ২৯৮

তৃতীয় অধ্যায়

আযাদের ভাবনায় জাতীয় উন্নতিতে

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজের প্রভাব

মওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একই সাথে খ্যাতিমান আলেম, মুফাচ্ছিরে কুরআন, দার্শনিক ও উপমহাদেশের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। আযাদ জন্মগ্রহণ করেন এক পীর পরিবারে; ধর্মীয় পরিবেশে। যেখানে ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিপালন করা হতো। ইসলামি ভাবধারা পরিবেষ্ঠিত পরিবেশে শিশু আযাদ জীবন শুরু করেছিলেন বিধায় ইসলামি জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্ম থেকেই। তার পরিবার শুধু ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা-ই নয়; পীর তত্ত্বও অত্যন্ত সতর্কতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করতো। ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থার বাহিরে এক চুল নড়বার সাধ্য পরিবারের সদস্যদের ছিল না। এসব কারণে মওলানা আযাদ বুঝবার বয়স হওয়ার সাথে সাথে এই কড়াকড়িমূলক বাধা-নিষেধ ও গোঁড়ামিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য প্রত্যয়ী হন। আহমদ আবুল কালাম নামের পাশাপাশি Avhv‘ (স্বাধীন) নাম ধারণ করে সকল অবাঞ্চিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে ইসলামি বিধিবিধানের স্বরূপ উদঘাটন (ইজতেহাদ) এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থার উদার দৃষ্টিভঙ্গিমুখি চর্চার প্রতি মনোযোগী হন। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে তার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে হাদিস, তাফসির ইত্যাদি বিষয় আয়ত্ব করেন। ইসলামি জীবনমুখী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ থেকেই কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন।

متحده قوميت এর অনুসারি আযাদ ব্যক্তিজীবনে কুরআন-হাদিসের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন। নিজে যেভাবে এতদুভয়ের উপর আমল করেছেন তেমনি মুসলিম সমাজের জন্য এই জীবনদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন বাস্তবমুখী করে। এতদসম্পর্কিত বক্ষমান অধ্যায়টি তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। যথাঃ আল্লাহর পথে মানুষকে দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালন, সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে কুরআনের পথনির্দেশ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরী করে ইসলামি ভাবধারা প্রচার। নিম্নে প্রতিটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ক. অনুচ্ছেদ

আল্লাহর পথে মানুষকে

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একজন পীরের সন্তান। এক পরিপূর্ণ ধার্মিক পরিবারের সদস্য হিসেবে তারা নিজেরা যেমন ধর্মকে আন্তরিকতা নিয়ে পালন করতো; তেমনি সমাজের মানুষকে সঠিক পথে আহবান করা ছিল তাদের নিত্য ব্যাপার। মওলানা আযাদ একজন প্রগতিশীল মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজ ধর্মকে পালনে তিনি যেমন অলসতা দেখাননি তেমনি সমাজের অন্যকে দা'ওয়াত দিতেও কার্পণ্য করতে দেখা যায় না। মওলানা আযাদের জীবনের প্রতিটি দিন আরম্ভ হতো ফজরের নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে; আর নিদ্রায় যেতেন প্রভূর নাম স্মরণ করে। কেননা তিনি ছিলেন আল কুরআন ও হাদিসের একজন অনুসারী। আর কুরআনের বাণী এক্ষেত্রে তার পথপ্রদর্শক। যেমনঃ মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরিফে ইরশাদ করেন:

مَن احسن قولاً مِن مَن دعا اِلی اللہ و عمِل صالحاً وقال اِنّنی مِن المسلمین۔[1]

এই আয়াতের অনুবাদ মওলানা আযাদ এভাবে করেছেন-

> اس سے بڑھ کر اور کس شخص کی بات ہو سکتی ہے،جو لوگوں کو خدا کے نام کی دعوت دے۔ نیز اعمال صالحہ انجام دے اور اس کا دعویٰ صرف اتنا ہی ہو کہ میں مسلمان میں سے ایک مسلمان ہوں۔

> অর্থ: ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে, নিজে সৎকাজ করে এবং তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণা এরূপ যে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত একজন মুসলমান।

এই আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মওলানা আযাদ লিখেন:

> اس سے بہتر پکار کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، اعمال نیک انجام دے اور اپنے کو کسی انسانی نسبت کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں صرف مسلمان ہوں۔[2]

এই আহবানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মওলানা আযাদ সমাজে দা'ওয়াত ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। কেননা, জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান হিসেবে মওলানা আযাদ আল কুরআন ও হাদিস-কে নিজের পথপ্রদর্শক মনে করতেন। আল কুরআন ও হাদিস অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করা যায়। যেমনঃ ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা, লেখালেখি, সামাজিক আচার পদ্ধতি, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিবাদ ইত্যাদি। কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে কোন জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিবাদের অভ্যাস চালু করা। এই অভ্যাসের অবর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা-ই ভেঙ্গে পড়ে। তাই মওলানা আযাদ ১৯২২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে 'قول فیصل' নামে যে ভাষণ দেন; তাতে তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন:

> قرآن حکیم نے سریع انداز سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ " امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" پر پابند رہیں۔ یعنی ہمیشہ نیکی کا حکم دیں اور برائی کو روکیں، کیونکہ یہی اُسوئہ حسنہ ہے اور رسول کریم کے عہد سے یہ اسلامی معاشرت اور ضمیر سیاسی کا ایک بنیادی اصول رہا ہے۔[3]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আল কুরআন স্পষ্টত: মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ অনুশীলন করতে হবে। অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিতে হবে। কেননা, এটাই উত্তম আদর্শ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে ইহা-ই ইসলামি সমাজ এবং রাজনীতি চর্চার এক প্রধান উপাদান।

সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মওলানা আযাদ এই উত্তম বিষয়াবলীর উপর জোর দেন। তার দা'ওয়াত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খাঁটি ঈমানের চর্চার প্রতি আহবান। এর জন্য অবলম্বন হিসেবে মওলানা আযাদ ইমামতি, ওয়াজ মাহফিল, কিতাব রচনা, কুরআনের দরস দান ও সাংবাদিকতা করেন এবং রাজনীতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর সত্য-সঠিক পথের দিকে আহবান করেন। দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে তিনি অনেকগুলো পত্রিকা বের করেন। Avj wnjvj মওলানা আযাদের সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা। এতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়াবলীও আলোকপাত করেন। ঈমান কী? ঈমানের দাবীসমূহ কী? ঈমানদারের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য মওলানার লেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠে। মওলানা আযাদের ভাষায়, Avj wnjvj মুসলমানদেরকে সংখ্যার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় ঈমানী শক্তির উপর ভরসা করতে উৎসাহিত করেছে। আযাদ ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে নির্ভয়ে স্বদেশবাসীর সাথে মিলে জীবনযাপন করা, ধর্ম পালন করা ও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে তাগিদ দিতেন।

যে সকল কর্ম ভাল তা معروف 'মা'রূফ' বা ভাল কাজ। আর যে সকল কর্ম অন্যায় ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় তা نہی 'নাহী' বা নিষিদ্ধ কাজ নামে পরিচিত। আর সকল অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরি। কুরআনের বাণী হলো-

م خَیر اُمتٍ اُخرِجت للناس تائمرون بالمعروف و تنھون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔

মওলানা আযাদ লিখেন:

اس آیات میں خدا تعالیٰ نے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بطور ایک اصول کے پیش کیا ہے اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا اسکو فرض قرار دیا ہے۔ [4]

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের পথে আহবান, সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধকে এক ভিত্তি হিসেবে দাড় করিয়েছেন এবং মুসলমানদের এক অংশের জন্য এই দায়িত্বকে ফরয হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

دعوت এর প্রতিশব্দ امر বা আদেশ। যেমন: সূরা নাহ্‌ল-এর শুরুতে মহান আল্লাহ বলেন:

اتی امرُ اللہ فلا تستعجلوہ۔

মওলানা আযাদ এ আয়াতের অনুবাদ করেন এভাবে-

اللہ کا حکم آ پہنچا، پس اس کے لئے جلدی نہ مچاؤ۔[5]

সুতরাং دعوت দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ তাঁর বান্দাদের মাঝে পৌঁছে দেয়া। যা কিছু দা'ওয়াত তাই আল্লাহর আদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ একজন রাজনৈতিক পুরোধা। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বন্দী কাটিয়েছেন। তারপরও মুক্ত সময় যতটুকু পেয়েছেন তা রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মের কাজে ব্যয় করেছেন। বন্দী সময়েও তিনি ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংশোধনে চেষ্টা করেছেন। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাঁচিতে বন্দীকালীন মওলানা আযাদ মানুষের হেদায়াতের কাজ করতেন; নামাজ পড়াতেন। রাঁচি জামে মসজিদে মওলানা এক বছর যাবত কুরআনের দরস (শিক্ষা) দিয়েছেন।[৬]
পবিত্র কুরআন ও হাদিস মওলানা আযাদের পথপ্রদর্শক। তিনি নিজে এতদুভয় উৎস থেকে জীবন পরিচালনার সূত্র গ্রহণ করেছেন; অন্যদেরকেও এ পথে আহবান করেছেন।
রাসুলুল্লাহ সা. এর আনীত ধর্মের নাম ইসলাম। এই ইসলামি জীবনাচার-ই মানুষের মুক্তির সনদ। একে গ্রহণকারী সফলকাম হবে আর অগ্রাহ্যকারী হবে বিফল। সুতরাং ধর্মে বিভেদ না করে তা পালনের মাধ্যমে এক উন্নত ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে মনোযোগী হওয়ার আহবান করা হয়েছে। মওলানা আযাদ তাঁর ভাষায় লিখেন:

نوع انسانی کے لئے حقیقی دین ایک ہی رہا، اور وہ ہے اسلام۔[7]

অর্থ: মানবজাতির জন্য সত্যিকার ধর্ম একটি; আর তা হলো: ইসলাম।

মওলানা আযাদের মতে, ইসলাম ধর্ম বা পবিত্র কুরআন চর্চার বিষয়। এটা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা তৈরী করা ন্যক্কারজনক কাজ। সকল দ্বন্দ্বের অবসান করে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব। মওলানা আয়াদ লিখেন:

قرآن نے کسی "نئی مذہبی گروہ بندی" کی دعوت نہیں دیتا بلکہ چاہتا ہے کہ تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگ و نزاع سے دنیا کو نجات دلائے اور سب کو اسی ایک راہ پر جمع کر دے جو سب کی مشترک اور متفقہ راہ ہے۔[8]

অর্থ: কুরআন মানবগোষ্ঠীকে নতুন করে কোন গ্রুপ বন্দী হওয়ার জন্য আহবান করেনা; বরং ধর্মের নামে সকল গ্রুপিং শেষ করে পৃথিবীকে মুক্তি দিতে চায় এবং পাশাপাশি সকলকে একই পথে আনতে চায় যে পথ সকলের সম্মিলিত ও যৌথ পথ।

ধর্ম প্রচার, ধর্ম সংশোধন ও রাজনীতিকে ধর্মীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করার নিমিত্ত মওলানা আযাদ জীবনের শুরুতে নিজ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা Avj wnjvj জনগণকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। মওলানা আযাদ নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেন:

الہلال کوئی سیاسی اخبار نہیں ہے بلکہ ایک دینی دعوت اصلاح کی تحریک ہے، جو مسلانوں کے اعمال میں مذہبی تبدیلی چاہتی ہے۔[9]

অর্থ: Avj wnjvj শুধু কোন রাজনৈতিক পত্রিকা নয়; বরং দ্বীনি সংস্কারমূলক দা'ওয়াতের এক আন্দোলন। যে আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় পরিবর্তন কামনা করে।

دعوت পরিচিতি:

دعوت একটি আরবি শব্দ। دعو মূল ধাতু দ্বারা গঠিত শব্দটির অর্থ: আহবান করা। মূলত: আল্লাহর আদেশ অনুসারে ধর্মের পথে মানুষকে আহবানের কাজকে ধর্মীয় ভাষায় দা'ওয়াত বলে। পৃথিবীর সকল মহামানব মহাপ্রভূর পক্ষে এই দা'ওয়াতের কাজ করেছেন। সকল নবী-রাসুলের সা.

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্র বা ভাষা ও পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও আহবানের মর্মকথা অভিন্ন। মানুষ এবং সমাজ সংশোধন-ই তাদের উদ্দেশ্য। সে কারণেই যুগে যুগে মানব সমাজে দা'ওয়াতের সুর অব্যাহত রয়েছে।

দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকের নবুওয়াতের সমর্থনে আসমানী কিতাব দান করেছেন। যেমন: হযরত মুসা আ. এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ হয়, হযরত দাউদ আ. এ প্রতি যবুর কিতাব অবতীর্ণ হয়, হযরত ঈসা আ. এর প্রতি ইঞ্জিল কিতাব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রতি পবিত্র আল কুরআন অবতীর্ণ হয়। এভাবে ১০৪ খানা আসমানি কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে দা'ওয়াতের আলো ছড়িয়ে দেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

قَد جائكُم مِن الله نُور و كتابٌ مُبين۔

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন:

দা'ওয়াতি কাজ চলমান থাকলেই পৃথিবীতে আল্লাহর পরিচয় ও বিধান বহাল থাকে আর এর ব্যতিক্রম হলে পৃথিবী হারিয়ে যায় গভীর অন্ধকারে। সে কারণে মহান আল্লাহ সময়ে সময়ে তার পথে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য তাঁর প্রতিনিধি নবী-রাসূলগণকে সা. প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

ولقد بعثنا فی كلّ امہ رسولاً اَن اُعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔[10]

অর্থ: আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধি পাঠিয়েছি এই বাণী প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

انما انت منذر و لكل قومٍ هاد۔[11]

অর্থ: হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মানুষকে সতর্ককারী।
আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে সংশোনকারী পাঠিয়েছি।

এ ধারায় প্রথম নবী হযরত আদম আ. আর শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা., যিনি কোন নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলের সাথে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ ও আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। এর সত্যায়নে মহান আল্লাহ বলেন: ما ارسلناک اِلّا رحمۃً للعالمین۔

নবী-রাসূলগণ সত্যের দা'ওয়াত দিয়েছেন:

নবী-রাসূলগণ সত্যের দা'ওয়াত দিয়েছেন। তাদের বর্তমানে জাতি সত্য পথে থাকলেও তাঁদের অবর্তমানে জাতি সত্যবিচ্যুত হয়েছে এবং ভ্রষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা মারয়ামের ৫৯ নং আয়াত ... فخلف من بعدهم خلفٌ اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

> تمام نبیوں نے خدا پرستی اور نیک عمل کی دعوت دی تھی۔ لیکن ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوگئے جنہوں نے حقیقت ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پرستار ہو گئے۔نماز یعنی جوعبادت جوہر ایمان ہے، اس کی حقیقت گئی تو سب کچھ چلا گیا۔[12]

অর্থ: সকল নবী মহান আল্লাহর আরাধনা এবং পূণ্য কাজের প্রতি আহবান করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে এমন লোকের উদ্ভব হয়েছে যারা সত্য বিসর্জন দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ আরম্ভ করে। এমনকি নামায নামক ইবাদত যা ঈমানী সম্পদ; ইহাকে বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে পুরোপুরি ঈমানকে-ই বরবাদ করেছে।

দা‘ওয়াতের প্রকারভেদ:

দা‘ওয়াত কয়েক প্রকার হতে পারে।

১। ভাল কাজের প্রতি দা‘ওয়াত। যেমন: নবী-রাসূলগণের দা‘ওয়াত।

২। অন্যায় কাজের প্রতি আহবান। যেমন: মিশরের আযীয পত্নী জুলায়খা কর্তৃক আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আ. কে অন্যায় কাজের প্রতি আহবান ও প্রলুব্ধকরণ চেষ্টা। যে ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ আ. বলেছিলেন, السّجن احبُّ الیّ من مّا یدعُوننی اِلیہ۔

৩। কিংবা ফেরাউনসহ সকল খোদাদ্রোহীর এই দা‘ওয়াত যে, Awg wb‡RB eo cf ইত্যাদি। [১৩]

দা‘ওয়াতের পদ্ধতি:

দা‘ওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা নাহ্ল এর ১২৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

ادعُ الی سبیلِ ربّک بالحِکمہِ والموعظۃِ الحسنۃِ وجادلھم باللتی ھی احسن۔

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

> حکمت کا معنی دانائی باتیں اور موعظہ حسنہ کا معنی پند و نصیحت کی باتیں جو حسن و خوبی کے ساتھ کی جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق کا طریقہ حکمت اور موعظہ حسنہ کا طریقہ ہے۔ اور بحث و نزاع کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ احسن طریقہ پر ہو۔پس بحث و نزاع جو احسن طریقہ پر نہ ہو ، دعوت کا طریقہ نہیں ہوگی۔اس طرح کی الفاظ اختیارنہ کی جائیں جو مخالف کے دل کو دکھ پہنچانے والے ہوں۔ یا اسے سننے والوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کرنے والے ہوں۔ کیونکہ اگر بحث سے مقصود دعوت حق ہے تو مخاطب کے دل کو نرمی اور محبت سے حق کی طرف متوجہ کرنا چاہئے۔ نہ یہ کہ صدمہ پہنچانا، ضد میں لانا وغیرہ۔[14]

অর্থ: হিকমত অর্থ বিজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা এবং মাওয়েজায়ে হাসানা অর্থ উপদেশসূলভ এমন এমন কথা যা নম্রতা ও সৌন্দর্য্যমন্ডিতভাবে বলা হয়। এ দ্বারা অনুমিত হয় যে, দা‘ওয়াত পরিচালনা করতে হবে হিকমত ও gvI‡qRv‡q nvmvbv সহকারে। ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক করতে হলেও তা উত্তম পদ্ধতিতে করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। সুতরাং যে বিতর্ক উত্তম পদ্ধতিতে না হয় তা দা'ওয়াতের পর্যায়ভূক্ত নয়। এমন শব্দ বলা উচিত নয় যাতে শ্রোতার মনে কষ্ট পায় অথবা যে কারণে শ্রোতা অন্যের সামনে হেয় বা লজ্জিত হয়। কেননা, এই যদি বিতর্কের উদ্দেশ্য সত্যের পথে দা'ওয়াত পৌঁছানো হয়; তাহলে শ্রোতাকে অত্যন্ত নম্র ও ভালবাসা মিশ্রিত ভাষায় সত্যের প্রতি আহবান জানানো উচিত। তাঁকে দুঃখ দেয়া বা উত্তেজিত করা বাঞ্চনীয় নয়।

মওলানা আযাদ তাঁর Q'v‡q idÛAvZ প্রবন্ধে আরো সুন্দর ভাষায় লিখেন:

خدا کی راہ کی طرف حکمت و وعظ کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث بھی کرو تو اس طرح کہ وہ پسندیدہ طریقہ ہو۔[15]

অর্থ: আল্লাহর পথে পদ্ধতিগতভাবে এবং নম্রতা সহকারে মানুষকে আহবান করো। যদি কখনো তাদের সাথে বিতর্ক করতে হয় তাহলে তা শালীন ভাষায় করো।

সূরা তাহা-এর ৪৪ নং আয়াত...فقولا لہٗ قولا لیّناً لعلہٗ یتذکر او یخشیٰ- এ মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ. কে অবাধ্য ফেরাউনের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছানোর উত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের অনুবাদে মওলানা আযাদ লিখেন:

پھر جب اسکے (فرعون) پاس جاؤ تو (سختی کے ساتھ پیش نہ آؤ) نرمی سے بات کرنا، (تمہیں کیا معلوم؟) ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، یا (عواقب سے) ڈر جائے۔[16]

অর্থ: যখন ফেরাউনের নিকট যাবে তখন তার সাথে রূঢ় আচরণ না করে বরং নম্রতা সহকারে দা'ওয়াত পৌঁছে দিবে। হতে পারে সে তোমার দা'ওয়াত গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর শাস্তির খবরে সন্ত্রস্ত হবে।

দা'ওয়াত দেয়ার পর আক্রমনের শিকার হলে:

দা'ওয়াত দেয়ার পর আক্রমনের শিকার হলে এবং সে ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত জবাব দিতে চাইলে তার পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وإن عاقبتم فعاقِبوا بمِثل ما عاقبتم بہ...

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

یعنی اگر ایسا ہو کہ تم مخالف کی سختی کے جواب میں سختی کرنا چاہو تو چاہئے کہ حد سے نہ بڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی کے جواب میں سختی کا حکم نہیں ہے، محض اجازت ہے۔[17]

অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, তোমরা বিরোধীদের বিরোধিতার উপযুক্ত জবাব দিতে চাও তাহলে সে ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করবে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কঠোরতার জবাব কঠোর ভাষায় দেয়ার আদেশ দেয়া হয়নি; বরং অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র।

রাসূলুল্লাহ সা. এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি:

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াত الذين يتّبعون الرسول النبى الامّىَ الذى ...
এর ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں یہاں بیان کئے گئے ہیں:

1- نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکتا ہے۔
2- پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ٹھراتا ہے، نا پسندیدہ چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ قرآن نے اس معنی میں عیبات اور خبائث کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جو چیز یں اچھی ہیں، انہیں جائز کیا ہے اور جو بُری ہے یعنی مُضر ہے ان سے روک دیا ہے۔
3- جو بوجھ اھل کتاب کی سروں پر پڑ گیا تھا اور جن پھندوں میں گرفتار ہو گئے تھے ان سے نجات دلاتا ہے۔یہ بوجھ کیا تھا اور یہ پھندے کون سے تھے جن سے قرآن نے رہائی دلائی؟ قرآن نے دوسرے مقامات پر اسے واضح کر دیا ہے۔ مذہبی احکام کی بے جا سختیاں، مذہبی زندگی کی نا قابلِ عمل پا بندیاں، نا قابل فہم عقیدوں کا بوجھ، وہم پرستوں کا انبار، عالموں اور فقیہوں کی تقلید کی بیڑیاں، پیشوائوں کے تعبد کی زنجیریں۔یہ بوجھ رکاوٹیں تھیں جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دل و دماغ مقید کر دئے تھے۔ پیغمبر اسلام کی دعوت نے ان سب سے نجات دلائی۔ اس نے سچائی کی ایسی سہل و آسان راہ دکھلائی۔ جس میں عقل کے لئے کوئی بوجھ نہیں، عمل کے لئے کوئی سختی نہیں۔
افسوس ! جن پھندوں سے قرآن نے اہل کتاب کو نجات دلائی تھی، مسلمانوں نے وہی پھندے پھر اپنے گلوں میں ڈال لئے۔[18]

এর ভাবার্থ হচ্ছে-

ইসলামের নবীর সা. দা'ওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে:

১। ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

২। পছন্দনীয় জিনিসের ব্যবহার বৈধ রেখেছে এবং অপছন্দনীয় জিনিসের ব্যবহার অবৈধ ঘোষণা করেছে। অপছন্দনীয় জিনিসের পরিচয়ে কুরআন عيبات এবং خبائث শব্দের ব্যবহার করেছে। এতে প্রতীয়মান হয়, যে কাজ ভাল তা বৈধ এবং যে কাজ খারাপ এবং ক্ষতিকর তা অবৈধ।

৩। আহলে কিতাবের মাথায় যে অহেতুক বোঝা ছিল এবং যে মিথ্যা ফাঁদে তাঁরা আটকে ছিল সেখান থেকে দা'ওয়াত তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। এ বোঝা এবং ফাঁদ কী ছিল, কুরআন অন্যত্র তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেমন: ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়ে অহেতুক কড়াকড়ি, ধর্মীয় জীবনে অনাহুত আমল, বোধের অগম্য বিশ্বাসের বোঝা, ধারণাপ্রসূত ধর্মীয় বিধানের বোঝা, আলেম এবং ইসলামি আইনজ্ঞদের তকলিদের অনুসরণ, ভবিষ্যত বক্তাদের পূজাবৃত্তির মনোভাব। এসব বোঝা ইহুদি-খ্রিস্টানদের মন-মগজকে সত্য ধর্ম থেকে দূরে আটকে রেখেছিল। ইসলামের নবীর সা. দা'ওয়াতের ফলে এ বোঝা অপসারিত হয়েছে। তিনি সত্যধর্মের এমন সহজ ও সরল পথের দিশা দিয়েছেন যে তা আকলের নিকট বোধগম্য এবং আমলের জন্য সহনীয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আল কুরআন যে ফাঁদ ও বোঝা থেকে আহলে কিতাবীদের মুক্তি দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ সেই ফাঁদ ও বোঝা নিজ গলায় ধারণ করে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াত দেয়ার জন্য মানসিক শক্তি থাকতে হয়:

যিনি দা'ওয়াতের কাজ করবেন তাকে অসীম মানসিক শক্তি সম্পন্ন ও ধৈর্য্যশীল হতে হবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। নবী-রাসূলগণ তো রীতিমতো তাঁদের জাতির মাধ্যমে অবহেলা ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন কিন্তু দা'ওয়াত বন্ধ করেননি। সে রকম করলে পৃথিবী আজো অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো। অথচ তাঁদের অবদানে ধরা আজ আলোকিত। আল্লাহর পরিচয় ও বিধান আমরা জানতে পেরেছি। ধর্ম প্রচারকের মানসিক শক্তি দা'ওয়াতের কাজকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। সে কারণেই সূরা আরাফের ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

> پیراوان دعوت کو موعظت کہ دعوتِ حق کا معاملہ بڑے ہی عزم و ثبات اور صبر و استقلال کا معاملہ ہے۔اور خواہ کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں لیکن بالآخر حق کی فتح مندی اٹل ہے۔پس چاہئے کہ مشکلات کار سے دل تنگ و افسردہ خاطر نہ ہو۔[19]
>
> অর্থ: আল্লাহর পথে আহবানকারীদের প্রতি উপদেশ হচ্ছে, দা'ওয়াত অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের বিষয়। এ ক্ষেত্রে যত সমস্যা-ই বাধা হোক সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং বিপদ দেখে ঘাবরে না যাওয়া উচিত।

মওলানা আযাদ এ বিষয়ে আর একটু এগিয়ে সূরা আরাফের ৫৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন:

> قرآن کی دعوت کی راہ میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں لیکن اس کی کامیابی اٹل ہے۔اور اہل ایمان کو اس بارے میں تنگ دل نہ ہونا چاہئے۔[20]
>
> অর্থ: কুরআনের প্রতি দা'ওয়াতের পথে যতই বাধা আসুক বিজয় তার সুনিশ্চিত। সুতরাং ঈমানদারদের কোন ক্রমেই মনোবল হারানো উচিত নয়।

দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা কাম্য নয়:

দা'ওয়াতের কাজ নবীয়ানা দায়িত্ব যা পালন করা যেমন পূণ্যের তেমনি সভ্যতা-শৃঙ্খলা রক্ষায় একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, দা'ওয়াত চলমান না থাকলে যুগে যুগে পৃথিবীতে যে ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয় ও খোদায়ী শাস্তি নেমে আসে; তার চাক্ষুস সাক্ষী জগতবাসী। সুতরাং দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করা সকল মানবের জন্য একান্ত আবশ্যক। নবী-রাসূলদের সা. জন্য তো বটেই। এমনকি দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা আরাফের ৬ নং আয়াত فلنسئلنّ الذين اُرسل اِليهم ولنسئلنّ المرسلين. এর ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

> قوموں سے پرستش ہو گی کہ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت پر کان دھرایا نہیں اور پیغمبر بھی اس کے لئے جواب دہ ہے کہ انہوں نے فرضِ رسالت ادا کیا یا نہیں۔[21]
>
> অর্থ: সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা নিজ পয়গম্বরের দা'ওয়াতে সাড়া দিয়েছে; না অবহেলা করেছে এবং নবীগণকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা তাদের প্রতি অর্পিত দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছে কিনা।

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি মুবাল্লিগ যখন জানে যে তাকে অবহেলা করা হবে; তবুও তিনি নিজ দায়িত্ব থেকে বিরত না হয়ে অবিরাম মানুষকে দা'ওয়াত দিয়ে যাবেন।

সূরা আম্বিয়া-এর ৪৫ নং আয়াত قل انّما انا انذركم بالوحى ولا يسمع الصمّ الدعاءَ اِذا ما ينذرون. এর ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

> نبی( )! کہہ دو کہ میری پکار اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ کی وحی سے علم پا کر تمہیں متنبّہ کر رہا ہوں، (اور یاد رکھو) جو بہرے ہیں انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے، کبھی سننے والے نہیں۔[22]

> অর্থ: হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো- ধর্ম সম্পর্কে বধির লোকেরা কখনোই শুনতে পায়না।

মুবাল্লিগের পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক:

মওলানা আযাদের মতে, সৎকাজের প্রতি আহবানের জন্য আহবানকারীর পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা কাজ উদ্ধারের পদ্ধতি না জানলে তা কী করে সম্পন্ন করবে? তাই সমাজপতি বা সৎকাজের আদেশকর্তাদের জ্ঞানবান হওয়া জরুরি। মওলানার মতে, সামর্থবান ব্যক্তিদের ওপর সৎকাজের আদেশ দেয়া ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। সূরা আনয়ামের ৫১-৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা আযাদ লিখেন:

> ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ جن کی ایمانی استعداد ظاہر ہو چکی ہے۔یہ لوگ کتنے ہی حقیر و ذلیل ہوں لیکن اگت تربیت یافتہ ہو کر متقی ہو گئے تو تمہاری دعوت کے لئے یہی نتیجہ کفایت کرےگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کو چاہئے کہ اپنی قوت اصلاح مستعد طبیعتوں کی تربیت میں صرف کرے۔[23]

> অর্থ: তোমরা তাদের প্রতি মনোযোগী হও যাদের ঈমানি শক্তি প্রবল। এ সকল ব্যক্তি যতই নিম্ন পর্যায়ের হোক না কেন, যদি তাঁরা ট্রেনিং পেয়ে খোদাভীরু হয় তাহলে তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য তাঁরা-ই যথেষ্ট। এ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে সংস্কারকের উচিত উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দা'ওয়াত দেয়া।

দা'ওয়াতের ফলাফল:

দা'ওয়াতের ফলাফল অতীব সুদূরপ্রসারী। কেননা, আজকের পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের এত প্রসারের মূলে দা'ওয়াত মূল ভূমিকা পালন করেছে। শুধু ইসলাম ধর্মের প্রসার নয়; বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও দা'ওয়াত বিশাল নিয়ামক শক্তি হিসেবে কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে।

সকল অশান্তি দূর করে শান্তির পৃথিবী বিনির্মাণে দা'ওয়াত ও সমঝোতা একান্ত আবশ্যক। শান্তির ধর্ম ইসলাম তাই বারবার দা'ওয়াতের প্রতি তাগিদ দিয়েছে।

দা'ওয়াতের জন্য বিভিন্ন পন্থা:

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদিসের এ সকল নির্দেশনার কারণে মওলানা আযাদ জীবনের একটা বড় সময় ধর্মপ্রচার ও দা'ওয়াতের কাজে ব্যয় করেছেন এবং এই দা'ওয়াতের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। এর উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

সাংবাদিকতা:

দা'ওয়াতের কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা স্বরূপ মওলানা আযাদ সাংবাদিকতাকে উপযুক্ত মাধ্যম বানিয়েছিলেন। কেননা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের অন্যান্য খবরাখবরের পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়। সেভাবেও দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করা যায়। সে উদ্দেশ্যেই মওলানা আযাদ ১৯০৩ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতা থেকে মাসিক পত্রিকা لسان الصدق প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পর চারিদিকে আযাদের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। অত:পর প্রকাশ করেন বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj wnjvj| এ পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে মওলানা আযাদ তাঁর দা'ওয়াতি মিশন এর ব্যাখ্যা করেন এভাবে-

> الہلال کی دعوت کا اصل الاصول مسلمانوں کو ان کی زندگی کے ہر عمل اور ہر عقیدے میں اتباع کتاب اللہ اور رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور ان کی پولیٹیکل پالیسی کے بھی اسی اصول کو پیش کرتا ہے۔اس کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں جس دن ان کی گم شدہ قرآنی روح پھر بیدار ہو جائےگی ، اس دن پھر وہ اپنے اندر ہر چیز کامل و اکمل پائیں گے، پس اصل کام اسلامی تعلیم کا احیا اور ایک صحیح دعوت کی تحریک ہے۔[24]

অর্থ: Avj wnjv‡ji দা'ওয়াতের আসল উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি আমল এবং বিশ্বাসে আল্লাহর কুরআন ও রাসুলুল্লাহর দিকে আহবান করা। মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও এই মুখী হবে। Avj wnjvj বিশ্বাস করে যে, যেদিন মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের হারানো কুরআনি ঐশী শক্তি জাগ্রত হবে; সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিটি বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ আকারে পাবে। সুতরাং বর্তমানের প্রধান কাজ-সর্বত্র ইসলামি শিক্ষা জাগ্রত করা ও সঠিক পথে দা'ওয়াতের মিশন সুচারুরূপে পরিচালনা করা।

বিশিষ্ট আযাদ গবেষক আবদুর রাকিবও এর সমর্থনে লিখেন:

> মওলানা আযাদ ইসলামের যথেষ্ট সেবা করেছেন। আযাদ সম্পাদিত Avj wnjvj পত্রিকার ভূমিকা ছিল দ্বৈত। একদিকে ধর্ম অন্যদিকে রাজনীতি। যখন সে ধর্মের কথা বলছে, তখন তার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছে একজন প্রেরিত পুরুষ বা সম্মানিত ইমামের। গতানুগতিক অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে সমকালের আধুনিক জীবনে। আর যখন সে রাজনীতির কথা বলছে, তখন তার উচ্চারণ এক ঝানু দূরদর্শী রাজনীতিবিদের। প্রথমত: আযাদ চেয়েছিলেন, সংকীর্ণতা পরিহার করে দেশের আলেম সমাজ রাজনৈতিক জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাসিত হোন। দ্বিতীয়ত: আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানগণও ধর্মনিষ্ঠ হোন। আযাদের ধর্মীয় দা'ওয়াতের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথ-নির্দেশিকা হোক পবিত্র আল কুরআন। মওলানা আযাদের এই আবেদন প্রভূত আগ্রহ সঞ্চার করে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে মওলানা আযাদ দীনের পথে আহবানের দায়িত্ব পালন করেন।[২৫]

Avj wnjv‡ji পাশাপাশি মওলানা আযাদ আরো একাধিক পত্রিকা প্রকাশ করে কুরআন অধ্যয়ন ও দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনে অনবদ্য অবদান রাখেন। কলকাতার ৪৫ নং রিপন স্ট্রীট থেকে মওলানা আযাদ ১৯২১ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বরে پیغام (পয়গাম) নামক এক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করে দা'ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মওলানা আযাদ লিখেন:

1. موجودہ تحریک کے لئے تبلیغ و ہدائت کا ایک با قاعدہ سلسلہ قائم ہو جائے
2. گاہ گاہ علمی و مذہبی مضامین کے لئے بھی گنجائش نکالی جائےگی
3. تفسیر قرآن کے بعض مناسب وقت مباحث اور حصے بھی شائع ہو تے رہےنگے
4. رسالہ میں مقالات اور مختارات کے علاوہ استفتاء اور استفارات کے ابواب بھی بالالتزام رہیں گے

অর্থ: ১. বর্তমান আন্দোলনের সংবাদ প্রচার ও নিয়মতান্ত্রিক দা'ওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে রাখা।
২. বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধর্মীয় প্রবন্ধসমূহ প্রচার
৩. আল কুরআনের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা ও আলোচনা অংশবদ্ধ হবে।
৪. এই পত্রিকায় নিবন্ধ এবং পছন্দনীয় বিষয়াবলীর পাশাপাশি ধর্মীয় জিজ্ঞাসা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিও আলোচিত হবে।[২৬]

ধর্মীয় বিতর্ক সভায় যোগদান:

১৯০৫ সালে ১৭ বছর বয়সে মুম্বাই থাকাকালীন মওলানা আযাদ তার বড় ভাই মওলানা গোলাম ইয়াসিন আহ্ এবং সাহিত্যিক আগা হাশর কাশ্মিরীর সাথে মিলে খৃস্টানদের বিপরীতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিতর্কসভায় বিজয় লাভ করে ধর্ম প্রচারে অবদান রাখেন।[২৭]
আগা হাশর কাশ্মিরীর মতে, লাহোর, অমৃতসর এবং মুম্বাই-এ এরূপ বহু বিতর্ক সভায় তারা যোগদান করেছেন। আযাদের লেখা মতে, এরূপ মিশনারীদের মধ্যে রেভারেন্ড ডব্লিউ. জে. জেমস (১৮৪৭-১৯১১) আর অন্যজন রিচার্ড পল অন্যতম।
আযাদ বিরোধীরা অপপ্রচারে বলেন, মওলানা আযাদ নিজেই তো পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না; তাই ধর্ম নিয়ে তিনি বেশি আগ্রহী হলেন কী করে। তাদের জবাবে বলা যায়,
মওলানা আযাদ ধর্মীয় পুনর্জাগরণে কাজ করেছেন; সংস্করণে কাজ করেননি। তাই তাকওয়া-পরহেজগারীর প্রশ্নটি এখানে অবান্তর।[২৮]

ইমামতি :

ধর্ম প্রচারের অতি উত্তম পদ্ধতি ইমামতি। অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে নামায আদায়ের পাশাপাশি তাদের সাথে কূশল বিনিময়, ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, সামাজিক সমস্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

সমাধানে প্রাচীনকাল থেকে ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে জুম'আর নামাযের আগে সমকালীন বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা সম্বলিত ধর্মীয় আলোচনার রীতি উপমহাদেশে খুব প্রাচীন। ইমামতির ধারায় এইভাবে আলোচনা করতে করতে মওলানা আযাদ বক্তৃতাদানে ক্রমে পটু হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন মঞ্চে তিনি ওয়াজ ও বক্তৃতা করতেন। জুমআ'র নামায এবং ঈদের নামাযে মুসল্লিরা তাকে বয়ান করার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি আবদার রাখতেন।

১৯১৬ সালে রাঁচিতে নজরবন্দী হওয়ার পরে মওলানা সেখানে ইমামতি করেন ও কুরআনের দরস দেন। একজন যোগ্য আলেম হিসেবে মওলানা আযাদ যখন যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানেই ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।

ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা:

আবহমান কাল যাবত বিশ্বব্যাপি ইসলাম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ওয়াজ-নসীহত। ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম সাহেব ও ধর্মপ্রচারকগণ ইসলামের বাণী নিয়ে দিগদিগন্তে ছুটে গেছেন। নিজ নিজ ভাষা ও উপস্থাপনায় ইসলামের অমীয় বাণী অন্য ধর্মাবলম্বী এবং সাধারণ মুসলমানের মাঝে যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। দা'ওয়াতের এই পদ্ধতির সঙ্গে এদেশবাসী খুবই পরিচিত। মওলানা আযাদও এর ব্যতিক্রম নন। সদ্য দরসে নিযামিয়া পাশ মওলানা আযাদ ১৯০৪ সালের ১-৩ এপ্রিল মাত্র ১৬ বছর বয়সে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। মঞ্চের পাশে দাড়িয়ে মওলানা আযাদ বক্তব্যগুলো শোনেন।

প্রফেসর সাইদা সাইদাইন হামীদ বলেন, ১৯০৫ সালে মওলানা আবুল কালাম আযাদ মাত্র ১৭ বছর বয়সে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে দ্বিতীয়বারের মতো যোগদান কওে 'ইসলামের শুভাগমন' বিষয়ের উপর জীবনের প্রথমবার জনসম্মুখে বক্তৃতা করেন এবং সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। এ ধারায় মওলানা আযাদ তাঁর জীবনে অসংখ্যবার বক্তৃতা করেছেন। এ সকল ওয়াজ ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানে কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের রূপরেখা এবং মানবের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে মানুষকে বলতেন। ইসলামের সত্য-সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেন। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে বলতে মওলানা ছিলেন এক আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। তিনি অকুতোভয়ী হয়ে বলেছেন। ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মওলানা আযাদ তাঁর এই শানদার বক্তৃতাগুলোতে ধর্মের বাণী, সমাজসংস্কার, সমাজের উন্নতি এবং স্বাধীনতার কথাই বলেছেন। মওলানা আযাদ বয়ানে বলেন:

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے شائد ہی دنیا میں کسی تعلیم کی حقیقت و اصلیت کا ادراک اس قدر آسان اور سہل ہو ، جس قدر اسلام کا ہے۔[29]

অর্থ: ইসলাম ধর্মকে পালন করা মানব জীবনে যত সহজ ও স্বভাবজাত; পৃথিবীতে এত সহজ জীবন ব্যবস্থা আর হয় না।

মওলানা আযাদ আরো বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

مسلم اور مومن وہ ہے جو اللہ کے رشتے کو تمام دنیا کے رشتوں پر ترجیح دے۔[30]

অর্থ: মুসলমান এবং মুমিন তাকে বলে যে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল সম্পর্কের চেয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দেয়।

সুরা বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতের তফসিরে ধর্মের প্রতি আনুগত্যের আহবান জানিয়ে মওলানা আযাদ বলেন:

دین حق کی اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یہ نہیں کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار کر لی جائے، بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عمل کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اصل شئی دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے۔شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں تاکہ یہ مقصود حاصل ہو جائے۔[31]

অর্থ: সত্য ধর্মের প্রকাশ্য ঘোষণা এই যে, বিশেষ পদ্ধতির ইবাদত, খানাপিনার বিশেষ আয়োজন বা অন্য কোন পদ্ধতিতে সৌভাগ্য বা নাযাত লাভ হতে পারেনা। বরং সত্যিকার প্রভূভক্তি এবং নেক আমল দ্বারা তা লাভ হয়। আসল বিষয় হলো অন্তরের পবিত্রতা এবং আমলের শুদ্ধতা। শরীয়তের বাহ্যিক আচার-আচরণ এই জন্য পালন করা হয় যাতে তার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সফল হয়।

জিহাদের ডাক ও বাহিনী গঠন:

মওলানা আযাদ জীবনের প্রারম্ভে বিপ্লববাদী ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জিহাদকে মোক্ষম হাতিয়ার মনে করতেন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য মওলানা আযাদসহ তাবত ভারতীয় আলেমগণ জিহাদের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৫৭ সালে এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য ভারতের লাখো আলেমকে জীবন দিতে হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে প্রায় ৬০,০০০ আলেমকে এই জিহাদে শামিল হওয়ার অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। কথিত আছে- দিল্লির চাঁদনি চক থেকে খাইবার পর্যন্ত এমন কোন গাছ ছিলনা যেখানে জিহাদি আলেমদের লাশ ঝুলানো হয়নি। মওলানা আযাদ তারই ধারাবাহিকতায় ভারতেও জিহাদের ডাক দেন। তৎকালের আরো অনেক আলেমের ন্যায় মওলানা আযাদও জিহাদকে ধর্মের আলোকে পেশ করেন। মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন।
মওলানা আযাদের পাশাপাশি শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসানের ছাত্র মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী-ও ১৯১৫ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আশায় ভারতের বাইরে বসে প্রথম বৈপ্লবিক ভারত সরকার গঠনে তৎপর হন। এই সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজা মাহেন্দ্র প্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মওলানা বরকতুল্লাহ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন উবায়দুল্লাহ সিন্ধী। এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তিনি তুরস্ক, রাশিয়া ও জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আফগান সরকারকেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশের সাথে আফগানদের যুদ্ধে মওলানা সিন্ধী আফগানদের পক্ষ নেন এবং Rb‘ jøvn নামে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, Rb‘ jøvn বাহিনীর মেজর জেনারেল ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন মওলানা শওকত আলী। এ তালিকায় আরো ছিলেন: মওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী ও মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। এভাবে এ মনীষীগণ জিহাদের মাধ্যমে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় অগ্রণি ভূমিকা পালন করেন।[৩২]

লেখালেখি:

ধর্মের প্রচার ও প্রসারে বই-পুস্তক পৃথিবীর আদি থেকে প্রভূত অবদান রেখেছে। যে সকল মানুষ ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন তাদেন অনেকেই শুধু লেখালেখি করে অমর হয়েছেন; সে রেকর্ড নেহায়েত কম নয়। ইসলাম ধর্মের প্রচারে আল কুরআন ও হাদিসের অবদান অনস্বীকার্য। মওলানা আযাদ বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি পাওয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশে তাঁর পরিচিতির অন্যতম কারণ বোধ হয় তাঁর লিখিত অমর গ্রন্থ *India Wins Freedom* ও ترجمان القرآن। মওলানা আযাদকে লেখনি জগতের বাদশাহ বলা যায়। তাঁর রয়েছে অনেক কিতাব; যাতে তিনি নানা বিষয়ে লিখেছেন। এ সকল পুস্তক উন্নত সমাজ বিনির্মাণের পাশাপাশি ধর্ম প্রচারেও অবদান রেখেছে। এ অভিসন্দর্ভের MšiPbvq gIjvbv Avhv‘ অংশে তা তুলে ধরা হয়েছে। যেমনঃ ZviRgvbj KiAvb, ewKqv‡Z ZviRgvbj KiAvb I nwKKZm mvjvZ ইত্যাদি। সেখানে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

তথ্যসূত্র:

০১. আল কুরআন (XvKv: Bmjvwg K dvD‡Ûkb evsjv‡‘k, 52 Zg ms¯‹iY, 2017), সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত: ৩৩

০২. আবুল কালাম আহমদ, ewKqv‡Z ZviRgvbj KiAvb (লাহোর: শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৯৬১), পৃ. ৫৩-৫৪

০৩. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ, সিয়াসাত ও পয়গাম(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ. ১২১

০৪. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোর: আদাবিস্তান, বায়রুনে মুচি দরজা, ১৯৪৫), পৃ. ১৬

০৫. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ৩০৮

০৬. শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘‡K cwm‡cvU Kv Lwdqv dvBj (নয়াদিল্লি: আনজুমানে তারাক্কী উর্দু, ১৯৮৭), পৃ. ১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

০৭. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘; GK nvgwMi kLwQq¨vZ (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ.২৩০
০৮. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘; GK nvgwMi kLwQq¨vZ, প্রাগুক্ত পৃ.২৩০
০৯. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ-wmqvmvZ-cqMvg (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান,২০০৩),পৃ. ২০৭
১০. আল কুরআন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫২ তম সংস্করণ, ২০১৭), সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ৩৬
১১. আল কুরআন , প্রাগুক্ত, সূরা রা‘দ , আয়াত: ৭
১২. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ৪৩৮
১৩. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
১৪. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫
১৫. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোর: আদাবিস্তান, বায়রুনে মুচি দরজা,১৯৪৩), পৃ. ৩৪
১৬. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ৪৫০
১৭. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫
১৮. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮
১৯. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২০. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২১. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২২. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫
২৩. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-1g LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১), পৃ. ৪৭৯
২৪. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨Z AvIi Kvibv‡g(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ৩৭০
২৫. আবদুর রাকিব, msMvgx bvqK gvIjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃ. ৮৬-৮৭
২৬. আবদুল কবি দাসনবী, Zvjv‡k Avhv‘(নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া লি:, ২০১১), পৃ. ৫১
২৭. মালেক রাম, KQ Avej Kvjvg Avhv‘ †K ev‡i †g (নয়াদিল্লি:মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১), পৃ. ৭৭
২৮. শায়খ মো: ইকরাম, gvI‡R KvImvi (লাহোর: এদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৬২), পৃ. ২৬৬
২৯. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ, সিয়াসাত ও পয়গাম(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ. ২০৯
৩০. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ, সিয়াসাত ও পয়গাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৩১. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨Z AvIi Kvibv‡g(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ৩১০
৩২. শেখ আজিবুল হক, gvIjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ৫২

খ. অনুচ্ছেদ

সুশৃঙ্খল জাতিগঠনে কুরআনের পথনির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এক শান্তির ধর্ম; এক সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা। এর উৎস পবিত্র কুরআন। মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ অনুসরণে সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে তাই কুরআনের অবদান অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

انّ الدين عند الله الاسلام-[1]

অর্থ: নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র ধর্ম।

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو فى الآخرةِ من الخاسرين-[2]

অর্থ: কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন বিধান গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং সে আাখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এতে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য ইসলামি আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন কোনোভাবেই গ্রহণ করার সুযোগ নাই। মহান আল্লাহ বলেন:

اَليومَ اكملتُ لكم دِينكم واتممتُ عليكم نِعمتى ورضيتُ لكم الاسلامَ ديناً-[3]

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (কুরআন অবতরণ) শেষ করলাম এবং ইসলাম-কে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।

মওলানা আযাদের মতে,

মানবজাতির শরীয়ত (মতাদর্শ) বিভিন্ন হলেও সকলের ধর্ম একটি এবং তার নাম ইসলাম। মওলানা আযাদ বলেন, মানবজাতির একমাত্র ধর্ম ইসলাম হওয়ায় এবং মুহাম্মদ সা. সকল মানুষের জন্য প্রেরিত নবী হওয়ায় ইসলাম পৃথিবীতে সবশেষ সত্য ধর্ম। এ কারণে ইসলামের আগমনের পরে অন্য সকল ধর্ম অসার ঘোষিত হয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে প্রচলিত সকল ধর্ম; যাকে মওলানা আযাদ স্বতন্ত্র শরীয়ত বলে মনে করেন তাও ইসলামের সমর্থক। এমনকি ইসলাম ধর্মের মধ্যকার নানা মতাদর্শকেও মওলানা আযাদ ইসলাম ধর্মের প্রতিচ্ছবি মনে করেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা ধর্ম ইসলাম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যকার শাখা-প্রশাখাগুলি বা পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ ইসলামের অনুগামী। তথা ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং অন্যান্য সব শরীয়ত তুল্য। অতএব শরীয়ত একাধিক হলেও ধর্ম পৃথিবীতে একটাই এবং তা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ইসলাম। কেননা, প্রথমে তাওরাত কিতাব নাযিল হয়। তারপর অবতীর্ণ হয় আসমানী ইঞ্জিল কিতাব। এ ধারায় শেষ পর্যন্ত আল কুরআন নাযিল হয়। ইঞ্জল কিতাব তাওরাত-কে সত্যায়নকারী এবং আল কুরআন পূর্ববর্তী সকল সহীহ আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সাক্ষ্যদাতা। সাক্ষ্যদাতা অর্থ পূর্ববর্তী কিতাবের উদ্দেশ্য সংরক্ষণকারী। কুরআন নাযিল না হলে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ অবলীলায় বিকৃত হতো। কিন্তু এখর কুরআন তা হতে দেয়না। বরং পূর্ববর্তী উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করে।
ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উদ্ভব সম্পর্কে মন্তব্য করে মওলানা আযাদ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সঠিক ও শেষ ধর্ম এবং আল কুরআনও ধর্মীয় শুদ্ধ গ্রন্থ। সে কারণে এতদুভয় নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন থাকেনা। কিন্তু শরীয়ত ও মিনহাজ হলো কুরআনের শাখা। এতে একাধিক মতামত থাকতে পারে। তাতে আসল ধর্মে কোন ব্যত্যয় হয়না।[4]

ইসলাম স্বাধীনতাকে পছন্দ করে কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের নামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজির ঘোর বিরোধী। সুশৃঙ্খল আন্দোলনের মাধ্যমে অপরাজনীতি ও অপশাসনের অপনোদন করতে ইসলাম ও সভ্যতার সমর্থন রয়েছে।[5]

আল কুরআনের মহাত্ম সম্পর্কে মওলানা আযাদ লিখেন:

> ہم کسی کے ساتھ نہیں، صرف خدا کے ساتھ ہیں۔مسلمانوں کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود دنیا کو اپنی جماعت میں شامل کرنے والے اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں۔[6]
>
> অর্থ: আমরা মুসলমানগণ কারো সঙ্গে নই; কেবল আল্লাহর অনুগামী। মুসলমানদের কারো সাথে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়না। কেননা, তারা স্বয়ং পৃথিবীকে নিজেদের দলে ভিড়াতে এবং নিজ পথে চালাতে সক্ষম।

সূফীবাদ লালন:

মওলানা আযাদ শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সূফীবাদকে লালন করতেন। কারণ, আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা কখনো কোন অন্যায় কাজ করতে পারেনা এই ছিল মওলানা আযাদের বিশ্বাস। মওলানা নিজে একজন আমলদার বান্দা হওয়ার পাশাপাশি সমাজে নেককার মানুষ তৈরির প্রচেষ্টা চালান। মওলানার মতে, কাউকে ভালবাসতে হবে আল্লাহর জন্য এবং কারো সাথে শত্রুতাও হতে হবে আল্লাহর জন্য; এই হবে ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। মওলানা আযাদ লিখেন:

> مومن کی تعریف یہ ہے کہ خود اس کی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہو اور نہ دشمنی۔ نہ کسی کی مدح کرے اور نہ مذمت بلکہ وہ دست الہی میں ایک بے جان آلہ بن کر اپنی محبت اور دشمنی کو راہ محبوب کے لئے وقف کر دے۔جو خدا کے دوست ہیں وہ اس کے دوست ہیں، اور جو اس کے دشمن ہیں وہ اس کے دشمن ہوں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔[7]
>
> অর্থ: মুমিনের পরিচয় এই যে, সে নিজ থেকে কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে না এবং শত্রুতাও করবে না। কারো প্রশংসা করবে না, আবার কারো কুৎসা-ও গাইবে না। বরং প্রভূর একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে নিজ ভালবাসা ও শত্রুতা প্রভূর ইচ্ছায় সমর্পণ করবে। আল্লাহর প্রিয়জনের সাথে তার বন্ধুত্ব হবে এবং আল্লাহর শত্রুর সাথে তার শত্রুতা থাকবে। যাকে বলে আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ।

নিজের জীবনে ধর্মচর্চা:

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ রাত ১০ টায় ঘুমানোর অভ্যাস করেছিলেন। সাধারণত: রাত তিনটার দিকে জাগতেন। অন্তত: ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়তেন। কিছুক্ষণ পায়চারী করতেন। চোস্ত পায়জামা আর পানজাবিতে মওলানা অভ্যস্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আচকান বা শেরওয়ানী পড়তেন। লম্বা এক শাহী টুপি মাথায় থাকতো। শেষ জীবনে চশমা ব্যবহার করেছেন। মওলানা আযাদ আমলে অগ্রসর হওয়ার জন্য (মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে) বলেন:

اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ، تو چاہئے کہ اسی سیدھی راہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ فہو (سبیل اللہ) طریقاً، مستقیماً،سہلاً، مسلوکاً، واسعاً، موصلاً الی المقصود۔[৪]

অর্থ: এখনও যদি তোমরা উদ্দেশ্যে পৌঁছতে চাও, তাহলে ধর্মের সঠিক পথে ফিরে এসো। কেননা, এই পথই আল্লাহর নির্দেশিত, সঠিক, সহজ, মসৃণ, প্রশস্ত এবং গন্তব্যে পৌঁছার পথ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

০১. আল কুরআন (XvKv: BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, 52 Zg ms¯‹iY, 2017), miv Av‡j Bgivb, আয়াতঃ ১৯
০২. আল কুরআন, প্রাগুক্ত, সূরা আলে ইমরান (৩), আয়াতঃ ৮৫
০৩. আল কুরআন, প্রাগুক্ত, সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৩
০৪. আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচিঃ মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬), পৃ. ৪৫০-৪৫১
০৫. রশিদুদ্দিন খান, gI jvbv Avej Kvjvg Avhv`: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(bqw`wjø: KIgx KvDwÝj eiv‡q diæ‡M D`
hevb, 2003), পৃ. ২০৭
০৬. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv`; GK nvgwMi kLwQq¨vZ (নয়াদিল্লিঃ কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৭
০৭. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোরঃ আদাবিস্তান, বায়রুনে মুচি দরজা,১৯৪৩), পৃ. ৪২
০৮. রশিদুদ্দিন খান, gI jvbv Avej Kvjvg Avhv`: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(নয়াদিল্লিঃ কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ.৩২২

Dhaka University Institutional Repository

গ. অনুচ্ছেদ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি ভাবধারা প্রচার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-মাদরাসা স্থাপন:

১৮৯৯ এর শুরুতে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আযাদের কর্মজীবন শুরু। ১৯০৩ সালে যখন তিনি মাত্র পনের বছরের যুবক এবং কওমি মাদরাসা সিলেবাস অনুসারে শিক্ষা থেকে ফারেগ হয়েছেন; তখন তার পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন প্রায় পনেরজন মুসলিম শিক্ষার্থী একত্রিত করেন যাদেরকে মওলানা আযাদ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চতর দর্শন, গণিত, ভূগোল, ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তারই ধারাবাহিকতায়

১৯১২-১৩ সালে মওলানা আযাদ ইবনে তাইমিয়ার পদ্ধতি অনুসরণে কলকাতায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান ও ফোরাম হিসেবে حزب الله و تحریک نظم جماعت নামে বিপ্লবী যুবকদের প্রশিক্ষণ ফোরাম গঠন করেন। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরের Avj wnjvj সংখ্যায় প্রথম এই দল গঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এর কিছু বিস্তারিত অবশ্য উক্ত Avj wnjv‡ji ১৯১৪ এর জুলাই সংখ্যায় দেখা যায়। মওলানা গোলাম রাসূল মেহের এর সাথে মওলানা আযাদের প্রথম ভালো পরিচয় ঘটেছিল ১৯১৪ সালে। মেহের তারও আগে ১৯১২ সালে আযাদের গঠিত wnhe jøvn †dviv‡g যোগদান করে তার রুকন পদে মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের শুরুতে শাইখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদ হাসানকে এই দলের প্রধান বানানোর জন্য রাজি করান। কিন্তু মওলানা মাহমুদ হাসান মক্কায় এবং মওলানা আযাদ রাঁচিতে নজরবন্দী হয়ে পড়ায় সবই ভন্ডুল হয়ে যায়।[1]

এ ছাড়াও

ক. ১৯১৪ সাল মোতাবেক ১৩৩২ হিজরি সালের ১লা রমযান মওলানা আযাদ কলকাতায় থাকাকালীন কুরআন ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে Ô'viæj Bikv'Õ নামে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। পড়াশুনার পাশাপাশি এখানে যুবকদের জন্য আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[2]

খ. সাংবাদিকতা করতে গিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংবাদ প্রচার এর অপরাধে ১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের রাঁচির অন্তর্গত মোরাবাদী গ্রামে মওলানা আযাদকে নজরবন্দী রাখা হয়। রাঁচিতে নজরবন্দী থাকাকালীন মওলানা আযাদ সেখানে AvÄgv‡b Bmjvwgqv iwP নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল:

১। মুসলমানদের সংশোধন
২। শিক্ষার বিস্তার
৩। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা

Dhaka University Institutional Repository

৪। ধর্মীয় সংশোধন ও
৫। সাহিত্যের বিকাশ।[3]

গ. মওলানা আযাদ বিহারের রাঁচিতে নজরবন্দী থাকাকালীন সেখানে একটি gv‘ ivmv-G Bmjvwgqv প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

ঘ. মওলানা আযাদ রাঁচিতে নজরবন্দী থাকাকালীন সেখানে মুসলমানদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত হয়।[৫]

ঙ. অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা আযাদের আহবানে সাড়া দিয়ে কলকাতা সরকারি আলিয়া মাদরাসার একদল শিক্ষার্থী miKvwi gv‘ ivmv বয়কট করলে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য মওলানা আযাদ ১৯২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার বড় বাজারস্থ নাখোদা মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজি নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান্ধীজির উপস্থিতিতে মওলানা আযাদ নিজ বক্তৃতায় বলেন:

علم خدا کی ایک پاک امانت ہے اور اسکو صرف اس لئے [6]
ڈھونڈنا چاہئے کہ وہ علم ہے-

অর্থাৎ জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, এবং তা শুধু মূল্যবান সম্পদ হিসেবেই অর্জন করা উচিত।

চ. মওলানা আযাদ দিল্লির বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এটির নামও দিয়েছিলেন মওলানা আযাদ। এর সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে মুসলমানের এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানের এক প্রতিষ্ঠনে পরিণত করেন।[৭]

ছ. স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে ‘আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়’-কে হিন্দুদের আক্রমন থেকে রক্ষা করেন। পচিালনা পর্ষদ পুনর্গঠন ও আধুনিক সিলেবাস প্রণয়ন করে এক এক বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করেন।[৪]

জ. হায়দারাবাদ উসমানি ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক শিক্ষা বিভাগ চালু করেন।[9]

ধর্মীয় শিক্ষায় গুরুত্বারোপ:

মওলানা আযাদ স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্মকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং ধর্মান্ধতা থেকে বাঁচানোর জন্য এক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতামুক্ত শিক্ষার ওপর জোর দিতেন। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আযাদ তার এক বক্তৃতায় বলেন,

> ‘আমাদের বর্তমান সমস্যার মূলে অত্যুৎসাহী জড়বাদীরা নন, আমাদের সমস্যা ধর্মান্ধতার। এর সমাধান প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাতিল করা নয়, বরং আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ও সুস্থ ধরণের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা; যাতে শিক্ষার্থীরা গড়ে ওঠার মুখেই বিপথে চালিত বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত না হতে পারে।’[১০]

মুসলিম ছাত্রদেরকে ইসলামি শিক্ষা অর্জনে উৎসাহ প্রদান:

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে নিজ বক্তৃতায় ছাত্রদেরকে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে ইসলামি শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার তাগিদ দেন। তিনি বলেন,

'এ জন্য সরকার এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করবে।'[11]

মওলানা আযাদের ভাবনায় জাতীয় উন্নতিতে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজের প্রভাব-ই শেষ কথা। অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনুসারী মওলানা আযাদ মনে করেন-সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক হতে হলে তাকে অবশ্যই সত্যিকার মুসলমান হতে হবে। কেননা, পৃথিবীতে একমাত্র আল কুরআন-ই তার অনুসারীদের নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মওলানা আযাদ বলেন:

میرے پاس تمہارے لئے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے۔ وہی پرانا نسخہ ہے، جو برسوں پہلے کا ہے۔ وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہ نسخہ ہے قرآن کا، یہ اعلان کہ

ولا تهنوا ولا تحزنو اوانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔[12]

অর্থ: তোমাদের জন্য আমার নিকট নতুন কোন ঐশী বাণী নেই; বরং বাণী সেই দীর্ঘ বছরের পুরনো গ্রন্থ; যা সৃষ্টির সবথেকে বেশি দয়ালু ব্যক্তি বয়ে এনেছিলেন। সে গ্রন্থ-ই আল কুরআন; আর তাতে স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে,

"তোমরা চিন্তা করোনা; দুঃখিত হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও।"

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

০১. মওলানা জিয়াউল হাসান ফারুকী, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: bhi I wdKi Kx Pv› ‘ wRnv‡Z (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১), পৃ. ৪৬

০২. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvš Í‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৯

০৩. আবদুল কবি দাসনবী, Zvjv‡k Avhv‘ (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া লি:, ২০১১), পৃ. ৯২

০৪. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ msL¨v (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০), পৃ. ২১৬

০৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl: 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১৯৮০, পৃ. ২৯৭

০৬. ফারুক আরগালি, Av‡qbv‡q Avej Kvjvg Avhv‘ (নয়াদিল্লি: ফরিদ বুক ডিপো, ২০০৫), পৃ. ৩১৬

০৭. ড. সাইয়্যেদ শাহেদ আলী, gmjgvbv‡b wn›‘ (দিল্লি: কিতাবী দুনিয়া, ২০০৩), পৃ. ৮৪

০৮. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i (দিল্লি: উর্দু একাডেমি,২০১৪), পৃ. ৯৭

০৯. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, cv, ³, পৃ. ২৪৮

11. Dr. Rabindra Kumar, *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992) ,V-4, P-46

১২. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmwZ I cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ.২৬২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মওলানা আযাদের সমাজচিন্তা ও মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর অবদান

মওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একজন সমাজচিন্তক, সমাজসেবক, সমাজসংস্কারক, স্বাধীন ভারতের অন্যতম স্থপতি ও প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। আযাদ জন্মগ্রহণ করেন এক সূফী-পীর পরিবারে; ধর্মীয় পরিবেশে। মানবতাবাদ ও সূফীবাদ পরিবেষ্ঠিত আবহে আযাদ জীবন শুরু করেন বিধায় মানবসেবা ও সমাজসেবার প্রতি তার আগ্রহ জন্ম থেকেই। তার পরিবার শুধু ধর্মচর্চা নয়; মানবসেবার মত মহান ব্রত পালন করতো অত্যন্ত আগ্রহভরে। এসব কারণে আযাদ বুঝবার বয়স হওয়ার সাথে সাথে প্রভূপ্রাপ্তির এই সরল পথের সন্ধান এবং তাতে নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রতি মনোযোগী হন। বাল্যকাল থেকে পবিত্র কুরআন চর্চার মাধ্যমে আযাদ মহান আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি অনুরাগ লাভ করেন। একজন মুসলমানের জীবনে কুরআন সবচেয়ে বড় পথ প্রদর্শক; একথা নি:সন্দেহে বলা যায়।
স্রষ্টা, তাঁর নানারকম সৃষ্টি ও মানব সমাজের প্রতি পিতার দায়িত্ব পালন এবং কাব্যচর্চাকালে মওলানা আযাদ নিজে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে চিন্তার মাধ্যমে একজন সমাজচিন্তকে পরিণত হন। সমাজসেবা এবং সমাজসংস্কার মওলানা আযাদের ধ্যান-ধারণায় পরিণত হয়।

সমাজ পরিচিতি :

সমাজ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Society। পরিভাষাটি ল্যাটিন শব্দ Socius থেকে এসেছে। Socius অর্থ বন্ধুত্ব বা সঙ্গ। যা নির্দেশ করে- মানুষ সবসময় অন্যের সঙ্গে বাস করে, সে একা বাস করতে পারে না। কয়েক শতাব্দী পূর্বে দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, 'মানুষ সামাজিক জীব' (Man is a social being).
সাধারণ অর্থে 'সমাজ হলো অভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত এমন একদল লোকের সমাবেশ, যারা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।'

সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (RM MacIver) বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

'Society is the system of social relationship in and through which we live.'

অর্থাৎ যে সব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা জীবন ধারণ করি, সেসব সম্পর্কের সংগঠিত রূপ হলো সমাজ।

mgvR এর একটি ভাল সংজ্ঞা বলেছেন জিসবার্ট (Gisbert)। তিনি বলেন,

'Society in general consists in the complecated network of social relationship by which every human being is inter-connected with his fellowmen.'

অর্থাৎ mgvR হলো সামাজিক সম্পর্কের বিস্তৃত জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

mgvR এর একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (FH Giddings)। তিনি বলেন,

'Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and therefore able to work together for common ends.'[1]

অর্থ: সমাজ হলো সম-মনোভাবপন্ন এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন মানসিকতা সম্পর্কে জানে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক এবং ইয়ং বলেছেন,

'সমাজ হলো বৃহত্তম মানব দল যাদের মধ্যে একই ধরনের অভ্যাস, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করতে চায় এবং নিজেদের একটি একক সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে মনে করে।'[২]

মোটকথা, ব্যক্তি যখন সমষ্টির সাথে কোন mvaviY D‡Ïk¨ পূরণের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। এই mvaviY D‡Ïk¨ হলো মানুষের কল্যাণ ও সমাজসেবা।

সমাজের বৈশিষ্ট্য:

সমাজের বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্য হতে কতিপয় নিম্নরূপ:

ক. ব্যক্তি সমষ্টি ঃ সমাজে অনেক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে।

খ. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ সমাজের বাসিন্দারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

গ. সম্পর্ক ঃ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক জোরদার থাকে।

ঘ. উদ্দেশ্য ঃ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. স্থায়িত্ব ঃ সমাজবদ্ধ জীবন স্থায়িত্ব লাভ করে।
চ. বৈচিত্র্য ঃ হাসি-কান্নায় ভরপুর সমাজে বৈচিত্র্য পাওয়া যায়।
ছ. পরিবর্তনশীলতা ঃ সমাজে নানা প্রয়োজনে পরিবর্তন আসে; এবং এভাবেই আসে উন্নতি।
জ. সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ঃ মূল্যবোধ তৈরীতে সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
ঝ. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানবজীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা:

ক. সঙ্গপ্রিয়তা ঃ

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, 'নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, শিক্ষার উপকরণ এবং আরো অন্যান্য সুযোগের জন্য মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল।'

খ. নিরাপত্তা ঃ

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তাবোধ করে বিধায় সমাজ-ও তাকে নিরাপত্তা দেয়।

গ. মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ঃ

সমাজে একজনের প্রয়োজন অন্যজনের দ্বারা পূরণ হয় বলে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের তীর্থস্থান সমাজ।

ঘ. বংশ রক্ষা ঃ

বংশ রক্ষার জন্যই মানুষ সমাজ তৈরী করে এবং বলা যায় পৃথিবী এক বৃহত্তম বংশ।

ঙ. সামাজিকীকরণ ঃ

সমাজে বসবাস করলেই মানুষ সামাজিকতা শিখে ও জীবনে তার প্রয়োগ করে বিধায় সমাজ মাসুষের সামাজিকীকরণের প্রশিক্ষণাগার।

চ. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

সমাজব্যবস্থায় সমাজ পরিচালকদের দ্বারা সমাজকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা থাকে বিধায় সমাজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছ. সভ্যতার বিকাশ ঃ

সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের দ্বারা সমাজের বিকাশ ঘটে, সভ্যতার বিকাশ ঘটে বলে মানবজীবনে সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম।[৩]

সমাজচিন্তা পরিচিতি :

সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মৌলিক কল্যাণ ও স্বার্থগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে চিন্তাধারা ও মতাদর্শের মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজের ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের পেছনে মহান মনীষীদের সমাজচিন্তা ও মতাদর্শের প্রভাব বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভব হয়েছে অনেক মতামত। প্রতিটি মতামতের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে এক একটি মতবাদ। বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে এবং যুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক মতবাদে সামাজিক সত্যসমূহকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। আর এরূপ আদর্শভিত্তিক যৌক্তিক বিশ্লেষণ হলো দর্শন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানবসমাজে বিভিন্ন ধরণের মতবাদ গড়ে উঠেছে। সমাজচিন্তা ও সামাজিক মতাদর্শ সমাজচিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টার ফল। সমাজ এবং সমাজজীবনের বস্তুনিষ্ঠ ও সুসংঘবদ্ধ তত্ত্ব প্রদানের সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা হলো সমাজচিন্তা।

সমাজচিন্তার পরিচয় দিতে যেয়ে উইলিয়াম পি স্কট (William P Scott) বলেছেন,

> 'Social thoght is any relatively systematic attempt to theorige about society and social life, whether it be classical or modern, scientific or non-scientific.'[4]
>
> অর্থাৎ সমাজচিন্তা হলো সমাজ এবং সমাজজীবন সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদানের অপেক্ষাকৃত যে কোন সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা; চাই সে প্রচেষ্টা সনাতন বা আধুনিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা অ-বৈজ্ঞানিক যে কোন ধরণের হোক।

মানবকল্যাণের সঙ্গে সমাজচিন্তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যখন মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যর্থ তখনই নতুন চিন্তাধারা বা সমাজচিন্তা মতবাদ গড়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি মতবাদ এভাবেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু সকল মতাদর্শকে ছাপিয়ে গেছে সমাজচিন্তা মতবাদ। এরূপ আদর্শ চিন্তাধারার ভিত্তিতে আরবে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে পরিপূর্ণ কল্যাণধর্মী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইসলামি মতাদর্শ বা সমাজচিন্তা আবহমান কাল ধরে মানবকল্যাণকে প্রভাবিত করেছে। সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ কল্যাণের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট মতাদর্শগুলো বেশি উপস্থাপন করেছে। সমাজচিন্তা এরূপ এক কল্যাণমুখী ভাবধারা; যার সাধক মওলানা আবুল কালাম আযাদ।

সনাতন সমাজচিন্তা ও সমাজকল্যাণ:

প্রাক যুগেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবা প্রচলিত ছিল। সে যুগের সমাজসেবার ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপঃ

যাকাত, সদকা, ওয়াক্ফ, দেবোত্তর সম্পত্তি, বায়তুল মাল, ধর্মগোলা*, লঙ্গরখানা, সরাইখানা, মুসাফিরখানা, এতিমখানা, ভিক্ষাবৃত্তি, দুস্থঃনিবাস*, শ্রমাগার ও সামরিক শ্রমাগার প্রভৃতি।[৫]

আধুনিক যুগে সমাজকল্যাণের দিক-দিগন্ত:

এ যুগে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলোর সাথে আরো যুক্ত হয়েছে:

বৃদ্ধাশ্রম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, মাদক নিরাময় কেন্দ্র, মানসিক হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, সরকারি চিকিৎসালয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক সমাজচিন্তা ও সমাজকল্যাণে মওলানা আযাদ:

আযাদ মানবসেবার শিক্ষাগ্রহণ করেছেন পবিত্র কুরআন থেকে। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কওমি সিলেবাস ভিত্তিক মাদরাসায়। এখানে তিনি কুরআন-হাদিস, ইসলামি আইন ও ইসলামি সমাজব্যবস্থার রূপরেখা শিক্ষাগ্রহণ করেন। মানবতাবাদী এই শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত থাকাকালীনই মওলানা আযাদ সৃষ্টির সেবা বিশেষত মানবসেবার পরম পাঠ গ্রহণ করেন। কেননা, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরিফে বলেছেন:

قُل ما اَنفقتُم مِن خَيرٍفَلِلوَالدَين وَالاَقرَبينَ وَاليَتامٰى والمَساكِين واِبنَ السَّبيلِ ، وَما تَفعَلُوا مِن خيرٍ فَاِنَّ اللهَ بِہٖ عليمٌ[6]

অর্থ: হে নবী! আপনি মুসলমানদের বলে দিন, তোমরা উত্তম যা কিছু দান কর, তা হবে তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য সম্পদ ব্যয়। আর তোমরা যে সৎকাজ করছ তার ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত।'

অন্যত্র আল্লাহ পাক সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে বলেন:

كِنَّ البِرَّ مَن آمنَ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالملآءكہِ وَالكتابِ وَالنَّبيِّينِ،وآتَى المالَ على حُبِّہٖ ذَوِى القُربٰى واليَتامٰى والمَساكينَ واِبنَ السَّبيلِ،والسَّآئلينَ وَفِى الرِّقابِ ،واَقامَ الصَّلٰوةَ وآتَى الزَّكوةَ والمُوفُونَ بِعَهدِهم اِذا عَاهَدُوا ـہ

অর্থ: যারা আল্লাহ, শেষ বিচারের দিন, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব ও আল্লাহর নবীগণের উপর বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য আসল পূণ্য হলো আল্লাহর ভালবাসার প্রত্যাশায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, পথের কাঙ্গাল, ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ খরচ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা ও অঙ্গীকার পূরণ করা।

হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

عن ابن عمر رضى الله عنہ قال قال رسول الله   المسلمْ اخْوالمسلمِلا يَظلمہٗ ولا يْسلمہٗ

ومَن كان فى حاجتِ اَخيہِ كان الله فى حاجتِہ،الحديث۔[7]

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং কোন অত্যাচারির হাতে তুলেও দিবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।

অন্য এক হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

الله فى عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ فى عَونِ اَخيہِ ـہ[8]

অর্থ: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সেবায় নিয়োজিত, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোর বয়স থেকেই আযাদ সমাজসেবা ও সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হওয়ায় সমাজকে তিনি দেখেছেন খুব কাছ থেকে। সমাজের উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আশা-নিরাশা, আকর্ষণ-প্রত্যাখ্যান ইত্যাকার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি দিক মওলানাকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি আরো কাছে এগিয়ে সমাজের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে শুরু করেন উন্নত সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টা। হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার তিনি এক মহান কারিগর।

শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মওলানা আযাদের অবদান অবিস্মরণীয়। একজন দক্ষ সমাজবিজ্ঞানীর ন্যায় মওলানা আযাদ স্বজাতির সেবা করার পাশাপাশি সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিতে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। মওলানা আযাদ সে কারণেই বর্তমান বিশ্বে এতোটা প্রাসঙ্গিক। আযাদের কর্মজীবন সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু আর মন্ত্রিত্ব দিয়ে শেষ। পুরোটাই সমাজ ও মানুষকে ঘিরে।

আধুনিক সমাজচিন্তা ও সমাজসেবায় আযাদের অংশগ্রহণ স্বতস্ফূর্ত। পীরতত্ত্ব চর্চার নামে পরিবারের কড়াকড়িমূলক ও কূপমণ্ডুকতাপূর্ণ পরিবেশ আযাদকে এসব সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে আপন আলোয় বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীতে আযাদ শুধু নিজেকেই দীপ্তিময় করেননি; সমাজ ও বিশ্ব সভ্যতায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন। আধুনিক সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণের প্রায় প্রতিটি শাখায় আযাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তার সূচনাটা হয়েছিল সাংবাদিকতার মাধ্যমে।

১৮৯৯ সালে এগারো বছরের বালক আযাদ নিজের নাম পত্রিকায় ছাপানোর প্রত্যাশায় কলকাতা থেকে ‘bqvi‡½ Avjgû নামক পত্রিকায় কবিতা প্রেরণ করেন। এই নামে তিনি নিজেও একখানা কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন।

কবিতাঙ্গনে খ্যাতি অর্জনের পর সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে পদার্পনের ইচ্ছায় আযাদ ১৯০৩ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতা থেকে নিজ মালিকানায় মাসিক পত্রিকা لسان الصدق প্রকাশ করেন। সমাজ উন্নয়ন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এর প্রকাশ। প্রথম সংখ্যাতেই আযাদ সে কথা উল্লেখ করেছেন।[৯]

জীবনের শুরুতে আযাদ অবিভক্ত ভারতে মুসলিম পুনর্জীবনবাদী বিখ্যাত মুসলিম সাংবাদিক ও সমাজসংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদের লেখা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যান ইসলাম মতবাদ তথা বিশ্বব্যাপি মুসলিম জাতীয়তাবাদ-এ বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই ধারায় দীর্ঘদিন ভারতে থেকে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য খেলাফত আন্দোলন পরিচালনা ও ১৯২০ সালের দিকে এই আন্দোলনে বিফল হওয়ার পর মওলানার মনে চেতনাগত ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আরব-আনারবসহ বিশ্বের অনেক অঞ্চল ভ্রমন করে মওলানার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বিংশ শতাব্দীর এই প্রেক্ষাপটে প্যান ইসলাম মতবাদ পুরোপুরি অকার্যকর। তা না হলে মুসলিম বিশ্ব অন্তত ৫০টির অধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত না হয়ে মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ এই নানা ধরনের চিন্তা ভাবনার এক পর্যায়ে متحده قوميت এর প্রবক্তা আল্লামা শিবলী নু'মানীর স্নেহসূলভ সংস্পর্শে ক্রমে তার প্যান ইসলাম চেতনা পরিবর্তিত হয়ে gËwn'v KIwgq¨vZ বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়।
আযাদ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বদলে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। এই বিশ্বাস এতো বদ্ধমূল হয় যে, জীবনে চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েও আযাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকেন। নিম্নে আযাদের সমাজচিন্তা ও তৎ সম্পর্কিত কর্মধারা তুলে ধরা হলো।

ক. অনুচ্ছেদ

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে মুসলমানের সহাবস্থানে ইসলামি বিধিবিধান বিষয়ে ইজতেহাদ

মওলানা আযাদের সমাজচিন্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তাঁর ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান متحده قوميت বা হিন্দু-মুসলিম মিলন তত্ত্ব। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃহৎ হিন্দুস্তান রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুসলমানের সহাবস্থানে ইসলামি বিধিবিধানের উপর ইজতেহাদ বা গবেষণা করে মওলানা আযাদ এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। এই মতবাদ শুধু মানবতার মুক্তির সোপানই নয়; বরং বিশ্বশান্তির এক মহাসনদ। মওলানা আযাদের পূর্বে অনেক মনীষী এই মতবাদ প্রচার করলেও কুরআন-হাদিসের আলোকে উপমহাদেশে এই মতবাদকে সুসংহত করে প্রচারের কৃতিত্ব একমাত্র মওলানা আযাদের। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের এই দীর্ঘ সময় পরেও বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে আজও মওলানা আযাদের হিন্দু-মুসলিম মিলন তত্ত্ব বিশ্বমানবতার জন্য এক মুক্তি সনদ। মদিনা সনদের আলোকে আলোকিত সেই মিলন তত্ত্ব এখানে বিবৃত হলো।

متحده قوميت -হিন্দু-মুসলিম মিলনতত্ত্ব প্রদান :

এক সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর প্যান ইসলাম মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত মওলানা আযাদ পরবর্তীতে আল্লামা শিবলী নু'মানীর পরামর্শ ও প্রভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুসারী হয়ে উঠেন। ১৯২০ সালের দিকে খেলাফত আন্দোলনের পরাজয়ের পর তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে "সেভার্স চুক্তি" কার্যকরের মাধ্যমে তুরস্কে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিজয়ী হওয়ায় সেই

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা থেকে আযাদ-ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মওলানা আযাদের আস্থা মূল্যায়ণ করে মহাত্মা গান্ধী বলেন,

> "১৯২০ খ্রিঃ থেকে জাতীয় আন্দোলনে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথে যুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ইসলামের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপর কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না। আরবি সাহিত্যে তাঁর রয়েছে গভীর পাণ্ডিত্য। তাঁর জাতীয়তাবাদে নিষ্ঠা ইসলামে বিশ্বাসের মতোই প্রবল।"[১০]

gËwn‘v KIwgq¨vZ ভারতের প্রেক্ষাপটে সকল ভারতীয়ের মুক্তির সনদ। বিশেষত এটা মুসলমানের জন্য তো এক নিয়ামক শক্তি। সে কারণে মওলানা আযাদ ১৯২২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রদত্ত তার ঐতিহাসিক 'قول فیصل' বক্তৃতায় বলেন:

> میں نے آج سے بارہ سال پہلے الہلال کے ذریعے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ آزادی کی راہ میں قربانی و جاں فروشی ان کا قدیم ورثہ ہے۔ان کا اسلامی فرض یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام جماعتوں کو اس راہ میں پیچھے چھوڑ دیں۔میری صدائیں بیکار نہ گئیں۔مسلمانوں نے اب آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ہندو، سکھ، عیسائی اور پارسی بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غلامی سے نجات دے۔ [11]

অর্থ: আমি আজ থেকে বার বছর পূর্বে Avj wnjvj পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, স্বাধীনতা লাভের পথে ত্যাগ ও জীবনবাজি রাখার মুসলমানদের পূর্ব পুরুষদের অভ্যাস। অতএব মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য এই যে, সে যেন ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়। আমার সে আবেদন নিষ্ফল হয়নি। মুসলমানগণ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা স্বদেশী হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান এবং পার্সী ভাইদের সাথে সম্মিলিতভাবে লড়াই করে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে।

মওলানা আযাদ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্যার সৈয়দ আহমদ খান চিন্তাধারার প্রভাবে প্যান ইসলাম বা 'বিশ্ব মুসলিম একজাতি' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধি ও বিশ্ব ভ্রমন পরবর্তী অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে মওলানার এই ধারণা পাল্টাতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথমবার ইরাক ভ্রমন এবং ১৯০৮ সালে দ্বিতীয়বার মধ্যপ্রাচ্যসহ ফ্রান্স ভ্রমনে বের হয়ে মিশর, সিরিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশে চলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহ প্রত্যক্ষ করে মওলানা আযাদের এই প্যান ইসলাম ধারণা প্রথমে দুর্বল হয়ে পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপ নেয়। আর তার প্রকাশ হয় ১৯১২ সালে পূর্বোক্ত 'আল হিলাল'-এ আহবানের মাধ্যমে। তবে ইংরেজ সরকারের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ব্রিটিশের †f‘bxwZôi কারণে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২১ সালের আগস্টে আগ্রায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আযাদ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে gËwn‘v KIwgq¨vZ-এর ওপর জোর দেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, ততদিনে তেত্রিশ বছরের আযাদের মন ও ভাবনায় যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিপক্কতা এসেছে। পরিবর্তন এসেছে বিশ্ব পরিস্থিতি ও রাজনীতিতে। প্যান ইসলাম রাজনীতিকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্ককে ভাঙ্গার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃক 'সেভার্স চুক্তি' সম্পাদনের পরে খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা আযাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা অকার্যকর। বরং ভৌগলিক জাতীয়তবাদই স্বদেশীয়দের শান্তি ও মুক্তি দিতে পারে। আযাদের মতে, হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ যদি শরীয়তের আহকাম বা ধর্মের বিধান পালন করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথম তাদের উচিত; দেশীয় হিন্দু ভাইদের সাথে মিলনের মনোভাব পোষণ করা। ১৯২১ সালের আগস্টে আগ্রায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আযাদ gËwn'v KIwgq¨vZ এর ওপর পুনরুপি জোর দিয়ে আহবান করেন।

খেলাফত আন্দোলন স্তিমিত হবার পরে এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য খেলাফত নেতৃবৃন্দ রাজনীতির আড়াল হয়ে যান। কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করে যে যার পেশায় ফিরে গেলেও মওলানা আযাদসহ কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে থেকে যান ও মহাত্মা গান্ধীর সাথে স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন পুরোদমে আরম্ভ করেন। মওলানা আযাদ ১৯২১ সালের ৪-৫ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত দিল্লির নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই এই সময়টাতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ তুমুল আকার ধারণ করে।

তার নিরসনের ভার বর্তায় মওলানা আযাদের ওপর। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। মওলানা আযাদ এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ৩৫ বছর বয়স্ক আযাদকে প্রথমবার এই বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সভাপতির অভিভাষণে মওলানা আযাদ বলেন:

> ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ جس کے بغیر ہندوستان کی آزادی ایک خواب پریشان سے زیادہ نہیں، اسی کی بدولت ان مشکلات پر غالب آگیا جو عرصہ سے اس کی راہ میں حائل تھیں۔[12]

> সারকথা হলো: হিন্দু-মুসলিম মিলন ছাড়া হিন্দুস্তারে স্বাধীনতার প্রশ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে; এই মিলন প্রশ্নটাই স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে রয়েছে।

এই ভাষণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে মওলানা আযাদ এ পর্যন্ত বলেন:

> آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج چوبیس گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطیکہ ہندوسنان ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دست بردار ہو جاؤنگا مگر اس سے دست بردار نہ ہونگا، کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی، تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا، تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔[13]

> সারকথা এই যে: আজ যদি আসমান থেকে এক ফেরেশতা নাযিল হয়ে (দিল্লির) কুতুব মিনারে দাড়িয়ে এই ঘোষণা দেয় যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বাধীনতা পাবে; তবে শর্ত হলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ত্যাগ করতে হবে. আমি সেই স্বাধীনতা গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করবো না। কেননা, স্বাধীনতা অর্জনে বিলম্ব হলে হিন্দুস্তানের ক্ষতি হবে; কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হলে মানব সভ্যতার ক্ষতি হবে।

মওলানা আযাদ আরো বলেন:

میں آج اس پلاٹ فارم سے جو ہندوستان کی متحدہ قومیت کا گہوارہ ہے، تمام ہندو مسلمان سے اپیل کرتاہوں کہ وہ اس کی امیدوں کو اس بے دردی کے ساتھ پامال نہ کریں۔
اگر وہ ایسانہ کریں گے ، تو نہ صرف اپنے وطن کی بلکہ تمام عالم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انجام دیں گے۔[14]

অর্থ: হিন্দু-মুসলিম মিলনের সাক্ষী আজকের এই প্লাটফর্ম থেকে আমি সকল হিন্দু-মুসলমানের প্রতি আহবান জানাই, আপনারা স্বাধীনতা আর্জনের আকাঙ্খাকে নির্মমভাবে বিসর্জন দিবেন না। যদি বিসর্জন না দেন তাহলে শুধু দেশের জন্য নয়; বরং সমস্ত মানব সভ্যতার অনেক বড় সেবা আপনারা করতে পারবেন।

মওলানা আযাদ এই ঐক্যকে হিন্দুস্তানের জন্য অনেক বড় প্রয়োজন মনে করতেন। মানুষের মাঝে c‡f‘ তৈরি করা আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানি সমতুল্য। মওলানার মতে, হিন্দুস্তানে মুসলমানের বড় শত্রু হিন্দুরা নয়; বরং ইংরেজগণ। ভারতীয় মুসলমানদের হাত থেকে কৌশলে ইংরেজগণ শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদেরকে শুধু প্রজায় পরিণত করেনি; বরং ক্রীড়ন বানিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন জিইয়ে রাখার জন্য হিন্দু-মুসলিমের মাঝে we‡f‘ bxwZ তৈরী করে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অন্তরায় তৈরী করে রাখে। এভাবে শাসন-শোষণে অতিষ্ঠ মানবতাকে মুক্তি দেয়া ইসলামের বিধান। আর তার সাধক মওলানা আযাদ তাই এই জয়গান নিয়ে ১৯১২ সালে যাত্রা করে ২৩ সালে একজন মহীরূহে পরিণত হন। নানা চড়াই-উৎরাই এর ভেতর দিয়ে অবিরাম পথ চলতে চলতে সঙ্গী জুটে অনেক। ১৯২৪ সালে এই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ইস্যুতে গান্ধীজি অনশন শুরু করেন এবং সকলকে ডেকে বলেন,

‘আপনারা শপথ করুন! আমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।
এই আহবানে সাড়া দিয়ে সেদিন হাকিম আজমল খান এবং মওলানা আযাদ দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন-‘আমরা প্রস্তুত আছি।’

এভাবে গড়ে ওঠা ঐক্য জোয়ার হিন্দুস্তানকে ভাসিয়ে নেয়। মওলানা আযাদ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতায় পরিণত হন। মানুষের স্বাধীনতার জন্য, মুসলমানের স্বাধীনতার জন্য মওলানা আযাদ সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মানুষের মাঝে ধর্মের আলো পৌঁছে দেন। ইসলামে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে মানুষকে তাতে উদ্বুদ্ধ করেন। ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা করে মানুষের মধ্যকার প্রভেদ ঘুচিয়ে সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে মদিনা রাষ্ট্রের আলোকে ভারতে এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এগোতে থাকেন। এই স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন হিসেবে মওলানা আযাদ ১৯২৮ সালে gmwjg RvZxqZvev‘x ‘j গঠন করেন। মুসলমানকে রাজনীতির মূল শ্রোতে টানতে মওলানার চেষ্টা আমাদেরকে পথের দিশা দেয়।

এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্তানকে স্বায়ত্বশাসন দান করে। আয়োজন হয় সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারার। মওলানা আযাদ মনোক্ষুন্ন হন; তবে দমে যান নি। ঐক্যবদ্ধ জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ

Dhaka University Institutional Repository

পাইয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা করেন। যেকোন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও ঐশী বাণী-ই মওলানার পথপ্রদর্শক। হিন্দু-মুসলিম মিলনের এই ঝাণ্ডাবাহীকে পুনরায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তখনো মওলানার অভিন্ন সুর। ইতিহাস-ঐতিহ্যের উদাহরণ টেনে মওলানা ভারতবাসীকে শোনালেন মুক্তির মন্ত্র। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলিম মিলন-ই শেষকথা। متحدہ قومیت বিষয়ে মওলানা আযাদ ১৯৪০ সালের মার্চে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক রামগড় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন:

> میں مسلماں ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلماں ہوں۔ اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں۔میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے، لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں اور ایک احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ایک اور نا قابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں۔میں اس متحدہ قومیت کا ایسا ایک اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین (بناوت) کا ایک نا گزیر عامل ہوں۔ میں اپنے اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔[15]

মর্মার্থ হচ্ছে: আমি একজন মুসলমান এবং আমি গর্বের সাথে অনুভব করি যে, আমি মুসলমান। ইসলামের তের শতাব্দীর ঐতিহ্যের আমি উত্তরাধিকারী। এই ঐতিহ্যের কোন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নই। ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইসলামের ঐতিহ্য আমার সম্পদ। অতএব এসবের সংরক্ষণ করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য। একজন মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমার একটি অবস্থান রয়েছে। এতে কেউ হস্তক্ষেপ করুক তা আমি সহ্য করতে পারিনা। কিন্তু এ সকল অভিজ্ঞানের পাশাপাশি আমি আরো একটি বিশ্বাস পোষণ করি; বাস্তবতা যা আমাকে শিখিয়েছে, ইসলাম যেই বিশ্বাসকে কখনো অস্বীকার করে না বরং সে আমাকে সদা পথনির্দেশ করে। তা হলো, আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে অনুভব করি যে, আমি একজন ভারতীয় এবং অখন্ড ভারতের এক অবিভাজ্য অংশ। আমি অখন্ড ভারতের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যে, আমি ছাড়া ভারতের অখন্ডতা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি অখন্ড ভারতের বিনির্মাণের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি এই দাবি কোনভাবেই ত্যাগ করতে পারি না।

মওলানা আযাদ যুক্তি দিয়ে এ রামগড়ের অভিভাষণে আরো বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سر زمین کے باشندوں کا مذہب رہا، اسلام بھی ایک ہزار برس سے اس کے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے۔ جس طرح آج ایک ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتاہے کہ وہ ہندوستانی ہے ، اور ہندو مذہب کا پیرو ہے ، ٹھیک اسی طرح ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔

ہماری گیارہ صدیوں کی مشترک(ملی جلی) تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری مشاعرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے، جس پر اس مشترکہ زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو۔ ہماری بولیاں الگ الگ تھیں، مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگے، ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے، مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر لیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔مگر ا ب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے۔[16]

সারকথা হলো: যদি হিন্দু ধর্ম কয়েক হাজার বছর যাবত এই ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম ধর্মও এক হাজার বছর যাবত এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ধর্ম হিসেবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। যেভাবে আজ একজন হিন্দু গর্ব করে বলতে পারে যে, সে হিন্দুস্তানি এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারি; ঠিক সেভাবে একজন মুসলমানও অত্যন্ত গর্ব ভরে বলতে পারে যে, সে একজন হিন্দুস্তানি এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারি।

আমাদের এগারো শতাব্দীর সম্মিলিত ইতিহাস আমাদের ভারতীয় জীবনের প্রতি রন্ধ্রে ছেয়ে গেছে। আমাদের ভাষা, আমাদের কাব্য, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সমাজ, আমাদের আকাঙ্খা, আমাদের পোষাক, আমাদের রীতি-পদ্ধতি, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য বাস্তবতা। মোটকথা আমাদের জীবনাচারের এমন কোন দিক নেই যেখানে এই সম্মিলিত সাংস্কৃতির ছোঁয়া লাগেনি।

আমাদের ভাষা ভিন্ন ছিল, কিন্তু আমরা একই ভাষা বলতে আরম্ভ করলাম, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন ছিল কিন্তু তারা মিলিত হয়ে একাকার হয়ে গেল। আমাদের পুরাতর পোষাক ইতিহাসের পাতায় দৃশ্যমান হবে; কিন্তু তা আজ আর আমাদের শরীরে নেই। আর এই যৌথ সংস্কৃতির সম্পদ আমাদের সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের দৌলত।

متحدہ قومیت সম্পর্কে মওলানা আযাদ আরো বলেন:

مزید برآں کہ پاکستان کی تجویز شکست خوردگی کی علامت نظر آتی ہے اور یہ اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ ہندوستان کی مسلمان پورے ہندوستان پر اپنا حق نہ سمجھ کر محض اس کے ایک گوشہ میں خود کو محدود کر کے مطمئن ہونا چاہتے ہیں۔[17]

অর্থ: অধিকন্তু পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ার পেছনে রয়েছে একটা হার মানার লক্ষণ। এতে স্বীকার করেই নেয়া হয়েছে যে, ভারতীয় মুসলমানেরা অখন্ড ভারতে সুবিধে করে উঠতে পারবে না; বিশেষ সংরক্ষিত একটা কোণে নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারলেই তারা খুশি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ আরো বলেন:

> ‘এই পটভূমিতে দেখলে পাকিস্তানের দাবির কোন জোর থাকে না। গোটা ভারতবর্ষ-ই আমার ভূখন্ডএবং আমি এর রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার অংশীদার। একজন মুসলমান হিসেবে আমার এই অধিকার আমি কিছুতেই বিসর্জন দিতে রাজি নই। বাপ-দাদার কাছ থেকে যে সম্পদ আমি পেয়েছি, তা ছেড়ে দিয়ে শুধু তার একটা টুকরো মাত্র নিয়ে খুশি হওয়া–আমার কাছে নিশ্চিতভাবে কাপুরুষতা বলে মনে হয়।’ [১৮]

তবে এটা সত্য যে, ভারতীয় রাজনীতির আকাশে দুর্বিপাকের অন্যতম কারণ পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ₩ØR₩Z ZË। এই তত্ত্ব সাময়িকভাবে কিছু মুসলমানকে ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে বটে; তবে দীর্ঘকালীন সময় বা দূর ভবিষ্যতের জন্য এটা এক অমূলক ধারণা। মহাভারত বা উপহাদেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাত কোটি মুসলমানকে একত্র করে আলাদা হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এক দুর্বল ও কল্পনাবিলাস বৈ কিছু নয়। তবে এই আকাশ কুসুম কল্পনাকে বিস্তৃত করেছেন কিছু জ্ঞানপাপী শিক্ষিত মানুষ। অবশ্য তার পেছনেও রয়েছে এক মহাকাব্য সমান কৈফিয়ত। সে যাই হোক এই পাকিস্তান পরিকল্পনাকে জোরালো করেছেন কিছু আলেম; একে ধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে। ধর্মের আসল ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ এই আলেম শ্রেণি সাধারণ মুসলমানদের অদূরদর্শিতার সুযোগে তারা ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এক অসম্ভব কল্পনায় ভাসিয়ে মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলেছেন। তাই মওলানা আযাদ ₩ØR₩Z ZË ও এর অপপ্রয়োগের জন্য ধর্মত্তোগণ-কে দায়ী করেছেন।

অধ্যাপনা:

সমাজচিন্তক মওলানা আযাদ কর্মজীবনের সূচনায় অধ্যাপনা করেন। আযাদ তার শিক্ষা জীবনে নিজে পড়তেন পাশাপাশি অন্যকেও পড়াতেন। কওমি মাদরাসা সিলেবাস অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার বছর ১৯০৩ সালে; যখন তিনি মাত্র পনের বছরের যুবক তখন তার পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন প্রায় পনেরজন শিক্ষার্থী একত্রিত করেন যাদেরকে মওলানা আযাদ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চতর দর্শন, গণিত, ভূগোল, ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। আর এভাবেই তার কর্মজীবনের অগ্রযাত্রা এবং সমাজসেবায় প্রথম পদক্ষেপ।

সাংবাদিকতা:

সমাজকূশলী আযাদ অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন, সাংবাদিকতা ব্যক্তিত্ব তৈরির অন্যতম মাধ্যম। সমাজ বা স্বজাতির সেবা এবং স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বব্যাপি জনমত তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রই উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সমাজসেবার কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা স্বরূপ সাংবাদিকতাকে উপযুক্ত মাধ্যম বানিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালে মাত্র এগারো বছর বয়সে কলকাতা থেকে কাব্য ও জেষ্ঠ্যদের রচনা সংকলন করে (نیرنگ عالم) নামে একখানা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর এভাবে তিনি সমাজসেবার উদ্দেশ্যে সাংবাদিকতার পথে অগ্রসর হন। mgvR‡mevi মানসে মওলানা আযাদ ১৯০৩ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতা থেকে মাসিক পত্রিকা لسان الصدق প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের পর চারিদিকে আযাদের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে ও তিনি সাহিত্য দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতার বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবার সূচনা এ এখান থেকেই গতি লাভ করে।
অত:পর দেশ ও সমাজসেবার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রায় দেড় ডজন পত্রিকা আযাদ সম্পাদনা করেছেন এবং সাংবাদিক তৈরিতে অবদান রেখেছেন।

রাজনীতি:

সদ্য কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ মওলানা আযাদ ১৯০৪ সালের ১-৩ এপ্রিল মাত্র ১৬ বছর বয়সে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। রাজনৈতিক মঞ্চের পাশে দাড়িয়ে মওলানা আযাদ বক্তব্যগুলো শোনেন। তার ভেতরে সচেতন মনটা জাগ্রত হয়। আযাদ নামের মতোই স্বাধীন মনোভাব নিয়ে দেশ ও দশের কথা ভাবেন।

১৯০৫ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে আযাদ দ্বিতীয়বারের মতো যোগদান করে طلوع اسلام বা ÔBmjvgi ïfvMgbÕ বিষয়ে সেখানে জীবনের প্রথমবার জনসম্মুখে বক্তৃতা করে সকলের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন।
সেই সম্মেলনে সমকালীন বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব মওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, আল্লামা শিবলী নু'মানী এবং মৌলবী জাকাউল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মওলানা আযাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মওলানা হালী এক পর্যায়ে আযাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

'যুবকের কাঁধে বৃদ্ধের (বুদ্ধিদীপ্ত) মাথা।'

যুবক আযাদ প্রথম জীবনে স্যার সাইয়্যেদ এর রচনাবলী পড়ে জামালুদ্দিন আফগানী এবং আলীগড় কেন্দ্রিক চেতনার ধারক স্যার সাইয়্যেদ আহমেদ খানের c¨vb Bmjvg বা বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই ধারণাকে শাণিত করার লক্ষ্যে আযাদ তার যৌবনে ১৯০৪ সালের দিকে আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্ক ভ্রমন করেন। ইরাক ভ্রমণকালে তিনি কিছু সংগ্রামী যুবকের সাথে সাক্ষাত লাভ করেন যারা একটি সাংবিধানিক ইরান রাষ্ট্র গঠনের নিমিত্তে লড়াই করছিল। মিশর ভ্রমনকালে যুবক আযাদ শেখ মুহাম্মদ আবদুহু এবং সাঈদ পাশাসহ অন্যান্য বিপ্লবী নেতা ও তাদের আরব কেন্দ্রিক বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এই ভ্রমন কালেই আযাদ কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে সেখানকার কিছু তুর্কী যুবকের বিপ্লবী উদ্দীপনা ও কর্মযোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় মূলত: মওলানা আযাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার তাদের অপশাসন জিইয়ে রাখার মানসে ভারতে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিমের মাঝে ভেদনীতির মাধ্যমে এক বৈরিভাব সৃষ্টির জন্য ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে জাতিকে দু'টি ইউনিটে বিভক্ত করে সংহতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। আযাদ ব্রিটিশের এই চাল বুঝতে পেরে ফুঁসে উঠেন। তিনি এই চালবাজ ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য তৈরি হন। সাংবাদিকতাকে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে জনমত তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ সালে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবাদী-বাম ঘরানার বিপ্লবী রাজনীতিক অরবিন্দ ঘোষ ও শ্যামসুন্দরের অধীনে পরিচালিত কলকাতা কেন্দ্রীক বিপ্লবী দল ¯‡‘kx Av‡›‘vjb-এ যোগ দেন। অন্যদেরও টানতে চেষ্টা করেন। প্রথমে বিপ্লবীরা একজন মুসলিম হিসেবে আযাদকে তাদের দলে নিতে অনাগ্রহী ছিল। তারা মনে করতো যে, ব্রিটিশ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মওলানা আযাদ তার উক্ত বিপ্লবী সহযোদ্ধাদেরকে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল বানাতে সক্ষম হন। আযাদের কর্মকান্ডে ভুল ভেঙ্গে তারা বুঝতে পারে, সকল মুসলমান ইংরেজের পক্ষভুক্ত নয়; ইংরেজ বিরোধীও আছে। আযাদকে বিপ্লবীরা দলের অন্তমহলে প্রবেশ ও নীতি নির্ধারণী ফোরামে জায়গা করে দেয়। আযাদ তার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই প্রথমে বাংলা এবং বিহারে সীমাবদ্ধ রাখেন। অত:পর পুরো উত্তর ভারত এবং মুম্বাইতে তিনি তার তৎপরতা ছড়িয়ে দেন।[১৯]

১৯০৮ সালের আগস্টে পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মাথায় মওলানা আযাদ দ্বিতীয়বার বিশ্বভ্রমনে বের হন। ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, মিশর এবং ফ্রান্স ভ্রমন করেন। ইচ্ছা ছিল প্যারিস হয়ে লন্ডন যাওয়া কিন্তু বিশেষ অসুবিধার দরুণ তা আর হয়ে উঠেনি। এই সফরেই মধ্য এশিয়ায় কামাল আতাতুর্কের আদর্শবাদী কিছু নিকটভাজন বিপ্লবী যুবকের সাথে আযাদের সাক্ষাত হয় এবং আযাদ তাদের কাছে থেকে বিপ্লবের পদ্ধতি এবং সফলতার মন্ত্র লাভ করেন। এ বিশ্বযাত্রায় মওলানা আযাদ রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের বিকল্প নেই।

এই ধ্যান-ধারণার বাস্তবায়নের চিন্তায় ১৯০৯-১৯১১ সাল পর্যন্ত সময়কাল অনায়াসেই কেটে যায়। মওলানা আযাদ এই সময়টাতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেন। তিনি এই ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে বাঁচার জন্য জীবনের প্রারম্ভে প্যান ইসলামী রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি চোখ খুলেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রচনা পড়ে। কিন্তু আযাদ যখন দেখলেন, স্যার সৈয়দ আহমদ খান আগাগোড়া ইংরেজ অনুসারী এবং তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার পক্ষপাতি, তখনই মওলানা তার প্যান ইসলাম ধারণা ত্যাগ করে এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সঙ্গ ছেড়ে তিনি ঝুঁকে পড়েন ভারতসহ বিশ্বের তাবত সংগ্রাম মুখর বিপ্লবীদের প্রতি। আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানী, মুফতি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এবং আল্লামা রশিদ রেযার চিন্তাধারার মাধ্যমে আযাদ যথেষ্ট প্রভাবিত হন। মানবতার এই প্রধান শত্রু ব্রিটিশকে তিনি ইবলিসের সাথে তুলনা করে এর থেকে তার জাতিকে মুক্ত করার অদম্য প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন।

সর্বশেষ ১৯২০ সালের মে মাসে ÔtmfvmPw³Õ স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপি খেলাফত আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটে ও প্যান ইসলাম ধারণা ব্যর্থ হয় এবং আরো পরে দেখা যায়, এর জন্য মুসলিম বিশ্বের কান্না বরং অনর্থক প্রমাণিত হয়। এবারে মওলানা পুরোমাত্রায় শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আকৃষ্ট হয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ধারণার প্রতি অবিচল থাকেন। এ জন্য তাকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু মওলানা আযাদ এর জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।[২০]

আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯১২ সালের ১৩ জুলাই কলকাতা থেকে মওলানা আযাদ উর্দু সাপ্তাহিক ÔAvj wnjvjÕ প্রকাশ করেন। Avj wnjvj অল্পদিনেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পক্ষে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে মওলানা আযাদের Avj wnjvj বন্ধ করে দেয়া হয়। তিনি আল হিলালের নামান্তর Avj evjvM প্রকাশ করে স্বাধীনতার পক্ষে লেখালেখি অব্যাহত রাখেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১৬ সালের ১৮ মার্চ ডিফেন্স এ্যাক্ট বা ভারতরক্ষা আইনের দোহাই দিয়ে বাংলা সরকার তিনদিনের মধ্যে আযাদকে বাংলার বাহিরে চলে যেতে আদেশ করেন। আযাদ বিহারের অন্তর্গত রাঁচির মোরাবাদী যান। ১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মওলানা আযাদকে নজরবন্দী রাখা হয়। তার অবর্তমানে স্বাধীনতার মুখপত্র উর্দু পত্রিকা Avj evjvM বন্ধ হয়ে যায়। [২১]

মুক্তি লাভের পর ১৯২০ সালের ১৮ জানুযারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন।

সে সময়ে হিন্দুস্তানের বাসিন্দাগণ ছিলো ইংরেজদের জুলুম ও অত্যাচারের শিকার। জীবন রক্ষার্থে তারা বিপ্লব ও মুক্তির পথ খুঁজছিলো। তাই খেলাফত রক্ষার বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান একাত্ম হয়েছিলো। মূলত: উক্ত আন্দোলন দ্বারা দেশবাসী মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা কামনা করেছিলো। গান্ধীজি এ আন্দোলনে মুসলমানদের সাথে শরিক হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলিত এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।

১৯২০ সালের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয় খেলাফত সম্মেলনে আযাদ জনগণকে সরকারের সাথে অসহযোগের আহবান জানান। এ বছরই ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া খেলাফত কনফারেন্সে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন। মিত্রশক্তি কর্তৃক ইসলামী খেলাফত উচ্ছেদ পূর্বক তুরস্ককে ভাগাভাগি করার বিরুদ্ধে ১৯২০ সালের মার্চে যে ইশতেহার প্রকাশ করা হয়; তাতে আযাদ স্বাক্ষর করেন।

১৯২০ সানের জুনে সর্বদলীয় নেতৃবর্গের যে কনফারেন্স এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয় এবং অসহযোগ কর্মসূচীর পর্যায়ক্রমিক চারটি ধাপ অনুমোদিত হয়, তাতে তিনি যোগদান করেন। সম্মেলনে মওলানা আযাদ বিশেষত: মুসলিম সমাজকে এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য জোরালো ভাষায় আহবান জানান। এ সর্বদলীয় কনফারেন্স কর্তৃক অনতিবিলম্বে Amn‡hvM KgmPx বাস্তবায়নের জন্য যে সাব কমিটি নিযুক্ত হয়; মওলানা আযাদ তারও সদস্য ছিলেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে Amn‡hvM Av‡›'vjb‡K কংগ্রেসের ভবিষ্যত আন্দোলনের ইশতেহার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কংগ্রেস নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের ভোটে তা পাশ হওয়ার পর মি. জিন্নাহ রাগ, ক্ষোভ ও অভিমানে এই সম্মেলনে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন। পরবর্তীতে gmwjg jxM- কে সুসংগঠিত করেন। আর মওলানা আযাদ অন্তর্ভুক্ত হন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মওলানা আযাদ তাতে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২০ সালের শেষ দিকে আযাদের মনে ÔcÖvb Bmjvg Õ ধারণা দুর্বল হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের gËwn'v KIwgq¨vZ বদ্ধমূল হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ সালের মার্চে বেরেলিতে অনুষ্ঠিত 'জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ' এর সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২১ সালের ২৫শে আগস্ট আগ্রায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে মওলানা আযাদ হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে 'মদিনা সনদের উদ্ধৃতি দেন।

১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসের ইতিহাসে মাত্র ৩৫ বছর বয়স্ক মওলানা আযাদ এই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২৭ সালে মওলানা আযাদের নেতৃত্বে ভারতে সায়মন কমিশনকে বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯২৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মওলানা আযাদকে নেহেরু কমিটির সদস্য করা হয়।

১৯২৮ সালের ২৭ জুলাই এলাহাবাদে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা-কর্মীদের এক সম্মেলনের পর মওলানা আযাদ Ôgmwjg b¨vkbwj÷ cwU©' (এমএনপি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা এই পার্টির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী ছাড়াও এতে মৌলবী তাসাদ্দুক আহমদ খান শেরওয়ানী ও খলীকুজ্জামান খান প্রমুখ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৩০ সালের এই সময়টাতে গান্ধিজীসহ মওলানা আযাদ মুসলমানদের ÔmZ¨Mn Av‡›`vj‡bÕ সম্পৃক্ত হওয়ার দাওয়াত দেন। গান্ধিজী এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কয়েকজন ডিক্টেটর মনোনীত করেন। বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রথম, মওলানা আযাদ দ্বিতীয় এবং ডাক্তার আনসারী তৃতীয় ডিক্টেটর মনোনীত হন।[২২]

১৯৩০ সালেই ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মওলানা আযাদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে সায়মন কমিশনের বিরোধিতা করার কারণে ১৯৩১ সালে লন্ডনে ব্রিটিশের সাথে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৩২ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি মওলানা আযাদ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি পদ লাভ করেন।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের উপর থেকে ইংরেজ সরকার দলীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কংগ্রেস তার পরবর্তী নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে।

১৯৩৭ সালে হিন্দুস্তানে ইংরেজ সরকার প্রাদেশিক নির্বাচন দিলে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে। কংগ্রেস বিজয়ী প্রদেশ সমূহে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য তিন সদস্যের কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হয়। মওলানা আযাদ, সরদার প্যাটেল এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ কমিটিতে মেম্বার হন। বিজিত প্রদেশগুলোতে সরকার গঠন নিয়ে মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের তিক্ততা সৃষ্টি হয় এবং এই প্রথম কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চেহারা জনসম্মুখে প্রকাশ পায়। এর জের ধরে মুসলিম লীগ নেতা মোহম্মদ আলী জিন্নাহ gmwjg jxMকে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একমাত্র অধিকারী দল হিসেবে দাবি করে তা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং কংগ্রেসকে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বারণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ সালের ১৪-২০ মার্চ বিহারের রামগড়ে বার্ষিক অধিবেশনে ১৯ মার্চ মওলানা আযাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানবেন্দ্রনাথ (এমএন) রায় কে ১৮৫৪-১৬৩ ভোটে পরাজিত করে পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ৬ জুলাই ১৯৪৬ সালে পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু কর্তৃক উক্ত দায়িত্বভার বুঝে নেওয়া পর্যন্ত স্বপদে আসীন থাকেন। [২৩]

১৯৪০ সালের ১৪-২০ মার্চ পর্যন্ত বিহারের রামগড়ে একদিকে Ks‡M‡mi অধিবেশন চলছিল; অন্যদিকে একই সময়ে লাহোরেও gmwjg jx‡Mi অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ÔcwK¯Ívb c¯ÍveÕ পাস হয়।

১৯৪১ সালের ৩ জানুয়ারি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মওলানা আযাদকে এলাহাবাদ রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১১ মাস কারাভোগের পর উক্ত বছরের ৪ ডিসেম্বর তিনি নৈনিতাল জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে মুম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে Ôfviz Qvo Õ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে রাতেই সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং একদিন পরেই ৯ই আগস্ট এই অপরাধে কংগ্রেসের বড় নেতাদের পাশাপাশি মওলানা আযাদকে মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করে আহমদনগর দুর্গে বন্দী করে। এখানেই মওলানা আযাদের সাথে নেহেরুকে বন্দী করা হয়। গান্ধীজিকে রাখা হয় পূনার আগা খান প্যালেসে।[২৪]

১৯৪৫ সালের ১৪ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অব কমন্সে ভারত সচিবের বিবৃতি এবং বড়লাট ওয়াভেলের আয়োজনে ২৫শে জুন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শিমলায় এক সমঝোতা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ব্যর্থ হয়েই উক্ত শিমলা কনফারেন্স শেষ হয়।

১৯৪৬ সালের শীতকালে বড়লাট এটলী ভারতে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। নির্বাচনে gmwjg jxM মুসলমান অধ্যুষিত আসনগুলোতে প্রায় ৮৫% ভোট পায়। আবার অন্যদিকে কংগ্রেসও হিন্দু প্রধান আসনগুলোতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এভাবে ভারত-পাকিস্তান ভাগের পথ সুগম হয়।

১৯৪৬ সালের ৭ই জুলাই মুম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে জওহারলালকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয়। ৮ জুলাই মওলানা আযাদ পরবর্তী সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কংগ্রেসের নতুন সভাপতি জওহারলাল নেহেরুর ১০ই জুলাই মুম্বাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্যে সবকিছু গড়বড় হয়ে যায়। [২৫]

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে অর্ন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়। অক্টোবরে মুসলিম লীগও তাতে যোগ দেয়। [২৬]

তবে মওলানা আযাদ যেই অসাম্প্রদায়িক ভারতের জন্য লড়াই করেছেন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য gmwjg jxM-কে অপছন্দ করেছেন সেই মওলানার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সবসময় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। মওলানা আযাদের ভাষায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজ আত্মজীবনীতে ১৯৩৭ সালের দিকে তাকিয়ে লিখেন,

> সখেদে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ তখনো এমন স্তরে পৌঁছায় নি যখন সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনা অগ্রাহ্য করা যায়। [২৭]

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজি ভারতের ভবিষ্যত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে মওলানার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপযুক্ত মনে করে তাতে যোগ দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই জানুয়ারি মওলানা অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।
১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত ভেঙ্গে দু'খানা রাষ্ট্র হয়। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয় আর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দক্ষ কূটনীতিক মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হন

সমাজসেবা:

সমাজসেবার ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Service. সাধারণত পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ নি:স্বার্থভাবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণির সাহায্যার্থে যা কিছু করে তাই ÔmgvR‡mevÕ নামে পরিচিত।
বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয়ভাবে গৃহীত সকল শ্রেণির মানুষকে সেবা করার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে mgvR‡mev বলে। যেমন: শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, বাসস্থানসংস্থান, বস্ত্রপ্রদান এবং চিকিৎসা উন্নয়ন প্রভৃতি।
সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত সুসংগঠিত সরকারী ও বেসরকারী সর্বজনীন সকল কর্মসূচিই mgvR‡mev। যেমন: শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গৃহায়ন, চিকিৎসা ও বিনোদন ইত্যাদি।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ একজন ব্যক্তি; যিনি সৃষ্টির সেরা জীব-মানুষের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণির সাহায্যার্থে নি:স্বার্থভাবে তাদের উপকার করেছেন। মানুষের মাঝে মহান আল্লাহ বিরাজমান; তাই মানবের সেবা করলে প্রকারান্তরে আল্লাহরই সেবা করা হয় বলে আযাদ বিশ্বাস করতেন। mgvR‡mevi এই দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মওলানা আযাদ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানবতার সেবা করে গেছেন। মানুষের সেবা এবং মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকেই করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের সেবা করা দ্বারা মানুষ তার প্রিয় প্রভূকে সহজে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়। এভাবেই মানুষ একে অন্যের সহযোগিতা দ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ দেশ ও পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে। মানুষ কর্তৃক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন তথা mgvR‡mev সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو أمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم، منهم المؤمنون و اكثرهم الكافرون-[28]

অর্থ: তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (উন্নতির) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ ঈমান আনলে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু মুমিন আছে; কিন্তু অধিকাংশই সত্য অস্বীকারকারী।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ এই মূলমন্ত্রের সাধক ছিলেন বলে mgvR‡mev‡K তার ব্রত করে নিয়েছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে যেমন মানবের কল্যাণে মওলানা আযাদ নিবেদিত ছিলেন তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সংখ্যালঘু মানুষ যখন কিছুসংখ্যক উগ্রবাদী দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত ও নির্যাতিত হচ্ছিল; সেই মুহূর্তে মওলানা আযাদ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে অসহায় মানবতার পাশে দাড়িয়েছেন। যেই মুসলমানগণ এক সময় gmwjg jxM করার কারণে মওলানার বিরোধিতা করেছে; বিপদের দিনে মওলানা তাদের নিরাপত্তার জন্য নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁবু বানিয়ে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে মানবতাবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এমনকি নির্যাতিত হিন্দুদের জন্যেও মওলানা পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায়; যেখানেই কোনো নির্যাতিত ও অসহায় মানুষের বিপদের খবর-আর্তনাদ শুনেছেন; সেখানেই ছুটে গেছেন মানবতার এই মহান কান্ডারী। সদ্য স্বাধীন দেশের ভেতরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং রক্তপাতকে বন্ধ করার জন্য তিনি ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে উঠে একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসেবে মওলানা আযাদ তার মেধা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে আদর্শ ভূমিকা পালন করেছেন এ জন্য শুধু ভারত কেন; পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। মওলানা আযাদ তাঁর স্বজাতিকে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এভাবে-

مسلمانوں کا نصب العین خدمت عالم ہے۔وہ انسانیت کے خادم ہیں۔ ان کے لیے
خدا کی زمیں کا ہر ٹکرا مقدس اور اس کے بندوں کا ہر گروہ محترم ہے۔[29]

অর্থ: জগতবাসিকে সেবা করাই মুসলমানের উদ্দেশ্য। তারা মানবতার সেবক। আল্লাহর জমিনের প্রতিটি অংশ তাদের নিকট অতি পবিত্র এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী-ই মুসলমানদের নিকট অতি সম্মানিত।

বক্তৃতা ও ওয়াজ-নসীহত:

মওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৯০৫ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হেমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে দ্বিতীয়বার যোগদান করে طلوع اسلام শিরোনামের উপর জীবনের প্রথমবার জনসম্মুখে বক্তৃতা করেন। [৩০]

এইভাবে মওলানা আযাদ বক্তৃতাদানে ক্রমে পটু হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন মঞ্চে তিনি ওয়াজ ও বক্তৃতা করতেন। মওলানা এই সকল ওয়াজ ও বক্তৃতায় কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের রূপরেখা এবং মানবের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বলতেন। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে বলতে মওলানা ছিলেন এক আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মওলানা আযাদ শত শত বক্তৃতা করেছেন। মওলানার জ্ঞানগর্ভমূলক এই আলোচনাগুলোতে সমাজের সংস্কার, উন্নতি এবং স্বাধীনতার কথাই ফুটে ওঠে। সামাজিক এই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আযাদ লিখেন,

Dhaka University Institutional Repository

خدا تعالی نے خاص طور پر مسلمانوں کا اصلی میشن اور مقصدِ تخلیق، قومی امتیاز اور شرفِ خصوصی اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ گویا دنیا میں اعلانِ حق ہر بر گزیدہ ہستی اور جماعت کا فرض رہا ہو ۔[31]

অর্থ: সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সৃষ্টিকরুণা, শ্রেণি বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ সম্মান এ জন্য দান করেছেন যে, তাদের মধ্যকার জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী শ্রেণি গুরুত্ব সহকারে সত্যের প্রচার করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিক্ষাদান:

১৮৯৯ এর শুরুতে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আযাদের কর্মজীবন শুরু। সে কারণে পড়াশুনার প্রতি তিনি সর্বদা যত্নবান ছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার মাধ্যমে উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী সে জন্যই স্বাধীনতার পরে মওলানাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কেননা,

১৯১৪ সাল মোতাবেক ১৩৩২ হিজরি সালের ১লা রমযান মওলানা আযাদ কলকাতায় থাকাকালীন কুরআন ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় Ô'viæj Bikv'Õ নামে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। এখানে পড়াশুনার পাশাপাশি যুবকদের জন্য আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে মওলানা আযাদ মুসলমান যুবকদের ফোরাম হিসেবে 'wnhejøvn' গঠন করেন।[৩২]

১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের রাঁচির অন্তর্গত মোরাবাদী নামক গ্রামে নজরবন্দী থাকাকালীন সেখানে একটি gv'ivmv-G Bmjwgqv প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৩]

মওলানা আযাদ বিহারের রাঁচিতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত হয়।[৩৪]

অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা আযাদের আহবানে সাড়া দিয়ে কলকাতা সরকারি আলিয়া মাদরাসার একদল শিক্ষার্থী miKwi gv'ivmv বয়কট করলে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য মওলানা আযাদ ১৯২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার বড় বাজারস্থ নাখোদা মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজি নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন:

নানা জেল-জুলুম ও চড়াই-উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন এগিয়ে চলাকালীন কোনো স্বাধীনতাকামী সমাজসেবা করার উল্লেখযোগ্য সুযোগ পান নি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তারাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। গড়ে তোলেন আধুনিক ও টেকসই ভারত। মওলানা আযাদ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে দীর্ঘ এগারো বছরে এই

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয়ের অধীনে উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গড়ে তোলেন দেশখ্যাত অনেক প্রতিষ্ঠান যা আজো মওলানার স্মৃতি বহন করে চলছে। যেমন:

১৯৪৮ খৃ: আযাদ wekwe‘¨vjq wk¶v Kwgkb গঠন করেন।

১৯৪৮ সালে আযাদ এলিমেন্টারী শিক্ষার জন্য †Li KwgwU গঠন করেন।

১৯৪৮ সালে আযাদ তার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে mvgwRK wk¶vi একটি সেকশন খোলেন। সেখান থেকে নাগরিক জ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান ও দেশাত্মবোধ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

তার প্রবর্তিত শিক্ষাধারা দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা

২. উন্নয়নের জন্য শিক্ষা

উন্নয়নের জন্য শিক্ষার আওতায় তিনি বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। আযাদ wbwLj fviZ KwiMix wk¶v KvDwÝ‡ji পুনর্গঠন করে ভারতে কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন একে একে অনেক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা যেমন:

১৯৫১ সালের আগস্টে খড়গপুরে আযাদ প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম BwÛqvb Bbw÷wUDU Ad †UK‡bv‡jwR (AvBAvBwU)।[৩৫]

১৯৫১ সালে দিল্লিতে ইউনেস্কোর ৯ম সাধারণ অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে মওলানা আযাদ মানবতাবাদ ও সুসংগঠিত সংস্কৃতির প্রতি জোর দেন।

১৯৫২-৫৩ সালে gva¨wgK wk¶v Kwgkb নিয়োগ করেন।

ভারতের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল ও সাহিত্যকে তিনি বেশি জোর দিয়ে পড়ার জন্য তাগিদ দেন। তার পথ ধরে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে ও যাবে অনন্তকাল। আর তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪-৬৬ সালে গঠিত হয় Kv_wi wk¶v Kwgkb, ১৯৮৬ সালে GbwcB I †cvqv এবং ১৯৯২ সালে সেক্যুলারিজম, সামাজিক উন্নতি ও জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৫৩ সালে তিনি নেহেরুর সঙ্গে নয়াদিল্লিতে wekwe‘¨vjq gÄwi Kwgkb গঠন করেন।

শান্তিনিকেতনকে মওলানা আযাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে আযাদ ১৯৫৩ সালে mwnZ¨, bvUK এবং m½x‡Zi উন্নয়নের জন্য সাহিত্য একাডেমি গঠন করেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে আযাদ ১৯৫৪ সালে wPÎKjv ও fv¯‹hi উন্নয়ন এবং ভারতের মনীষী ও শিল্পীদের কর্মস্পৃহা এবং স্বাধীনতার ভিত মজবুত করার জন্য jwjZKjv GKv‡Wwg প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় ও ধর্মীয় জাদুঘরের জন্য নানা চিত্রকর্ম ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন।[৩৬]

ভারতের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং ভারতীয় দর্শন বিশ্ব সভায় যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরে বিশ্বের সুধীজনের সমাজে তার গৌরব বৃদ্ধির জন্য শিক্ষামন্ত্রী আযাদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের সম্পাদনায় দু'খণ্ডে History of the Philisphy : Eastern and Western প্রকাশ করেন।[৩৭]

আরো যেসকল জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আযাদ প্রতিষ্ঠা করেন তা নিম্নরূপ:

A. Indian Council for Cultural Relations

Dhaka University Institutional Repository

B. Council for Scientific and Industrial Research
C. Indian Council for Social Science research
D. The Indian institute of Science
E. The National Institute of Basic Education
F. Central Beauro of Textbook Research
G. The National Board of Audio and Visual Education
H. The Hindi Sikkha Samity
I. The Board of Scientific Terminology for Hindi

পরিকল্পনা প্রণয়ন:

মওলানা আযাদ স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনে টার্গেট তৈরি করে অগ্রসর হন। একে একে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, গঠিত হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক টেকসই ভারত। পরিকল্পনাগুলো হলো:

ক. প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন ও অবৈতনিক।
খ. মাধ্যমিক শিক্ষা হবে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে।
গ. শিক্ষা হতে হবে স্টান্ডার্ড মানের।
ঘ. বয়স্ক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার প্রতি তদারকি বাড়াতে হবে।
ঙ. নারী শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।
চ. গ্রামীণ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষত: তাদের কৃষি শিক্ষা ও হস্তশিল্প শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া জরুরি।
ছ. শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
জ. উন্নতমানের টেক্সটবই তৈরি করতে হবে।
ঝ. গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তা উন্নত করতে হবে।
ঞ. যুগোপযোগী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।
ট. কারিকুলাম এমনভাবে সাজাতে হবে; যাতে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার মেধা ও মননশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে।
ঠ. আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে সহযোগিতা নিয়ে কারিকুলাম সাজাতে হবে। বিশেষ করে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

নারী ও শিশু কল্যাণের উদ্যোগ গ্রহণ:

সদ্য স্বাধীন ভারতে নারী ও শিশুদের কল্যাণে কেবিনেটের অন্যান্য সদস্যের ন্যায় মওলানা আযাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর লোকসভার বক্তৃতায় এক প্রশ্নের জবাবে মওলানা আযাদ বলেন,

> 'স্বাধীন ভারত এক বিশাল ভূখন্ড। এখানে বসবাসকারী সকল মানুষকে নিয়ে সরকার পরিকল্পনা করে। বিশেষভাবে এই ভূমিতে বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠী নারী ও

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের জন্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করছে।'[৩৮]

ধর্মীয় শিক্ষায় গুরুত্বারোপ:

মওলানা আযাদ স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্মকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং ধর্মান্ধতা থেকে বাঁচানোর জন্য এক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতামুক্ত শিক্ষার ওপর জোর দিতেন। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আযাদ তার এক বক্তৃতায় বলেন,

> 'আমাদের বর্তমান সমস্যার মূলে অত্যুৎসাহী জড়বাদীরা নন, আমাদের সমস্যা ধর্মান্ধতার। এর সমাধান প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাতিল করা নয়, বরং আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ও সুস্থ ধরণের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা; যাতে গড়ে ওঠার মুখেই বিপথে চালিত বিশ্বাস দ্বারা প্রজন্ম প্রভাবিত না হয়।' [৩৯]

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা:

এক সময় ভারতে শিল্প-সাহিত্যের যথেষ্ট কদর থাকলেও ব্রিটিশের কাছে ভারতের স্বাধীনতা হারানোর পরে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সংস্কৃতির মূল্যায়ন তো করেনি, বরং শাসক জেমস্ মিল তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন,

> 'উপনিষদ এর নামে ভারতীয়রা যা নিয়ে মাতামাতি করে তা আসলে চাষা-ভুষোদের গান।'

ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে এসবের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। মওলানা আযাদ ১৯৪৯ সালের ২২ শে আগস্ট কলকাতায় প্রথমবারের মতো সর্বভারতীয় চারুশিল্প সম্মেলন আয়োজন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মওলানা আযাদ বলেন,

> "শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য এখনও আমাদের অটুট আছে তা অবিলম্বে রক্ষা করার উদ্যোগ নিতে হবে। চারুকলা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; হারিয়ে যাচ্ছে, কতগুলি সম্পদের এমন অবস্থা যে আর দেরি করলে এত ক্ষতি হবে যে তখন আর সেগুলিকে রক্ষ করা যাবে না। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের অতীতকে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমস্ত দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে প্রোৎসাহ যোগানোও সরকারের কর্তব্য।" [৪০]

সাহিত্য একাডেমি:

ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস এগুলিকে উৎসাহ দেয়া ও উন্নয়নের জন্য মওলানা আযাদ সাহিত্য একাডেমি গঠন করেন।

শিল্প একাডেমি:

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের গ্রাফিক প্লাস্টিক এবং ফলিত শিল্পসমূহের উন্নতি সাধন কল্পে মওলানার উদ্যোগে শিল্প একাডেমি গঠিত হয়।

নৃত্য নাটক এবং সঙ্গীত একাডেমি:

ভারতীয় নৃত্য এবং সঙ্গীতকে বিশ্বব্যাপি প্রসার এবং উন্নতির জন্য আযাদ নৃত্য ও নাটক একাডেমি গঠন করেন। এসকল প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি ও প্রসারে কাজ করা। পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেয়াও এদের কাজ। মওলানা এদের কাজ নির্ধারণের পাশাপাশি তাদের খরচের বাজেটও নির্ধারণ করে দেন। দেশীয় বিশ্বদ্যিালয়গুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিষয়ে সহযোগিতা করবে এই সকল প্রতিষ্ঠান।
মওলানা আযাদ নিজে ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতির জন্য দুটি একাডেমি গঠন করেন। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের উন্নয়ন একাডেমি লক্ষ্ণৌতে আর কর্ণাটক সঙ্গীতের উন্নয়ন একাডেমি চেন্নাইতে।

ভারতীয় জাতীয় কমিশন:

ইউনেস্কোকে সহযোগিতা করার জন্য ভারতীয় জাতীয় কমিশন গঠনের প্রাক্কালে মওলানা আযাদ এই কমিশনকে তিনটি সাব কমিশনে ভাগ করে দেন। যথা: শিক্ষা সাব কমিশন, সাংস্কৃতিক সাব কমিশন এবং বিজ্ঞান সাব কমিশন।
সাহিত্য একাডেমি, নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত একাডেমি এবং দৃশ্য শিল্প একাডেমি সাংস্কৃতিক সাব কমিশনের অধীনে চলে আসে। [৪১]
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় মওলানা আযাদও শিক্ষার সাথে শিল্পবোধের সমন্বয়কে জরুরি মনে করতেন। তা না হলে শিক্ষিত মানুষও অনেক ক্ষেত্রে শিল্প বা রুচিবোধের অভাবে ভোগে। আবার মওলানা এ-ও মনে করেন যে, সাধারণ মানুষের জীবন যদি শিল্প চেতনাবিহীন হয় তবে সমাজে উন্নতমানের শিল্পবিকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। শিল্পবিকাশে মওলানা আযাদ শিল্পীদের দায়িত্ব নিতে আহবান জানান। পাশাপাশি সরকারও এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে মওলানা আশ্বাস দেন।

ভাষার সংস্কার :

মওলানা আযাদ শুধু সমাজসংস্কার-ই করেননি; ভাষারও সংস্কার করেছেন। মওলানার সম্পাদিত Avj wnjv‡ji মাধ্যমে তিনি এক অপূর্ব মিষ্ট ভাষা-Avj wnjvjx উর্দুর জন্ম দিয়েছেন।
আযাদের উক্ত Avj wnjvjx উর্দু সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক ও পন্ডিত রামবাবু সাকসিনা বলেন,

> ‘স্যার সাইয়্যেদের সময়টাতে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রনে উর্দু ভাষা পান্ডিত্যে ও গাম্ভীর্যে পূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে প্রগতিবাদীদের পক্ষে তা রসহীন মনে হলে তাদের জন্য ভাষার স্বাদ ও জ্ঞানের তৃপ্তি মিশিয়ে আরবি-ফারসি শব্দে পূর্ণ এক রসালো ভাষার ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। এটা যদিও স্যার সাইয়্যেদ পদ্ধতির পরিপন্থী। কিন্তু জনগণের তৃপ্তির জন্যএই মধুকরী ভাষার প্রবর্তন করেন মওলানা আযাদ। এই উর্দুকে Avj wnjvjx উর্দু বলে; যা তিনি Avj wnjv‡j ব্যবহার করেছেন।’ [৪২]

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু ভাষার উন্নতির প্রচেষ্টা:

আলিগড়ে স্যার সৈয়দ আহমদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯০৩ সালের ৪ জানুয়ারি "অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স" প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লামা শিবলীর উদ্যোগে মওলানা আযাদ-কে ১৯০৩ সালের শেষ দিকে তাতে যুক্ত করা হয়। উর্দুর উন্নতিকে তারা কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে। আযাদ নিজ পত্রিকা ÕwjmvbmwmˋKÕ-এ প্রচার-প্রকাশনার মাধ্যমে উর্দুর উন্নতিতে অবদান রাখেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে স্বাধীনতার পরে উর্দুর ওপর আঘাত এলে মওলানা আযাদ তা সাহসের সাথে প্রতিহত করেন। আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দু-এর কেন্দ্রীয় দফতর দিল্লি হতে আলীগড়ে স্থানান্তর করে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করেন ও অর্থ বরাদ্দ করেন। [৪৩]

উর্দুকে ভারতের অন্যতম ভাষার স্বীকৃতিদান:

১৯৩৭ পরবর্তীতে উর্দু ভাষা ও তার ফারসি লিপির প্রশ্নে বিহারে মতবিরোধ হয়েছিল। এর নিরসনে সরকারের তরফে গঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে মওলানা আযাদ প্রয়াস চালান।
১৯৫৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির লালকেল্লা ও জামে মসজিদের সম্মুখস্থ উর্দু পার্কে অনুষ্ঠিত AvÄgv‡b Zvivˋx D'i বার্ষিক সম্মেলনে এই অনলবর্ষী বক্তা সভাপতিত্ব করে। উর্দু বান্ধব মওলানা জীবনের এই শেষ বক্তৃতায় উর্দু ভাষা এবং অন্যান্য ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বলেন:

ہندی بھارت کی سرکاری زبان ہوگی، لیکن اب اردو ملک کی
چودہ علاقائی زبانوں میں سے ایک ہے، دستور نے اس کی یہ
حیثیت تسلیم کر لی ہے۔ [44]

অর্থ: স্বাধীন ভারতে হিন্দী হবে সরকারি ভাষা। তবে উর্দু ভাষা ভারতের সরকার স্বীকৃত অন্যান্য চৌদ্দটি ভাষার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত হবে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই স্বীকৃতি দিয়েছে।

আযাদ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দুচর্চা:

কাজ সারবার মতো ইংরেজি ভাষা মওলানা আযাদ তার বাল্যকালেই আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন কিন্তু ইংরেজদের সাথেও তিনি নিজের ভাষা উর্দু ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতেন না। মাতৃভাষার এতোবড় ভক্ত আযাদ ছাড়া আর ক'জন এই ধরায় জন্মেছে তা বলা মুশকিল। [৪৫]
স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন Amn‡hvM I eqK‡Ui সময়টাতে মওলানা আযাদ ও গান্ধীজি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উর্দু ভাষী এলাকায় গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানসমূহে উর্দু ভাষাকেই পাঠের মাধ্যম বানিয়েছেন।

এভাবে মওলানা আযাদ তার প্রিয় ভাষা উর্দুর বড় সেবা করেছেন। তিনি উর্দুকে আপন করে নিয়েছিলেন। এই ত্যাগ ও পদক্ষেপের ফলে উর্দু ভাষা বিকশিত হয়ে আজ শুধু উপমহাদেশে নয়; এশিয়াকে ছাড়িয়ে উর্দু ভাষা বিশ্ব জয় করতে চলেছে। এ কারণেই মওলানা আযাদ এখানে এতোটা প্রাসঙ্গিক।

উর্দুর জন্য অর্থ বরাদ্দ:

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে একটি তামিল এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশনার জন্য আশি হাজার টাকা এবং উর্দু গ্রন্থের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান wkej x GKv‡Wwgi জন্য ষাট হাজার টাকা এককালীন অনুদান দেবার প্রস্তাব করতেই উগ্র হিন্দিপ্রেমী পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন এবং গোবিন্দ দাস এর বিরোধিতা করেন। তারা প্রকাশ্যে বলেন, এভাবে অনুদান প্রদান ভারতের সরকারি ভাষা হিন্দির প্রচার ও প্রসারে সরকারের অনীহার দ্যোতক এবং ইসলামি সংস্কৃতি প্রচারের নিদর্শন। সে সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত অর্থবছরে চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে সংবিধানে স্বীকৃত ভাষা তামিল বা উর্দুর জন্য ঐ সামান্য অর্থ বরাদ্দ করায় সদস্যদের আপত্তির জন্য শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আযাদ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অত:পর সঙ্কীর্ণ হিন্দিপ্রেমিদের উদ্দেশ করে ১৯৫৪ সালের ২৯ শে মার্চ লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রী আযাদ বলেন,

> 'উর্দু কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাষা নয়; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ও আরো অনেকে এই ভাষার সঙ্গে সমানভাবে পরিচিত। আর যদি কেবল মুসলমানরাই এই ভাষায় কথা বলতেন-যা অবশ্য সত্য নয়-তাহলেও ভারতে সাড়ে চার কোটি মুসলমান রয়েছেন না? যে প্রতিষ্ঠান উর্দু ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য সেবা করছেন, তাকে যদি ষাট হাজার টাকা দেওয়া যায় তাহলে এটা মুসলিম সংস্কৃতির প্রসারের প্রয়াস আখ্যা দিয়ে কি এর বিরোধিতা ও বিরূপ সমালোচনা করা হবে? এর বিরোধিরা কি এই জন্য এব সমালোচনা করেন যে তারা হিন্দিপ্রেমী? তা নয়। আসলে অপর কোনো ভাষার উন্নতি তাদের পছন্দ নয় বলেই এই প্রতিবাদ।
>
> আপনারা সুউচ্চ শিখরে ওঠার অভিলাষী হলে অবশ্যই উঠুন, কিন্তু তা অপর কাউকে পদদলিত করে নয়। কেননা; এটা কোনো সঠিক পন্থা নয়।' [৪৬]

এভাবে মওলানা আযাদ সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে অন্যান্য ভাষার ন্যায় উর্দুর উন্নয়নে অবদান রাখেন।

গালিবের মাযার সংরক্ষণের উদ্যোগ:

মির্জা গালিব উর্দু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তার মাযার দিল্লিতে নিযামুদ্দিন আওলিয়ার মাযাদের পার্শ্বেই অবস্থিত। এই মাযারের বিল্ডিং সংস্কারের অভাবে খসে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। মওলানা আযাদ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকাকালে লোকসভায় এই ইমারত সংস্কারের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান,

> 'প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংস্কারের কাজটি মূলত আর্কিওলোাজিক্যাল বিভাগের অধীনে ন্যস্ত, যা রাজ্য সরকারের বাস্তবায়নের বিষয়। তারপরও মাযারখানা যেহেতু একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মাযারখানা সংস্কারের ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে বিশেষ তাগিদ ও সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।' [৪৭]

অবশ্য পরবর্তীতে মওলানা আযাদের বিশেষ উদ্যোগে উক্ত মাযার সংস্কার করা হয়।

তথ্যসূত্র:

০১. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, mgvRKg: BwZnvm I 'kb(ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ১১২-১৩
০২. এ.টি.এম হানিফ উদ্দিন (সম্পাদক), mgvRKj¨vY, 1g cÎ (গাজীপুর: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪), পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

০৩. এ.টি.এম হানিফ উদ্দিন (সম্পাদক), mgvRKj¨vY, 1g cÎ, c‡ev³, পৃ. ৩৩-৩৫
০৪. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, mgvRKg: BwZnvm I ‘kb (ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ৫৬৫
০৫. ধর্মগোলা: সনাতন যুগে ধর্মের কাজে ব্যয়ের জন্য কিছু ধান-চাল পৃথকভাবে গোলাজাত করা হতো; উহা ধর্মগোলা। দুঃস্থনিবাস: সনাতন আমলে বর্তমান যুগের ন্যায় দরিদ্র লোকদের লালন-পালনের জন্য বিত্তশালীদের কর্তৃক তৈরী আশ্রয়কেন্দ্র।
০৬. সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৫
০৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, eLvix kixd, 4_ LÐ (evsjv),(XvKv: Bmjvg K dvD‡Ûkb evsjv‡‘k,2008), nvw‘m bs 2280, Aa¨vq:1527, c. 247
০৮. ইমাম মুহাম্মদ, wiqv‘m mv‡jwnb, eve Kvhv-B nvIqvwqwRj gmwjwgb, হাদিস নং ২৫০/ আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৪৬
০৯. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i (দিল্লি: উর্দু একাডেমি দিল্লি, ২০১৪), পৃ. ৪৫
১০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৬১
১১. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল, ২০০৩), পৃ. ২১২
১২. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ.২২৯
১৩. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮,
১৪. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২,
১৫. ফারুক আরগালি, Avqbv‡q Avej Kvjvg Avhv‘ (নয়াদিল্লি: ফরিদ বুক ডিপো,২০০৫), পৃ. ৪৫৬
১৬. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-৫৫
১৭. রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘; GK nvgvwMi kLwQq¨vZ (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯), পৃ. ৪০৪
১৮. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj,(ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ১৩৮
১৯. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvš Í‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৯
২০. শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯৯
২১. শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘‡K cvm‡cvU Kv Lwdqv dvBj (নয়াদিল্লি: আনজুমানে তারাক্কী উর্দু, ১৯৮৭), পৃ. ১১-১২
২২. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmvZ-cqMvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
২৩. শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮৩
২৪. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨vZ-wmqvmvZ-cqMvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০
২৫. ড. মুশতাক আহমদ, kvqLj Bmjvg ûmvqb Avng‘ gv‘vbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ২৭৪
২৬. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
২৭. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ১৬
২৮. আল কুরআন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫২ তম সংস্করণ, ২০১৭), miv Av‡j Bgivb, আয়াত: ১১০
২৯. খলীক আনজুম, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨Z AvIi Kvibv‡g(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ২০৩-২০৪
৩০. সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÔm gIjvbv: 2q LÛ (নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ. ২৭৯
৩১. মওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোর: আদাবিস্তানে বায়রুনে মুচি দরজা, ১৯৪৫), পৃ. ১৬
৩২. মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, hM hMvš Í‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩৭৯/
শফিক আহমদ, gIjvbv †Mvjvg ivmj †g‡ni, nvqvZ AvIi Kvibv‡g (লাহোর: মজলিসে তারাক্কী আদব, ১৯৮৮) পৃ. ১৯১
৩৩. সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i, প্রাগুক্ত, পৃ . ২১৬
৩৪. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl: 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১৯৮০, পৃ. ২৯৭
৩৫. বল্লিকীপ্রসাদ সিং, fviZ wewPÎv-b‡f¤i-wW‡m¤i 2012 msL¨v, পৃ. ৩৪
৩৬. বল্লিকীপ্রসাদ সিং, fviZ wewPÎv-b‡f¤i-wW‡m¤i 2012 msL¨v, পৃ. ৩৪-৩৫
৩৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৫১
38. Dr. Rabindra Kumar, *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992) ,V-7, Doc. No.-41, P-102-103
৩৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, cv, ³, পৃ. ২৪৮
৪০. স্বপন মুখোপাধ্যায়, wekw_K †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৫), পৃ. ২০০
৪১. স্বপন মুখোপাধ্যায়, wekw_K †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
৪২. শায়খ মো: ইকরাম, gvI‡R KvImvi (লাহোর: এদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৬২), পৃ. ২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i,(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৯২
৪৪. মালেক রাম, KQ Avej Kvjvg Avhv‘ †K ev‡i †g (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১), পৃ. ৮৬
৪৫. আবুল ফজল, wbewPZ ceÜ msKjb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৫৬
৪৬. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŝjvbv Avej Kvjvg AvRv‘, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৯-২৫০
47. Dr. Rabindra Kumar, *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992) ,V-9, Item No.-175, P-213

খ. অনুচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাঁদেরকে রাজনীতির মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা

মওলানা আবুল কালাম আযাদ সমগ্র ভারতবাসী বিশেষতঃ মুসলিম জনসাধারণের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তাদের মানসিক শক্তি ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্কিম বাস্তবায়ন করেছেন। পিছিয়ে পড়া ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির মূল ধারায় আনয়নের জন্য হেন কোন পদক্ষেপ নেই যা মওলানা গ্রহণ করেননি। আজো ভারতবাসী এর সুফল ভোগ করছে। নিম্নে এরূপ পদক্ষেপ বিবৃত হলো।

মুসলিম সমাজের উন্নতি জন্য-ই রাজনীতিতে যোগদান:

আযাদের রাজনীতির সূচনাতে-ই মুসলমানদের উন্নতির চিন্তা নিহীত ছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন তাদের শাসন চিরস্থায়ী করতে ও ভারতীয়দের শক্তি খর্ব করতে e½f½ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বিখন্ডিত হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পাওয়া যাবে। কেননা, তখন ভারতীয় ও বঙ্গের মুসলমানগণ ছিলো পশ্চাদ্‌পদী। ১৯০৫ সালের e½f½ তাদের মনোবল আরো ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে ব্রিটিশের ক্রীড়নকে পরিণত করে। এমনকি ব্রিটিশ ল্যাফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে বলেন,

"মুসলমানগণকে সরকার তার আদুরে স্ত্রী মনে করে।"

এভাবেই উপমহাদেশ মুসলমানগণ স্বাধীনতাকামীদের চোখে শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সর্বত্র তারা সন্দেহের পাত্রে পরিণত হয়। মওলানা আযাদ ১৯০৫ সালেই বঙ্গবাসী তথা মুসলমানদের হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। সকল মুসলমানের বিষয়ে স্বাধীনতাকামীদের পক্ষ থেকে যে অমূলক ধারণা ও সন্দেহ ছিল তা অপনোদনের জন্য মওলানা আযাদ আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মুসলমানদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শ্রোতে আনয়ন করেন। কর্মী তৈরী ও নেতা তৈরী করাসহ রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ ও চেতনার উদয় হয়। মওলানার ধারণা, উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ সরকার পিছু হটলে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাবে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭ সালে ভারতীয়গণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানগণ তাদের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। [১]

ইংরেজ শাসকেরা ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের হাত থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। উক্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমান সম্প্রদায় শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিলো নেহাত কম। কেননা ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানগণ মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন। অল্প সংখ্যক মুসলমান যারা স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদেরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম ব্যক্তিত্ব বদরুদ্দিন তৈয়বজির হাত ধরে ১৯৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মনীষী তৈয়বজি ভেবেছিলেন, মুসলমানগণ দলে দলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশসেরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এর মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রভূত উন্নতি ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। কালক্রমে কংগ্রেস দেশসেরা ও ভারতের সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হলো। কংগ্রেসের হাত ধরেই ভারতের স্বাধীনতা এলো বটে। কিন্তু তাতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অন্যান্য ধর্মীয় লোকেরা বিপুল সংখ্যায় এতে যোগ দেয়। ফলে এক পর্যায়ে কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুসলিম স্বার্থ উক্ষিত হতে থাকে। কেননা ওয়ার্কিং কমিটির বেশি সদস্য অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের।

সেই ঘুমন্ত মুসলিম জাতির মধ্য থেকে যে ক'জন মুসলমান রাজনীতিতে সাহস করে এসেছিলেন মওলানা আযাদ তাদের অগ্রণী পুরুষ। ১৯০৬ সাশে ঢাকায় মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সে gmwjg jxM নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গঠিত হওয়ার পরে ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ-ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। কালের পরিক্রমায় এখানে হিন্দুদের আধিক্য, তাদের সাথে মতানৈক্য, মুসলমানদের জন্য সম্মানজনক পদ-পজিশনের অভাব, মুসলিম স্বার্থানুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঁধা ইত্যাদি দেখে ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে গেলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, মুসলিম স্বতন্ত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান 0gmwjg jx‡M0।

কিন্তু এই প্রচণ্ড স্রোতের প্রতিকূলে তরী বেয়ে যিনি কংগ্রেস আঁকড়ে থেকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক অবস্থান শক্ত করা ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় আজীবন অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনিই মওলানা আযাদ। যার রাজনীতিতে যোগদান ও দেশসেবায় অংশগ্রহণ পুরোটাই ভারতীয়দের জন্য নিবেদিত। বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তো বটেই।

মুসলমানদের রাজনীতির মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা:

মওলানা আযাদ শুধু একজন রাজনীতিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন রাজনীতির এক প্রতিষ্ঠানতুল্য। আযাদ ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপর বৃহৎ স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। অনেক রাজনীতিক তার স্বধর্মীয়দের উক্ত প্রতিষ্ঠানে এই ভয়ে আনয়ন করেন না, পাছে তারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাড়ায়। মওলানা আযাদ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি জীবনের শুরু থেকেই মুসলমানদেরকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় আনয়নের চেষ্টা করেছেন। তাদেরকে উপযুক্ত পদে পদায়নের আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। অনেক মুসলিম রাজনীতিক মওলানার হাতে গড়া ও তাঁর নিকট ঋণী। যেমনঃ

পাঞ্জাবের মূখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াত খান-

এই ব্যক্তি পাঞ্জাবের এক প্রভাবশালী নেতা ও রাজনীতিক। দীর্ঘদিন রাজনীতি করার দরুন পাঞ্জাবে যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তেমনি প্রাদেশিক সরকারের মূখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে গভর্নর সেখানে মুসলিম লীগকে ক্ষমতা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করলে মওলানা আযাদ সেখানে কংগ্রেস নেতা ও পাঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খিজির হায়াত খান-কে সরকার গঠনের ব্যবস্থা করে দিয়ে একজন মুসলমান নেতাকে উপযুক্ত স্থান করে দেন। [২]

ব্যারিস্টার আসফ আলি-

Dhaka University Institutional Repository

এই কংগ্রেস মুসলিম নেতা একজন নামকরা ব্যারিস্টার হিসেবে কোর্টপাড়ায় ব্যাপক যশ-খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। উপার্জনের পসারও ছিল বেশ। কিন্তু খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে জড়িয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথেই থাকেন। ফল স্বরূপ ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের বড় লাটের আমন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলে মওলানা আযাদ সেই সময়ে উক্ত সরকারে নিজের স্থান জনাব আসফ আলীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মওলানা আযাদের ভাষায়,

'আমি আসফ আলীকে মন্ত্রিপরিষদে নেওয়ার জন্য (কংগ্রেসকে) পরামর্শ দিলাম।' [৩]

ডা: সৈয়দ মাহমুদ হোসেন-

ডা: সৈয়দ মাহমুদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম একজন আস্থাভাজন মুসলিম নেতা। ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রধান পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আর চারটিতে পায় একক বৃহত্তম দলের মর্যাদা। এসব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের বেলায় যে নেতা যেখানে যত বিখ্যাত তাকে সেখানে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যত্যয় হয় শুধু মুম্বাই আর বিহারে। মুম্বাইতে পার্শি নেতা শ্রীযুক্ত নরিমানের বদলে হিন্দু নেতা বি. জি. খের-কে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। এবং বিহারেও সেখানকার সর্বোচ্চ নেতা ও তৎকালীন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডা: সৈয়দ মাহমুদকে বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী করা হয় এক হিন্দু নেতা শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-কে। কংগ্রেসের এই সাম্প্রদায়িক চরিত্রে মওলানা ব্যথিত হন। ডা: মাহমুদও যারপর নাই কষ্ট পান। এটা পুষিয়ে দিতে মওলানা আযাদের চেষ্টায় সেই কেবিনেটে সৈয়দ মাহমুদ মন্ত্রী হন। এবং ১৯৪০ সালে মওলানা আযাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে ডা: মাহমুদ, আসফ আলি ও খান আব্দুল গফ্ফার খান-কে অনেক চেষ্টায় অর্ন্তভুক্ত করেন। মওলানা আযাদ বলেন,

'রামগড় কংগ্রেসের পর আমি যে অনেক কষ্টে তাঁকে (ডা: মাহমুদ-কে) আমার ওয়ার্কিং কমিটিতে রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম, এটা তিনি জানতেন।' [৪]

ডা: রফি আহমদ কিদওয়ায়ী-

ডা: রফি আহমদ কিদওয়ায়ী একজন ভদ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা। উত্তর প্রদেশ এবং কলকাতায় তাঁর ছিল ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি। উত্তর প্রদেশে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনীতির জন্য ত্যাগ স্বরূপ তাঁর আপন ভ্রাতা শফি শাহাদাত বরণ করেন। কংগ্রেসের বিশেষ পরামর্শদাতাও তিনি। এই ভদ্র লোককেও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার জন্য মওলানা আযাদ ত্যাগ করেন। তাঁর নামে কলকাতায় একটি সড়কের নাম করণ করা হয়েছে। কলকাতায় মওলানা আযাদ কলেজ ও পশ্চিম বঙ্গ উর্দু একাডেমি এই সড়কে অবস্থিত। [৫]

ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী-

১৯৩০ সালে লবন আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ডাঃ আনসারী-কে মওলানা আযাদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করে রাজনীতিতে তাদের মূল্যায়ন করা হয়। [৬]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ., মওলানা মাহমুদ হাসান রহ., হাকীম আজমল খান, খান আব্দুল গফ্ফার খান, মওলানা আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী ও হুমায়ুন কবির প্রমূখ ব্যক্তিবর্গকে তিনি রাজনীতিতে উপযুক্ত আসন প্রদানের জন্য অবিরাম চেষ্টা করেন।
আজো ভারতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের রাজনীতির যে ধারাবাহিকতা বিরাজমান; তার বেশিরভাগ কৃতিত্ব বিশ্বপথিক মওলানা আযাদের ওপর বর্তায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-মাদরাসা স্থাপন:

১৮৯৯ এর শুরুতে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আযাদের কর্মজীবন শুরু। ১৯০৩ সালে যখন তিনি মাত্র পনের বছরের যুবক এবং দরসে নিযামিয়া অনুসারে শিক্ষা থেকে ফারেগ হয়েছেন; তখন তার পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন প্রায় পনেরজন মুসলিম শিক্ষার্থী একত্রিত করেন যাদেরকে মওলানা আযাদ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চতর দর্শন, গণিত, ভূগোল, ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাই পড়াশুনার প্রতি মওলানার আকর্ষণ চিরায়ত। নিজে যেভাবে পড়াশুনা পছন্দ করতেন। তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তিনি ছিলেন উদারচেতা। তারই ধারাবাহিকতায়

ক. ১৯১৫ সাল মোতাবেক ১৩৩২ হিজরি সালের ১লা রমযান মওলানা আযাদ কলকাতায় থাকাকালীন কুরআন ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ৪৫ নং রিপন স্ট্রিট, কলকাতায় Ô'viæj Bikv'Ô নামে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। এখানে পড়াশুনার পাশাপাশি যুবকদের জন্য আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে মওলানা আযাদ মুসলমান যুবকদের ফোরাম হিসেবে 'wnhe jøvn' গঠন করেন।

খ. ১৯১৬ সালের মার্চ থেকে ১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিহার প্রদেশের রাঁচির অন্তর্গত মোরাবাদী নামক গ্রামে মওলানা আযাদকে নজরবন্দী রাখা হয়। মওলানা আযাদ এই বন্দী যামানায় সেখানে AvÄgv‡b Bmjwgqv iwP নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য হলো:

১। মুসলমানদের সংশোধন
২। শিক্ষার বিস্তার
৩। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা
৪। ধর্মীয় সংশোধন ও
৫। সাহিত্যের বিকাশ। [৭]

গ. মওলানা আযাদ বিহারের রাঁচিতে থাকাকালীন সেখানে একটি gv'ivmv-G Bmjwgqv প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ. বিহারে মুসলমানদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত হয়।

ঙ. অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা আযাদের আহবানে সাড়া দিয়ে KjKvZv miKwi Awjqv gv'ivmvi একদল শিক্ষার্থী miKwi gv'ivmv বয়কট করলে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য মওলানা আযাদ ১৯২০ সালের ১৩ই

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর কলকাতার বড় বাজারস্থ নাখোদা মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজি নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

চ. মওলানা আযাদ দিল্লির বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এর সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে মুসলমানের এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠনে পরিণত করেন। [৮]

ছ. স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'-কে হিন্দুদের আক্রমন থেকে রক্ষ করেন। পচিালনা পর্ষদ পুনর্গঠন ও আধুনিক সিলেবাস প্রণয়ন করে একে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করেন। [৯]

জ. হায়দারাবাদ উসমানি ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি শিক্ষা বিভাগ চালু করে সময়ের প্রয়োজন পূরণে অবদান রাখেন। [১০]

মুসলিম ছাত্রদেরকে ইসলামি শিক্ষা অর্জনে উৎসাহ প্রদান:

মওলানা আযাদ ইসলামের ঐতিহ্যের ধারক। ১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে নিজ বক্তৃতায় ছাত্রদেরকে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে ইসলামি শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার তাগিদ দিয়ে বলেন,

> 'আপনারা এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে নিবেন।
> সরকারও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করবে।' [১১]

মুসলমানদের দেশভাগ না মানতে আহবান করেন:

যখন উগ্র হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অদূরদর্শী কিছু মানুষ দেশভাগের জন্য উঠেপড়ে লাগে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের আরো দুর্বল বানানোর প্রচেষ্টা চালায়; মওলানা আযাদ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। নানা উপায়ে ভারতভাগ ঠেকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু উন্মাদনার সামনে সব ভেস্তে যায়। ভারতভাগের পরে সে কথা স্মরণ করে মওলানা মুসলিম জনসমাবেশকে বলেন,

> ১৯৪৬-এর ১৫ এপ্রিলের বিবৃতিতে দ্বিধাহীন ভাষায় ভারতীয় মুসলমানদের আমি হুঁশিয়ার করেছিলাম। আমি তখন বলেছিলাম, দেশভাগ বাস্তবে যদি হয় তাহলে তারা ঘুম ভেঙ্গে একদিন দেখবে, মুসলমানদের সংখ্যাধিক অংশ পাকিস্তান চলে গেছে এবং বাকীরা সামান্য আর ফালতু সংখ্যালঘু হয়ে ভারতের মাটিতে পড়ে থাকছে। সুতরাং ভারতভাগ কোনমতেই কোন মুসলমান মেনে নিতে পারে না। [১২]

দেশভাগের পরে মুসলমানদের ত্রাণকর্তা মওলানা আযাদ:

দেশভাগের পরে ভারতীয় ভূখন্ড থেকে রাতারাতি gmwjg jxM নিজেদেরকে গুটিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলে ভারতীয় মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট কয়েক কোটি মুসলমান অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে। ভারতের মাটিতে সংখ্যালঘু মুসলমান আরো সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ায় অন্য ধর্মীয় লোকেরা তাদের উপর হামলা করে। মুসলমানদের ঘরবাড়িতে ব্যাপক লুটতরাজ আরম্ভ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের সম্ভ্রম লুট হতে থাকে। জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য শিশুদের হত্যা করা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমানগণ শেষ আশ্রয় হিসেবে মওলানা আযাদের দ্বারস্থ হলে আযাদ তাদেরকে আগলে রাখেন। মুসলমানদের অমূলক ভীতি দূর করার চেষ্টা করেন। নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁবু খাটিয়ে অসংখ্য অসহায়-সন্ত্রস্ত মুসলমানকে জান-মালসহ ঠাঁই দেন। মুসলমানদের ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেন মওলানা আযাদ। দিশেহারা মুসলমানদের মনে সাহস সঞ্চার করার জন্য, অমূলক ভয়-ভীতি মন থেকে দূর করার জন্য, হামলা-খুনের ভয়ে দলে দলে দেশ ত্যাগকারী মুসলমানদেরকে তাদের পিতৃভিটায় নির্ভয়ে স্থির থাকার জন্য প্রবোধ দিতে ১৯৪৭ সালের ২২ শে অক্টোবর দিল্লি জামে মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে এক বিশাল মুসলিম জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। অভিভাষণে মওলানা আযাদ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বলেন,

> میرے بھائیوں! یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو! مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا۔ اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔
> عزیزو! اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو، جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارے جوش و خروش بیجا تھا، اسی طرح آج یہ تمہارا خوف و ہراس بھی بیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی، مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمانوں کو نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔[13] .

অর্থ: ভাইয়েরা আমার! এই পলায়নপর জীবন যাকে আপনারা হিজরত বলছেন, এ ব্যাপারে আরো ভেবে দেখুন। মনকে শক্ত করুন। মাথা খাটান। পুনরায় ভেবে দেখুন, আপনাদের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দ্রুত গ্রহণ করার ফলে ভুল হতে পারে। আবারো ভেবে দেখুন, কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন যাচ্ছেন?

দেখুন, জামে মসজিদের এই মিনার আপনাদেরকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করছে, আপনারা আপনাদের ইতিহাসের পাতাগুলি কোথায় হারিয়ে ফেললেন। এই তো সেদিনের কথা, আপনাদের কাফেলা যমুনা নদীর পাড়ে বিজয়ী বেশে ওযু করেছে। আর সেখানে আপনারা নির্ভয়ে বাস করতেই ভয় পাচ্ছেন? অথচ দিল্লি আপনাদের রক্তে সিঞ্চিত এক নগরীর নাম।

আমার প্রিয়জনেরা! আপনারা নিজেদের চিন্তা চেতনায় এক বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন করুন। যেভাবে পূর্বে আপনাদের অতি উল্লাস ও দেশভাগে উৎসাহ অমূলক ছিল, তেমনি আজকের ভয়-ভীতিও অমূলক। মুসলমান এবং ভীরুতা, মুসলমান এবং শঙ্কা একত্রে থাকতে পারে না। সত্যিকার মুসলমানকে কোন ধমকি হেলাতে পারে না এবং কোন ভয় তাকে কাবু করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরী:

মওলানা আযাদ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈনি করেও তাদেরকে মূল সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছেন। যেমনঃ

K. ১৯১৩ সালে মুসলিম যুবকদের ফোরাম হিসেবে Rwgqv‡Z wnhe j øvn ও Zvni x‡K bh‡g RvgvÛAvZ গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে যুব সমাজ মাদক ও সন্ত্রাস থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সা. জন্য নিজেদেরকে সপে দেয়ার কাজে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। [১৪]

খ. মুসলমানদেরকে অধিক মাত্রায় সুসংগঠিত করার মানসে ১৯২৭ সালে gmwj g b¨vkbwj ÷ cwU(GgGbwc) গঠন করেন। মওলানা এর সভাপতি নির্বাচিত হন। যথাক্রমে ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারি সেক্রেটারী ও মওলানা তাসাদ্দুক হুসাইন খান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

০১. ফারুক আরগালি, Avqbv‡q Avej Kvjvg Avhv‘ (নয়াদিল্লিঃ ফরিদ বুক ডিপো,২০০৫), পৃ. ২৪৬

০২. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকাঃ ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮), পৃ. ১২৬

০৩. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, cv¸³, পৃ. ১৫৯, ১৭১

০৪. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, cv¸³, পৃ. ১৬, ১২৪

০৫. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, cv¸³, পৃ. ১৬২

০৬. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, পৃ. ১২

০৭. আবদুল কবি দাসনবী, Zvjv‡k Avhv‘(নয়াদিল্লিঃ মাকতাবায়ে জামেয়া লিঃ, ২০১১), পৃ. ৯২

০৮. ড. সাইয়্যেদ শাহেদ আলী, gmjgvbv‡b wn›‘ (দিল্লিঃ কিতাবী দুনিয়া, ২০০৩), পৃ. ৮৪

০৯. সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i (দিল্লিঃ উর্দু একাডেমি,২০১৪), পৃ. ৯৭

১০ সম্পাদনা পরিষদ, BIqv‡b D‘ Kv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i, cv¸³, পৃ. ১৮৮

11. Dr. Rabindra Kumar, *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992) ,V-4, P-46

১২. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, cv¸³, পৃ. ২০৯

১৩. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmwZI cqMvg(নয়াদিল্লিঃ কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ. ২৬০

১৪. ফারুক আরগালি, Avqbv‡q Avej Kvjvg Avhv‘, cv¸³, পৃ. ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

গ. অনুচ্ছেদ

ভারতভাগের ক্রান্তিকালে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসহায় মানবতার কল্যাণে মওলানা আযাদ

মওলানা আযাদ ব্যক্তিগতভাবে একজন মানবতাবাদী ছিলেন। স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে একজন মরদে মুমিনের চরিত্রে দীপ্যমান ব্যক্তিত্ব। শত্রুগণ পর্যন্ত তাঁকে এ কারণে সম্মান করতো। মানবতার কল্যাণে যখন যেখানে যা করা দরকার তা করতে মওলানা কখনো পিছপা হননি। এর অনেক উদাহরণ আছে। যেমনঃ

১৯৪৬ সালে দেশভাগের সামান্য পূর্বকালে কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শেষ হতে না হতেই নোয়াখালী আর বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়। মার্চে তা দেখা দেয় পাঞ্জাবে। শুরুতে দাঙ্গা লাহোরে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশঃ তা রাওয়ালপিন্ডির ভিতরে বাহিরে ছড়িয়ে পড়ে সকলকে গ্রাস করে। বস্তুত লাহোর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাবাদের রণস্থলে পরিণত হয়।

১৯৪৬ সালের আগস্টে কলকাতার দাঙ্গা নিয়ন্ত্রনে জরুরি পদক্ষেপ না নেয়ায় মওলানা আযাদ বাংলা সরকার ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কঠোর নিন্দা করেন। ১৪৪ ধারা জারি করতে ও সৈন্যবাহিনীর সহায়তা নিতে দেরি করে দাঙ্গা চলতে সহায়তা করায় এবং ১৬ই আগস্ট সার্বজনীন ছুটি ঘোষণা করে কলকাতার সমাজ বিরোধীদের মনোবল বৃদ্ধির সহায়তা করার জন্য প্রশাসন বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা করেন। অনুরূপভাবে নোয়াখালীতে হিন্দু নিগ্রহের দাঙ্গারও তীব্র ভর্ৎসনা করে আযাদ এ জাতীয় দুষ্কর্মকে ইসলাম বিরোধী ঘোষণা করেন।[১]

তবে এই সময়টাতে জওহারলাল নেহেরু প্রথম যোগ্য প্রশাসকের পরিচয় দেন। কলকাতার দাঙ্গার পরপরই নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হলে সেখানে হিন্দুদের সীমাহীন ক্ষতি হয়। বিহারের হিন্দুরা নোয়াখালীতে হিন্দুদের ওপর আক্রমনের খবর শুনে বিহারের মুসলমানদের ওপর আক্রমন শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করে। সারা বিহারে শুরু হয় মুসলমান নিধনের তান্ডবলীলা। প্রাদেশিক সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থ হলে অগত্যা কেন্দ্রীয় সরকারকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। মওলানা আযাদ বলেন,

> 'কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে কঠোরভাবে মুসলিম নিধনযজ্ঞ বন্ধ করার চেষ্টায় জওহারলাল-কে নিয়োজিত দেখে আমি অভিভূত হই।' [২]

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার অরুণোদয় পালনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। লোকে আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। কিন্তু এই আনন্দের আয়ু দু'দিন না পেরোতেই চারিদিক থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরে রাজধানীতে শোক আর বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে। খুন, মৃত্যু আর নৃশংসতার খবর মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলে।

দিল্লিতে মুসলমানদের পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়। সরকার নিয়োজিত বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট এবং সৈন্যবাহিনীর লোকেরাও মুসলমানদের হত্যা আর লুটপাটে অংশ নেয়।

তবে মওলানার মতে, ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের লোমহর্ষক ঘটনার সময়টাতে প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু একজন প্রজাহিতৈষী প্রশাসকের পরিচয় দেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য মেনে নেয়া উচিত নয়। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলের অধিকারও সমান। [৩]

সরদার প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কাজেই দিল্লির প্রশাসন ছিল সরাসরি তার অধীনে। নরহত্যা আর গৃহদাহের ঘটনা ক্রমশ:ই বেড়ে চলায় একদিন গান্ধীজি সরদার প্যাটেলকে ডেকে পাঠালেন। জবাবে প্যাটেল বললেন,

> 'যেসব রিপোর্ট তিনি শুনেছেন তা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে; মুসলমানদের ভয় পাওয়ার বা অভিযোগ করার মত তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।'

মওলানা আযাদ বলেন, একদিনের ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তিনজন বসে আছি। জওহারলাল গভীর দু:খের সাথে বললেন,

> মুসলমানেরা যেভাবে কুকুর-বিড়ালের মতো খুন হচ্ছে, তাতে তার পক্ষে দিল্লিতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে এই কারণে যে, তাদের বাঁচাবার তার কোন ক্ষমতা নেই। বিবেকের জ্বালায় সারাক্ষণ তিনি ছটফট করছেন, কেননা লোকে এসে যখস নালিশ জানায় তাদের তিনি কী জবাব দেবেন? জওহারলাল বারবার বলতে লাগলেন যে, এই অবস্থা তার কাছে অসহ্য ঠেকছে এবং বিবেকের দংশনে এক মুহূর্ত তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। [৪]

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ভারতবন্ধু মওলানা আযাদ নিজ বাড়ির অঙ্গিনায় সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে উদ্বাস্তু, গৃহহারা ও নির্যাতিত মানবতার জান-মালের হেফাজত করেন। শহরে ঘুরে ঘুরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনে নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। মওলানা আযাদের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নিকান্ড, খুন আর দাঙ্গার এই সময়টাতে সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে আমি দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছি। দেখেছি, মুসলমানেরা একেবারে মুষড়ে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে যারপরনাই একটা অসহায়ত্বের ভাব। অনেকেই আমার বাড়িতে এসেছিলেন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। শহরের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং নামজাদা পরিবারের লোকেরা আমার কাছে আসেন সম্পূর্ণ নি:স্ব অবস্থায়; পরনের কাপড়টুকু ছাড়া নিজের বলতে দুনিয়ায় আর কিছুই তাদের অবশিষ্ট ছিল না। কারো কারো প্রকাশ্য দিবালোকে বেরোবার সাহস হয়নি; তারা মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে এসেছেন সামরিক প্রহরা নিয়ে। আমার বাড়িতে শরণার্থীর ভিরে এমন অবস্থা যে, শেষ পর্যন্ত কম্পাউন্ডে তাঁবু খাটাতে হলো। ধনী-গরীব, আবাল-বৃদ্ধ সব ধরণের এবং সব অবস্থার মেয়ে-পুরুষ প্রাণের ভয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে রইল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাড়ালো যে, আমরা ঠিক করলাম মুসলমানদের একত্র করে তাঁবুতে পাহাড়া দিয়ে রাখতে হবে। এই রকমের একটি শিবির করা হলো পুরানো লাল কেল্লায়ও। [৫]

দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধের দাবিতে গান্ধীজির অনশন:

ভারত ভাগের পরে দেশজুড়ে যখন চারিদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। শত চেষ্টায়ও এহেন অন্যায় বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় গান্ধীজি ভারতের নানা প্রান্তে সংঘটিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনতিবিলম্বে বন্ধের দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১২ ই জানুয়ারি অনশন শুরু করেন। এতে সারা ভারতে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। অনশন তুলে নেয়ার জন্য গান্ধীজি কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন। তা নিম্নরূপ:

১। হিন্দু আর শিখদের এই মুহূর্তে মুসলমানদের ওপর সমস্ত রকমের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে এবং মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে বন্ধুভাবে বসবাসের ভরসা দিতে হবে।

২। যাতে ধনপ্রাণের নিরাপত্তার অভাবে একজন মুসলমানকেও ভারত ছাড়তে না হয় তা নিশ্চিত করতে হিন্দু ও শিখদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

৩। চলন্ত ট্রেনে মুসলমানদের ওপর যে সকল হামলা হচ্ছে তা এখনই বন্ধ করতে হবে এবং যেসব হিন্দু আর শিখ এসব করছে তাদেরকে এসব করা থেকে নিবৃত করতে হবে।

৪। নিযামুদ্দিন আওলিয়া, খাজা বখতিয়ার উদ্দিন কাকী এবং নাসির উদ্দিন চেরাগ দেহলবীর রহ. মতন ধর্মস্থান আর দরগার কাছে যে সকল মুসলমান বাসিন্দারা থাকতো, তারা অনেক দু:খে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাদের স্ব স্ব এলাকায় ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন দিতে হবে।

৫। দরগা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার অবশ্যই এসব পুনরুদ্ধার এবং সংস্কার করতে পারে, কিন্তু তাতে গান্ধীজির মন উঠবে না। কিন্তু তাঁর মত হলো, প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে হিন্দু আর শিখদেরই এসবের পুনরুদ্ধার আর সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৬। সবচেয়ে বড়কথা হলো, হৃদয় পরিবর্তনের আবশ্যকতা। শর্তগুলি পূরণের চেয়েও তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু আর শিখ সম্প্রদায়ের নেতাদের এ বিষয়ে গান্ধীজিকে ভরসা দিতে হবে, যাতে তাঁকে এমন একটা বিষয়ে পুনরায় অনশন করতে না হয়। [৬]

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজির এ জাতীয় অনশনে যদিও হিন্দু আর শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করেনি। তথাপি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এ জাতীয় উদ্যোগ দাঙ্গা বন্ধে মহতি ইচ্ছার প্রতিফলন; তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জাতির কাণ্ডারী মওলানা:

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের নামে ভারত ভাগের পর রক্তপাত ও দাঙ্গা থামে নি। বরং বাড়তে বাড়তে সমগ্র উত্তর ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন উভয় পাঞ্জাবকে গ্রাস করার পর তা ক্রমশ: ভারতের রাজধানী দিল্লিকেও ঘিরে ফেলে। অন্তর্মুখী স্বভাবের অধিকারী মওলানা আযাদ ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর দিল্লি জামে মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে আয়োজিত এক মুসলিম সমাবেশে তার অন্তরের ক্ষরণ ও হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ করার এক সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সমাবেশকে উদ্দেশ করে মওলানা আযাদ বলেন:

> تمہیں کیا یاد ہے، میں نے تمہیں پکارا تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ کاٹ دئے۔ میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کاٹ دئے۔میں نے کروٹ لینی چاہی تم نے میری کمر توڑ دی۔حتّٰی کہ پچھلے سات برس کی تلخ نوا سیاست جو تمہیں آج داغ جدائ دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف احتراز کیا، بلکہ غفلت و انکار کی ساری سنتیں تازہ کریں۔نتیجہ معلوم کہ آج ان ہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے، جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔[7]

অর্থ: আপনাদের কি মনে পড়ে? আমি আপনাদের প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম, আর আপনারা আমার জিভ কেটে ফেললেন; আমি আমার কলম হাতে নিলাম, কিন্তু আপনারা আমার হাত কেটে দিলেন; আমি এগোতে চেয়েছিলাম, আপনারা আমার পা ভেঙ্গে দিলেন; আমি পাশ ফিরতে চাইলাম, আপনারা আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করলেন। বিগত সাত বছরের তিক্ত রাজনৈতিক খেলা যখন তুঙ্গে উঠেছে তখন তার প্রতিটি মুহূর্তে আমি আপনাদের জাগাতে চেয়েছিলাম। আপনারা কেবল আমার আহবানকে উপেক্ষাই করেন নি বরং অতীতের উপেক্ষা ও অস্বীকৃতির সকল ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। এর ফলে পুরাতন সেই বিপদ, যার কারণে আপনারা অতীতে সত্যপথ বিচ্যুত হয়েছিলেন, তা আবার আপনাদের ঘেরাও করেছে।

> سچ پوچھو تو میں ایک جمود ہوں یا ایک دور افتادہ صدا، جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزار ی ہے۔

আজ আমি নিশ্চল হয়ে গেছি; আমার কণ্ঠস্বর অবহেলিত, স্বীয় মাতৃভূমিতে আজ আমি অনাথ।

> سوچو تو سہی، تم نے کون سی راہ اختیار کی؟ کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آگیا ہے؟ یہ خوف تم نے خود ہی فراہم کیا ہے۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کے پھل ہیں۔

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করুন! আপনারা কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন? কোথায় আপনারা উপনীত হয়েছেন এবং কোথায় আপনারা দাড়িয়ে আছেন? আপনাদের অনুভূতি কি অসাড় হয়ে যায় নি? আপনারা কি নিরন্তর ভীতির মধ্যে বাস করছেন না? এই ভয় আপনাদের নিজের সৃষ্টি, আপনাদের কৃতকর্মের ফল।

ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لئے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے، نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن تم نے سنی اَن سنی برابر کر دی۔جن سہاروں پر تمہیں بھروسہ تھا، وہ تمہیں لا وارث سمجھ کر، تقدیر کے حوالے کر گئے۔

বেশিদিনের কথা নয়, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, দ্বিজাতি তত্ত্ব এক অর্থবহ সম্মানের জীবনের পটে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি স্বরূপ। তাই একে বাতিল করুন। অপনারা তা শোনেন নি। আপনারা Ô‡bZvÕ নামে যাদেরকে সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন তারা আপনাদেরকে বিপদে ফেলে রেখে রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

دل سے بے جا خوف دور کر دو۔ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا۔ اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔

মন থেকে ভয় দূর করুন; আপনাদের ইতিহাসের গৌরবোজ্জল পাতাগুলি কোথায় খোয়ালেন? মাত্র সেদিন আপনাদের কাফেলা যমুনার তীরে ওজু করতো, আর আপনারা এখানে বাস করতেই ভয় পাচ্ছেন? মনে রাখবেন দিল্লি আপনাদের রক্তে সিঞ্চিত।

عزیزو! اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بیجا تھا، اسی طرح آج یہ تمہارا خوف و ہراس بھی بیجا ہے۔

ভাইসব! নিজেদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করুন। আপনাদের আজকের অমূলক ভয় গতকালের উল্লাসের মতোই অযৌক্তিক।'

এইভাবে জাতির দুর্দিনে মওলানা আযাদ জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে মানুষ ও মানবতার উপকার করেছেন। জাতির ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেছেন। মওলানা আযাদ তাই যথার্থই মানবতার মহান কান্ডারী ও দূরদর্শী এক নেতা।

মওলানা আযাদ একদিনের এক ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর বন্ধু মহাদেব দেশাইকে বলেন, হিন্দুদের একটি ঘন বসতিতে কতগুলো মুসলমান দর্জি কাজের প্রয়োজনে প্রত্যহ বহুদূর থেকে আসা-যাওয়া করতো। এইভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে একদিন একটি হিন্দু ঘরে এরকম ৬০/৭০জন মুসলমান দর্জি আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। গুন্ডারা তাদেরকে আক্রমন করার জন্য বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল বলে তারা বাইরে আসতে পারছিলনা। এই সময়ে উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের জীবন রক্ষা করায় স্থানীয় হিন্দুদের আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং আমি তাদেরকে মোটর গাড়িতে করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। এভাবেই মওলানা আযাদ হয়ে ওঠেন ভারতীয় মানবতার ত্রাণকর্তা। [৮]

ইমামুল হিন্দ হতে অসম্মতি:

মওলানা আযাদ ১৯০৫ থেকে শুরু করে খেলাফত আন্দোলনসহ মুসলিম স্বার্থানুকূল অন্যান্য ক্ষেত্রে অশেষ ত্যাগ ও অনবদ্য নেতৃত্বের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ ১৯১৪ থেকে শুরু করে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত কয়েকবার মওলানা আযাদকে Bgvgj wn›‘ বা সর্বভারতীয় মুসলিম নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাইলে মওলানা আযাদ তা বিনয়েন সাথে ফিরিয়ে দেন। বিশিষ্ট আযাদ গবেষক রশিদুদ্দিন খান তদীয় gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg পুস্তক-এ লিখেন:

> مولانا آزاد اپنی شہرت کے عروج پر تھے۔ لاہور میں علماء کے ایک گروہ نے جس میں علماء دیوبند بھی شامل تھے، مولانا آزاد کو امام الہند کا خطاب دینا چاہا، جو انہوں نے انکساری اور دور اندیشی سے قبول نہ فرمایاسن 1923 میں جمعیۃ العلماء نے دو بارہ یہی پیش کش کی، جو پھر مولانا نے بصد عجز و نیاز قبول کرنے سے انکار کر دیا۔[9]

অর্থ: মওলানা আযাদের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন লাহোরের একদল আলেম যাদের মধ্যে দেওবন্দের আলেমগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মওলানা আযাদকে ÔBgvgj wn›‘Õ এর খেতাবে ভূষিত করে। মওলানা আযাদ দূরদৃষ্টি সহকারে তা গ্রহণে অসম্মতি জানান। ১৯২৩ সালে পুনরায় ভারতীয় Rwgq‡Z ÔDjvgvÕ এই উদ্যোগ গ্রহণ করলে মওলানা আযাদ বিনয়ের সাথে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

আত্মপ্রচারবিমুখ আযাদ:

মওলানা আযাদের স্ত্রী জুলায়খা বেগমও স্বামীর সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমনকি ১৯৪৩ সালে মওলানা রাজনৈতিক বন্দী থাকাকালেই ৯ এপ্রিল কলকাতায় ইন্তেকাল করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর তার এই মহতি ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ একদল জনতা কলকাতয় নবনির্মিত একটি হাসপাতালের নাম Ô†eMg Avhv‘ nvmcvZvjÕ করার প্রস্তাব করলে মওলানা আযাদ কিছুতেই রাজি হন নি বরং বলেছিলেন,

> ‘বেগম আযাদ আমার সহধর্মিনী বটে; কিন্তু তিনি দেশের জন্য এমন কোনো ত্যাগ স্বীকার করেন নি যে, তাঁর নামে কোনো জনপ্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া যেতে পারে!’ [১০]

মওলানা আযাদ আহমদনগর জেল থেকে মুক্তি লাভের পরে সেই জনতাকে বলেন, হাসপাতালের নাম যেন কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল করে সঞ্চিত তহবিল তাতে দেওয়া হয়। এভাবে আত্মপ্রচারবিমুখ মওলানা আযাদ দেশ-দশের স্বার্থে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যা যুগ যুগ ধরে ভারতের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মওলানা আযাদ দীর্ঘ এগারো বছর কন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব করা সত্ত্বেও দিল্লি, কলকাতা বা অন্য কোথাও তিনি কোন বাড়ি বা ফ্ল্যাট করেননি। একজন পরিচ্ছন্ন ইমেজের রাজনীতিকের জন্য এটাই বড় পরীক্ষা; যাতে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আযাদের ইন্তেকালের পরে ভারতবাসী তাঁকে ও তাঁর দেশসেবাকে ভুলে যায়নি। আযাদকে মরণোত্তর ÔfviZiZÕ পদকে ভূষিত করা হয়। আযাদের জন্মদিন **১১** নভেম্বরকে ভারতের জাতীয় শিক্ষা দিবস পালন করা হয়। ভারতে আযাদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, সড়ক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, ক্লাব, একাডেমিসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এবং ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ আযাদের সমাজন্তিার মূল্যায়ন করে বলেন:

> ‘মৌলানা সাহেব তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক, অকৃত্রিম দেশভক্ত ও বড়মাপের বুদ্ধিজীবি হিসেবে জাতির অপরিমেয় সেবা করেছেন। নিজ বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তিনি নিগ্রহ বরণ করলেও কখনো নিজ অভিমত ব্যক্ত করা হতে বিরত থাকেন নি। তাঁর গভীর মানবিকতাবাদ সুবিদিত। জনসেবার ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তিনি তার আচরণকে করুণামন্ডিত হতে দিলেও জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি কখনো ন্যায়নীতির পথচ্যুত হননি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ তাঁকে অসম্মান করলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু জাতির হিতের বিপরীতে কোনো কিছু করলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে পার নেই। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে করুণা ও জনসেবা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার-এই ছিল তার নীতি।’ [১১]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

০১. শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘,(কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৩০-৩১
০২. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ hLb ¯vaxb nv”Q‡jv, (ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৯৭৯), পৃ. ২৪১-৪২
০৩. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ hLb ¯vaxb nv”Q‡jv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১
০৪. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন,২০০৮), পৃ. ২১৩
০৫. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
০৬. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, fviZ ¯vaxb nj, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
০৭. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ-cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩), পৃ.২৫৬-২৬০
০৮. শেখ আজিবুল হক, gvIjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ৪৫
০৯. রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘: kLwQq¨vZ, wmqvmvZ I cqMvg(নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল, ২০০৩), পৃ.১৬৫
১০. আবুল ফজল, wbewPZ ceÜ msKjb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৫৭
১১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মওলানা আবুল কালাম আযাদ বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ চেতনার মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন আর ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির মাধ্যমে জীবনের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মওলানা আযাদ ভারতীয়দের হীতার্থে বিশেষত: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে সারাজীবন অখণ্ড ভারতের পক্ষে কাজ করেছেন। কংগ্রেসকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জিবিত রাখতে হেন কোন প্রচেষ্টা নেই যা মওলানা আযাদ করেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সতীর্থদের নিয়ে সেক্যুলার ভারত বিনির্মাণে মওলানার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস অনেকাংশে সফল হয়েছে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চেহারা প্রকাশ পেলেও সার্বিক বিবেচনায় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পূর্ব বা পরবর্তীকালে কংগ্রেস শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিশাল ভারতের বাসিন্দাদের সুরক্ষায় বিশেষত মুসলমানদের রক্ষায় কার্যকরী প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক কতিপয় কর্মকাণ্ডের কারণে পাকিস্তানের কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি-পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন ও gmwjg jxM সুসংগঠিতকরণ যদি সময়ের বিচেনায় সঠিক প্রতীয়মান হয়। তাহলে ভারতের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা অবশিষ্ট বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর জান-মালের হেফাজতের জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে মওলানা আযাদ কর্তৃক fvivZxq RvZxq Ks‡M‡mর রাজনীতিকে নেতৃত্বদান সময়ের দাবী ছিল বলতে হবে।

মওলানার মতে, কতিপয় মুসলমানদের নিয়ে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান তৈরী করে আলাদা হয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবেনা; এ সমস্যার শিকড় আরো গভীরে। ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য অখণ্ড ভারত বিনির্মাণের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের হারানো রাজত্ব ফিরে পেতে হলে বিশাল ভারতেই তার প্রেক্ষাপট তৈরী করতে হবে। যে ভারতের ইতিহাস-

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যের ধারক মুসলমানেরা; সেখানে কতিপয় মুসলমান আলাদা ভূখণ্ডে ভাগ হয়ে যাওয়া দুর্বল মানসিকতার পরিচয়। বরং সকল মুসলমান একত্রে চেষ্টা করলে মুসলমানের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া বা ভারতীয় রাজনীতিতে উপযুক্ত স্থান লাভ করা অনেক সহজ হতে পারে। বলা যায়- মওলানার চিন্তায় বাস্তবতা লুকায়িত আছে। কিন্তু নানা সময়ে কিছু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আচরণে সাম্প্রদায়িকতা দৃশ্যমান হওয়ায় ও মুসলিম স্বার্থ ব্যাহত হওয়ায় ১৯৪০ সালে জিন্নাহর cwK¯Ívb c¯Íve জনসমর্থন লাভ করে। জন্ম নেয় স্বাধীন ও বাস্তব পাকিস্তান। মূলত সময় তার নিজস্ব গতিতে চলে। তাছাড়া ভবিষ্যতের গর্ভে যা লুকায়িত থাকে সে অনুযায়ী প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। সে অনুযায়ী জিন্নাহর পাকিস্তান ভাবনাকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। পাশাপাশি ইসলাম ও ভারতীয়দের একনিষ্ঠ দরদী মওলানা আযাদকে বলতে হয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ্য সমাজচিন্তাবিদ।

মওলানা আযাদ সেই ব্যক্তি, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বিশেষ সময়ে যার সঙ্গে একান্ত পরামর্শ করতেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু যাকে অনুসরণ করতেন। যার প্রকৃতিতে আরব ও প্রাচ্যের জ্ঞান-গরিমার সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। যার প্রজ্ঞার দ্যুতি বিংশ শতাব্দীর সংকটকালে আলোর দিশা দেয়। সত্য-সঠিক ইসলামের আলোকে জাতিকে উদ্ভাসিতকরণ প্রচেষ্টায় মওলানা আযাদ ছিলেন অগ্রনায়ক।

তিনি ছিলেন একজন মিলনবাদী ইসলামি ব্যক্তিত্ব। তিনি متحده قوميت বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে বিশ্ব মানবতার জন্য যেমন অবদান রেখেছেন তেমনিভাবে ভারতীয়দের জন্য মওলানার অবদান অসীম। স্বাধীনতা অর্জনের পরে মওলানা আযাদ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। বিশ্বব্যাপি ভারতীয় সম্প্রীতিবাদ প্রচারে ব্রতী হন। ভারতের জন্য বৈদেশিক সুনাম অর্জন মিশনের প্রধান হিসেবে বিশ্বব্যাপি ভারতের জন্য জনমত গঠনে অবদান রাখেন। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি এবং পুরো পৃথিবীকে সংস্কৃতির এক সূতোয় গাঁথার মানসে মওলানা আযাদ তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান-BwÛqvb KvDwÝj di KvjPvivj wi‡jkÝ বা আইসিসিআর প্রতিষ্ঠা করেন।

মওলানা আযাদ নিজের সম্পর্কে বলেন,

> আমার সম্পর্কে দুটো মত চালু আছে। কিছু লোক আমাকে হয়তো ভাল বলে ধারণা করেন। সেটা তাদের মনের ঔদার্য বটে। কিছু লোক আবার আমাকে খারাপ জানেন। তাদের অন্তর আমার প্রতি বিমুখ।
>
> আমি কী, আর কী নই, তার মীমাংসা আজ নয়, কাল হবে। জীবনকে আমি খোলা পৃষ্ঠার মতো রেখে দিয়েছি। তা থেকে সবাই বিচার করতে পারবেন, আমি কতটুকু ভাল বা মন্দ।

মওলানা আযাদকে মূল্যায়ণ করা সহজ বিষয় নয়। মাতৃভূমির এ যোগ্য সন্তানকে মূল্যায়ণের ভার তাই ইতিহাসের ওপর থাকল। জাতি আজ তাঁকে তার কর্মের মাঝে খুঁজে ফিরছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষাণুক্রমে ঘটনাপঞ্জির দর্পণে মওলানা আবুল কালাম আযাদ

১৮৮৮ : মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ১১ নভেম্বর, ১৮৮৮ বা ১৩০৫ হি. সালের জিলহজ্ব মাস

১৮৯২ : باسم الله خوانی বা বাচ্চাদের কথা শেখানোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৮৯৮ : বাবার সাথে সপরিবারে ভারতের কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

১৮৯৯ : আযাদের মায়ের কলকাতায় ইন্তেকাল

১৮৯৯ : কলকাতা থেকে মাসিক نیرنگ عالم (নয়ারঙ্গে আলম)পত্রিকা প্রকাশ

১৯০৭ : বিবাহ সম্পাদন

১৯০১ : ২২ জানুয়ারি সাপ্তাহিক المصباح (আল মিসবাহ)প্রকাশ আরম্ভ করেন।

১৯০২ : ৫ জানুয়ারি আযাদের প্রথম কিতাব اعلان الحق (ই'লানুল হক) প্রকাশ করেন।

১৯০২: কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক احسن الاخبار (আহসানুল আখবার) পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৯০৩ : দরসে নিযামী বা কওমি সিলেবাস অনুসারে মওলানা আযাদ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন।

১৯০৩ : মার্চে লখনৌ থেকে প্রকাশিত মাসিক خدنگ نظر (খিদাঙ্গে নযর) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯০৩: শাহজাহানপুরের G I qvW †M‡RU পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হন।

১৯০৩ : ২০ নভেম্বর থেকে মাসিক لسان الصدق (লিসানুস সিদ্ক) প্রকাশ আরম্ভ করেন।

১৯০৪ : ১-৩ এপ্রিল লাহোরে অনুষ্ঠিত انجمن حمایت اسلام এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯০৫ : দ্বিতীয়বারের মতো লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও طلوع اسلام (তুলুয়ে ইসলাম) শিরোনামে প্রথম কোনো জনসম্মুখে বক্তৃতা করেন।

১৯০৫ : لسان الصدق এর শেষ সংখ্যা এপ্রিল-মে মাসে আগ্রার مفید عام প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ : প্রথম বিশ্ব ভ্রমনে বের হয়ে ইরাকের বাগদাদ গমন।

১৯০৫ : অক্টোবরে লখনৌ থেকে প্রকাশিত আল্লামা শিবলীর সম্পাদিত الندوه পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯০৬ : মার্চে Avb bv‘ Iqvi দায়িত্ব ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন।

১৯০৬ : এপ্রিলে অমৃতসর থেকে প্রকাশিত وكيل (ওয়াকিল) পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন যেটি প্রত্যেক মাসের তৃতীয় দিবসে প্রকাশিত হতো।

১৯০৬: আযাদের একমাত্র বড় ভাই আবু নসর গোলাম ইয়াসিন আহ্ ইন্তেকাল করেন।

১৯০৬ : নভেম্বরে অমৃতসরের وكيل পত্রিকা ত্যাগ করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯০৬ : ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সে যোগদান করেন। এই সেশনেই ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

১৯০৭ : জানুয়ারিতে কলকাতায় সাপ্তাহিক دار السلطنت (দারুস সালতানাত) সম্পাদনা আরম্ভ করেন।

১৯০৭ : আগস্টে দ্বিতীয়বার অমৃতসরের IqvwKj পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯০৮ : আগস্টে পিতার মরণপীড়ার সংবাদে আযাদ وكيل থেকে ইস্তফা দেন।

১৯০৮ : ১৭ আগস্ট আযাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন ইন্তেকাল করেন।

১৯০৮ : পিতার মৃত্যুর পর আযাদ দ্বিতীয়বার বিশ্বভ্রমনে গিয়ে পশ্চিম এশিয়া এবং ফ্রান্স ভ্রমন করেন।

১৯১২ : ১৩ জুলাই আযাদ তার বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা সাপ্তাহিক الهلال (আল হিলাল)নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন।

১৯১৩ : ১৮ সেপ্টেম্বর الهلال প্রেসের নিকট দুই হাজার রূপি জামানত তলব করে এবং আযাদ তা ২৩ শে সেপ্টম্বর পরিশোধ করেন।

১৯১৪ : অক্টোবরে বাংলা সরকার Avj wnjv‡ji ১৪ ও ২১ শে অক্টোবর সংখ্যাদ্বয় বেআইনি ঘোষণা করে।

১৯১৪ : ১৬ নভেম্বর জামানতের দুই হাজার রূপি বাজেয়াপ্ত করে নতুন করে আরো দশ হাজার রূপি জামানত আরোপ করে সরকার। নতুন অরোপিত দশ হাজার রূপি জামানত চাহিদামতো জমা না করার অপরাধে ১৮ নভেম্বরের পর Avj wnjv‡ji প্রকাশনা এবারের মতো বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১৫ : ১২ নভেম্বর Avj wnjv‡ji নামান্তর সাপ্তাহিক البلاغ (আল বালাগ)প্রকাশ শুরু করেন। বাংলা সরকার ডিফেন্স এ্যাক্টের ৩ ধারা মতে আযাদকে চারদিনের মধ্যে বাংলার বাহিরে চলে যেতে আশে করেন। পরবর্তীতে এটার মেয়াদ বৃদ্ধি করে এক সপ্তাহ করা হয়।
দিল্লি, পাঞ্জাব এবং ইউপি প্রাদেশিক সরকার ইতোমধ্যে তাদের প্রদেশে মওলানার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল। মওলানা আযাদের কলকাতায় অনুপস্থিতির কারণে তার পত্রিকা البلاغ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭, ২৪ এবং ৩১ মার্চের পরে আর কোনো সংখ্যা বের হয়নি।

১৯১৬ : আযাদ বিহারের রাঁচিতে গমন করেন এবং নগরের বাহিরে অবস্থিত মোরাবাদী গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে আযাদকে সেখানে নজরবন্দী করা হয়।

১৯১৯ : নজরবন্দী থাকাকালীনই মওলানা তার বিখ্যাত পুস্তক تذكره (তাযকেরা)এবং جامع الشواہد فی دخول غیر المسلم فی المساجد (জামিউশ শাওয়াহিদ) নামক গ্রন্থদ্বয় লিখেন।

১৯২০ : ১ লা জানুয়ারি মওলানা আযাদ নজরবন্দী থেকে মুক্তি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ : ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি মওলানা আযাদ বাংলা প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সভাপতি হিসেবে জনগণকে সরকারের সাথে অসহযোগের আহবান জানান।

১৯২০ : مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب (মাসআলায়ে খেলাফত)নামক পুস্তক লিখেন। মুম্বাই এবং পেশোয়ার থেকে এই বইটির ইংরেজি এবং পশতু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদ করেন মির্জা আব্দুল কাদের বেগ এবং পশতু ভাষায় অনুবাদ করেন মালিক সাইদা খান সানওয়ারী। অল ইন্ডিয়া খেলাফত কনফারেন্স নাগপুর সেশনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২১ : ২৩ শে সেপ্টেম্বর থেকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারের জন্য মওলানা আযাদ স্বীয় তত্ত্বাবধানে সাপ্তাহিক پیغام (পয়গাম)পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯২১ : ২৫ শে অক্টোবর আগ্রায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২১ : ১৮-২০ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত جمعیت علماء ہند এর সেশনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২১ : গান্ধীজির পরামর্শে কংগ্রেস নির্বাচন বয়কট করে।

১৯২১ : ১০ ডিসেম্বর মওলানা আযাদকে গ্রেফতার করে আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

১৯২২ : এই মামলায় মওলানা আযাদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে উর্দু ভাষায় যে বক্তব্য দেন তা ইতিহাসে قول فیصل (কওলে ফায়সাল)নামে খ্যাতি লাভ করে। মওলানা আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী এটির আরবি অনুবাদ করে কায়রো থেকে প্রকাশ করেন। কনস্ট্যান্টিনোপলের جہان اسلام পত্রিকার সম্পাদক উমর রাজা তুর্কি ভাষায় এটির অনুবাদ করে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রকাশ করেন।

১৯২৩ : মওলানা আযাদ প্রায় ১ বছর, এক মাস জেলজীবন শেষ করে মুক্তি লাভ করেন।

১৯২৩ : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরাখবর আরব বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে সমর্থন লাভের আশায় মওলানা আযাদের তত্ত্বাবধানে ১ লা এপ্রিল থেকে الجامعہ (আল জামিয়া)নামক আরবি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

১৯২৩ : ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে ৩৫ বছর বয়সী যুবক মওলানা আযাদ এতো বড়ো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

১৯২৫ : ২৯ শে ডিসেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া খেলাফত কমিটির সম্মেলনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৭ : ১০ জুন الہلال দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ : ৯ ডিসেম্বর এর সংখ্যার পর الہلال মওলানা আযাদের ব্যস্ততার দরুন বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৯২৮ : ২৭ জুলাই মওলানা আযাদ Ôgmwjg b¨vkbwj÷ cwÚ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং মওলানা এই পার্টির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ : মওলানা আযাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩০ : সায়মন কমিশনের বিরোধিতা ও লবন আইন ভঙ্গ করার জন্য গ্রেফতার হন। (১৯৩০ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেফতার এবং ১৯৩১ সালের ২৭ জানুয়ারি মুক্তিলাভ)

১৯৩০ : ব্রিটিশ কর্তৃক জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনি ও বাতিল ঘোষণা করা হয়।

১৯৩১ : ২রা সেপ্টেম্বর মওলানার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ ترجمان القرآن (তারজুমানুল কুরআন)১ম খন্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৩২ : ১২ মার্চ গ্রেফতার হয়ে ১১ ই মে পর্যন্ত দুই মাস বন্দীজীবন বরণ করেন।

১৯৩৬ : এপ্রিলে ترجمان القرآن ২য় খন্ড প্রকাশিত হয়। (ترجمان القرآن ১ম-২য়, উভয় খন্ড ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সাইয়্যেদ আবদুল লতিফ এবং ইহা ভারত ও পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে।)

১৯৩৯ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪০ : মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বিপুলভোটে পরাজিত করে মওলানা আযাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং একাধারে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সফলভাবে বহাল থাকেন।

১৯৪০ : ১৯, মার্চ নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪০ : মওলানাকে দু' বছরের জন্য কারাদণ্ড দিয়ে নৈনি জেলে স্থানান্তর করা হয়।
(আযাদ গবেষক-রশিদুদ্দিন খানের ভাষ্যমতে, আযাদকে ১৯৪১ সালের ৩রা জানুয়ারি গ্রেফতার করে ১৯৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়।)

১৯৪১ : মওলানার কারাদণ্ড কমিয়ে ১১ মাসের মাথায় ৪ ডিসেম্বর মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৪২ : মার্চ-এপ্রিলে ক্রিপ্স মিশনের সাথে মওলানা আযাদ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন।

১৯৪২ : ÔfviZ Qv‡owÕ আন্দোলনের অপরাধে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে মওলানা আযাদকে ৯ আগস্ট গ্রেফতার করে আহমেদনগর দুর্গে অন্তরীণ রাখা হয়।

১৯৪৩ : মওলানা আযাদের স্ত্রী জুলায়খা বেগম ৯ এপ্রিল কলকাতায় ইন্তেকাল করেন এবং কলকাতায় মানিকতলা কবরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।

১৯৪৩ : আযাদের সবচেয়ে ছোটবোন হানিফা আবরু জুনে ভূপালে শ্বশুরালয়ে ইন্তেকাল করেন।

১৯৪৫ : মওলানা আযাদকে এপ্রিলে আহমেদনগর দুর্গ থেকে বাঁকুরা জেলে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৪৫ : ১৫ জুন বাঁকুরা জেল থেকে ব্রিটিশ সরকার আযাদকে মুক্তি দেয়।

১৯৪৫ : ১৬ জুন মওলানা আযাদ শিমলা কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১৯৪৬ : غبار خاطر এবং كاروان خيال নামক মওলানার দু'খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ : এবছর এপ্রিল-জুনে মওলানা আযাদ কেবিনেট মিশনের সাথে আলোচনায় অংশ নেন।

১৯৪৭ : ১৫ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারে মওলানা আযাদ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

১৯৪৭ : ১৫ আগস্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারে মওলানা আযাদ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

১৯৫১ : কংগ্রেস সংসদীয় দলে মওলানা আযাদ উপনেতা মনোনীত হন।

১৯৫২ : ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মওলানা আযাদ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবার শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রী মনোনীত হন।

১৯৫৫ : কংগ্রেস সংসদীয় দলে মওলানা আযাদ দ্বিতীয়বার উপনেতা মনোনীত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ : ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় সরকারের পক্ষে সুনাম অর্জনের জন্য কাজ করে সাফল্য অর্জন করেন। এবছর মে-জুলাই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৯ম সাধারণ অধিবেশনে মওলানা আযাদ সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫৭ : ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনেও মওলানা আযাদ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকেন।

১৯৫৮ : ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত انجمن ترقی اردو আয়োজিত সম্মেলনে অনলবর্ষী মওলানা আযাদ জীবনের শেষ বক্তৃতা করেন।

১৯৫৮ : ২২শে ফেব্রুয়ারি মওলানা আযাদ ইহধাম ত্যাগ করেন এবং ঐতিহাসিক দিল্লি জামে মসজিদের সম্মুখস্থ উর্দু উদ্যানে তাকে চিরনিদ্রায় সমাহিত করা হয়।

মওলানা আযাদকে উৎসর্গিত কবিতা

মওলানা আযাদকে তাঁর গুণগ্রাহীরা নানাভাবে স্মরণ করেন। কবি তার কবিতা দিয়ে, শিল্পী তাঁর ছবি এঁকে। গবেষক গবেষণায় এবং গায়ক তার সুরের মূর্ছনায় ভালবাসা ব্যক্ত করেন। সেরকম কয়েকজন কবির কবিতা এখানে তুলে ধরা হলো।

কাব্যিক ভাষায় কবি আলকামা শিবলী বলেন,

تھی نظر میں گردش شام و سحر
زندگی تھی اک مجاھد کا سفر
ابوالکلام آزاد امام ہند تھا
بادہ عرفاں بہ جام ہند تھا۔

অর্থ: তাঁর (আযাদের) দৃষ্টিতে ছিল দিবা-রাতের বিবর্তন
জীবন ছিল এক কর্মবীরের ভ্রমন,
আবুল কালাম আযাদ ইমামুল হিন্দ ছিলেন,
খোদাপ্রেমের শরাব যেন হিন্দের পাত্রে ছিলেন।

আযাদের ইন্তেকালে শোকাভিভূত এক কবি (আযাদ গবেষক জগন্নাথ আযাদের পিতা) লিখেন,

گاندھی کے بعد ہند میں مینار روشنی

Dhaka University Institutional Repository

تھی تیری ایک ذات جو طلعت فشاں رہی
جانے سے تیرے آہ! اندھیرا چھا گیا
آزاد! اب وہ نور کی بارش کہاں رہی

অর্থ: গান্ধীর পরে হিন্দুস্তানে আলোর মিনার হয়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব দ্যুতি ছড়াচ্ছিল,
তোমার প্রস্থানে অন্ধকার নেমে এসেছে
আযাদ! সে আলোর বর্ষণ আর কোথায় পাই।

গ্রন্থপঞ্জি

আজিবুল হক শেখ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ(কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১৪)

আনোয়ার আলি দেহলবি, D‘ mvnvdvZ (দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ১০৬

আতিকুর রহমান প্রফেসর মো., mgvRKg: BwZnvm I ‘kb(ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১১)

আবুল কালাম আজাদ মৌলানা, fviZ ¯vaxb nj (ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৮)

আবুল কালাম আহমদ, তারজুমানুল কুরআন-১ম খণ্ড (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩১)

আবুল কালাম আহমদ, ZviRgvbj KiAvb-2q LÐ (করাচি: মাকতাবায়ে সাঈদ, ১৯৩৬)

আবুল কালাম আহমদ, ewKqv‡Z ZviRgvbj KiAvb (লাহোর: শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৯৬১)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, আফকারে আযাদ(লাহোর: মাকতাবায়ে আযাদ,১৯৪৫)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, Avj wnjvj (কলকাতা: আল হিলাল পাবিলিকেশন্স, ১৯১২ সালের ১১ আগস্ট সংখ্যা)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, Avj wnjvj (কলকাতা: ১৯২৭ সালের ২৪ জুন সংখ্যা)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, Avj ûiwiq¨vZ wdj Bmjvg (দিল্লি: গনিল মাতাবে‘, ১৯৩৩)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, ইনসান কী হায়াতে সালেহা (দিল্লি: চমন বুক ডিপো, তারিখ বিহীন)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, DiæR I hvIqvj Kv KiAwb ‘¯i (লাহোর: বাজমে এশায়াত, ১৯৬৪)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, Kv I‡j dvqmvj (লাহোর: খালেদ বুক ডিপো, ১৯২২)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, LZev‡q m‘vi‡Z ZvKixwi (দিল্লি: হিন্দুস্তানী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, ¸ev‡i LwZi- †Mvjvg ivmj †g‡ni (m¤úv:) (নয়াদিল্লি: সাহিত্য একাডেমি, ১৯৮৩)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, ¸ev‡i LwZi (লাহোর: মাকতাবায়ে মেরী লাইব্রেরী, ১৯৪৬)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, wRnv‘ Avli Bmjvg (দিল্লি: হিন্দুস্তান প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, Zvh‡Kiv (লাহোর: মাকতাবায়ে মেরী লাইব্রেরী, ১৯৬০)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, eqv‡b gljvbv Avej Kvjvg Avhv‘ (দিল্লি: সুরুজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,১৯৪৩)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, gmwR‡‘ ivRbxwZ(ঢাকা: জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, gvhvgx‡b Avj evjvM (দিল্লি: হিন্দুস্তানী পাবলিশিং হাউজ, ১৯৪৪)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, gvhvgx‡b Avj wnjvj (লাহোর: আদাবিস্তান, বায়রুনে মুচি দরজা,১৯৪৫)

আবুল কালাম আযাদ মওলানা, মেরা আকীদা, (করাচি: মাকতাবা মা-হাওল, ১৯৫৯)

আবুল কালাম আযাদ, gmjgvb AvlivZ (লাহোর: এম ছানাউল্লাহ খান,১৯৪৬)

আবুল ফজল, wbewPZ ceÜ msKjb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১)

আবদুল কবি দাসনবী, Zvjv‡k Avhv‘ (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া লি:, ২০১১)

আবদুল বারী মুহাম্মদ, ‘k‡bi K_v (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১৯৭৩), পৃ. ৫৫

আব্দুল্লাহ বাট, Avej Kvjvg Avhv‘ (লাহোর: কওমি কুতুবখানা, ১৯৪৩), পৃ. ৬৭

আব্দুর রশিদ আরশাদ, wem e‡o gmjgvb (লাহোর: মাকতাবায়ে রশিদিয়া লিমিটেড, ১৯৭০)

আবদুর রাকিব, msMvgx bvqK gvljvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স,২০১৩)

আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী মওলানা, wRK‡i Avhv‘ (নয়াদিল্লি: ফরিদ বুক ডিপো, ২০১৩)

আব্দুল্লাহ ডক্টর মুহাম্মদ, ivRbxwZ‡Z e½xq Djvgvi fwgKv (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫)

আবদুস সালাম মামুন বিচারপতি, Dcgnv‡‘‡ki AvBb I kvm‡bi BwZnvm (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬)

আবু সালমান, Bgvgj wn›‘ (করাচি: মাকতাবায়ে উসলূব, ১৯৬২), পৃ. ৩৮

আল কুরআন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫২ তম সংস্করণ, ২০১৭)

আলিমুজ্জামান চৌধুরী, BmjwgK RwimcÆ‡WÝ I gmwjg AvBb (ঢাকা: কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০১৩)

ইকরাম শায়খ মো:, gvl‡R KvlmvI (লাহোর: এদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৬২)

ইমাম মুহাম্মদ, wiqv‘m mv‡jwnb, eve Kvhv-B nvIqwqwRj gmwjwgb

ইসমাঈল বুখারী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে, eLvix kixd, 4_ LÐ (evsjv),(XvKv: BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡‘k,2008)

উইলিয়াম হান্টার, w‘ BwÛqvb gmjgvbÛm (বঙ্গানুবাদ), (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬)

খলীক আনজুম, মওলানা আবুল কালাম আযাদ: শখছিয়্যত আওর কারনামে(দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ১৯৮৬)

জামিল খার (সম্পা:), Av‘e KvjPvi Avli gvmv‡qj (দিল্লি: এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, ২০০৪)

জিয়াউল হাসান ফারুকী মওলানা, gljvbv Avej Kvjvg Avhv‘: bhi I wdKi Kx Pv›‘ wRnv‡Z (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১)

তোফায়েল মুহাম্মদ, bKk: AvcweZx msL¨v (লাহোর: এদারায়ে ফুরূগে উর্দু, ১৯৪৬), পৃ. ১৮৩৫- ১৮৫০)

Dhaka University Institutional Repository

নূরুল ইসলাম মোঃ, evsjv‡‘‡ki mgvRKj¨vY KgmwPmgn (ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০০৮)

ফারুক আরগালি, Av‡qbv‡q Avej Kvjvg Avhv‘ (নয়াদিল্লি: ফরিদ বুক ডিপো, ২০০৫)

রশিদুদ্দিন খান, Avej Kvjvg Avhv‘; GK nvgwMi kLwQq¨vZ (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ১৯৮৯)

রশিদুদ্দিন খান, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘; kLwQq¨Z-wmqvmwZ-cqMvg (নয়াদিল্লি: কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, ২০০৩)

রুহুল আমিন মুহাম্মদ, Bmjvwg AvB‡bi Drm (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার,২০১৩)

বাল্মিকীপ্রসাদ সিং, fviZ wewPÎv-b‡f¤i-wW‡m¤i 2012 msL¨v

মকসুদ আলী সৈয়দ, প্লেটোর রিপাবলিক (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩)

মজনু গোরখপুরী, Av‘e Avli wR‡›‘Mx (করাচী: মাকতাবায়ে দানিয়াল, ১৯৬৯), পৃ. ৭০-৭৯

মালেক রাম, KQ Avej Kvjvg Avhv‘ †K ev‡i †g (নয়াদিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ২০১১)

মুশতাক আহমদ ড., kvqLj Bmjvg ûmvqb Avng‘ gv‘vbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০)

শফিক আহমদ ড., gIjvbv †Mvjvg ivmj †g‡ni: nvqvZ Avli Kvibv‡g (লাহোর: মজলিসে তারাক্কী আদব, ১৯৮৮)

শফিক আহমেদ, gIjvbv AvRv‡‘i ‘wó‡Z cwK¯Ívb (বঙ্গানুবাদ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০)

শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘‡K cvm‡cvU Kv Lwdqv dvBj (নয়াদিল্লি: আনজুমানে তারাক্কী উর্দু, ১৯৮৭)

শামসুজ্জামান মোহাম্মদ, hM hMvšÍ‡ii gmwjg gbxlv (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬)

শামছুর রহমান গাজী, Bmjvgx AvBb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৭৯)

শামসুল হক শায়দাই, gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ : mvg cvi‡mvbvj wMøgc‡mm (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১)

শাহেদ আলী ড. সাইয়্যেদ, gmjgvbv‡b wn›‘ (দিল্লি: কিতাবী দুনিয়া, ২০০৩)

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘ (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদনা পরিষদ, Blqv‡b D‘ Kv Avej Kvjvg Avhv‘ b¤i (দিল্লি: উর্দু একাডেমি,২০১৪)

সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx AvBb I AvBb weÁvb, 1g LÐ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১)

সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvwg wek‡Kvl-evsjv 2q LÛ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬)

সম্পাদনা পরিষদ, ‘¯Ívb‡eR (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগ পত্রিকা-৫, সন: ২০১০)

সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মওলানা আযাদ বিষয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের স্মরণিকা, ২০১৩)

সম্পাদনা পরিষদ, i‡n Av‘e: gIjvbv Avej Kvjvg Avhv‘ msL¨v (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমি, এপ্রিল-১৯৯০)

সাইদা সাইদাইন হামীদ, BwÛqvÛm gIjvbv; 2q LÛ(নয়াদিল্লি:আইসিসিআর, ১৯৯০), পৃ. ৩০৬

স্বপন মুখোপাধ্যায়, wekcw_K †gŠjvbv Avej Kvjvg AvRv‘(ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৫)

রেজোয়ান কায়সার, †iwmmwUs K‡jwbqwjRg GÛ KwgDbvj cwjwU·: gIjvbv Avhv‘ GÛ w‘ †gwKs Ae w‘ BwÛqvb †bkb (নয়াদিল্লি: মনোহর পাবলিশার এন্ড ডিস্ট্রিবিউটরস, ২০১১)

Dhaka University Institutional Repository

যশোবন্ত সিং, wRbv fviZ †‘kfvM ¯vaxbZv (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার প্রা: লি:, ২০০৯)

হানিফ উদ্দিন এ.টি.এম (সম্পাদক), mgvRKj¨vY, 1g cÎ (গাজীপুর: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪)

Rabindra Kumar Dr., *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992),V- 4

Rabindra Kumar Dr., *Selected Works of Maulana Abul Kalam Azad* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992),V-11

Dhaka University Institutional Repository